ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ

আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

'আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ

মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ
মূল ঃ 'আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৩১৬/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.২২
ISBN : 984-06-0306-0

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৮৬

তৃতীয় সংস্করণ
আগস্ট ২০০৪
ভাদ্র ১৪১১
রজব ১৪২৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগার গাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
আবদুল কাদের

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহ্ফুজ কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুকহল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি) টাকা

ISLAMER DRISTITE OPORADH (Crime in the Light of Islam) : Written by Afif Abdul Fattah Tabbara in Arabic and translated by Mawlana Rezaul Karim Islamabadi into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka — 1207. Phone : 8128068 August 2004

Web Site : www.islamicfoundation-bd.org

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 65.00 ; US Dollar : 2.00

www.pathagar.com

সূচিপত্র

কুরআন নির্দেশিত একটি দু'আ	১৭
প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর একটি দু'আ	১৭
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	১৮
ভূমিকা	১৯
উস্তাদ শরীফ খলীল শোক্‌র-এর উপক্রমণিকা	২২
প্রথম অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
অপরাধের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ	২৯
কবীরা গুনাহ্	২৯
কবীরা গুনাহের সংখ্যা	
সগীরা গুনাহ্	
প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে নিবৃত্ত থাকা	৩২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
পাপের পরিণাম	৩৫
পাপের পরিণামে নেমে আসে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তি	৩৬
মানুষের উপর অপরাধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া	৩৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
অপরাধের চিকিৎসা	৪১
মনোবিজ্ঞানের আলোকে অপরাধ	৪১
নফ্‌স-এর চিকিৎসায় ধর্মের প্রভাব	৪২
স্নায়ু রোগের প্রধান কারণ কি ?	৪২
অপরাধের অনুভূতির চিকিৎসা	৪৩
তাওবাহ্ ও কাফ্‌ফারা	৪৪

www.pathagar.com

ইসলামে তওবার হাকীকত ৪৫
মনোবিজ্ঞান ও তাওবাহ্ ৪৯
আল্লাহ্‌র ভয় পাপ থেকে দূরে রাখে ৫০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ইসলামে পাপ মোচনের পদ্ধতি ৫৫
আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে কোন মধ্যস্থতা নাই ৫৭
পাপ মার্জনা করা শুধু আল্লাহ্‌র সাথে সীমাবদ্ধ ৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের পাপ

আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা ৬২
মুশরিক সম্প্রদায়ের পর্যালোচনা ৬৩
ইসলাম আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করাকে অস্বীকার করে ৬৬
আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা
আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার উৎস ৭৩
আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকা ৭৩
নিফাক ৭৭
ছোট শিরক ঃ রিয়া বা লোক দেখানো মনোভাব ৮৩

তৃতীয় অধ্যায়
যৌন সম্ভোগে আমাদের অপরাধ

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন সম্পর্ক ৮৮
স্বাভাবিক যৌনতার গুরুত্ব ৮৮
যৌনতার ক্ষতিকারক দিকগুলো ৮৮
বিবাহই যৌন সম্পর্কের স্বাভাবিক পথ ৮৯
যৌনতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৯০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
চারিত্রিক পবিত্রতা ও তার কারণ ৯২
সংযমশীলতা ও তার উপকারিতা ৯২
ইসলামের দৃষ্টিতে সংযমশীলতা ৯৩
ইসলামে সংযমশীলতার মর্যাদা ৯৪

www.pathagar.com

কুরআনে সংযমশীলতার দৃষ্টান্ত ৯৫
দৃষ্টিকে সংযত রাখা ৯৬
নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা ৯৯
সৌন্দর্য প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা ১০০
সিনেমা ও অশ্লীল পত্রপত্রিকার অপকারিতা ১০১
অশ্লীল পত্রপত্রিকা ১০২
নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার অপকারিতা ১০২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ব্যভিচার ও তার অপকারিতা ১০৫
ব্যভিচার ও তার হীনতা ১০৫
অবৈধ যৌন সংযোগ প্রেমকে ধ্বংস করে দেয় ১০৬
যৌন ব্যাধি ও তার অপকারিতা ১০৬
সিফিলিস ১০৭
প্রমেহ ১০৮
অবৈধ সন্তান ১১০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
অবৈধ যৌন সম্ভোগের পাপ ১১১
ব্যভিচারের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১১১
ব্যভিচারের শাস্তি ১১৪
মান-সম্মানের হিফাযত ১১৬
অশ্লীলতা প্রচারের গুনাহ্ ১১৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
যৌন সম্পর্কের সীমা ও তার বিধান ১২০
নারীদের মধ্যে যাদের বিবাহ্ করা নিষিদ্ধ ১২০
সমকামিতা ১২২
স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা ১২৪
ঋতুস্রাবকালে যৌন মিলন নিষিদ্ধ ১২৪

চতুর্থ অধ্যায়
পারিবারিক জীবনে আমাদের পাপ
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ১৩২

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
পানাহারে আমাদের পাপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মদ ঃ সুরা ১৩৮

সুরা ও এর পাপসমূহ ১৩৮

ইসলামে সুরা নিষিদ্ধকরণ ১৩৯

সুরার অবৈধতার ব্যাপারে সন্দেহ দূরীকরণ ১৪২

সুরার অবৈধতা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েকটি বাণী ১৪৪

সকল প্রকার সুরাই হারাম ১৪৫

সুরার ব্যবসাও হারাম ১৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হারাম খাদ্য ১৫১

শূকরের মাংস ও তার অপকারিতা ১৫২

শূকরের ক্ষতিকারক জীবাণু ১৫৩

শূকরের চর্বি ও তার অপকারিতা ১৫৫

শূকরের মাংস ও দেহের জোড়ায় ব্যথা ১৫৫

মানবের উপর শূকরের মাংসের প্রতিক্রিয়া ১৫৬

মৃত জন্তু ভক্ষণ ও এর অপকারিতা ১৫৬

মৃত জন্তু ও নখর বিশিষ্ট পাখির মাংস ১৫৬

হিংস্র জন্তু ও নখর বিশিষ্ট পাখির মাংস ১৫৭

প্রতিমার উদ্দেশ্যে যবেহকৃত জন্তু ভক্ষণ ১৫৭

রক্ত পান করা ও তার অপকারিতা ১৫৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
সামাজিক জীবনে পাপ

সমাজ ব্যবস্থায় ইসলাম ১৬০

জুলুম ঃ অত্যাচার ১৬০

মন্দ কাজে পরস্পর বাধা না দেওয়া ১৬৪

শত্রুর সাথে যুদ্ধে বিমুখ থাকা ১৬৭

জিহাদের ফযিলত ১৭১

মিথ্যাচার ১৭২

মিথ্যা সাক্ষ্য ১৭৩

www.pathagar.com

চোগলখুরী করা ১৭৫
কৃপণতা ১৭৭
অন্যের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করা ১৭৯
বিদ্রূপ ১৮১
অন্যকে তিরস্কার করা ১৮১
কাউকে মন্দ উপাধিতে ডাকা ১৮২
ধারণা ১৮২
ছিদ্রান্বেষণ ১৮৩
গীবত ও পরনিন্দা ১৮৩

সপ্তম অধ্যায়

পরস্পর লেনদেনের ব্যাপারে আমাদের অপরাধ

পারস্পারিক লেনদেনে ইসলামের বিধান ১৮৬
ধোঁকা দেওয়া ১৮৬
অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করা ১৮৯
মিথ্যা শপথ ১৯২
ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা ১৯২
ইয়াতীম প্রতিপালনে সওয়াব ১৯৩
উৎকোচ ১৯৪
সুদ খাওয়া ১৯৬
মূল্য বৃদ্ধির মানসে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আটকে রাখা ২০০

অষ্টম অধ্যায়

আত্মম্ভরিতা

আত্মম্ভরিতার অর্থ ২০৩
নিয়ামতের না-শুক্‌রী ২০৩
ধনমত্ততা ও প্রাচুর্য ধ্বংসের কারণ ২০৬
অপব্যয় ও অপচয় ২১১
অহংকার ২১৪
পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ২১৭

নবম অধ্যায়

অপরাধসমূহ

ইসলাম শান্তিকামী ধর্ম ২২২

www.pathagar.com

নিরপরাধীকে হত্যা করা মহাপাপ ২২২
আত্মহত্যার পাপ ২২৬
ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি ২২৬
চুরির শাস্তি ২২৮
চুরির শাস্তির বিধানে সাম্য ২২৯
চুরির শাস্তির বিধানে ইসলামের সতর্কতা ২৩০
ছিনতাই, ডাকাতি ও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ২৩১
অত্যাচারী, বিদ্রোহী ও অশান্তি সৃষ্টিকারীর শাস্তি ২৩৩
মুরতাদ হওয়ার (ইসলাম ত্যাগ করার) শাস্তি ২৩৫
সুরা পানের শাস্তি ২৩৭

দশম অধ্যায়
মুসীবতের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসীবত সহজীকরণ ২৪০
মুসীবত সম্পর্কীয় পাপসমূহ ২৪০
ইসলামে মুসীবতের অর্থ ২৪১
মুসীবতের প্রতিদান ২৪২
মানুষের মালিকানা আল্লাহ্র আর তিনিই আশ্রয়স্থল ২৪৪
মুসীবত আল্লাহ্র পক্ষ হতে নির্ধারিত ২৪৬
জীবন সীমাবদ্ধ ২৪৭
পার্থিব ভোগবিলাস পরিত্যাগ করা ২৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসীবতে ধৈর্যধারণ ২৫১
ধৈর্যধারণে দৃঢ়তা ২৫১
দুঃখ-কষ্টকে উপকারী মনে করা ২৫৩
আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ২৫৪
কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে ২৫৬
নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ২৫৮
মৃতের জন্য মর্সিয়া ক্রন্দন ২৫৯

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়
ইবাদতবিমুখতায় আমাদের পাপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইবাদতের অর্থ ২৬৩

আল্লাহ্‌র ইবাদত পরিত্যাগকারীর জন্য মহাপাপ ২৬৩

আভিধানিক অর্থে ইবাদত ২৬৪

ইবাদত কেন করতে হয় এবং কিরূপে করতে হয় ২৬৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সালাত বা নামায ২৬৭

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ২৬৭

নামায পরিত্যাগ করা মহাপাপ ২৬৮

নামাযে গুনাহ্ মাফ হয় ২৭০

নামায কল্যাণের পথ ২৭০

নামায এবং শোকরের ফযীলত ২৭১

নামায ও আল্লাহ্‌র ইবাদত ২৭২

নামায ও কুরআন ২৭২

নামায এবং মুসীবত সহজীকরণ ২৭৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাকাত ২৭৫

কি পরিমাণ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় ২৭৫

যাকাত জমা করা ২৭৬

যে যাকাত দেয় না তার জন্য মহাপাপ ২৭৬

যাকাত পরিত্যাগকারীর শাস্তি ২৭৯

যাকাত রাষ্ট্রীয়করণ ২৮০

অমুসলিমদের বেলায় যাকাত ২৮১

যাকাতের খাত ২৮১

ফকীর ও মিসকীন ২৮২

যাকাত বিভাগের কর্মচারী ২৮২

মুয়াল্লিফাতিল কুলুব (চিত্ত বিজয়ের জন্য) ২৮২

দাসমুক্তির জন্য ২৮৩

ঋণ ভারাক্রান্ত ২৮৩

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে ২৮৪
ইবনু সাবিল ২৮৪
মুসলমানদের জন্যে বায়তুলমাল গঠনের আবশ্যকতা ২৮৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সিয়াম সাধনা ২৮৬
সিয়াম (রোযা)-এর সংজ্ঞা ২৮৬
রোযা পরিত্যাগকারীর জন্য কবীরা গুনাহ্‌ ২৮৬
রোযা ও তাক্‌ওয়া ২৮৭
রোযা এবং পুণ্য ২৮৮
রোযা ও ধৈর্য ২৮৯
রোযা আত্মার শক্তি ২৮৯
রোযা ও স্বাস্থ্য ২৯১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হজ্জ পর্ব ২৯৩
হজ্জ পরিত্যাগকারীর পাপ ২৯৩
বায়তুল্লাহ্‌ নির্মাণের ইতিহাস ২৯৪
হাজর-ই আসওয়াদ ২৯৬
হজ্জের আমল ও রুক্‌নসমূহ ২৯৭
ইহ্‌রাম ২৯৮
সাম্য ২৯৮
শান্তি ২৯৯
তাক্‌ওয়া ৩০০
ফরয হজ্জের লক্ষ্য হলো ইসলামের দিকে আহবান করা ৩০০
সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করা ৩০০
আরাফাত ময়দানে ৩০১
কা'বা প্রদক্ষিণ ৩০১
হজ্জ করায় পার্থিব লাভ ৩০২
আল্লাহ্‌র নিদর্শনের সম্মান ৩০২
নিষ্ঠাই হজ্জের মূল ভিত্তি ৩০৫
গ্রন্থপঞ্জী ৩০৭

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করে তার মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, ঈমান-কুফর উভয় প্রকারের কাজের যোগ্যতা দান করেছেন। মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী ভাল বা মন্দ যেকোন পথে চলতে পারে। তবে হিদায়াতের পথে চলার সুফল এবং গোমরাহীর পথে চলার কুফল সম্পর্কে আল্লাহ্ মানুষকে অবহিত ও সতর্ক করে দিয়েছেন। এজন্য তিনি যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা মানব জাতিকে হিদায়াত ও কল্যাণের দিকে আহবান করেছেন এবং গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার ভয়াবহ পরিণাম থেকে সর্তক করেছেন।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্য় সুস্পষ্টরূপে যেমনি মা'রূফ বা সৎ ও কল্যাণকর কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তেমনি মুনকার বা মন্দ ও ক্ষতিকর এবং অপরাধমূলক কর্মের বর্ণনাও বিধৃত হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী রচিত হলেও বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বই নেই। প্রখ্যাত আলিম খ্যাতিমান অপরাধ বিশেষজ্ঞ আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা আরবী ভাষায় রচিত তাঁর 'আল-খাতায়া ফী নাযরিল ইসলাম' গ্রন্থে অপরাধসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ইসলামের আলোকে বিধৃত করেছেন। গ্রন্থটি "ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ" নামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিম ও অনুবাদক মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী।

বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ইতোপূর্বে দু'বার প্রকাশ করা হয়। ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমাদের প্রত্যাশা, গ্রন্থটি অপরাধমুক্ত, পঙ্কিলতা বিবর্জিত ও পরিশীলিত জীবন ও সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

পবিত্র বাগদাদ নগরীতে দু'তিনবার উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তন্মধ্যে কোন্‌বার الخطايا فى نظر الإسلام বইটি সংগ্রহ করেছি তা ঠিক মনে নেই। এতটুকু মনে পড়ছে যে, বাগদাদের একটি অভিজাত লাইব্রেরী হতে কতিপয় বই সংগ্রহ করেছিলাম। তন্মধ্যে 'আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা' রচিত এই বইটিও ছিল। বইটির বিষয়বস্তু ও বিন্যাস আমার কাছে ভাল লাগল। তাই বইটি ক্রয় করলাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুবাদ বিভাগের তৎকালীন পরিচালক জনাব অধ্যাপক শাহেদ আলীর নিকট বইটি অনুবাদের প্রস্তাব পেশ করলাম। তিনি প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। তাই তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এ ব্যাপারে ইফাবা-এর তখনকার মহাপরিচালক এ. জেড. এম. শামসুল আলম-এর অনুপ্রেরণা এখনও আমার স্মরণে আছে। তাই তাঁকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। বইটির মানোন্নয়ন ও মুদ্রণের ব্যাপারে মেহনত ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন, তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাই অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের কর্মকর্তা এবং মুদ্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য সকলের প্রতি।

আমার বিশ্বাস, বর্তমান অপরাধপ্রবণ ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবমান সমাজের পথনির্দেশে ও অবক্ষয়রোধে এ গ্রন্থটি বিশেষ অবদান রাখবে। কারণ এ গ্রন্থে বিজ্ঞ লেখক 'ইবাদাত ও মানবজীবনের ব্যবহারিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আলোচনা করেছেন বিভিন্ন অপরাধের অপকারিতা সম্পর্কে আল-কুরআন, হাদীস ও যুক্তির আলোকে। বিজ্ঞ লেখকের বায়োডাটা সংগ্রহ এবং তাঁর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের সুযোগ আমার হয়নি। এতটুকু জানি যে, তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা।

এ গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় ও সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে এর উপর ভিত্তি করে আমি তাঁকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা তা অবহিত করবেন।

ঢাকা
৭ যিলক্বদ, ১৪০৬ হিজরী
১৫ জুলাই, ১৯৮৬ খৃ.

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
খতীব, নবাববাড়ি মাসজিদ
ইসলামপুর, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধপ্রবণতা ও তার প্রতিকার

কুরআন নির্দেশিত একটি দু'আ

অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং মার্জনা ভিক্ষা করা সম্পর্কে কুরআনে যে দু'আ আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা হলো ঃ

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করে বসি, সেজন্য আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর সেরূপ কঠিন হুকুমের বোঝা চাপিয়ে দিও না, যেরূপ বোঝা তুমি চাপিয়ে দিয়েছিলে আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন কর্তব্য ভার অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আর আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো, তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের উপর আমাদের জয়যুক্ত করো।"

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর একটি দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى اَلثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ـ

হে আল্লাহ্! পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে তুমি যেরূপ ব্যবধান ও দূরত্ব সৃষ্টি করেছো, আমার ও আমার পাপসমূহের মাঝে অনুরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করো। হে আল্লাহ্! সাদা কাপড় ময়লা থেকে যেরূপ পরিচ্ছন্ন হয়, পাপ থেকে সেরূপ আমাকে পরিচ্ছন্ন করো। হে আল্লাহ্! শিলা, বরফ ও পানি দ্বারা আমার পাপসমূহকে বিধৌত করো।

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

সর্বপ্রথমে আমি আমার দু'জন সম্মানিত বন্ধুর ঋণ স্বীকার করছি এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি—তাঁরা হলেন ঃ শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শায়খ হুসাইন গাযাল এবং উস্তাদ শরীফ খলীল সোকর।

আমি আরো শুকরিয়া আদায় করছি সেসব বন্ধুদের, যাঁরা এ গ্রন্থের কতিপয় উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁরা হলেন ডঃ মোস্তফা হাফার, উস্তাদ হাসান শিকীর, উস্তাদ মুস্তফা কাম্মাস, শ্রদ্ধেয় শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ আয়াতানী, শ্রদ্ধেয় শায়খ খলীল আলমীস।

আমি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বৈরুতেরও শুকরিয়া আদায় করছি। প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি সংগ্রহের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী আমাকে অনেক মদদ যুগিয়েছে। এ গ্রন্থের সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি "দারুল ইলম লিল মুল্লায়িন"-এর মালিক ও পরিচালকবৃন্দেরও শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ্র কাছে আশা করছি যে, তিনি যেন আমার এ আমলকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং আমার এ কর্মকে তাঁর সন্তুষ্টির ওয়াসিলা বানিয়ে দেন।

www.pathagar.com

ভূমিকা

শরীয়াতের সম্মানিত কাযী জনাব শায়খ হুসাইন গাযাল। এ যুগে যখন মানুষ অবাধ্যতা ও পাপের দিকে ধাবিত হয়েছে, দীনী শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, অনাচার ও পাপের পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয়েছে। এহেন সময়ে উস্তাদ আফীফ তাব্বারা তাঁর নতুন গ্রন্থ 'আল খাতায়া' রচনা করে আমাদের উপর যেন আল্লাহ্‌র রহমতের শিশির বর্ষণ করেছেন। যাতে করে মানুষ তাদের প্রভুকে স্মরণ করতে পারে।

(فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى)

উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও; এবং ইহকাল ও পরকালে যে সব বিপদ মানুষকে চতুর্দিকে ঘিরে রাখছে, সে সব বিপদ সম্পর্কে যাতে অবহিত হতে পারে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مِمَّا خَطِيْئَاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوْالَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ـ

ওদের অপরাধের জন্য ওদের নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে ওদেরকে জাহান্নামে দাখিল করা হয়েছিল। অতঃপর ওরা আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। —সূরা নূহ ঃ আয়াত ২৫

আমাদের গ্রন্থকার সুন্দর বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছেন। সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছেন। তাই তাঁর এ গ্রন্থ বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে মানুষকে মদদ যোগাবে। তাঁর এ গ্রন্থ যেন সুদীর্ঘ রাতের পর প্রভাত স্বরূপ অন্ধকার রজনীতে চতুর্দশীর চাঁদ সদৃশ। যারা পাপ পঙ্কিলে মগ্ন; এ গ্রন্থ তাদের রক্ষা করবে, হস্তধারণ করবে। যারা পাপের ঘোর অন্ধকারে দিশেহারা তাদের দেখাবে পুণ্যের রাজপথ।

আল্লাহ্‌র কসম, গুনাহ্ মানুষের অন্তরে একটি কালো দাগ বসিয়ে দেয়, যদ্দরুন তাদের ভালমন্দ বিবেচনা করার শক্তি রহিত হয়ে যায় এবং পরকালে আল্লাহ্‌র দীদার লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। এমনকি পাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তখন কলব সম্পূর্ণরূপে কালিমালিপ্ত হয়ে যায়, তখন অন্ধকার কল্‌বকে আচ্ছন্ন করে ফেলে; সে কলবে আল্লাহ্‌র নূর আর প্রবেশ করে না।

www.pathagar.com

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُوْرٍ ـ

"আল্লাহ্ যাকে নূর দান করেন না, তার কোন নূরই নেই।" —সূরা নূর

আর যে বিষয় বিপদ সংকেত দেওয়ার ও সতর্কীকরণের প্রয়োজন রয়েছে তা হচ্ছে এই—পৃথিবীর সকল জাতি সমাজ আজ আল্লাহ্‌র নির্দেশ হতে অনেক দূরে সরে গেছে। আজ কোনো ব্যক্তি ধ্বংসাত্মক কাজ করতে এতটুকু ভয় করে না। ধর্মীয় চারিত্রিক বাধা উপেক্ষা করে মানুষ হারামকে হালাল করে নেয়। আল্লাহ্ যে আছেন—তা সে গণ্য করে না, আর কিয়ামত দিবসকেও বিশ্বাস করে না। সে স্থির করে নিয়েছে তার হায়াত দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই এমন অবস্থায় কালাতিপাত করছে যে দুনিয়ার নিরাপত্তা, শান্তি অনুভূতি, আখিরাতের নিয়ামত লাভের আশার কোন স্থান নেই। সে ধরে নিয়েছে যে, হারাম ভোগ ও প্রবৃত্তি পূজার মধ্যেই তার শান্তি ও সৌভাগ্য নিহিত। তাই সে যত ইচ্ছা হারাম কুড়িয়ে নিল। প্রবৃত্তির খোরাক যোগালো। সে দু'হাতে ভোগ ও সুখ কুড়িয়ে নিল। কিন্তু আক্ষেপ, দেহের সে ভোগের জন্য—যা কলবের উত্তাপকে নিভিয়ে দেয়।

এসব অবৈধ মজলিসের প্রভাব কলবের অন্ধকার বৃদ্ধি করে, সে যখন নিভৃতে বসে তার সত্তার হাকীকত সম্পর্কে চিন্তা করে, তখন সে অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, সত্যিই এসব লজ্জতের দ্বারা কলব তো কিছুতেই তৃপ্ত হয়নি। এতে কি কলবের উপকার সাধিত হয়েছে? বরং এতে তার আজাব ভোগ হয়েছে। দুনিয়ার সবকিছু পেছনে ফেলে সে যখন আল্লাহ্‌র কাছে দণ্ডায়মান হবে তখন সে লজ্জিত হবে, অনুতাপ করবে, সে আশা করবে যে, আহা! যদি জীবনে নেক কর্ম করে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হতে পারতাম তবে কতো মঙ্গল হতো।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَاخَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ ـ

"তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যেমন প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম; তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পেছনে ফেলে এসেছ।"

নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থখানি যুগের চাহিদা মেটাবে এবং অভাব পূরণ করবে। লোকে এটাকে পাবে বন্ধুর হস্তের ন্যায়, যে হস্ত তাকে আশা-আকাঙ্ক্ষার পথে এবং জান্নাতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবে।

আমাদের গ্রন্থকার বিষয়বস্তু নির্বাচনেও সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন, মনস্তাত্ত্বিক, ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ জীবন যার গভীরে আমরা বেঁচে আছি এবং জীবন-যাপন করছি

www.pathagar.com

এর প্রতিটি বিষয়কে নিয়ে পুংখানুপুংখ এবং পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিক দিয়ে কি কি ক্ষতি রয়েছে তা পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরেছেন এবং অপরাধের প্রতি যাতে মানুষের ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্মে এবং অপরাধ থেকে মানুষ নিজেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হয় তিনি সে চেষ্টাই সার্থকরূপে এ গ্রন্থে করেছেন এবং তিনি এতে যথেষ্ট সফলকামও হয়েছেন। তারপর তিনি লোকদের উসাহিত করেছেন তওবা করার জন্য, তওবার দ্বার খোলার জন্য এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করার দিকে করেছেন অনুপ্রাণিত। মুহাব্বত ও উদ্দীপনা সহকারে জান্নাতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হতে অনুপ্রাণিত করেছেন। প্রসঙ্গত আমরা এটা উল্লেখ করা জরুরী মনে করি যে, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ও সমস্যাপূর্ণ এ পৃথিবীতে, দুর্যোগভরা বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ যেসব বালামুসিবত, আপদ-বিপদ এবং কঠিন সমস্যাদি দ্বারা বেষ্টিত, পাপ-পঙ্কিলে নিমজ্জিত থাকাই এ সবের প্রধান ও অন্যতম কারণ।

আমরা যদি বিপদমুক্ত হতে প্রয়াসী হই, আমরা যদি জটিল সমস্যাদির আবর্ত হতে উদ্ধার পেতে চাই, আমরা যদি প্রত্যাশী হই যে, আল্লাহ্‌র রহমত আমাদের উপর আসমান থেকে অবতীর্ণ হোক, শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করি। তবে আমাদের অবশ্যই পাপের পথ পরিহার করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হতে হবে। আমাদের অবশ্যই বর্তমান পথ পরিবর্তন করে নেকী ও মঙ্গলের পথে চলতে হবে।

কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

“আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তার নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।”—সূরা বাকারা

উপসংহারে বলছি—ইসলাম যেসব পাপকর্ম থেকে আমাদের সতর্ক করেছে আমার বন্ধু গ্রন্থকার সেসব পাপের উল্লেখ এ গ্রন্থে করেন নি। তিনি হয়ত বিশেষ বিশেষ পাপ বিষয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। আমি আশা করি, পরবর্তী কোন সংস্করণে তিনি অন্যান্য গুনাহ্ সম্পর্কেও আলোচনা সম্প্রসারিত করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষ যাতে সৌভাগ্যবান ও পুণ্যময় হতে পারে সে লক্ষ্যে তিনি মানুষের হিতার্থে তাদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো প্রচারে ব্রতী হবেন এবং এ মহতী কাজে নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করতে প্রয়াস পাবেন। এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

www.pathagar.com

সম্মানিত উস্তাদ শরীফ খলীল সোক্‌র, শরীয়াতে ইসলামিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট-এর উপক্রমণিকা

الحمد لله والصلوة والسلام على مُحَمَّد خَاتم الانبياء وبعد ـ

ধর্ম বিশ্বাসে লোকের মতপার্থক্য স্বাভাবিক ব্যাপার। সৃষ্টির মধ্যে এটাই আল্লাহ্‌র রীতি। কাজেই এই পার্থক্যে মানব সমাজে পরস্পর হানাহানি, হত্যা ও শত্রুতার কারণ হিসেবে ব্যবহার করার যুক্তি থাকতে পারে না। এটা কুরআনে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

«وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَلُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ـ

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে একজাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে; তবে তারা নয়, যাদেরকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন।"

—সূরা হূদ ঃ আয়াত ১১৮

দেশ, বর্ণ এবং আকীদা-বিশ্বাসের পার্থক্য মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টির কারণ নয়। বরং এ প্রেক্ষিতে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় লাভ করা এবং পরিচয় থেকে সম্প্রীতি সৃষ্টির চেষ্টা করা। আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে সর্বাধিক মুত্তাকী। যাবতীয় সৎকর্ম ও পছন্দনীয় গুণাবলী 'তাকাওয়া'র মধ্যে সমবেত। যাতে আল্লাহ্‌ রাযী থাকেন এরূপ যাবতীয় সৎকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখার নাম 'তাকওয়া'।

বিভিন্ন মিল্লাতের অনুসারী থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলা মানবজাতিকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ـ

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের

www.pathagar.com

সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে ব্যক্তি অধিক পরহিযগার।" —সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১৩

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) নতুন আবিষ্কৃত কোন ধর্ম নিয়ে আগমন করেন নি, বরং হযরত ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ) কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত শরীয়তের পূর্ণতা দানের জন্য তিনি আগমন করেছেন।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ -

"আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নূহকে—যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে—যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং দীনে মতভেদ করো না।"' —সূরা শূরা ঃ আয়াত ১৩

ইনসাফ, মুহাব্বত এবং শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ভিত্তিকে কায়েম করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের আদেশ দিয়েছেন এবং ধর্মকে বিভেদ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করার হুকুম দিয়েছেন। প্রীতি ও বন্ধুত্বের দিক দিয়ে নাসারা সম্প্রদায় মুসলমানদের নিকটতর। আল্লাহ্ কুরআনে এটা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ نَصَارٰى ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ -

"মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি মু'মিনদের কাছে বন্ধুরূপে দেখবে যারা বলে আমরা নাসারা, কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী রয়েছে, আর তারা অহংকারও করে না।" —সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮২

এতে মুসলমান ও খৃস্টানদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অন্যায় ফাসাদ ও ধর্মদ্রোহিতা প্রতিরোধে এবং শান্তি, ন্যায় ও সত্যের পতাকা উঁচিয়ে রাখতে পরস্পর সম্প্রীতি, মুহাব্বত ও সহযোগিতার সাথে তারা যেন একযোগে কাজ করে ও নিজের জন্য মানুষ যা ভালোবাসে অন্য ভাইদের জন্যও তা ভালোবাসাই হচ্ছে ঈমানের ভিত্তি।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এ বাণীর দ্বারা এটাই ঘোষণা করেছেন ঃ

لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه -

"নিজের জন্য যা ভালোবাসবে অন্য ভাইয়ের জন্য তা ভালো না বাসা পর্যন্ত তোমাদের কেউ মু'মিন হবে না।" —বুখারী ও মুসলিম

www.pathagar.com

লেবাননে মুসলমান ও খৃস্টান সম্প্রদায় একই খান্দানের সদস্যের ন্যায় তারা শহরে ও গ্রামে পরস্পর প্রতিবেশী। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) স্পষ্টরূপে প্রতিবেশীর হকের ঘোষণা করেছেন ঃ

والله لا يؤمن (رددها ثلاثا) قيل ومن يا رسول الله ؟ قال : (الذى لايأمن جاره بوائقه) ـ [১]

"আল্লাহর কসম, মু'মিন হবে না-(তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি) প্রশ্ন করা হলো—কে সে ব্যক্তি হে আল্লাহ্র রসূল ? তিনি বললেন ঃ যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে রক্ষা পায় না।"[২] —বুখারী ও মুসলিম

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বাণীসমূহের মধ্যে রয়েছে নিম্নলিখিত বাণীসমূহঃ

مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه ـ

"প্রতিবেশী সম্বন্ধে জিবরাঈল আমাকে বারংবার অসিয়ত করতে লাগলেন, এমনকি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী করা হবে বলে আমার ধারণা হলো।"

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يوذ جاره ـ ৩

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না পৌঁছায়।" —বুখারী বর্ণিত

মানুষের প্রতি জুলুম করা এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করা থেকে ইসলাম সকলকে বিরত রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ اوَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯০

وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

"এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।" —সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৭৭

পরস্পর নম্র ব্যবহার এবং মঙ্গলের দিকে আহবান ও মন্দ কার্য হতে নিষেধ করার ব্যাপারে ইসলামের এসব পথনির্দেশ রয়েছে। মাননীয় গ্রন্থকার যেহেতু এ গ্রন্থে সেসব

১. بوائق অর্থ অনিষ্ট। ২. বুখারী ও মুসলিম। ৩. বুখারী ও মুসলিম

www.pathagar.com

বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন, তাই আমি ইসলামের উপদেশ ও পথ-নির্দেশের বিষয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকছি। আমরা যখন খৃস্টানদের পবিত্র কিতাবাদির প্রতি লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই যে, খৃষ্ট ধর্ম হচ্ছে প্রীতি, ক্ষমা ও দয়ার ধর্ম। আমরা পাঠকদের সামনে এ সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

قد سمعتم انه قيل : احبب قريبك وابغض عدوك اما انا فاقول لكم : احبوا اعدائكم واحسنوا الى من يبغضكم وصلوا لاجل من يعنتكم ويضطهدكم -

তোমরা এরূপ বলতে শুনেছ—স্বজনকে ভালোবাসো, শত্রুর সাথে দুশমনী করো। কিন্তু আমি তোমাদের বলবো—দুশমনকে ভালোবাসো, যে তোমার সাথে শত্রুতা করে তার প্রতি সদ্ব্যবহার করো, যে তোমার ছিদ্রান্বেষণ করে, যে তোমাকে কষ্ট দেয় তার প্রতি তুমি মঙ্গলের দু'আ করো। —মথি ৫/৪৩, ৪৪

طوبى للرحماء فانهم يرحمون -

দয়াবানদের জন্য সুসংবাদ, কারণ তাদের প্রতি অবশ্য দয়া করা হবে।—মথি ৫/৭

(ان كنت تريد ان تدخل الحياة (الحياة الا بدية) فاحفظ الوصايا فقال له وما هى قال يسوع : لا تقتل ولا تزن ، لا تسرق ، لا تشهد الزور، اكرم اباك وامك ، احبب قريبك كنفسك -

"তুমি যদি চিরজীবন লাভ করতে চাও, তবে আমার উপদেশাবলীর হেফাজত করো। তাকে বলা হলো—সে সব কি ? ঈসা বললেন, হত্যা করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, মাতা-পিতার সম্মান করো, স্বজনদের আপনার ন্যায় ভালবাসো।" —মথি-১৯/১৭-১৯

(فقال يسوع تلاميذه الحق اقول لكم انه يعسر على الغنى دخول ملكوت السموات) -

ঈসা তাঁর শিষ্যদের বললেন ঃ "আমি তোমাদের সত্য বলছি ঃ আসমানে পবিত্রদের স্থানে প্রবেশ করা ধনবানদের পক্ষে কঠিন হবে। —মথি-১৯/২৩

ইসলাম এবং খৃশ্চিয়ানিটি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এ ভূমিকার অবতারণা করলাম যেন আমরা আমাদের পাঠকবৃন্দের সামনে স্পষ্টত বলতে পারি, যারা লেবাননে দলাদলির পতাকা বহন করেছে এবং ধর্মের নামে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করেছে, যারা নিরপরাধ লোকদের হত্যা করেছে এবং পরের ধনসম্পদ নষ্ট করেছে, যারা জাতির খাদ্যশস্য একচেটিয়া নিজেদের দখলে রেখেছে, দেশে ফাসাদ লাগিয়েছে—তারা

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে খৃস্টান ও মুসলমান উভয়ের প্রধান শত্রু। তাদের মুকাবিলা করা, তাদেরকে আল্লাহ্‌র আইনের সীমায় থাকতে বাধ্য করা সকলের পক্ষে ওয়াজিব।

মানুষ আল্লাহ্‌র দীনকে সঠিকরূপে অনুধাবন করতে পারেনি। দীনের প্রকৃত তাৎপর্য বা তার হাকীকত তারা বুঝতে সক্ষম হয়নি। তারা ধর্মের নামে সংঘটিত করেছে অপরাধ। অথচ আল্লাহ্‌র দীনের সঙ্গে তাদের এসব কার্যের কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। তারা ধর্মের উপর চাপিয়ে দিয়েছে যে, ধর্ম বিভেদ সৃষ্টির উপকরণ বটে। এরূপে তারা ধর্মকে তার প্রকৃত রূপ হতে বিকৃত করে ফেলেছে। প্রকৃত ইসলামে কোন প্রকার ত্রুটিযুক্ত হোক লেখককে তা রীতিমত ঘাবড়িয়ে তুলেছে, তাঁর হৃদয়কে করে তুলেছে ব্যাকুল। তাই তিনি তাঁর এ পুস্তকে হককে বাতিল হতে পৃথক করার জন্য এবং মানুষের মধ্যে সব বিষয় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করার উদ্যোগ নিয়েছেন। ইসলামের মঙ্গলময় উত্তম বুনিয়াদী বিষয়গুলো সম্পর্কে মানব জাতিকে সতর্ক করেছেন, যেসব পাপ মানুষের দুর্দশা ও অধঃপতনের মূল কারণ, সেসব তিনি খোলাখুলি বর্ণনা করেছেন।

লেখক অপরাধ, এর অর্থ, তার প্রকারভেদ এবং মানবজীবন ও মানুষের নফ্‌সের উপর এসব অপরাধের প্রতিক্রিয়া অতি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করে তিনি তার উপায় এবং চিকিৎসার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি আমাদের অপরাধের বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেছেন। যেমন আমাদের অপরাধ আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের অপরাধ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে....আমাদের অপরাধ ব্যবহারিক জীবনে....আমাদের অহংকার অপরাধ সংগঠন এবং ইবাদত বিমুখী হওয়া। তিনি এর সকল দিক ও সকল বিষয়ের উপর বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ কায়েম করে উপকরণকে উক্ত সূচি বা অধ্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে অতি সুন্দররূপে সাজিয়েছেন। সরল অথচ বিস্তারিত যা পাঠ করতে পাঠকের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক না হয় এবং বরাবর আনন্দ সহকারে পাঠ করে যেতে পাঠককে উৎসাহিত করে তুলে যে ভঙ্গিতে তিনি বর্ণনা করেছেন এ গ্রন্থে জ্ঞানপূর্ণ অধ্যায়গুলোই অতি সুন্দর ও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

মাননীয় লেখক ব্যক্তি জীবন ও সমাজজীবনে পাপসমূহ কিরূপ ক্ষতি সাধন করে এবং পাপ প্রতিরোধেও এর চিকিৎসার জন্য ইসলামের কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলো উল্লেখ না করে কেবলমাত্র অপরাধের কথা বলে তিনি ক্ষান্ত হননি। অবস্থা এই যে, অপরাধের যে ঢেউ লেবাননকে ধ্বংসের দিকে ভাসিয়ে নিচ্ছে শরীয়াতে ইসলামী বিধি-বিধান প্রয়োগ ব্যতীত সেসব খতম করা যাবে না।

স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর (قتل عمد) ব্যাপারে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের (اولياء القتيل) উপর নির্ভর করবে; তারা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিয়ে দিয়াত গ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধানের এ ব্যাপারে ক্ষমা করার কোন অধিকার নেই। এতে পাল্টা

www.pathagar.com

হত্যার দ্বারা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা দূরীভূত হয়, যে স্পৃহা অসংখ্য রক্তপাত ও হানাহানির জন্ম দেয়।

ডাকাত যারা লোকের মাল ও অর্থকড়ি ছিনিয়ে নেয় তাদের হত্যা করে, ওদের শাস্তি হলো ওদেরকে দেশান্তর করা। চোরের হাত কেটে দেওয়া হলো তার শাস্তি। এসব কঠোর শাস্তি প্রয়োগেই সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা নিহিত। কুরআনুল করীম তাই আমাদের কাছে ঘোষাণা করেছে ঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّا اُوْلِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ—কিসাসে তোমাদের রয়েছে জীবন—যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো। —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৯

শাস্তি নীতিতে (قانون العقوبات) মানুষ সবই সমান। অপরাধী পদস্থ লোক, ধনবান বলে আইন প্রয়োগে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করা পুরা উম্মতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার শামিল। আল্লাহ্র প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) তাই ঘোষণা করেছেন তাঁর এ বাণীর মাধ্যমে ঃ

انما اهلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ـ

"তোমাদের পূর্বে যারা ছিলেন তারা এভাবেই ধ্বংস হয়েছে; তাদের সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত, আর কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তখন তারা তার প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করতো।"—বুখারী ও মুসলিম

এ গ্রন্থের বিষয়াদির মধ্যে একটি উপকারী বিষয়বস্তু হচ্ছে মুসিবত। এতে গ্রন্থকার লেবাননে শেষের দিকে সংঘটিত দুর্ঘটনাগুলোতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি মুসিবতের ব্যাখ্যা প্রদান করে তাতে ধৈর্যধারণ এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছেন।

এ কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোটামুটি সার সংক্ষেপ আলোচনা, এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করার দায়িত্ব পাঠকদের উপর ন্যস্ত করলাম। তারা পাঠ করে অবহিত হবেন এতে সুপথ প্রাপ্তির কি কি বিষয় এবং রূহের কি খোরাক রয়েছে, একই সঙ্গে দেশের রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলী থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়ও এতে আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

- অপরাধের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
- পাপের পরিণাম
- ইসলাম ও মনোবিজ্ঞানের আলোকে অপরাধের চিকিৎসা
- ইসলামে পাপ মোচনের পদ্ধতি

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপরাধের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

ইসলামে গুনাহ্ দু' প্রকারে বিভক্ত ঃ সগীরা ও কবীরা।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا -

"তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করবো এবং তোমাদের দাখিল করবো সম্মানজনক স্থানে।" —সূরা নিসা ঃ আয়াত ৩১

আয়াতে কবীরা গুনাহ্র স্পষ্টত উল্লেখ করাতে কবীরা ব্যতীত অন্য প্রকার অর্থাৎ সগীরা গুনাহ্ও যে আছে তা সহজে অনুমেয়।

কবীরা গুনাহ্

গুনাহ্ কবীরা-র সংজ্ঞা কি ? এ সম্বন্ধে আলিমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে; নিম্নে আমরা তা উদ্ধৃত করছি।

- আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন।
- কুরআনে স্পষ্টত যা হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে।
- যে অপরাধে হদ্দ[১] ওয়াজিব করা হয়েছে।
- যে গুনাহে রোজ কিয়ামতে জাহান্নামের অগ্নির আজাবের ভীতি প্রদর্শিত হয়েছে।
- যাতে আল্লাহ্র গযবের (غضب) উল্লেখ রয়েছে।
- যাতে অভিসম্পাত বা লা'নত ওয়াজিব হয়।
- যাতে গুরুতর ভীতি রয়েছে।
- যে পাপের কর্তাকে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

---

১. শাস্তি দু'রকম হয়। প্রথম প্রকারের শাস্তিকে বলা হয় 'হদ্দ', যে শাস্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে তাকে 'হদ্দ' বলা হয়। আর যে শাস্তির পরিমাণ আদালতের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করে তাকে তা'যির (تعزير) বলা হয়।

www.pathagar.com

আরো বলা হয়েছে—যদি আপনি সগীরা ও কবীরা গুনাহের পার্থক্য নির্ণয় করতে চান তবে কুরআন হাদীসে বর্ণিত কবীরা গুনাহের বিপর্যয়ের সাথে আলোচ্য গুনাহের বিপর্যয়ের তুলনা করে দেখুন। যে গুনাহের ক্ষতি কুরআনে বা হাদীসে উল্লিখিত গুনাহের সর্বনিম্ন ক্ষতি বা পরিণামের সমপর্যায়ের হয় অথবা তার চেয়ে অধিক হয় সে গুনাহকে কবীরা মনে করতে হবে। আর যে পাপ কবীরা গুনাহের ক্ষতির চেয়ে কম হয় তা সগীরা বলে গণ্য হবে।

আরো বলা হয়েছে ঃ "ইস্তিগফার করলে গুনাহ্ কবীরা থাকে না। পক্ষান্তরে সগীরা গুনাহ্ বারংবার করলে তা আর সগীরা থাকে না।"

অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করলে গুনাহ্ কবীরা ক্ষমা করে দেওয়া হয়, পাপ মোচন হয়। পক্ষান্তরে বারবার সগীরা গুনাহ্ করতে থাকলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়।

কবীরা গুনাহের সংখ্যা

কেউ কেউ বলেছেন ঃ সহীহ্ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী কবীরা গুনাহের সংখ্যা দাঁড়ায় সাতে, কিন্তু কবীরা গুনাহের বর্ণনায় যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে কবীরা গুনাহ সাতের অধিক হবে। হাদীসে গুনাহ্ কবীরার সংখ্যা নির্ণয় করা হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ গুনাহের উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। স্থান বিশেষ প্রয়োজন মুতাবিক রাসূলুল্লাহ্ (সা) গুনাহের উল্লেখ করেছেন কিন্তু সংখ্যা নির্ধারণ হুযূর (সা)-এর উদ্দেশ্য নয়। গুনাহ্ কবীরা সাতটি কিনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন ঃ গুনাহ্ কবীরা সত্তরটি পর্যন্ত রয়েছে।

সগীরা গুনাহ্

সগীরা গুনাহ্কে 'লামাম'ও বলা হয়। 'লামাম'-এর উল্লেখ পবিত্র কুরআনে রয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ـ

"যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ হতে, কিন্তু কিছু অনির্মলতা, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম।" —সূরা নাজম ঃ আয়াত ৩২

আল্লাহ্র হিফাজত ও রক্ষণ ব্যবস্থা যাদের পক্ষে রয়েছে তারা ব্যতীত অন্যদের পক্ষে ছোট গুনাহসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং ওসব হতে সম্পূর্ণ পরহেয করে চলা দুরূহ ব্যাপার। যৌন অপরাধ এ জাতীয় পাপের দৃষ্টান্ত, যেমন—চুমা খাওয়া, হাত স্পর্শ করা, দৃষ্টি দেয়া।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ان الله كتب على ابن أدم خطه من الزنا ادرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تتمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك او يكذبه -

১. অন্য এক রেওয়ায়েতে সাতশত পর্যন্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. فاحشة-এর বহু বচন হচ্ছে فواحش যার অর্থ অশ্লীলতা, যে পাপ ও অপরাধ গুরুতর হয় তাকে 'ফাহিশা' বা অশ্লীলতা বলা হয়। অধিকন্তু ফাহিশা বলে ব্যভিচারকে বোঝানো হয়।

৩. لمم -এর তফসীর কয়েক প্রকারে করা হয়েছে। কারো মতে, لمم হচ্ছে যে সব অপবিত্র খেয়াল অন্তরে আসে কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করা হয় না। 'কেউ বলেছেন ঃ لمم হচ্ছে সগীরা গুনাহ্, করো মতে যে গুনাহ্ বারংবার না করা হয় তাকে لمم বলা হয়।' —ফাওয়াইদ-ই-উসমানী।

৪. সগীরা গুনাহ্ যদি দুই বা ততোধিক দিক দিয়ে হারাম হয় তবে তা আর সগীরা থাকে না বরং কবীরাতে পরিণত হবে। যেমন চুমু খাওয়া, স্পর্শ করা, সগীরা গুনাহ্ হলেও যদি প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে এসব করা হয় তবে তা কবীরা গুনাহ্তে পরিণত হবে।

"বনি আদমের উপর তার ব্যভিচারের অংশ তার ভাগ্যলিপিতে আল্লাহ কর্তৃক ধার্য করে দেওয়া হয়েছে, যা অবশ্যই সে কার্যে পরিণত করবে; চক্ষুর যিনা হচ্ছে দৃষ্টি করা, জিহ্বার যিনা হলো আলাপ, নফ্স কামনা বাসনা করে, লজ্জাস্থান তাকে কার্যকর করে, কামনা বাসনা পূর্ণ করে কিংবা কার্যকর করা হতে বিরত থেকে তাকে ব্যর্থ করে দেয়।"[১]

বলা হয়েছে ঃ যেসব পাপ 'কবীরা' ও 'ফাহিসা'-এর স্তরে পৌঁছেনি এবং পাঞ্জেগানা নামাযের দ্বারা সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যেসব পাপে পরকালের আযাব আর ইহকালের কোন হদ্দ (حد) নির্ণীত হয়নি, সে সব পাপকে عمر বলা হয়।

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

الصلوة الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر -

"পাঞ্জেগানা নামায, এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ পর্যন্ত আর এক রমযান থেকে অপর রমযান পর্যন্ত, এসবের মধ্যবর্তী কালের পাপের জন্য কাফফারা হয়; যদি কবীরা গুনাহ্ থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকে।"

---

১. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সগীরা গুনাহ্ বারবার করতে থাকলে তা কবীরায় পরিণত হয়।

প্রিয় নবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجال حتى يهلكنه -

তোমরা তুচ্ছ গুনাহ্'[১] থেকে দূরে থাক, কারণ ছোট ছোট পাপ লোকের উপর বোঝা বৃদ্ধি করে সে পাপী ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়।[২]

প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে নিবৃত্ত থাকা

সর্বোচ্চ যে বিষয়টি কুরআন আমাদের সামনে পেশ করেছে তা হচ্ছে, প্রকাশ্য গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার সাথে অপ্রকাশ্য বা বাতেনী গুনাহ্ থেকেও নিবৃত্ত থাকার আহবান। অনেক সময় লোকলজ্জার খাতিরেও মানুষ প্রকাশ্য গুনাহ্ থেকে বিরত থাকে। অথবা নিন্দুকের নিন্দার ভয় কিংবা আইনের কঠোরতা ও তার প্রয়োগের আশঙ্কার কারণেও মানুষ প্রকাশ্য গুনাহ্ থেকে নিজকে বিরত রাখে। কিন্তু নফ্স ও দেহাভ্যন্তরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার দরুন অন্য লোক যা জানতে পারে না এরূপ বাতেনী গুনাহ্ থেকে নিবৃত্ত থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার যা মানুষকে মর্তবা ও কামালিয়তের স্তরে সমাসীন করে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ -

"বল আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা।"

—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩৩

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ -

"তোমারা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর।" —সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১২০

অন্য লোকে দেখতে পায় ও শুনে এরূপ প্রকাশ্য স্থানে কিংবা নিভৃতে ও গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে গুনাহ, সে গুনাহ অর্থাৎ যাবতীয় প্রকাশ্য ও গুরুতর পাপ (فواحش) থেকে আমাদের নিবৃত্ত রেখেছে কুরআনে এসব অসিয়ত। ফল কথা, গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে হোক মুসলমান সর্বাবস্থায় তার কার্যাবলীর তত্ত্বাবধায়ক বা

---

১. محقرات তুচ্ছ গুনাহ্ অর্থাৎ সগীরা হওয়ার কারণে মানুষ যে গুনাহ্কে তুচ্ছ মনে করে। মানে তোমরা ছোট গুনাহ্কে ভয় করে চল, কারণ এ সব ছোট গুনাহ্ই কবীরা গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

২. ইমাম আহমাদ।

www.pathagar.com

নেগাহ্বান স্বরূপ। কারণ মুসলমান মাত্রই বিশ্বাস করে যে, তার উপর আল্লাহ্র খবরদারী ও কর্তৃত্ব বিরাজ করছে। আল্লাহ্ তা'আলা অনতিবিলম্বে প্রত্যেকের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। যেমন, কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِى اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ -

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮৪

এখানেই বস্তুগত সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পার্থক্য।

বস্তুগত সমাজ ব্যবস্থায় কিছু লোক সমাজের প্রচলিত আইনের গোপন বিরুদ্ধাচরণ করে। কারণ তখন তারা শাস্তির নাগালের বাইরে। কিন্তু মু'মিনের জন্য আল্লাহ্র হিসাব ও কিয়ামতের দিন তার শাস্তির ভয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় অবস্থায় তার অভ্যন্তরে রয়েছে ব্যক্তিগত নিজস্ব তদারকি ও আত্মসচেতনতা।

উল্লেখযোগ্য যে, এই ব্যক্তিগত তদারকি ও আত্মসচেতনতাকে ইসলাম মু'মিনের আত্মা ও বিবেকের সাথে গেঁথে দিয়েছে। তাই আনুগত্য ও নেক কার্য বলা হয়েছে যে আমলকে, সে আমলে নফ্স তৃপ্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে। পক্ষান্তরে পাপ হচ্ছে এর বিপরীত, অর্থাৎ যাতে নফ্স অশান্ত ও অতৃপ্ত থাকে তাই হচ্ছে পাপ কাজ।

এ বিষয়ে প্রিয় নবী (সা) বলেছেন ঃ

البر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم مالم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب وان افتاك المفتون -١

"আনুগত্য ও পুণ্য হচ্ছে সে কাজ যাতে আত্মা তৃপ্ত হয় এবং নফ্স শান্ত হয়। পক্ষান্তরে পাপ হলো সে কাজ যে কাজে নফ্স অশান্ত হয় এবং আত্মা থাকে অতৃপ্ত, যদিও মুফতীগণ তোমাকে ফতোয়া দিয়ে থাকে।"

الاثم ما حاك فى نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس -

তোমার অন্তরে যে বিষয়ে খটকা লাগে এবং মানুষ সে ব্যাপারে জানুক, তা তুমি অপছন্দ করো; সেটাই হচ্ছে পাপ।[২]

১. মুসনাদ-ই-আহমদ।
২. ইমাম আহমদ (র)।

—৩

www.pathagar.com

যাতে সংশয় রয়েছে তা বর্জন করো, আর যা নিঃসংশয় তা গ্রহণ করো।[১]

دع ما يريبك الى مالا يريبك ۔

এ ছাড়াও ইসলাম মানুষকে পুণ্য কাজে উৎসাহ প্রদান করে এবং নিষেধ করে পাপ কর্ম হতে।

প্রিয় নবী (সা) আপন রব হতে বর্ণনা করে বলেন ঃ

اذا همّ عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئة واذا هم بحسنه فلم يعملها فاكتبوها حسنة فان عملها فاكتبوها عشرا ۔

"আমার বান্দা কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করলে তখনি তোমরা তার পাপ লিপিবদ্ধ করো না। যদি ইচ্ছানুযায়ী পাপ কর্ম করে বসে তবে তা একটি গুনাহ্ লিখো। পক্ষান্তরে সে যদি পুণ্য কাজ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু পুণ্য কাজ এখনো করে নি, তবে তোমরা তার জন্যে একটি পুণ্য লিখবে। যদি পুণ্য কাজের ইচ্ছাকে আমলে পরিণত করে তবে তোমরা তার জন্যে দশগুণ পুণ্য লিখে নাও। —মুসলিম

১. নাসায়ী।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাপের পরিণাম

[পাপরাশি জাতীয় বিপর্যয়ের কারণ ❑পাপ মানুষকে আল্লাহ্‌র গজব ও আযাবের দিকে নিয়ে যায় ❑মানুষের উপর পাপের প্রতিক্রিয়া ❑পাপ জাতীয় বিপর্যয় ডেকে আনে]

ইবাদতকারীর ইবাদত আল্লাহ্‌র কোন উপকারে আসে না। তদ্রূপ পাপীর পাপও তাঁর কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না। কিন্তু পাপকার্য ক্ষতি সাধন করে স্বয়ং পাপীর এবং তৎসঙ্গে গোটা সমাজের। তাই আল্লাহ্ তা'আলা পাপ থেকে মানুষকে সতর্ক করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে ইবাদতে উৎসাহিত করেছেন। কারণ এতে ইবাদতকারীর নিজের ও অন্য লোকদের উপকার ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। কুরআনুল করীম তাঁর এ বাণীতে উপরোক্ত সত্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ -

"যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যেই তা করে, এবং কেউ মন্দকর্ম করলে তার কুফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করেন না।" —সূরা হা-মীম আস্ সাজদা ঃ আয়াত ৪৬

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا -

"তোমরা সৎকর্ম করলে নিজেদের জন্যে করবে এবং মন্দকর্ম করলে তাও করবে নিজেদের জন্যে।" —সূরা ইসরা ঃ আয়াত ৭

وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ -

"যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্যে এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।"

—সূরা নামল ঃ আয়াত ৪০

মানব জাতির দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ হলো পাপ। পাপ যেহেতু ব্যক্তির স্বাস্থ্য, তার জ্ঞান ও কার্যাবলীর উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাই পাপকে হারাম করা হয়েছে। পাপ ব্যক্তিজীবনে যেমন ক্ষতিকারক, তেমন ক্ষতিকারক সমাজ-জীবনেও। পাপ মানুষকে

www.pathagar.com

নানা প্রকার দুর্যোগ, দুর্দশা ও উত্তেজনায় জড়িয়ে দেয়। কোন জাতির জনগণের মধ্যে পাপকার্য ব্যাপক ও বিস্তৃত হলে সে জাতি বা সম্প্রদায়ের কি যে পরিণতি হয় কুরআন তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

قُلْ هُوَ[১] الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا[২] وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ[৩] بَعْضٍ[৪] -

"তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে, তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করতে তিনিই সক্ষম।" —সূরা আন্‌'আম ঃ আয়াত ৬৫

'আল্লাহ্‌র সৃষ্টির জন্য এটাই তাঁর রীতি। আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন পরিবর্তন নেই। যাঁরা জাতিসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন এবং তাদের পতন ও ধ্বংসের হেতু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন তাদের জন্য এটা সুবিদিত।'

গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ ছিল তাদের মাঝে বিরাজিত দুষ্কর্মের আধিক্য যা এই দুই সাম্রাজ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। আলমানী সেনাবাহিনীর হাতে ফরাসীদের মারাত্মক পরাজয়ের মূলেও এই একই কারণ ছিল।

প্রসিদ্ধ লেখক اندو مورو। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর فرنسا سباب انهيار (ফরাসীদের পতনের কারণ) নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ "ফরাসী জাতির পতনের অন্যতম কারণ হচ্ছে ওদের অনৈক্য, বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা, এ ছিল ফরাসী জনগণের মধ্যে পাপের বিস্তার ও প্রসারের অনিবার্য পরিণতি।"

পাপের পরিণামে নেমে আসে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তি

পাপ মানব জাতির জন্য ডেকে আনে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তি। কোন সময় এ শাস্তি হয় বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে। আর কোন সময় ফাসাদ, বিপর্যয়, বিদ্রোহ ও যুদ্ধের রূপে এ শাস্তি নেমে আসে জাতির মধ্যে। যার কারণে অসংখ্য রক্তপাত ঘটে এবং ধ্বংস নেমে আসে।

---

১. আল্লাহ্ তা'আলা।

২. বিভিন্ন দল ফির্কাতে বিভক্ত করবেন।

৩. আক্রমণের প্রচণ্ডতা।

৪. ইমাম আহমদ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াতের তফসীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন ঃ এসব পরে সংঘটিত হবে। আয়াতে যে আযাবের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং লেবাননে সংঘটিত ঘটনাবলী এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এসব যুদ্ধ ও সংঘর্ষে স্থল, নৌ ও বিমান হামলা সব রকমের আক্রমণই হয়েছে। মানব গোষ্ঠী একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

শাস্তি ডেকে আনে, এমন পাপসমূহকে আল-কুরআনে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে যেমন ঃ 'খাতিয়া' (خطيئة), 'যানবি' (ذنب), 'সায়্যিআহ' (سيئة), 'ইস্‌ম' (اثم), 'ফুসুক্ব' (فسوق), 'ইসইয়ান'(عصيان), 'উতু' (عتو), 'ফাসাদ' (فساد)।

অর্থের দিক দিয়ে পরস্পর কাছাকাছি পাপের এসব নাম আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয় এবং এসব পাপে যারা অপরাধী দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের পরিণতিতে কিরূপ শাস্তি বর্তাবে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কুরআনুল করীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপিত করার পূর্বে উপরোক্ত শব্দাবলীর আভিধানিক অর্থ সংক্ষেপে বর্ণনা করার প্রতি আমরা মনোযোগী হওয়া সমীচীন মনে করি।

খাতিয়া[১]

স্বেচ্ছায় পাপ করার নাম 'খাতিয়া'। তার বহুবচন হলো–'খাতায়া' অথবা 'খাতিয়াত'। 'কাদ খাতায়াতা' অর্থাৎ 'আসিমতা', তুমি অপরাধ করেছে, 'খাতা' শব্দের বিপরীত হলো 'সাওয়াব'। 'আখতায়া' বলা হয় স্বেচ্ছায় বা ভুলে কোন পাপ করলে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

مِمَّا خَطِيْئَاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ـ

"ওদের অপরাধের জন্য ওদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে ওদেরকে দাখিল করা হয়েছিল জাহান্নামে।"—সূরা নূহ ঃ আয়াত ২৫

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ فَاُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

"হ্যাঁ, যারা পাপকার্য করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে তারাই অগ্নিবাসী— সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৮১

যানবি

অন্যায়, পাপ ও অবাধ্যতা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরাশাদ করেছেন ঃ

فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ـ

১. কিতাবে-মুকাদ্দাস-এর কেকামুসের বর্ণনা মতে খৃস্টানদের নিকট খতিয়ার সংজ্ঞা হলো আল্লাহ্র শরীয়াত ও তার আহকামের সীমা লংঘন করা, যে অপরাধ করে সে সীমাও লংঘন করে। খাতিয়া দু প্রকার ঃ খাতিয়া-ই-তারক ও খাতিয়া-ই-ফে'ল অর্থাৎ করার পাপ ও না করার পাপ। না করার পাপ হলো, শরীয়তের অবশ্যকরণীয় নির্ধারিত আহকাম না করা; করার পাপ হলো, শরীয়ত যা নিষেধ করেছে তা করা।

www.pathagar.com

"অতঃপর তাদের পাপের দরুন আমি তাদেরকে বিনাশ করেছি এবং তাদের পরে নতুন মানব গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।" —সূরা আন'আম ঃ আয়াত ৬

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ـ

"ওদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। ওদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, কিছু সংখ্যককে আঘাত করেছিল মহানাদ, কিছু সংখ্যককে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নি তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।" —সূরা 'আনকাবুত ঃ আয়াত ৪০

ইস্‌ম

পাপ ও অবৈধ কাজ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ـ

"যারা পাপ করে তাদেরকে পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে।"

—সূরা আন্'আম ঃ আয়াত ১২০

ফুসূক্ব

নাফরমানী, আল্লাহ্‌র আদেশ ত্যাগ, সত্যপথ পরিহার করে চলা এবং পাপের দিকে ঝোঁকার নামই হচ্ছে 'ফাসেকী' ফুসূক্ব।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

"সুতরাং অত্যাচারীদের প্রতি আমি শাস্তি প্রেরণ করলাম আকাশ থেকে, কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।"

'সায়্যিআ' বা 'সু' (মন্দ কাজ)

সায়্যিআ হচ্ছে অপরাধ, বলা হয় (ساء ما فعل فلان) এ কথাটি বলা হয় যার কার্য মন্দ ও খারাপ তার সম্পর্কে। গর্হিত ও মন্দ কাজকে সু বা 'সায়্যিআ' বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

"ওরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, তাই ওদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।" —সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৭৭

www.pathagar.com

ইস্‌ইয়ান বা অমান্য করা

আনুগত্য ও বশ্যতার বিপরীত হলো ইস্‌ইয়ান বা অবাধ্যতা। কেউ আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করলে বা তাঁর নির্দেশের বিপরীত চললে তখন বলা হয় ঃ 'আসাল আবদু রাব্বাহু' অর্থাৎ দাস তার প্রভুর অবাধ্য হলো।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ـ

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।" —সূরা জিন্ ঃ আয়াত ২৩

'উতু বা বিরুদ্ধাচরণ

ঔদ্ধত্য প্রকাশে যে সীমালঙ্ঘন করে তাকে আতী বা বিরুদ্ধাচরণকারী বলা হয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি অপরাধপ্রবণ হয়, যে কোন উপদেশ গ্রহণ করে না তাকে বলা হয় আ'তী বা বিরুদ্ধাচরণকারী।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ـ

"কত জনপদের অধিবাসী তাদের প্রতিপালক ও রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, ফলে আমি ওদের কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং ওদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি।" —সূরা তালাক ঃ আয়াত ৮

ফাসাদ ঃ বিপর্যয় বা অশান্তি

শান্তি শ্রদ্ধাচরণ ও কল্যাণের বিপরীত হচ্ছে ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ـ

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদেরই কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান হয় যাতে ওরা সৎ পথে ফিরে আসে।" —সূরা রূম ঃ আয়াত ৪১

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ـ

মানুষের উপর অপরাধের প্রভাব প্রতিক্রিয়া

অপরাধ অন্তরকে করে ফেলে অন্ধকারাচ্ছন্ন। ফলে তা কঠোর হয়ে যায় এবং অপরাধী আল্লাহ্‌র রহমত হতে অনেক দূরে সরে পড়ে। অপরাধী হয় সমাজের পাপের

www.pathagar.com

কেন্দ্র। সে ইহকাল পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরাধী তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা না করলে সে আর আল্লাহ্‌র নৈকট্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه ، فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فان زاد زادت ، فذالك الران الذى ذكره الله فى كتابه (كلابل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) -

"পাপী পাপকর্ম করলে তার অন্তরে কাল চিহ্ন বসে যায়। অতঃপর সে তওবা করে পাপ হতে বিরত হলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার অন্তর দাগমুক্ত হয়, নতুবা যত পাপ করবে ততই অন্তরে কালো দাগ বৃদ্ধি পাবে। এটাই জং, যা আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ না, এ সত্য নয়, তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়েছে।"[১] —সূরা মতাফ্ ফিফীন

(كَلاَّ بَلْ رَاَنْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

"এটা সত্য নয়, বরং কৃতকর্মই ওদের জং ধরিয়েছে।"

অপরাধ অপরাধীর রিয্ক থেকে বঞ্চিত থাকার কারণ হয়, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لا يزيد فى العمر الا البر ، ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها -

"পুণ্যই আয়ু বৃদ্ধির কারণ হয়, দু'আই তকদীর রদ্দ করতে পারে। কোন মানুষ পাপ করে এবং সে পাপকর্মের দরুন রিয্ক থেকে বঞ্চিত হয়। এটা হলো পাপের পরিণাম।" পক্ষান্তরে কুরআনুল করীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আল্লাহ্‌র ভয় ব্যক্তি এবং সমষ্টির রিয্ক বৃদ্ধি করে।"[২]

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مُخْرِجًا، وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ -

"যেকেহ আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার জন্য পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে জীবনোপকরণ দান করবেন।" –সূরা তালাক ঃ আয়াত ২৩

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

"যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো তবে তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম।" –সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৯৬

---

১. ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত।

২. ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
অপরাধের চিকিৎসা

[মনোবিজ্ঞানের আলোকে অপরাধ ❑ নফ্স-এর চিকিৎসায় ধর্মের প্রভাব ❑ পাপবোধ বা অনুভূতি ❑ তওবা ও কাফ্ফারা ❑ ইসলামে তওবা ❑ তওবার সাইকোলজি ❑ আল্লাহ্র ভয় অপরাধ হতে মানুষকে বিরত রাখে]

মনোবিজ্ঞানের আলোকে অপরাধ

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার পদ্ধতি, হাকীকত ও কারণসমূহের যেসব বর্ণনা আসমানী কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে সেসব বিষয় নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ গবেষণা চালিয়েছেন। বিগত কয়েক বছরে তাদের গবেষণার ফসল স্বরূপ অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গবেষণা থেকে মনোবিজ্ঞান শাখা অনেক উপকৃত হয়েছে।

ধর্মীয় অনুভূীত মানুষের মানসিক অস্থিরতার প্রতিকারে বেশ সফলতা অর্জন করেছে। মানসিক অস্থিরতার মূল কারণ হচ্ছে ঃ অপরাধের অনুভূতি। এই অনুভূতি মানুষের নিরাপত্তা বিনষ্ট করে এবং মানুষ সর্বদা আশংকা ও ভয়ভীতির চক্করে কালাতিপাত করে।

আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অনেক জটিল সমস্যার কারণ হচ্ছে অপরাধ অনুভূতি। যেসব অপরাধ আমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, অথচ এসব অপরাধ সংঘটিত হোক তা আমরা পছন্দ করি না—এই অনুভূতি আমাদের মধ্যে অনেক অস্থিরতার জন্ম দেয় এবং এটাই যাবতীয় জটিল সমস্যার মূল কারণ। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি হচ্ছে অন্তরের ব্যাধি।

অপরাধের অনুভূতি নিম্নবর্ণিত রোগেগুলোর সৃষ্টির কারণ হয় ঃ

১. অস্থিরতা, সন্দেহ এবং হিস্টিরিয়া।

২. কল্পনা প্রসূত ব্যাধি, যার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই।

৩. মানসিক হতাশা, দুর্ভাবনা ও চঞ্চলতা, যদ্দরুন কাজে শৈথিল্য, দাম্পত্য জীবন গঠনে পলায়নী মনোভাব, অপরাধ ও জুয়া, মদ্যপান, অলসতা, সমাজবিমুখতা, কর্তব্যে অবহেলা ইত্যাদির দিকে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

৪. ব্যাধির অহেতুক ভয়ভীতি ও ধারণা। যে ধারণা কল্পনাকারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত।

www.pathagar.com

নফ্স-এর চিকিৎসায় ধর্মের প্রভাব

চঞ্চলতা, অস্থিরতা ও মানসিক রোগীর চিকিৎসায় ধর্ম যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম। কারণ ধর্মের পথ হচ্ছে জ্ঞান ও আত্মার দিকে। ধর্ম মানুষকে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন করে। যেমন ঃ ধর্ম বিশৃংখলতা, দ্বিধা ও মৃগী ইত্যাদি ব্যাধি থেকে মুক্তির ব্যাপারে সহায়ক হয়।

মানসিক চিকিৎসার ব্যাপারে ধর্ম মানুষকে আস্থাবান করে তোলে। ধর্ম তাকে উদ্বুদ্ধ করে নিজের পরিচয় লাভ করার দিকে এবং নিজের প্রভু ও ধর্মের পরিচয় লাভ করার জন্যে।

আত্মা ও দেহের চাহিদা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল করে। এই পরিচয় পার্থিব জীবন পথে জ্যোতির কাজ করে তার নফ্স, আমল ও অপরাধ সম্পর্কে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন দিক নির্ণয়ে মানুষের জ্ঞান ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধি করে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক পারদর্শী ধর্মের এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। এদেরে মধ্যে রয়েছেন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট জোন্স ইউনিভার্সিটির ডঃ পল আর্নষ্ট এডলফ।

স্নায়ু রোগের প্রধান কারণ কি ?

এই রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে পাপের অনুভূতি, হিংসা, ভয়, অস্থিরতা, অপমান, উদ্বেগ, সন্দেহ, মর্যাদাবোধ, স্বার্থপরতা, ক্লান্তি ও অবসাদ ইত্যাদি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যারা মনস্তাত্ত্বিক রোগের চিকিৎসার দিকে মনোযোগী হয় তারা এসব রোগের উৎপাদনকারী মানসিক অস্থিরতার কারণসমূহ অনুসন্ধান করে বটে কিন্তু তারা এসব রোগের চিকিৎসায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। কারণ, তারা এসব রোগীর চিকিৎসায় রোগীর মনে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস জন্মানোর আদৌ চেষ্টা করে না। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসই হচ্ছে এ ব্যাপারে তৃপ্তি লাভের একমাত্র উপায়।

আমরা আরো বলতে চাই যে, এসব মানসিক অস্থিরতা ও উপকরণ যা এসব রোগ সৃষ্টির কারণ। একমাত্র ধর্মই এসব উপকরণ ও ব্যাধি থেকে মুক্তির পথনির্দেশ করেছে। এটা স্বীকৃত যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তিনি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শক্তির দ্বারা এসব প্রয়োজন পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থাও রেখেছেন। মনস্তাত্ত্বিক রোগের বিশেষজ্ঞরা এসব রোগের দরজায় যে তালা ঝুলিয়ে রেখেছে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব তালা খোলার চাবির সন্ধান দিয়েছেন আমাদের।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ্ এসব সন্ধান কিভাবে দিতে পারেন। এর উত্তরে বলা যায় যে, আমরা পাপ করি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমার মুখাপেক্ষী হই। তাঁর ক্ষমার এই নিদর্শন স্বরূপ অপরাধীকে ক্ষমা করি। এতে অপরাধীদের অন্তর তৃপ্তি লাভ করে এবং ভয়ভীতি ও অস্থিরতা দূরীভূত হয়। অপমান, তিরস্কার অপরাধীকে পাপ থেকে ফিরাতে সক্ষম হয়

www.pathagar.com

না। ধর্ম যখন তাদের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করবে তখন সে অনুতপ্ত হয়ে অবশ্যই পাপ ও মন্দকে পরিত্যাগ করবে। তার মধ্যে হতাশা থাকবে না এবং নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হয়ে সে নতুন জীবনের সন্ধান পাবে।

অপরাধের অনুভূতির চিকিৎসা

মনোবিজ্ঞানী আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মানুষ তার আত্মা ও জ্ঞানের ব্যাপারে অনেক সময় ক্লান্তি ও অস্থিরতায় ভোগে। এবং তার দেহে অবসাদ আসে। যেসব দুশ্চিন্তা তাকে চিন্তিত ও ব্যথিত করে সেগুলো থেকে সে মুক্তি পেতে চায়। পাপের অনুভূতিই মানুষের অন্তরের সর্বাধিক ব্যথার কারণ।

আধুনিক পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞানীরা যে বিষয়ে নির্ভর করে, তা হচ্ছে ব্যক্তির অপরাধের স্বীকারোক্তি। কারণ অপরাধের স্বীকারোক্তি অস্থির হৃদয়ে তৃপ্তি ও শান্তি আনে। এ জন্যেই মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড[১] অপরাধের স্বীকারোক্তির স্বাধীনতার পদ্ধতি চালু করেছেন। এই পদ্ধতিতে রোগীকে পরামর্শ দেয়া হয় যে, অন্তরে যা কিছু আসে সে যেন সব স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারে কোন রকম শর্ত ও বাধ্যবাধকতা ছাড়া। তাকে ডীম লাইট সজ্জিত গোপন কক্ষে শোয়ানো হয়, যেন সে তার মনের যাবতীয় কথা ও ব্যথা নিঃসংকোচে চিকিৎসকের কাছে ব্যক্ত করতে পারে।

'অপরাধের স্বীকারোক্তি পাপীর মনের বোঝা হাল্কা করে।' এ সত্য ইসলামও স্বীকার করে, কিন্তু এই স্বীকারোক্তি হবে অপরাধী ও তার প্রভুর মধ্যে। কারণ একমাত্র আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি অচিরেই মানুষের হিসাব নিবেন। তাই এটা একমাত্র আল্লাহ্‌রই অধিকারের ব্যাপার। ফলে একজন দুর্বল মানুষ তার মনের কথা ও ব্যথা তার মতো একজন দুর্বল মানুষের কাছে প্রকাশ করাতে কী যুক্তি ও সফলতা থাকতে পারে? তাই মানুষ যখন অপরাধ ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হয় এবং তার অন্তরে অনুশোচনা সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধ স্বীকার করা ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়া।

অপরাধের এ ধরনের স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে কুরআন আমাদের কাছে কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছে, যেন আমরা তাওবাহ্ ও ক্ষমার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে জীবনকে নতুনভাবে প্রবাহিত করতে পারি। যেমন হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ) তাদের বিচ্যুতির পর বলেছিলেন। "তারা বললো : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, তুমি আমাদের যদি দয়া না কর, ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

—সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৩

১. জিগমুন্ড ফ্রয়েড, প্রসিদ্ধ জার্মান মনোবিজ্ঞানী।

www.pathagar.com

কুরআনুল করীমে হযরত মূসা (আ) নিজের বিচ্যুতির কথা স্বীকার করে যে দু'আ করেছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ - القصص

"সে বললো, হে আমার প্রতিপালক—আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" —সূরা কাসাস্ ঃ আয়াত ১৬

আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু এর উল্লেখ করে কুরআনুল করীম মু'মিনদেরকে তাঁদের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে আহ্বান করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

"কেউ যদি কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে, পরে আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পাবে।"

—সূরা নিসা ঃ আয়াত ১১০

তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে। আল্লাহ্র কাছে তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ। اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ "আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্র কাছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" —সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ২০

আল্লাহ্র কাছে মানুষের নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, আল্লাহ্র কাছে পাপের স্পষ্টত স্বীকারোক্তি বটে। অপরাধী যখন এটা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তাঁর পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু তখন নিঃসন্দেহে এই বিশ্বাস তার অন্তর থেকে অপরাধের তাড়না ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত করবে এবং তার অন্তর সান্ত্বনা লাভ করবে। এটাই হচ্ছে মানসিক দিক দিয়ে সুস্থতা লাভ করার পথ।

তাওবাহ্ ও কাফ্ফারা

মানসিক দুশ্চিন্তার চিকিৎসা বিষয়ে অপরাধের স্বীকারোক্তি আমরা প্রথম ধাপ বলে উল্লেখ করেছি। এখন আমরা আরেকটি সাধারণ বিষয়ের দিকে মনোযোগী হচ্ছি। তা হলো এই, মানসিক যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্যে পাপের স্বীকারোক্তি কি যথেষ্ট ? তার উত্তর হচ্ছে না। কেবলমাত্র স্বীকারোক্তি মুক্তির জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং স্বীকারোক্তির সাথে গুনাহ্র কাফ্ফারার জন্য এক পদক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে। সে পদক্ষেপ হচ্ছে পাপের পথ পরিহার করে নেকীর পথ অবলম্বন করা। 'তাওবাহ' (توبة)

www.pathagar.com

হচ্ছে নেকীর পথে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। 'তাওবাহ্' কাফ্ফারার পদ্ধতিসমূহের একটি পদ্ধতি। যেমন তা নফ্সকে পাপ ও অপরাধ থেকে পবিত্র করার একটি পদ্ধতি। 'তাওবাহ্'ই হচ্ছে ক্ষমায় প্রবেশের পথ। চারিত্রিক, সামাজিক ও আত্মিক নিয়মের বিরুদ্ধে সংঘটিত কার্যাদি মানুষের মধ্যে যে যাতনা ও চাপ সৃষ্টি করে 'তাওবাহ্' তাকে হালকা করে দেয়।

ইসলামে তাওবার হাকীকত

'তাওবাহ্'-র আভিধানিক অর্থ ঃ প্রত্যাবর্তন, তাওবাহতে প্রভু ও মানুষ উভয়ের অংশ রয়েছে। যেমন যদি বলা হয় ঃ (تاب فلان الى ربه) 'অমুক ব্যক্তি তার প্রভুর কাছে তাওবাহ্ করলো'-এর অর্থ হবে ঃ সে তার প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করলো। কারণ প্রত্যেক অপরাধী যেন তার প্রভুর রহ্মত থেকে পলায়ন করেছে। সুতরাং মানুষের অপরাধ ত্যাগ করা হচ্ছে তার প্রভুর রহমতের দিকে ফিরে আসা। আর যখন বলা হয় ঃ تاب الله على فلان 'আল্লাহ্ অমুক বান্দার প্রতি তাওবাহ্ করলেন।' এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ্ তার বান্দার দিকে অনুগ্রহের সাথে ফিরলেন। 'তাওবাহ্'-র জন্য প্রয়োজন ঃ পাপ পরিত্যাগ করা কৃতপাপের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং পুনরায় কখনো পাপ না করার দৃঢ় প্রত্যয় থাকা।

'তাওবাহ্' দ্বারা যে অনুশোচনা ও অনুতাপের উৎপত্তি হয়, মনুষ্য স্বভাবকে মন্দ দিক থেকে ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনতে তার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কেননা, এর দ্বারা পাপীর মনে পাপের নিকৃষ্টতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং পাপীর কাছে পাপের পরিণাম-ফল আর এর অশুভ প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

অতএব তাওবাহ্ হলো ঐ প্রকৃত পরিবর্তন ও অনুতাপ যা মানুষকে তার স্বভাব পরিবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ করে। তার কলুষিত জীবনকে পাপমুক্ত জীবনে রূপান্তরিত করে দেয়।

এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

الندم توبة। "প্রকৃত অনুশোচনাই তাওবাহ্।"

যে পাপী আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসকে ভয় করে তার জন্য তাওবাহ্ একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

"যারা তাওবা করে না তারাই সীমালংঘনকারী।" —সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১১

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পাপীদের দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ ১. তাওবাহ্কারী, ২. জালিম। এখানে কোন তৃতীয় প্রকারের অবকাশ নেই। যে 'তাওবাহ্' করে নাই তাকে

www.pathagar.com

জালিম বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকে তাওবাহ্ করার আদেশ করে বলেছেন, এতেই তাদের সফলতা অন্তর্নিহিত রয়েছে।

وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" —সূরা নূর ঃ আয়াত ৩১

আল্লাহ্ তা'আলা 'তাওবাহ'-কে কৃত পাপসমূহের কাফ্ফারা সাব্যস্ত করে বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ـ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্র কাছে 'তাওবাহ্' কর বিশুদ্ধ 'তাওবাহ্', সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দকর্মগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।"

—সূরা তাহ্রীম ঃ আয়াত ৮

(توبة النصوح) 'তাওবাতুন নাসূহ'-এর অর্থ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশে 'তাওবাহ' করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

التائب من الذنب كمن لاذنب له ـ

"যে ব্যক্তি পাপ হতে 'তাওবাহ' করে সে ব্যক্তি এমন, যেন তার কোন পাপই নাই।" —ইবনে মাজাহ

আল্লাহ্ তা'আলা 'তাওবাহ্'-র ফযীলত বর্ণনায় বলেন ঃ "তাওবাহ তাওবাহ্কারীর জন্য আল্লাহ্র ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে।"

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

"আল্লাহ্ তাওবাহ্কারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২২২

আল্লাহ্ তা'আলা এমন প্রত্যেক পাপীর জন্যও তাওবাহ্র দুয়ার খোলা রেখেছেন যে ব্যক্তি বারবার পাপ করছে। অতএব এরূপ ব্যক্তির জন্যও পাপ পরিত্যাগ পূর্বক কলুষমুক্ত জীবনে পরিবর্তিত করতে কোন বাধা নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

www.pathagar.com

"বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ—আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"—সূরা জুমার ঃ আয়াত ৫৩

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ মর্মে বলেন ঃ

لو اخطائم حتى تبلغ خطاياكم السماء تبتم لتاب عليكم -

"তোমাদের পাপ যদি এত অধিকও হয় যে, তা আকাশ ছুঁয়ে যায় তবুও তোমরা তাওবাহ্ করলে তা আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন।" —ইবনে মাজাহ

যে তাওবাহ্ পাপকে মোচন করে ফেলে তা মৃত্যু সায়াহ্নে পৌঁছার পূর্বে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। যেন তাওবাহ্কারী ব্যক্তির সম্মুখে এমন প্রচুর সময় অবশিষ্ট থাকে যাতে সে অতীত কলুষিত জীবনের স্থলে কলুষমুক্ত জীবন নিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে সক্ষম হয় এবং বিগত পাপের ক্ষতিপূরণ করার যথেষ্ট সময় পায়।

যে সকল লোক স্বীয় পাপকার্যে লেগে থাকে এবং আপন কাজে হঠকারিতা দেখায় আর মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একের পর এক পাপে লিপ্ত থাকে এবং মৃত্যুর পূর্বক্ষণে 'তাওবাহ্' করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত এবং ক্ষমা হতে বহু দূরে অবস্থিত। এ সম্বন্ধে কুরআনুল করীমে পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّى تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اُولٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -

"আল্লাহ্ অবশ্যই সেসব লোকের তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তাওবাহ্ করে। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তাওবা তাদের জন্য নয় যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে আমি এখন তাওবাহ্ করছি এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য সর্বকঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। —সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৭-১৮

আর ইসলাম 'তাওবাহ্'-র সাথে পুণ্য কার্যের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছে যেন তাওবাহ্কারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ক্ষমালাভে সমর্থ হয়। আর এ নেক আমল বা পুণ্য কাজ তার বিগত পাপের ক্ষতিপূরক হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

www.pathagar.com

وَاِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ـ

"এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবাহ্ করে ঈমান আনে সৎকর্ম করে এবং সৎপথে অবিচলিত থাকে।" —সূরা তা-হা ঃ আয়াত ৮২

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّـاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ ـ

"তারা নয়, যারা তাওবাহ্ করে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" —সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ৭০

এই অর্থেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اتق اللّٰه حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها ـ

"আল্লাহ্‌কে ভয় কর তুমি যেখানেই থাক না কেন আর পাপ কাজের পরেই কোন নেক কাজ কর যা তোমার পাপকে মিটিয়ে দেবে।"[১]

আমল-ই-সালিহ্ বা নেক কাজ ঐরূপ প্রত্যেক কাজকে বলা হবে যা মনুষ্যত্বের মঙ্গল সাধন করে এমনকি তার উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা। অথবা ঐ সকল কাজ যা দ্বারা অন্যের উপর করুণা প্রকাশ পায় বা অন্যের কষ্ট লাঘব হয় যদিও তা নির্বাক পশুর জন্যও হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

بينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر اللّٰه له فغفرله ـ

"কোন ব্যক্তি পথ অতিক্রমকালে চলার পথে কাঁটাযুক্ত একটা ডাল দেখতে পেল, সে তা অপসারিত করল। আল্লাহ্ তা'আলা তার এ কাজটি পছন্দ করলেন, আর তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"[২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেন ঃ

بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ

---

১. ইবনে মাজাহ।

১. তিরমিযী শরীফ।

www.pathagar.com

هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى ، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر اللّه له فغفر له ، قالوا يا رسول اللّه وان لنا فى الهائم أجرا ؟ فقال : فى كلكبد رطبة اجر -

"কোন ব্যক্তি পথ চলাকালে তার ভীষণ পিপাসা পেল। সম্মুখে একটি কুয়া দেখে তাতে নেমে পানি পান করলো। কুয়া হতে বেরিয়েই সম্মুখে একটি কুকুর দেখতে পেল। কুকুরটি অত্যধিক পিপাসার দরুন কাদামাটি খাচ্ছে। সে মনে করলো আমার যেরূপ ভীষণ পিপাসা পেয়েছিল এরও তেমনি পিপাসা পেয়েছে। এ ভেবে সে পানির জন্য কুয়ায় নেমে তার পায়ের চামড়ার মোজা ভরে পানি নিল তা মুখে ধরে কোনরূপে উপরে উঠলো এবং কুকুরকে পানি পান করতে দিল। তার এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জীব-জন্তুর ব্যাপারেও কি আমাদের প্রতিদান রয়েছে ? তিনি বললেন প্রত্যেক জীবের ব্যাপারেই তোমাদের জন্য পুণ্য বা প্রতিদান রয়েছে।"[১]

মনোবিজ্ঞান ও তাওবাহ (توبة)

তাওবাহ্ ঃ অন্যান্য ব্যক্তিগত কার্যাদির ন্যায় তাওবারও বহুবিধ দিক রয়েছে যা মানুষকে ব্যক্তি-সচেতন করে তুলতে সহায়তা করে। আমরা তার কয়েকটি দিক বর্ণনা করবো।

১. তাওবাহ্ মানুষের সম্মুখে এমন এক অনুতাপের সৃষ্টি করে যা তার পাপ মিটিয়ে দেয় এবং গর্হিত কাজ হতে তার নফস্কে পবিত্র করার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। আর এ আকাঙ্ক্ষাই তাকে আত্মিক শান্তিদান করে ভয়, হতাশা ও নৈরাশ্য হতে তাকে আশার আলোর দিকে পথ দেখায়।

২. তাওবাহ্ তাওবাহ্কারীকে সম্মানিত করে এবং এ মর্যাদাবোধ তার ভেতরে আত্মপরিচয়ের শক্তি সঞ্চয় করে। অন্যভাবে বলা যায় ঃ তাওবাহ তাওবাহ্কারীকে ব্যক্তিত্ব সচেতন করে তোলে আর উন্নত চরিত্র গঠন ও মানসিক সুস্থতা অর্জনে তার কার্যকারিতা অনস্বীকার্য।

৩. গর্হিত কাজ, অন্যায় ও পাপ করার দরুন নিজকে নীচ, ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত মনে করার পর তাওবাহ্কারী তাওবাহ্ দ্বারা বিবেকের তাড়ানা হতে মুক্তি লাভ করে। আর যে ব্যক্তি পাপ পরিহার করে সৎ পথে চলার এবং নিজকে আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

১. বুখারী ও মুসলিম।

—৪

www.pathagar.com

করার অংগীকার করে সে কখনও আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয় না। বরং স্বীয় ব্যক্তিগত বিপদাপদে ধৈর্য ও সাহসিকতার সঠিক পদ্ধতি দ্বারা তার মুকাবিলা করে। তার নিজের, কার্যকলাপের ও শক্তি সামর্থ্যের সম্মুখে প্রতিকূলতা যত কিছুই আসুক না কেন, তা যত কষ্টসাধ্যই হোক না কেন তার মুকাবিলা করতে কখনো পিছ পা হয় না। বিপদসংকুল অবস্থায় শত্রুর সম্মুখীন হতে তার একজন প্রকৃত সাহায্যকারী সহায়ক আছে বলে সে উপলব্ধি করে।

৪. তাওবাহ্ মানুষকে পাপের চিন্তা ও ভয় হতে মুক্তি দান করে। কেননা পাপী ব্যক্তি ঐ সকল সর্বনাশ ও পাপের অনিবার্য প্রতিকূলতা প্রত্যক্ষ করে যা তার পাপের দরুন তার অন্তরকে নাড়া দেয়। সে উপলব্ধি করে যে আমি এমন পাপে লিপ্ত রয়েছি যা থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন উপায় নেই।

'তাওবাহ' মানুষকে তার আত্মশুদ্ধির প্রতি প্রলুব্ধ করে, কিন্তু মানুষ প্রতিনিয়ত কোন না কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর তখন সে ক্ষমা প্রাপ্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে। ফলে তার অন্তরে এ উপলব্ধি সৃষ্টি করে যে, আমি সর্বদা বিভিন্ন পাপে লিপ্ত রয়েছি। আর আমার সামনে এমন কোন পথ খোলা নেই যাতে আমি ক্ষমা পেতে পারি, অতএব আমি যা ইচ্ছা তা করে যাবো, আর যথেচ্ছ অন্যায় ও লোভ চরিতার্থের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাবো, এ মনোভাব তাকে ধ্বংস করে এবং ধ্বংস করে সমাজকে। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ করুণার নিদর্শন স্বরূপ 'তাওবাহ'র ব্যবস্থা রেখেছেন। এবং কুরআনে 'তাওবাহ'র প্রতি বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে। পাপীদের সামনে এর দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যেন মানুষ পাপের কালিমা হতে তার আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন সক্ষম হয়। আর আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে এবং আত্মপ্রত্যয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

আল্লাহ্র ভয় পাপ থেকে দূরে রাখে

যখন তোমরা কোন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তোমার কোন কাজের অবহেলার দরুন তোমাকে তলব করে, যার জন্য তোমার শাস্তি অনিবার্য তখন নিশ্চয়ই তোমার অন্তরে এর জন্য ভয় ও ভীতির সঞ্চার হবে, আর এমতাবস্থায় যদি তোমার বিচারক কোন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কেউ হন তাহলে তোমার ভয়ভীতি আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

যখন মানুষের মনে কোন কর্তাব্যক্তির এতখানি ভয় সঞ্চার হয় তবে যার হাতে সমস্ত কিছুর চাবিকাঠি সে রাব্বুল 'আলামিনের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে কতখানি ভয়ের সঞ্চার হওয়া উচিত? বিশেষত যখন তিনি সর্বশক্তিমান, আখিরাতের বিচার দিবসের মালিক, যেদিন তিনি লোকের সকল কর্মের পুংখানুপুংখ বিচার করবেন।

কুরআন বিচার দিবসের এক ভয়াবহ চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরেছে যা প্রত্যেকের অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে যায়, যাতে পাপের অনিবার্য ভয়ের অঙ্গুলি সংকেত করে। আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ - اِنَّ فِى ذٰلِكَ لاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ وَمَا نُؤَخِّرُهٗ اِلاَّ لاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ يَوْمَ يَاْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيْدٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ -

"এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন ওরা সীমালঙ্ঘন করে থাকে। তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন। যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে তাতে তো তার জন্য নিদর্শন আছে। এটা সেদিন, যেদিন, সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে। এটা সেদিন, যেদিন সবাইকে উপস্থিত করা হবে এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য তা স্থগিত রাখি মাত্র। যখন সেদিন আসবে, তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য ও কেউ ভাগ্যবান, অতঃপর যারা হতভাগ্য তারা থাকবে অগ্নিতে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ।" —সূরা হূদ ঃ আয়াত ১০২-১০৬

যে সকল নৈকট্য প্রাপ্ত মু'মিন ব্যক্তি সেই বিচার দিবসের প্রস্তুতি হিসাবে আল্লাহ্‌র ভয়কে গ্রহণ করেছে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ -

"এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর দিবসকে।"—সূরা রা'দ ঃ আয়াত ২১

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাফিরদের সম্বোধন করে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

قُلْ اِنِّى اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

"বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হবে।" —সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১৫

অতএব কুরআন যে ভয় ভীতির প্রতি আহ্বান করছে, তা হলো সেই ভয়, যে ভয় উৎপত্তি হয় আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং তার আযাব-এর ভয়ভীতি থেকে যা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে অনুপ্রাণিত করে। তা আল্লাহ্‌র জুলুম ও অত্যাচারের ভয় নয়, কারণ এ থেকে তিনি পবিত্র। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

www.pathagar.com

فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

"তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিত হবে না।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৮

اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

"জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।" —সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৬২

যে মু'মিন আল্লাহ্‌কে ভয় করে সে পাপ পরিত্যাগের প্রতি তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করবে যেমন সে তার সকল ক্ষমতা ব্যয় করে থাকে ইবাদতে ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যে এবং তা সত্ত্বেও সে ভয় করে যে, তারা এ চেষ্টা ও আমল আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হলো কিনা। হযরত আয়েশা (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে নিম্নলিখিত বাণী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ ـ

"এবং যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে এ বিশ্বাসে তাদের যা দান করে (অর্থাৎ তাদের যা করণীয় তা তারা করে) ভীত কম্পিত হৃদয়ে।"

—সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ৬০

তিনি বলেছিলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ এ কি সেই, যে ব্যক্তি চুরি করে, ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং মদ পান করে এতদসত্ত্বেও সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে? তিনি বললেন ঃ "না, এ সে ব্যক্তি নয় বরং এ ব্যক্তি সে, যে রোযা রাখে, সাদকা দেয়, নামায আদায় করে, এসব করেও সে আল্লাহ্‌কে এই জন্য ভয় করে যে, তার এ সকল আমল আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য হলো কিনা?"[১]

এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করেছে বলেই মু'মিনগণ সত্য ও সৎ স্বভাবের পথিক হয়ে থাকেন। এবং তাদের সকাল ও সন্ধ্যা অর্থাৎ কোন সময়ই আল্লাহ্‌র ভয় তাদের অন্তর হতে লোপ পায় না। এ ভয়ের একটি মূর্তিমান দৃষ্টান্ত প্রকাশ পেয়েছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মধ্যে।

নামাযে কান্নার দরুন তার বক্ষস্থল হতে কান্নার সময় ডেগের[২] মধ্যে ফুটন্ত বস্তুর যেরূপ শব্দ হয় সেরূপ আওয়াজ বের হতো। তিনি বলেছেন ঃ

انى لاخشاكم لله واتقاكم ـ

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে আমিই সর্বাধিক আল্লাহ্‌কে ভয় করে থাকি।" —বুখারী

---

১. আহ্‌মাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

২. ডেগ–বৃহদাকার পাতিলবিশেষ।

www.pathagar.com

নবী (সা) এ ভীতি কোন কোন বাহ্যিক অবস্থা এবং আল্লাহ্র কাছে এর মর্যাদার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন ঃ

كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه اذا انامت فاحرقونى ثم اطحنونى ، ثم ذرونى فى الريح فوالله لئن قدر على ربى اى لئن اراد تعذيبى - ليعذبنى عذابا ما عذبه احدا فلما مات فعل به ذلك فامر له الارض فقال اجمعى على ما فيك منه ، ففعلت فاذا هو قائم ، فقال ما حملك على ما صنعت ؟ قال يارب خشيتك فغفر الله له -

"এক ব্যক্তি এমন ছিল যে, নানা পাপে লিপ্ত ছিল। যখন তার মৃত্যু নিকটবর্তী হল সে তার সন্তানদেরকে বললো, আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে তা পিষে ফেলবে। এরপর আমাকে বাতাসে উড়িয়ে দেবে। কারণ আল্লাহ্র কসম আমার প্রতিপালক যদি আমাকে ধরেন অর্থাৎ শাস্তি দিতে চান তাহলে আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যা আর কাউকে দেয়া হয়নি। তার মৃত্যুর পর তাকে তাই করা হলো। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে আদেশ দিলেন যে, তোমার মধ্যে ঐ লোকটির যে যে অংশ রয়েছে সেগুলি একত্র করে আমার কাছে উপস্থিত কর। পৃথিবী তাকে একত্র করে দেয়ার পর সে দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার একাজের প্রতি তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছিল? সে বললো ঃ আমার প্রভু! তোমার ভয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এমন সাত প্রকার লোকের কথা উল্লেখ করেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে আরশের নিচে ছায়া দান করবেন। যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে তিনি উল্লেখ করলেন ঃ

رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه -

"ঐ ব্যক্তি যে নিভৃতে আল্লাহ্কে স্মরণ করে অশ্রু নির্গত করেছে।"[২]

প্রথম যুগের মু'মিনদের উপর আল্লাহ্র ভয়ের প্রাবল্য ছিল। তাদের মধ্যে আমরা হযরত আবূ বকর (রা)-এর নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁর সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তিনি ক্রন্দনরত ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি কুরআন পাঠ করতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয়কে তিনি ক্রন্দন হতে বিরত রাখতে সক্ষম হতেন না।

---

১. বুখারী।

২. বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

হযরত যয়নুল আবেদীন আলী ইবনে হোসাইন (রা) যখন নামাযের ওযূ সমাপন করতেন, তখন নামায ও ওযূর মধ্যবর্তী সময়ে তার মধ্যে ভীতি ও কম্পনের সঞ্চার হতো। এ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন ঃ তোমাদের সর্বনাশ হোক, তোমরা কি জান আমি কার সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে যাচ্ছি ? তোমরা কি জান আমি কার কাছে মুনাজাত করতে যাচ্ছি ?

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরকে খাশইয়াত বা আল্লাহ্‌ভীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ

"আল্লাহ্‌কে এরূপ ভয় করবে যে ভয় তোমার এবং পাপের মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়ায় এটাই প্রকৃত ভয়।[১]

অতএব, আল্লাহর ভয় তা-ই যা মানুষকে তার প্রভুর নিকটবর্তী করে দেয় এবং তার ও তার পাপের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে।

যে সকল মু'মিন আল্লাহকে প্রকৃত ভয় করে তাদের প্রশংসায় কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ـ

"যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।" —সূরা মূলক্ ঃ আয়াত ১২

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ

"যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।" —সূরা নূর ঃ আয়াত ৫২

১. হিলইয়াতুল আউলিয়া

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামে পাপ মোচনের পদ্ধতি

[প্রত্যেক ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হবে ❑ আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে কোন মধ্যস্থতা নেই ❑ অপরাধ ক্ষমা করা একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ ❑ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে]

কোন কোন ধর্মমতে দেখা যায় যে, প্রথম মানব হযরত আদম (আ) স্বীয় প্রভুর আদেশ পালনে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর উপর প্রভুর অসন্তোষ নেমে আসে এবং তিনি আত্মার উপর দেহের আধিপত্য অনুভব করলেন। ফলে তাঁর অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তিনি যে মন্দ কাজ করতে অনিচ্ছুক তা করে বসলেন এবং যে পুণ্য করতে প্রয়াস পান তা তিনি করতে পারেননি। এভাবে তিনি সৎ লোকদের অবস্থা থেকে এবং নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন। তারপরে তাঁর সন্তানদের অবস্থাও অনুরূপ হলো। তারা এর কারণস্বরূপ একথা উল্লেখ করেন যে, পাপপুণ্যের মূল দায়িত্ব হচ্ছে প্রথম মানবের উপর। যেমন গোত্রপ্রধান গোত্রের সকলের দায়িত্ব বহন করে থাকে। তাই সকল মানুষই পাপী। এ পাপ বংশানুক্রমে আদি পিতা আদম থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। তাদের আরো বক্তব্য হচ্ছে আদম (আ)-এর পদস্খলন ঘটেছে তদ্দরুন আদম ও তাঁর প্রভুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। আদম (আ) হারানো ঐশ্বর্য ও নিয়ামত পাওয়ার জন্যে ক্রন্দরত থাকেন কিন্তু সে নিয়ামত পাওয়ার কোন পথ তার সামনে ছিল না। এবং গুনাহ্র কাফফারার পন্থা ও তাঁর অধিকার ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দয়া করার ইচ্ছা করলেন। তাই তাঁর একমাত্র পুত্রকে[১] দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন, তিনি মানব জাতির পক্ষ হতে যাবতীয় দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করে মৃত্যুবরণ করলেন। যেন আদি পিতা হতে যে পাপ বংশানুক্রমে তারা প্রাপ্ত হয়েছে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং মানব গোষ্ঠী পাপের কালিমা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে হযরত আদম (আ)-এর ভুল বা পাপ তার সন্তানদের দিকে সম্প্রসারিত হয়নি বরং তা তাঁর মধ্যে

---

১. ইসলামের শিক্ষা হলো আল্লাহ্র কোন সন্তান নেই। কুরআনে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে। لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا "তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি, তিনি কোন সন্তান জন্ম দেননি।"

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ ছিল। তৎপর তিনি তার সেই পদস্খলনের বা অন্যায় আচরণের কথা স্বীকার করেন যে, আল্লাহ্ তাকে যে গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন তিনি তা খেয়ে ফেলেছেন। এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন এবং স্বীয় প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। অতঃপর আদম (আ) তাঁর প্রভুর পক্ষ হতে কিছু কলেমা প্রাপ্ত হলেন, যেন এ দ্বারা তিনি দু'আ করেন, প্রভুকে ডাকেন। তিনি তদ্দ্বারা প্রভুকে ডাকলেন। তাই তাঁর তাওবাহ গৃহীত হওয়ার কারণ হয়েছিল। যেমন কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

"অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।"

—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৭

আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর তাওবাহ কবূল করে ক্ষমা করলেন। অতএব পাপ তাঁর সন্তানদের মধ্যে ব্যাপৃতি লাভ করেনি।

এর কারণ হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে, কেউই অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না। যদিও তা তাঁর, আদি পিতা আদম (আ)-এরও হোক না কেন। আল্লাহ্ কুরআনে একথা পরিষ্কার ব্যক্ত করেছেন ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -

"এবং কেউ কারো ভার বহন করবে না।" —সূরা ইসরা ঃ আয়াত ১৫

কুরআনের পাঁচ জায়গায় একথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, কোন পাপী ব্যক্তিই অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না। আর এ অর্থের অভিব্যক্তিই ঘটেছে আল্লাহ্র এ বাণীতে ঃ

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى -

"আর এই যে মানুষ তা-ই পায় যা সে করে, আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই দেখান হবে।" —সূরা নাজম ঃ আয়াত ৩৯-৪০

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ -

"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।" —সূরা মুদ্দাস্সির ঃ আয়াত ৩৮

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا -

www.pathagar.com

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানদের কোন উপকারে আসবে না সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার।" —সূরা লুকমান ঃ আয়াত ৩৩

ইসলাম যে বিষয়টি ব্যক্ত করেছে, এতে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকে নিজ কর্মে স্বাধীন। তার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সে দায়িত্ব সে অনুভব করতে পারে। এবং সে বুঝতে পারে যে, সে নিজেই তার পর্যবেক্ষক। কাজেই সে কিয়ামত দিবসের পরকালীন শাস্তির ভয়ে প্রতিটি গর্হিত কাজ হতে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকবে।

আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে কোন মধ্যস্থতা নাই

ইসলামের পূর্বে ধর্মীয় নেতাদের একদল ধর্মের নামে মানুষের উপর নানা রকম অত্যাচার চালিয়ে যেত ও আধিপত্য বিস্তার করতো। অতএব, তখন মানুষ তাদের নিজস্ব কোন কাজই সে সকল পুরোহিতদের অনুমতি ব্যতীত সমাপন করতে সক্ষম হতো না। যে সকল পুরোহিত বা ধর্মযাজক এখানেই ক্ষান্ত হতো না বরং তারা নিজেদের মতানুযায়ী আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে নিজেদেরকে মধ্যস্থ বানিয়ে রেখেছিল।

কোন ব্যক্তি তার কৃত পাপের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে 'তাওবাহ' করতে ইচ্ছা করলে তা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতো, তারা ইচ্ছা করলে তাদের জন্য 'তাওবাহ'র দরজা খুলে দিত আর ইচ্ছা করলে তা বন্ধ করে রাখতো। কোন কোন ধর্মযাজক এ ব্যাপারে ধনী লোকদের কাছ থেকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে তা করতো, যা তাদের সম্পদ বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট কারণ হতো আর তাদের এ আচরণ মানুষকে গায়রুল্লাহ্‌র দাসে পরিণত করেছিল। মানুষ বিশেষ গোষ্ঠীর সামনে নিজেকে অবনত করেছিল। তারা ঐ শ্রেণীর লোকের প্রবৃত্তি ও হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

ইসলাম তাদের এ সকল মধ্যস্থতার কার্যাবলী অস্বীকার করলো এবং পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করলো ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বান্দার কাছেই রয়েছেন, কোন মধ্যস্থতা ব্যতীত। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা গ্রহণ করে থাকেন যখন কোন প্রার্থনাকারী তাঁকে ডাকে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّى فَاِنِّى قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ -

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে আমি তো কাছেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৬

www.pathagar.com

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ وإذا سألك عبادى عنى "যখন আপনাকে আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে" অতএব বোঝা গেল আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন এবং তাদেরকে তার বান্দা উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আর عبادى শব্দে উত্তম পুরুষ এক বচনের সর্বনামের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে করে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আর এতে তাঁর ভালবাসা ও রহমত এদের সাথে রয়েছে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর সেই পবিত্র সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ্র দু'আ কবূল করার ব্যাপারে তিনি অতি কাছে রয়েছেন যাতে তাঁর বান্দারা তাদের ও তাদের প্রভুর মধ্যে কোন মধ্যস্থ স্থির না করে।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ -

"আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই।" এতে আল্লাহ্ তা'আলা বোঝাচ্ছেন যে, দু'আ কবূল করা খাঁটি অন্তঃকরণের সাথে সম্পৃক্ত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দু'আ কবূল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট পথ বলে দিচ্ছেন যে ঃ

فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ -

"সুতরাং তারা আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৬

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা দু'আ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য একটি বিশেষ শর্ত আরোপ করেছেন, তা হলো তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং তার ডাকে সাড়া দেওয়া। যেন মানুষ সঠিক ও কল্যাণের পথে পৌঁছতে পারে। আর এটা যুক্তিসংগত নয় যে, তুমি আকাঙ্ক্ষা করবে কেউ তোমার ডাকে সাড়া দিক। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুক আর তুমি তার ডাকে সাড়া দেবে না এবং তার কথা মেনে চলবে না।

আর আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দেওয়া এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলা কোন সহজ ব্যাপার নয় কেননা তা আল্লাহ্র আদেশাবলীকে কাজে পরিণত করা এবং তাঁর ঐ আমানতকে পূর্ণ করা যা তিনি প্রত্যেকের উপর অর্পিত করেছেন, ব্যক্তিগত জীবনের এবং সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে সৎকর্ম না করে আল্লাহ্র দরবারে কেবলমাত্র হস্তোত্তলন ও জিহবা সঞ্চালন দ্বারা সস্তা দু'আ করে কোন প্রকার ফলের আশা সুদূর পরাহত। বোঝা গেল এখানে সৃষ্টিকর্তা এবং বান্দার মধ্যে কোন মধ্যস্থতা নেই।

এখন আমরা এ কথায় উপনীত হয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার 'তাওবাহ' কবূল করে থাকেন সঙ্গে সঙ্গে। এর জন্য অন্য কারো কাছে এর স্বীকারোক্তি করার কোন প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ -

"এবং যারা কোন অশ্লীল কার্য করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

—সূরা আল-ইমরান ঃ আয়াত ১৩৫

পাপ মার্জনা করা শুধু আল্লাহ্‌র সাথে সীমাবদ্ধ

কোন কোন ধর্মে এরূপ ভ্রান্ত মতবাদ দেখা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা পাপ মার্জনার দায়িত্ব কোন কোন নবীকে বা কোন নেককার বান্দাকে দান করেছেন। এ ব্যাপারে ইসলামের মতে পাপ মার্জনা এক আল্লাহ্ পাকের সাথেই সীমাবদ্ধ এ ব্যাপারে পৃথিবীর কোন সৃষ্টিই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهَ -

"আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে?" —সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৩৫

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ -

"যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।"

স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) পাপ মুক্তির মালিক ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কাফির দলের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ -

"তুমি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না।" —সূরা তাওবাহ ঃ আয়াত ৮০

বরং মুহাম্মদ (সা) নিজেই তাঁর প্রভুর ক্ষমার মুখাপেক্ষী ছিলেন।[১] তিনি তার সাহাবীগণকে প্রায়ই বলতেন ঃ

---

১. কুরআনুল করীমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করা হয়েছে—নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়—যেন আল্লাহ্ তোমাদের অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা ফাত্‌হ্) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে এক মুহূর্তও বিরত থাকতেন না। তাঁর রসনার মতো অন্তরও থাকতো আল্লাহ্‌র যিক্‌রে সদা জাগ্রত, উম্মাতের কল্যাণ

www.pathagar.com

اِنِّىْ لاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرُ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ

"আমি প্রতিদিন সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবাহ্ করে থাকি।" আর এ ব্যাপারটিকে ভালরূপে বুঝিয়ে বলার জন্যই তিনি তার কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বলেছেন ঃ

اعملى يَا فاطمة فانى لا اغنى عنك من اللّٰه شيئًا ـ

"হে ফাতিমা! আমল করতে থাক। কেননা আমি আল্লাহ্‌র কাছে তোমার ব্যাপারে কোন কাজে আসবো না।"

অতএব পাপ ক্ষমা করা আল্লাহ্‌র সেই সকল বিশেষ কার্যাবলীর অন্যতম যা তিনি স্বয়ং নিজে সমাধা করে থাকেন। আর এ দায়িত্ব অন্য কাউকেও অর্পণ করা আল্লাহ্‌র সাথে শিরকেরই নামান্তর মাত্র। যিনি সৃষ্টি, আদেশ, কিয়ামত দিবসে বিচার ইত্যাদিকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এটাই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ

"তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।"

— সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪০

চিন্তা ও তাদের সমস্যার সমাধান কার্যে ব্যস্ততার দরুন আল্লাহ্‌র যিক্‌রের প্রতি মনোযোগে সামান্য অভাবেও তিনি বিচলিত হতেন এবং এর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

—সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪০

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের পাপ

- আল্লাহ্‌র শরীক করা
- আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা
- আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকা
- নিফাক
- ছোট শিরক ঃ রিয়া বা লোক দেখানো মনোভাব

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা

ইসলামের মত অন্য কোন ধর্মই দৃষ্টিগোচর হয় না, যে ধর্ম আল্লাহ্‌র গুণাবলী এবং তওহীদ বা একত্ববাদের পূর্ণতা সাধন করেছে। এজন্যই ইসলাম তওহীদ— আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে তার অন্যান্য রুকনের মধ্যে প্রথম রুকন সাব্যস্ত করেছে। যেমন আল্লাহ্‌র সাথে শরীক[১] করাকে বড় পাপসমূহের অন্যতম পাপ স্থির করেছে যা কোনমতেই ক্ষমাযোগ্য নয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ـ

"আল্লাহ্ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।" —সূরা নিসা ঃ আয়াত ৪৮

কুরআনুল করীম মুশরিকের অস্থিরতা, তার কার্যাবলীর অস্থায়িত্ব এবং অশুভ পরিণামের স্পষ্ট চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ـ

"এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।" —সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৩১

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করাকে বড় পাপসমূহের মধ্যে অন্যতম পাপ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

الا أنبئكم باكبر الكبائر ثلاثا الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ، او قول الزور ـ

অর্থাৎ "আমি কি তোমাদেরকে বড় পাপসমূহের অন্যতম পাপ কি তা বলে দেবো না? একথা তিনি তিনবার বললেন। তা হলো, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অথবা মিথ্যা বলা।"

---

১. মুসলিম শরীফ (১) 'শিরক' মানে আল্লাহ্‌র ইবাদতের সাথে নবী, ওয়ালি, ফেরেশতা বা অন্য কারো ইবাদত মিলানো; অথবা কোন মূর্তি, ছবি, ব্যক্তির কাছে নত হওয়া।

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اجتنبوا السبع الموبقات -

"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে বেঁচে যাক।"

তার প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন الاشراك بالله। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা।

অতএব আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করা একটি অতি বড় পাপ। কেননা তা বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টি ও রক্ষকের সত্তার সাথে অপরাধ ও সীমা অতিক্রম করার নামান্তর। এবং আল্লাহ্‌র সাথে ইলাহকে সাব্যস্ত করা হয়। তা আল্লাহ্‌র উপর অক্ষমতার দোষারোপ মাত্র। তা আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অধিকারের উপর অসত্য আরোপ করা। এ জন্যই কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

"তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা হতে বহু উর্ধ্বে।"—সূরা নামল ঃ আয়াত ৬৩

মানবতার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করাই হচ্ছে যাবতীয় মন্দের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধিকে অন্যায় ও অশ্লীলতার পর্দা দ্বারা ঘিরে ফেলে। মোহমন্ত্রের জাল বিস্তার করে এবং মানুষের মধ্যে শত্রুতা, ঝগড়া-কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ এমনকি পরস্পরের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি করে। আর তা দ্বারা এমন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় যারা স্বীয় প্রতিপত্তির দ্বারা অন্যান্য গোত্রকে হিংসা করতে লেগে যায়।

মুশরিক সম্প্রদায়ের পর্যালোচনা

প্রাচীন মিসরীয়গণ

প্রাচীন যুগের মিসরীয়রা আকাশমণ্ডলের বস্তু যেমন সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির পূজা করতো। যেমন তারা নীল নদেরও পূজা করতো। মিসরীয়রা কোন কোন গাছ-গাছড়াকেও পবিত্র মনে করতো। গাছ-গাছড়া পূজার চেয়ে জীবজন্তুর পূজার প্রচলন ছিলো তাদের মধ্যে বেশি। তাদের দেবতাদের মধ্যে আইজির, ইজিস ছিল সবচেয়ে বড় দেবতা। কিছুকাল পর রা' ও আমুন, ফাত্তাহ ও আরো অনেক দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো। এভাবে দেবতার তিন রূপ প্রকাশ পেলো। মিসরীয়দের সমকালীন বাদশাও দেবতা বলে গণ্য হতো।

ইবনে আমুলরা শুধু দেবতা হিসাবেই মিসরকে শাসন করতো না বরং দেবতার জন্মস্থান হিসেবেও মিসরকে শাসন করতো। সে এমন এক দেবতা যে, মিসরকে কিছু দিনের জন্য জন্মস্থান হিসেবে পছন্দ করে নিয়েছিল। যখন আখনাতুম নামে প্রসিদ্ধ তৃতীয়

www.pathagar.com

তাহতামাস মিসরের অধিপতি হলো, সে ঘোষণা করলো যে যত দেবতা রয়েছে আর যত রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি রয়েছে, এসব হচ্ছে নিছক প্রতিমা পূজা। বিশ্বের জন্যে একমাত্র ইলাহ্ হচ্ছে আতুন।

ইখতালুনের যখন মৃত্যু হলো তারপর সিংহাসনে বসলো তুত আনাখ, আমুন। ইনি পুনরায় দেবতা পূজা চালু করলেন।

সামেরিগণ

খৃস্টপূর্ব ৪৫০০ সালে ইরাকে বসবাসকারী সামেরীয়গণের অতি উন্নতমানের সভ্যতা ছিলো, ছিলো অনেক দেব-দেবী। এমনকি প্রতি শহরের জন্যে ও প্রতি এলাকার জন্যে এবং বিভিন্ন উৎসবের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ছিল।

তাদের উপাস্যগুলির মধ্যে অতি মর্যাদার অধিকারী ছিল সূর্য। এছাড়া আরো অনেক দেব-দেবী ছিল। ক্ষেতের জন্য, সেচের জন্য, বৃষ্টি বর্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ছিল। তাদের অধিকাংশ দেবতা তাদের মন্দিরে রাখা হতো। যেখানে ভক্তরা পুরোহিতদেরকে ধনমাল, খাদ্যসামগ্রী এবং স্ত্রীদের উৎসর্গ করতো। আর এ সকল পুরোহিতের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী ছিল গণক ঠাকুররা। এমনকি তারা ধনসম্পদে অন্যান্য সম্প্রদায়ের শীর্ষ স্থানে আর শক্তিতে অন্যান্য সামেরীয়র মধ্যে ছিল উন্নত। এমনকি দেশের বড় কাজগুলো তারাই পরিচালনা করতো।

জাদুকর ঠাকুররা লোকদেরকে নানা রকম বিদ্যা এবং নানা রকম উদ্ভট কল্পকাহিনী শিক্ষা দিত। তারা এসব জাদু বিদ্যা ও কল্পকাহিনী দ্বারা লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করতো।

ব্যাবিলীয়গণ

খৃস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে এক সাধারণ গণনায় ব্যাবিলীয়দের দেব-দেবীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬৫ হাজারে। কারণ তাদের প্রতি শহরের এবং প্রতি ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ছিল।

ফাইনাফিউম

ফাইনাফিউমদেরও অনেক দেবদেবী ছিল। তাদের প্রত্যেক শহরের জন্য একজন বিশেষ দেবতা বা অধিকর্তা ছিল।

রোমান

রোমানদেরও অনেক দেব-দেবী ছিলো। ফার-এর মতে তাদের দেব-দেবীর সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার।

চীন

চীনে দুই প্রকারের আকিদা-বিশ্বাসের প্রচলন ছিল। প্রথম হচ্ছে সকল সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের পূজা করা। দ্বিতীয়ত, আসমান ও মহাপুরুষদের পূজা করা। চীনারা

www.pathagar.com

প্রতিদিন প্রসাদ পেশ করতো, তা হতো কিছু খাদ্য বস্তু। মৃত ব্যক্তিদের আত্মার জন্য সেগুলো দেওয়া হতো। তাদের মধ্যে যারা কৃষক ও শ্রমিক তারা মনে করতো তাদের পূর্বপুরুষরা মৃত্যুর পর সীমাহীন একরাজ্যে বসবাস করে। তাদের উত্তরাধিকারিদের অধিকারে রয়েছে মৃত ব্যক্তিদের ভাগ্যবান বা হতভাগ্যরা। চীনে কনফুসিউসের মতবাদও প্রসার লাভ করেছিল। যে মতবাদের প্রবর্তক কনফুসিউস। চীনের অধিকাংশ লোক তাকে উপাস্যের সমতুল্য মনে করতো। পরে চীনে বুজী মতবাদও প্রসার লাভ করে। ঐ মতবাদ লোকদের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রচার করতো যে, এমন কতকগুলো উপাস্য রয়েছে যা মানুষকে তার কাজে সহায়তা করে।[১]

জাপান

জাপান হচ্ছে দেব-দেবীদের শহর। আর জাপানীরা হচ্ছে দেব-দেবীদের বংশধর। সূর্য দেবতার ঔরস থেকেই তাদের উৎপত্তি।

ভারত

হিন্দুদের দেব-দেবীর সংখ্যা ছিলো ৩০ মিলিয়ন। এসব দেবতার নাম লিপিবদ্ধ করার জন্যে ১০০ খণ্ডের পুস্তকের প্রয়োজন হবে। এসব দেব-দেবীর মধ্যে কিছু আকাশের বস্তুনিচয়। যেমন সূর্য, আর কিছু রয়েছে জীব-জন্তুর মধ্য হতে। হাতীও তাদের একটি দেবতা এবং বানর ও সাপ এগুলোও। সবচেয়ে পবিত্র জন্তু হচ্ছে গাভী।

কোন হিন্দুর জন্য গাভীর গোশ্ত খাওয়া বা তার পোশাক তৈরি করে ব্যবহার করা বৈধ নয়। তার মৃত্যু হলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মানে সমাহিত করা ধর্মীয় কর্তব্য।

অভিনব এ জগতে বাজে ও ভিত্তিহীন অনেক ধর্ম ও বিশ্বাস স্থান করে নিয়েছে। তাবিজ-তুমার দেহাভ্যন্তর থেকে জিন-শয়তানদের বহিষ্করণ, অদৃশ্যের সংবাদ গ্রহণ, হস্তরেখা পাঠ ইত্যাদি জাদুবিদ্যায় লিপ্তদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭,২৮,৮১২ যারা ফালখোলি তাদের সংখ্যা হবে কয়েক মিলিয়ন (দশলাখে এক মিলিয়ন) এতে তৎকালীন ভারতীয় হিন্দুদের ধর্মীয় অবস্থা অনুধাবন করা যায়।[২]

ইসলামের পূর্বে আরব জাহান

ইসলামের পূর্বে আরবরাও প্রতিমা পূজা করতো। মক্কার প্রতি ঘরে পূজার উদ্দেশ্যে মূর্তি রাখা হতো। আরবদের কেউ কেউ চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজির পূজা করতো। ইয়াহুদী ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মকে তৌহিদী ধর্ম বলা হয়। কারণ তিনটি ধর্মে পৃথিবীর জন্য একমাত্র ইলাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্বীকৃত হয়েছে। তৌহিদী ধর্মকে বলা হয় Monotheism।

---

১. কিস্সাতুল হায়ারাত, খণ্ড ৩।
২. কিস্সাতুল হায়ারাত, খণ্ড ৪।

www.pathagar.com

দীন-ই-তৌহিদের বিপরীত হচ্ছে দীন-ই-শিরক। যাকে বলা হয় Polytheism। উক্ত তিনটি ধর্মের ঐশী গ্রন্থে তৌহিদের সমর্থনে অনেক আয়াত ও বাণী উদ্ধৃত হয়েছে।

যেমন তাওরিতে বলা হয়েছে ঃ "তোমার উপাসনার জন্য এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই।"

"তুমি স্থলে, জলে ও আকাশে নিজে কোন প্রতিমা তৈরি করবে না, ওদের সিজদা করবে না, ওদের ইবাদত করবে না, কারণ আমিই প্রতিপালক তোমার মাবুদ, আমি অতি মর্যাদাবোধ সম্পন্ন।" উক্তি সব বাণীতে অন্য কোন ইলাহর অস্তিত্ব নেই। যাবতীয় প্রতিমা বর্জনীয়। ইঞ্জিলে বলা হয়েছে, " তোমার ইলাহ্কেই তুমি সিজদা করো, তুমি একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে।"

জনৈক ইঞ্জিল লেখক হযরত ঈসা (আ)-র কাছে প্রশ্ন করলো ঃ

সর্বপ্রথম অসীয়তের আয়াত কোন্টি ? তিনি উত্তরে বললেন, সর্বপ্রথম অসীয়ত হচ্ছে–'হে ইসরাঈল! শোন! আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ইলাহ্, একমাত্র প্রতিপালক। তুমি সর্বান্তকরণে, সর্বশক্তি দ্বারা তোমার প্রতিপালককে ভালবাসবে।'

ইসলাম আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করাকে অস্বীকার করে

ইসলাম আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করে, এবং তার সাথে পিতা-পুত্রের সম্পর্ককে অস্বীকার করে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ -

"বল, তিনিই আল্লাহ্, এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" —সূরা ইখ্লাস

ইসলাম সকল সৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টির ব্যাপারেও এক আল্লাহ্র সত্তার স্বীকার করে। এ ব্যাপারে অন্য কারো শরীক বা অংশী হওয়াকে অস্বীকার করে। যেমন কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا - وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اٰلِهَةً - لَايَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَايَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَلَاحَيٰوةً وَلَانُشُوْرًا -

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন অংশী নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং

www.pathagar.com

প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন, তবুও তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছে। অপরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করেন না বরং নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।"—সূরা আল-ফুরকান ঃ আয়াত ২-৩

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মালিক। তিনি কাউকেও পুত্র বলে গ্রহণ করেন নাই। আর তাঁর রাজত্বে অন্য কেউ অংশীদারও নাই। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে যথাযথভাবে অতি নৈপুণ্যের সাথে পরিচালিত করছেন।

এতদসত্ত্বেও মুশরিকরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কতকগুলি মনগড়া ইলাহ্ সাব্যস্ত করে তাদের উপাসনা করে। যেমন মূর্তি, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, জন্তু ইত্যাদি; অথচ ঐগুলি কোন কিছুই সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। উপরন্তু তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট, আর তারা কোন প্রকার বিপদ দূরীকরণের ক্ষমতা রাখে না, বা নিজের কোন ইষ্ট সাধন করতে সক্ষম নয়। আর কারো মৃত্যু অথবা জন্ম বা মৃত্যুর পর কবর হতে পুনরুত্থান ইত্যাদি কিছুরই ক্ষমতা রাখে না। আর যে এসব ব্যাপারে অক্ষম সে কখনও ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না।

যারা প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রকৃতিকে আল্লাহ্ মনে করে তাদের বিরুদ্ধে কুরআনুল করীম বলে ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ـ

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সিজদা কর আল্লাহ্‌কে। যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক।"

—সূরা হা-মীম আস্‌সাজ্‌দা ঃ আয়াত ৩৭

আর যখন একদল লোক তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করে রেখেছে এবং তারা মনে করে এদের হাতেই ভালমন্দ, লাভ-লোকসান রয়েছে। ক্ষমা করার এবং বরকত দানের ক্ষমতা তাদেরই রয়েছে। ধর্ম বিধান জারি করার ক্ষমতাও তাদের—যদিও আল্লাহ্‌র শিক্ষা এদের রদ করেছে, ইসলাম এসব লোককে ঐ সকল অত্যাচার ও ক্ষমতা হতে মুক্তির দিকে ডেকে বলছে ঃ

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَّ
نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ـ

www.pathagar.com

"তুমি বল, হে কিতাবিগণ! তোমরা সে কথায় এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে।" —সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ৬৪

আজকালও কোন কোন দল বা গোত্র এমন রয়েছে যারা তাদের দলপতিদেরকে আল্লাহ্র মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। কারণ তাদের বাণী ওদের কাছে এত পবিত্র যে, তারা এটাকে বারবার আওড়ায় আর এর মতো নিজেদেরকে পরিচালিত করে, এও শিরকের অন্তর্গত।

আর এক প্রকার মাবুদ রয়েছে পূর্ব যুগের ও বর্তমান যুগের মানুষ যার পূজা করে থাকে। তাহলো তাদের খেয়ালখুশি। তার খুশিমত সে প্রত্যেক উত্তম মনোমুগ্ধকর বস্তুর সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং মূল্যবান ও আরামদায়ক বস্তু গ্রহণ করে। যদিও তাতে তার ও সমাজের অনিষ্টকর বিষয় রয়েছে। কুরআনুল করীম একে বিস্ময়কর বলে অভিহিত করেছে ঃ

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ -

"তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে যে তার খেয়ালখুশিকে নিজ ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ্ জেনেশুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ম ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?" —সূরা জাসিয়া ঃ আয়াত ২৩

বোঝা গেল আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করা এক প্রকার কল্পনাপ্রসূত কাজ যার কোন প্রমাণ নেই। তা গর্হিত বস্তুর অন্যতম, ইসলাম একে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এ কাজকে কবীরা গুনাহর অন্যতম মনে করে।

আল্লাহ্র সাথে কুফরী করা

আল্লাহ্ তা'আলা কফিরদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন এবং তাদের কুফরীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতির ভয় দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

"যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করছে আমি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব।" —সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ৫৬

www.pathagar.com

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِرِيْنَ وَاَعَدَّلَهُمْ سَعِيْرًا ـ

"আল্লাহ্ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি।" —সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৬৪

কিন্তু কুফর কি আর কুরআনুল করীমে তার সংজ্ঞা কি

কুফর হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের শোকরের বিপরীত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ـ

"তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দেবো আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" —সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ৭

অতএব আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের শোকর হবে তা আল্লাহ্র ইবাদতে ব্যবহার করা, আর আল্লাহ্র বিরোধিতা হতে বিরত থাকা এবং তাঁর প্রশংসা করা। অপরপক্ষে এ সকল নিয়ামতকে আল্লাহ্র আদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা, তাঁর দানকে অস্বীকার করা হবে নিয়ামতের কুফরী করা।

কুরআনুল করীমের অধিকাংশ স্থানে কুফর শব্দটিকে ঈমানের বিপরীতার্থে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। ইরশাদ করা রয়েছে ঃ

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ـ

"সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।
—সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ২১

ঈমান শব্দের বিস্তারিত বর্ণনা দ্বারা কুফরের অর্থ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কেননা বিপরীত বস্তু দ্বারাই ঐ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। ঈমান হলো আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করা এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্র পক্ষ হতে যা এনেছেন তা বিশ্বাস করা।

অতএব কোন মু'মিনের পক্ষে আল্লাহ্র কোন আদেশ বিশ্বাস করে অন্য কোন আদেশ বিশ্বাস করার অধিকার নেই। যে এরূপ করবে সে কাফির, কেননা ঈমান এবং কুফরের মধ্যবর্তী কোন পথ নেই।

কুফর হলো আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আনীত শরীয়াতের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষকে অস্বীকার করা। এর অনেক প্রমাণ রয়েছে যা কুরআনুল করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে এমন কিছু কাজ রয়েছে বা আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত— যেমন সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করা।

কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

كَيْفَ يَهْدِىْ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ـ

www.pathagar.com

"ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন ?" —সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৮৬

এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র এমন গুণ বর্ণনা করা যা হতে তিনি পবিত্র অথবা কোন মানবকে বা রাসূলকে আল্লাহ্ বলে বিশ্বাস করা। বা এরূপ মনে করা যে, তিনি অন্যান্য শরীরী বস্তুর ন্যায় শরীরধারী বা তিনি কোন কোন শরীরে প্রবেশ করেন এরূপ ধারণা করা যে, তিনি সৃষ্টি করতে অক্ষম বা তাঁর নির্দেশাবলীর সুবিচার করেননি। এ কাফির দলে রয়েছে মুলহিদ, যিনদীক, অসনীয়ূন বা অগ্নিপূজক বা ঐ সকল ধর্মবিশ্বাসী লোক যারা একাধিক আল্লাহতে বিশ্বাসী বা আল্লাহকে দেহ বিশিষ্ট মনে করে। কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ بِهِ -

"তোমাদের এ শাস্তি তো এজন্য যে যখন এক আল্লাহ্কে ডাকা হতো তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে।" —সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ১২

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ -

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ডাকে অন্য ইলাহ্কে, যার কাছে এ বিষয়ে কোন সনদ নাই, তার হিসাব তার প্রতিপালকের কাছে আছে। নিশ্চয়ই কাফিরগণ সফলকাম হবে না।" —সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ১১৭

কুফরীর এমন কতকগুলো কার্য রয়েছে যা নবুয়ত-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করা অথবা অবিশ্বাস করা ঐ সকল বস্তুকে যা তারা আল্লাহ্র পক্ষ হতে আনয়ন করেছেন, যা বহু লোক পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অথবা তাদের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্ট করা বা কাউকে বিশ্বাস এবং অন্য কাউকে অবিশ্বাস করা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً اُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا -

"যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসের ব্যাপারে তারতম্য করতে চায় এবং বলে আমরা কতককে বিশ্বাস

www.pathagar.com

করি ও কতককে প্রত্যাখান করি এবং তার মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায় প্রকৃতপক্ষে তারাই কাফির।" —সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৫০-১৫১

এ জাতীয় কাফিরদের মধ্যে রয়েছে ঃ বর্তমান যুগের বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসিগণ যারা মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তে বিশ্বাস পোষণ করে না বা তার বিশ্বনবী হওয়ার ব্যাপারে বা শেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে অবিশ্বাসী। ঐ সকল ইয়াহুদী যারা মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তকে তাঁর যুগে সত্য জেনেও আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে তাঁকে অস্বীকার করেছে। তাদের লক্ষ্য করে কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ -

"তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল তা যখন তাদের কাছে আসলো[১] তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।"

—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৯

কাফিরদের দলে ঐ সকল লোকও সন্নিবেশিত হবে যারা কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ - فُصِّلَتْ -

"বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহ্র কাছ হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?

— সূরা হা-মীম আস-সাজ্দা ঃ আয়াত ৫২

সে সকল লোককেও কাফির বলা হয়েছে, যেমন কুরআনুল কারীমে যারা কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে এবং যারা তথায় অন্য এক জীবনের অর্থাৎ পর জগতের অস্বীকার করেছে, সে জগতে মানুষকে তার কার্যাবলীর প্রতিদান দেয়া হবে। যদি নেক আমল করে থাকে তবে পুরস্কার আর যদি মন্দ কার্য করে থাকে তবে শাস্তি। কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا -

"কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না।"

— সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ৭

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُوْنَ -

"কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।"

—সূরা রুম ঃ আয়াত ৮

---

১. অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা)।

www.pathagar.com

কাফির দলে শামিল হবে ঐ সকল ব্যক্তি যারা ইসলামী শরীয়তকে অনুসরণ করে না। তাদের শক্তি থাকা সত্ত্বেও কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।" — সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৪

অতএব যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে এবং তাঁর শরীয়তকে অস্বীকার করে, আর অস্বীকার করে তার নবীগণ এবং পারলৌকিক জীবনকে, আর তারা ধারণা করে পার্থিব ভোগবিলাসের কোন হিসাব-নিকাশ দিতে হবে না। কেননা পার্থিব ভোগবিলাসই তাদের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু। যার পিছনে তারা নিজেদের সমুদয় চেষ্টা-চরিত্র ব্যয় করছে আর এর জন্যে মানুষ স্বীয় ভোগ চরিতার্থের পথে নানা প্রকার কুকর্ম করে যাচ্ছে।

কুরআন অতি সংক্ষেপে পরিষ্কাররূপে এ অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেছে যার দিকে কাফিরদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ـ

"কিন্তু যারা কুফরী করে ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মতো উদর পূর্তি করে তাদের নিবাস জাহান্নাম।" —সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ১২

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ـ

"যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদের বলা হবে, তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে বর্ণানাতীত শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।"

—সূরা আহ্কাফ ঃ আয়াত ২০

অতএব ঐ মানুষ যাকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আর তার মধ্যে তাঁর রূহ্ দান করেছেন তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে তাকে সিজদা করতে আদেশ করেছেন আর সকল সৃষ্টির উপর তাঁকে মর্যাদা দান করেছেন। কত নিখুঁত ও সুন্দর আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সেই মানুষই কুফরী করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুগমন করে তার সেই মর্যাদাকে বিসর্জন দিয়েছে যা আল্লাহ্ শুধু তাকেই দান করেছিলেন। আর

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিন তার পরিণাম ফল হবে বেদনাদায়ক শাস্তি, যার সাথে রয়েছে অপমান। তা হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য পরিত্যাগ করার প্রতিদান।

আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার উৎস

নিঃসন্দেহে বলা যায়, আল্লাহ্তে বিশ্বাস যেমন সকল নেক কাজের কেন্দ্রস্থল তদ্রূপ কুফর বা আল্লাহ্তে অবিশ্বাসও সকল দুষ্কর্ম ও পাপের মূল। এজন্য যে ঈমান বা আল্লাহ্তে বিশ্বাস যেমন মানুষকে নিয়মানুবর্তিতার দিকে নিয়ে যায়, যার মূল হলো আল্লাহ্র ধ্যান চিন্তা, আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর ঐ সকল নির্দেশ ও শরীয়াতকে মানা, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উপর নাযিল করেছেন। যেমন কিয়ামত দিবসে পাপপুণ্যের হিসাবের উপর বিশ্বাস মানুষকে নেক কার্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ্র ভয়ে পাপ বর্জনে অনুপ্রাণিত করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সত্য সুন্দর ও ন্যায়পথে চলতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে কুফর মানুষকে নিয়মানুবর্তিতার বাইরে লাগামহীন জীবন যাপনে প্রেরণা দেয়। তার ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশিমত চলতে পথ দেখায়। কোন অন্যায় তার কাছে অন্যায় বলে মনে হয় না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে এক সর্বনাশা নামে নামাঙ্কিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

"এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণই সীমালংঘনকারী।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৪

যেরূপ সত্য আল্লাহ্কে বিশ্বাস বা ঈমান মানুষের অন্তরে এক প্রকার শান্তি বিস্তার করে এবং তাতে আলো দান করে যার সাহায্যে সে জীবনের অন্ধকার পথে আলোর সন্ধান পায়। অতএব ঈমান থাকাবস্থায় কোন প্রকার নৈরাশ্য বা হতাশা থাকে না। কেননা কুরআনুল করীমে ঘোষণা হয়েছে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের সহায়ক (يهديهم بايمانهم) তাদের ঈমানের দ্বারা তাদেরকে পথ দেখান। অপরপক্ষে কুফর বা আল্লাহ্তে অবিশ্বাস সকল প্রকার গণ্ডির বাইরে রেখে মানুষকে বেপরওয়া এবং উচ্ছৃঙ্খল এবং বিপদাপদে তার মনের এক প্রকার হতাশা নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّهُ لاَ يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রহমত হতে কাফির ছাড়া আর কেউ নিরাশ হয় না।"
— সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৮৭

আল্লাহ্কে ভুলে থাকা

কবীরা গুনাহ বা বড় পাপ-এর সংজ্ঞায় আমরা বর্ণনা করেছি যে, এই বড় পাপের পাপীরা ফাসিক নামে অভিহিত।

www.pathagar.com

যারা আল্লাহ্র স্মরণ ভুলে থাকে তাদের কুরআনুল করীম ফাসিক বলে অভিহিত করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَا الَّذِيْنَ نَسُوْا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

"এবং তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহ্কে বিস্মৃত হয়েছে; ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো পাপাচারী।"—সূরা হাশর ঃ আয়াত ১৯

এই মর্মে আল্লাহ্কে ভুলে থাকাও মহাপাপের অন্তর্গত। বরং এটা হচ্ছে বহু পাপের প্রবেশ দ্বার। যার বর্ণনা পরে আসছে।

আল্লাহ্কে ভুলে থাকার প্রধান কারণ হলো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, পার্থিব ভোগবিলাস ও মোহ। এই পার্থিব মোহ মানুষকে অধঃপতনের শেষ সীমায় নিয়ে যায়। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রক্তারক্তি সৃষ্টি করে। পার্থিব ভোগলালসা মানুষের জন্য মারাত্মক রোগ এবং মৃত্যুর উপকরণ। যেমন পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তি মানুষের মনে দুশ্চিন্তা, হতাশার সৃষ্টি করে। ভবিষ্যত জীবন ও স্বাস্থ্যের উপর এবং ঐ আত্মিক রোগের উৎপত্তি করে, যা এ যুগের নানা রোগের প্রবেশদ্বার রূপে চিহ্নিত হয়।

এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত থাকার প্রতি ভয় দেখিয়েছেন, যা হতে আল্লাহ্কে ভুলে থাকা রোগ উৎপত্তি হয়। এবং তা দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতির কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ـ

"মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।"

— সূরা মুনাফিকুন ঃ আয়াত ৯

আর যখন মানুষ অন্যের সংশ্রব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, সুতরাং তাদেরকে এমন লোকদের থেকে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন, পার্থিব জীবনই যাদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ـ

"অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ, তাকে উপেক্ষা করে চল। সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।" —সূরা নাজ্ম ঃ আয়াত ২৯

www.pathagar.com

এখানে যা কিছু বর্ণিত হলো এর দ্বারা বৈরাগ্য কিংবা একেবারে দুনিয়া ত্যাগের প্রতি আহ্বান করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা ইসলাম বৈরাগ্যকে স্বীকার করে না বরং তা নিষেধ করে থাকে এবং চেষ্টা করতে নির্দেশ দেয় এবং পার্থিব জীবনের জীবন ধারণোপযোগী অংশ সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু তা আল্লাহ্কে স্মরণ করে, আল্লাহ্কে ভুলে থেকে নয়। যারা আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ করেছে তাদের প্রশংসা প্রসংগে কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالاَبْصَارُ -

"সেসব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম এবং যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি বিহবল হয়ে পড়বে।" —সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৭

এতে বোঝা গেল আল্লাহ্র যিকির, আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপনের বহিঃপ্রকাশ, আল্লাহ্র অসংখ্য নিয়ামতের শোক্র বা কৃতজ্ঞতা নিদর্শনস্বরূপ, আল্লাহ্ তা'আলাই রিযিকদাতা, তিনিই জীবন ও মৃত্যুদানকারী, দুঃখ-দুর্দশা নির্ধারক। অতএব যখন কোন লোক তার প্রভুকে স্মরণ করে তখন তার অন্তরে এক প্রকার শান্তি বিরাজ করে এবং ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতাকে তিরোহিত করে দেয়। এজন্যই কুরআনুল করীমে আল্লাহ্র যিকির সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যা অন্তরে শান্তি আনয়ন করে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ -

"যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ, আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।" —সূরা রাদ ঃ আয়াত ২৮

আল্লাহ্র যিকির মানুষকে সে হিকমতে নিয়ে পৌঁছে দেয় যা মানুষের সৌভাগ্যের অতি উত্তম উপকরণ। অতএব যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তাঁর সৃষ্টির প্রতি চিন্তা করে এবং সৃষ্টির মূল রহস্যাদির প্রতি এবং আরো চিন্তা করে সুনিপুণ নির্মাণ কৌশলের প্রতি তা মানুষের মধ্যে সে হিকমতের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে বা তাকে জীবনের নানা প্রতিকূল অবস্থায় সাহায্য করে থাকে, বিপদাপদে পথনির্দেশ করে। এ মর্মেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِاُوْلِى الاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ

www.pathagar.com

خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

"আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও তাদের পাঁজরে কাত হয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি হতে রক্ষা কর।"

—সূরা আল-ইমরান ঃ আয়াত ১৯০-১৯১

ঐ সকল মু'মিন যারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আল্লাহ্র আশ্চর্য সৃষ্টি কৌশলের প্রতি চিন্তা করে তাদেরকে আল্লাহ্ 'উলুল আলবাব' বা বোধশক্তি সম্পন্ন লোক বলে প্রশংসা করেছেন অর্থাৎ এরাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আর জ্ঞানই হলো প্রকৃত সৌভাগ্য ও হিকমতের কেন্দ্রস্থল। আল্লাহ্র যিকর মানুষের মনকে বিগলিত করে দেয় এবং মানুষের চিন্তাধারার বিকাশ সাধন করে। কেননা যে ব্যক্তি সর্বদা তার প্রভুর মর্যাদার চিন্তা করবে, তার অন্তর নিশ্চয় তার প্রতি অনুগত হয়ে পড়বে। সে চিন্তা করবে তার শেষ প্রত্যাবর্তন তাঁর কাছেই তখন এটা তার মধ্যে এবং তার কঠিন হৃদয়ের মধ্যে পর্দা হয়ে পড়বে যা অনেক অপকর্মের কারণ হতো। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ - وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَرُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ -

"যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবার সময় কি আসে নাই ? পূর্বে তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত, যেন তারা পথভ্রষ্ট না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল, তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।"

—সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ১৬

অনেক লোক এমন আছে যাদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত শিকড় গেড়ে বসেছে। তাদেরকে তা আল্লাহ্র যিকর হতে ফিরিয়ে রাখে, এদের শেষ পরিণাম ধ্বংস। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوْا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا -

www.pathagar.com

"তুমিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ সম্ভার দিয়েছিলে; পরিণামে তারা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।" —সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ১৮

তাদের উপর এবং তাদের পিতামাতার উপর আল্লাহ্র নিয়ামতই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং আল্লাহ্র যিকর ভুলিয়ে দিয়েছে। আর ভুলের দরুন তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নিফাক

অন্তর ও বাইরের বৈপরীত্যকে অথবা কথা ও কাজের ফারাক হওয়াকে নিফাক বলে। এটা দুই প্রকার। এক প্রকার নিফাক হয় আকায়িদ বা বিশ্বাসের বেলায়, তা অতীব জঘন্য ও মারাত্মক। আর এক প্রকার নিফাক হল কথা ও কাজের নিফাক। পাপের দিক দিয়ে প্রথমোক্ত নিফাকের তুলনায় এটা নিম্নস্তরের নিফাক।

কুরআনুল করীমে নিফাকের এক বিশেষ প্রকার সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। তা হলো আকীদা বা বিশ্বাসের নিফাক। অর্থাৎ মানুষ বাহ্যিক ঈমান প্রকাশ করবে আর তার অন্তরে থাকবে কুফর। আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ
يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ فِىْ
قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ـ
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ اَلاَ اِنَّهُمْ
هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لاَّ يَشْعُرُوْنَ ـ

"মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী। কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ্ এবং বিশ্বাসীগণকে তারা প্রতারিত করতে চায় অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাউকেই প্রতারিত করে না, অবশ্য তারা তা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন এবং তদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। কারণ তারা মিথ্যাচারী। তাদেরকে যখন বলা হয় পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৮-১২

মুনাফিকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তারা নানা অপকর্ম ও মুসীবত বিস্তার করে বেড়ায়। উম্মত এবং সমাজ

www.pathagar.com

সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত হয় এদের কারণে। কারণ মুনাফিকরা উম্মাহ্র শত্রুদের মদদ যোগায় এবং উম্মতের দুর্বলতার বিষয়গুলো শত্রুদের কাছে প্রকাশ করে। এতে তাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলই মুখ্য হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের ভয় দেখিয়ে কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেছেন ঃ

بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا - اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ - اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ - فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا -

"মুনাফিক নরনারী ও কাফিরদের শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে যারা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের কাছে ইয্যত চায় ? সমস্ত ইয্যত তো আল্লাহ্রই।"

—সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৮ -১৩৯

বর্তমান যুগে তাদেরকে বলা হয় পঞ্চম বাহিনী। এ দলের নানারূপ অপকর্ম ও খিয়ানতের ঘটনাবলীতে উম্মত জর্জরিত। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদেরকে কিয়ামতের কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ - وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ -

"আল্লাহ্ মুনাফিক নর-নারী ও কাফিরদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত-অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।"

—সূরা তওবা ঃ আয়াত ৬৮

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

"মুনাফিকরা তো অগ্নির নিম্নতর স্তরে অবস্থান করবে। —সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৪৫

নিফাকের মধ্যে লোক দেখানো মনোভাব বা রিয়া, ধোঁকা, আত্মম্ভরিতা, মিথ্যা, দাগাবাজী, খিয়ানত ইত্যাদি নানা প্রকার মন্দ স্বভাব মিশ্রিত থাকায় তা নিতান্ত নিন্দনীয়। এসব মন্দ স্বভাব উম্মতের দেহে সঞ্চারিত হয়ে উম্মতকে অবসাদ এবং অবমাননায় লিপ্ত করেছে যাতে উম্মত তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়। মুনাফিকদের স্বভাবের মধ্যে কুরআনুল করীমে যেসব স্বভাব উল্লেখ করেছে তন্মধ্যে এসবও রয়েছে। যা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ - وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً - مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ وَلاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ -

"মুনাফিকরা আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায় কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌কে তারা অল্পই স্মরণ করে, দোটানায় দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না।" —সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৪২-১৪৩

মুনাফিকরা মনে করে তাদের নিফাকের দ্বারা তারা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তাদের প্রকৃত রূপ লুকিয়ে রাখছে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধোঁকায় লিপ্ত করেছেন, তাই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, তাদের পাপের ভাণ্ড আরও পূর্ণ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন। অতঃপর একদিন তাদের কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেবেন। তাদের আরেকটি অবস্থা এই যে, তারা অতি আলস্য-পরায়ণতার সাথে নামাযে দণ্ডায়মান হয় এবং তাদের নামায হলো লোক দেখানো নামায। যাতে কোন বিশেষত্ব নেই। তারা অতি অল্পই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে থাকে। তারা কুফর ও ঈমানের মধ্যবর্তী অবস্থায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তাদের এ গুণ ব্যক্ত করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ - وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ - نَسُوْا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ - اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

"মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ। তারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে। তারা হাত বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে বিস্মৃত হয়েছেন। মুনাফিকরা তো পাপাচারী।"

—সূরা তওবা ঃ আয়াত ৬৭

মুনাফিকদের স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে তারা যতসব মন্দ কার্যের কর্তা আর তারা এ সকল মন্দ কার্যের আদেশ করে থাকে আর তারা যথার্থ সত্যকে পরিত্যাগ করে এবং অন্যান্য লোককেও তা হতে বাধাদান করে। আর ভাল কাজে মাল খরচ করতে কৃপণতা করে। তারা আল্লাহ্ থেকে বিমুখ থাকে। আল্লাহ্ও তাদের থেকে বিমুখ আছেন। তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না কেননা তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য হতে বের হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

এ পর্যন্ত আমরা যা কিছু বর্ণনা করলাম এ হলো তাদের বিশ্বাসগত নিফাকের স্বরূপ। আর দ্বিতীয় প্রকার নিফাক হচ্ছে কথা ও কাজের নিফাক। ইসলাম এটাকে ঘৃণা করে এবং জঘন্য কাজ বলে মনে করে। কারণ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর কুফল সর্বজন স্বীকৃত।

নিফাক এমন এক নিকৃষ্ট সামাজিক ব্যাধি যে, তার দ্বারা লোকের মধ্যে যাবতীয় ব্যাপারে বিশ্বস্ততা লোপ পায়। ফলে পরস্পর সাহায্য সহায়তার ভাব তিরোহিত হয়।

আর যখন পরস্পরের মধ্যকার বিশ্বস্ততা লোপ পেয়ে সাহায্য–সহানুভূতির দ্বার রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখনই তাদের জীবনে অবনতি দেখা দেয় আর এ অবনতি তাদের উন্নতি ও বিকাশের পথ বন্ধ করে দেয়। তখনই সমাজ জীবনে নেমে আসে হতাশা ও দুর্ভোগ।

নবী করীম (সা) আমলের নিফাক সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন ঃ

تجدون شر الناس ذا الوجهين : الذى يأتى هٰؤلاء بوجه ، ويأتى هٰؤلاء بوجه ـ

"তোমরা মানুষের মধ্যে দু'মুখী লোককে নিকৃষ্ট লোক হিসাবে পাবে। তারা এক সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয় এক রূপ ও এক মুখ নিয়ে এবং অন্য সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয় অন্যরূপ ও অন্য মুখ নিয়ে।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীসে মুনাফিকদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا ائتمن خان ، واذا حدث كذب ، واذا خاصم فجر ـ[২]

"চারটি খাসলত যার মধ্যে পাওয়া যায় সে পাক্কা মুনাফিক, আর যার মধ্যে এই চারটির কোন একটি পাওয়া যায় তার মধ্যে নিফাকের একটি অভ্যাস পাওয়া গেল, যতদিন সে তা পরিত্যাগ না করে। চারটি খাসলত এই ঃ (ক) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে (খ) কথা বললে মিথ্যা বলে (গ) অঙ্গীকার করলে তা রক্ষা করে না (ঘ) ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অসত্য ও নাহক বলে।"[৩]

এ হাদীসটিতে একদল উলামা একটি জটিল হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন, কেননা, এ হাদীসটিতে মুনাফিকের চিহ্নস্বরূপ যে সকল খাসলতের উল্লেখ করেছে তা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী একদল মু'মিনের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই।

---

১. বুখারী শরীফ।

২. অর্থ সত্যের থেকে ফিরে যাওয়া এবং অসত্য বলা। বুখারী, মুসলিম।

৩. মানে সত্য হতে সরে পড়ে আর মিথ্যা বলে। বুখারী।

www.pathagar.com

আলিমগণ এ ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছছেন যে, যে ব্যক্তি মুখে এবং অন্তরে মুমিন হয়েও এ সকল কার্য করে তাকে কাফির বলা যাবে না, যে সর্বদা দোযখবাসী হবে।

তাঁরা বলেছেন ঃ এসব হচ্ছে নিফাকের খাসলত আর যে মুসলিম এ সকল কাজ করে, তারা মুনাফিকের মতো কাজ করলো এবং তাদের আচরণ গ্রহণ করলো। এতে একথা বোঝা যায় না যে, সে ঐ সকল লোকের মধ্যে গণ্য হবে, যারা অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে, যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে যন্ত্রণাকর শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। এরূপ নিফাককে আলিমগণ নিফাক-ই আমল বা কাজের নিফাক বলে অভিহিত করেছেন। এটা আকিদা বা বিশ্বাসগত নিফাক নয়। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে ঃ কেউ কেউ বলেছেন ঃ এ হাদীস দ্বারা ঐ সকল লোককে ভয় দেখান উদ্দেশ্য, যারা এ সকল অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং যারা প্রায়ই এরূপ কার্য করে থাকে। কিন্তু যারা কোন সময় ভুলবশত বা অন্য কোন কারণে এরূপ কার্য করেছে তারা এ হাদীসে বর্ণিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এ হাদীসে নবীর উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, মিথ্যা খিয়ানত ওয়াদা খিলাফ করা, অন্যায়ভাবে ঝগড়া–বিবাদে লিপ্ত হওয়া মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। তারাই এ সকল মন্দ কার্য করে থাকে। তারা এটাকে হালাল মনে করে এবং বিচক্ষণতা বলে বিশ্বাস করে। তারা পথভ্রষ্ট। আল্লাহ্ যা যা হারাম করেছেন তাকে তারা হলাল মনে করে। অতএব তারা কুফরী করলো এবং কুফরীকে মুনাফিকদের আবরণে ঢেকে রাখলো। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) মু'মিনদেরকে আদেশ করেছেন, তারা যেন মুনাফিকদের ঐ সকল বদভ্যাস হতে দূরে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমে এক ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করেছিল যে, যদি সে বিত্তবান হয় তাহলে সে যাকাতও আদায় করবে এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু দেখা গেল যখন সে বিত্তবান হল তখন যাকাত দিতে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহ্র আনুগত্য ইবাদত হতে দূরে সরে গেল। এভাবে সে মুনাফিকদের দলভুক্ত হয়ে ধ্বংস হলো।

এ ব্যক্তির নাম হল সা'লাবা ইব্নে হাতিব। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আগমন করে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে মাল দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, সাবধান! হে সা'লাবা তুমি অতিরিক্ত সম্পদ কামনা কর না। কেননা অল্প মাল পেয়ে যদি তুমি শোকর কর তা তোমার জন্য অধিক মাল অপেক্ষা উত্তম, যার হক আদায় করার ক্ষমতা তোমার নাই। সে দ্বিতীয়-বারও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কছে মালের আবেদন করল। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ দেখ, তুমি কি আল্লাহ্র নবীর ন্যায় জীবন যাপন করতে পছন্দ কর না? আল্লাহ্র কসম যদি আমি ইচ্ছাই করতাম যে পাহাড় স্বর্ণ বা রৌপ্য হয়ে আমার সাথে বিচরণ করুক তা'

www.pathagar.com

হলে তাই হতো। সা'লাবা বললো ঃ ঐ খোদার কসম করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দ্বারা প্রেরণ করেছেন। যদি আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেন এবং আল্লাহ্ আমাকে সম্পদ দান করেন তবে আমি প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য দু'আ করলেন ঃ

اللهم ارزق ثعلبة مالا -

"হে আল্লাহ্! আপনি সা'লাবাকে মাল দান করুন।"

সা'লাবা কতকগুলি বকরী প্রাপ্ত হল। এগুলো ক্রমে বাড়তে থাকলো। সংখ্যায় এত অধিক হলো যে, শহরে তার সংকুলান হলো না। অতঃপর সে শহর পরিত্যাগ করে উপত্যকায় চলে গেল এবং সেখানে বসবাস করতে লাগল। তথায় সে যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করতো। অন্যান্য নামায আদায় করত না। যখন তার বকরীর পাল আরো বেড়ে গেল তখন সে জুম'আ ব্যতীত সকল নামাযই ছেড়ে দিল। অতঃপর যখন তার বকরীর পাল আরও বেড়ে গেল তখন জুম'আও বাদ দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকের কাছে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তার অবস্থা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করল। শুনে তিনি বললেন ঃ ياويح ثعلبة অর্থাৎ আফসোস, সা'লাবার জন্য একথা তিনি তিনবার বললেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর উপর আয়াত নাযিল করলেন।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً .... -

"তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর।" ....

এর দ্বারা যাকাত ফরয হলো। তিনি দু'জন লোককে যাকাত উসূল করার জন্য প্রেরণ করলেন। তাদেরকে বলে দিলেন, তোমরা সা'লাবা এবং বনি সুলাইম গোত্রের অমুক ব্যক্তির কাছে যাও। তারা উভয়ে সা'লাবা ও বনি সুলাইম গোত্রের লোকটির কাছে গেলেন এবং তাদের উভয়কে যাকাত দিতে বললেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র পাঠ করে শোনালেন। উত্তরে সা'লাবা বললো ঃ "এটা তো জিযিয়া স্বরূপ, আমি তো বুঝতে পারছি না এটা কি। আচ্ছা তোমরা এখন যাও, সব কাজ সেরে আমার কাছে এসো।" অতঃপর তারা সুলাইম গোত্রের লোকটির কাছে গেলেন। সে তাদেরকে অতি উত্তম উট যাকাত হিসেবে দান করলো। অতঃপর তারা আবার সা'লাবার কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন। সে বললো, "আচ্ছা আমাকে তোমাদের লিখিত কাগজটা দেখাও।" কাগজ দেখে সে বললো, "এটা জিযিয়ার বোন, এটা জিযিয়ার অপর নাম। আচ্ছা তোমরা এখন যাও আমি চিন্তা করে দেখি।" তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সা'লাবার ব্যাপারে অবহিত করলেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

www.pathagar.com

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ فَلَمَّا اٰتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ـ

"তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র কাছে অঙ্গীকার করেছিল, আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদকা দিব এবং সৎ হবো। অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদেরকে দান করলেন তখন তারা এ বিষয়ে কৃপণতা করল এবং বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করলেন আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত। কারণ তারা আল্লাহ্র কাছে যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং তারা ছিল মিথ্যাবাদী।"

—সূরা তাওবা ঃ আয়াত ৭৫–৭৭

এই হচ্ছে মুনাফিক সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুত এ সমস্যা অতি কঠিন। কারণ এরা উম্মতের দেহে রোগজীবাণু স্বরূপ। যা থেকে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

এ যুগে নিফাকের উপাদান বিস্তার লাভ করেছে। আর এর প্রসারে শক্তি যোগায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পার্থিব ভোগ-বিলাসের লালসা এবং যেকোন কৌশলে তা হাসিল করার অদম্য লিপ্সা। বর্তমানে একে অন্যকে ধোঁকা দিতে প্রস্তুত। আর নিফাক জীবনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। এখন মানুষ ওয়াদা করে পূর্ণ না করাকে, করয নিয়ে তা পরে আদায় না করাকে কোন প্রকার অন্যায় মনে করে না। বাহ্যিকভাবে তো তারা সত্যবাদিতা দেখায়, কিন্তু তাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ।

বর্তমানে মুনাফিকদেরকে মু'মিনদের সমাজ হতে দূরে রাখা, তাদের সাথে সংশ্রব বর্জন করা, তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা, যতদিন না তাদের অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেয়। এটাই নিফাকের একমাত্র চিকিৎসা।

ছোট শিরক ঃ রিয়া বা লোক দেখানো মনোভাব

ইবাদতে রিয়া বা লোক দেখানো ভাবকে ছোট শিরক নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ মানুষ তার ইবাদতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি কামনা করবে। যেমন সে লোকদেরকে তার ইবাদত এবং পরহিয্গারী সম্বন্ধে অবহিত করতে ইচ্ছা করে যাতে এর দ্বারা তাদের থেকে কোন পার্থিব উদ্দেশ্য গঠিত হয়। যেমন, কিছু ধনসম্পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তি বা কিছু প্রশংসা। অতএব যে ব্যক্তি এরূপ করে তার ইবাদত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আল্লাহ্র কাছে ঘৃণিত এবং তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। তার

www.pathagar.com

আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা খালিস ইবাদত ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা রিয়ার নিন্দা করে ইরশাদ করেছেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَائُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ـ

"সুতরাং দুর্ভোগ সেই সমস্ত সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে। এবং সাধারণ জিনিস কাউকে দিতে অস্বীকার করে।" —সূরা মা'উন ঃ আয়াত ৪–৬

আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে গৃহীত আমলের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ـ وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ـ

"সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" —সূরা কাহাফ ঃ আয়াত ১১০

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اتخوف على امتى الشرك والشهوة الخفية ، قيل له : يا رسول الله اتشرك امتك من بعدك ؟ قال نعم ، اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراءون باعمالهم والشهوة الخفية ان يصبح احدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه ـ

"আমি আমার উম্মতের শিরক ও লুক্কায়িত কামনার ভয় করি। লোক তাঁকে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পরে কি আপনার উম্মতগণ শিরক আরম্ভ করবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু তারা চন্দ্র, সূর্য, মূর্তি বা প্রস্তর ইত্যাদির পূজা না করলেও তারা লোক দেখানোর জন্য আমল করবে। আর লুক্কায়িত কামনা হলো তাদের কেউ হয়ত সকালে রোযাদার থাকবে। অতঃপর প্রবৃত্তির তাড়নায় সে রোযা ভঙ্গ করবে।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেন ঃ

اذا جمع الله عزوجل الاولين والأخرين ليوم لاريب فيه ينادى مناد من كان اشرك فى عمل عمله الله تبارك وتعالى احدا فليطلب ثوابه من عند غير الله عزوجل فان الله اغنى الشركاء عن الشرك ـ

১. ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত।

www.pathagar.com

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোককে একত্র করবেন, তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র এ ইবাদতের মধ্যে অন্য কাউকেও শরীক করেছে সে এখন তার সওয়াব অন্য সেই ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করুক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা শরীকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিরক হতে মুক্ত।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ

من سمّع سمّع الله به ، ومن يرائى يُرائى الله به -

"যে ব্যক্তি লোকের শোনার জন্য ইবাদত করেছে আল্লাহ্ তা লোকদেরকে শুনিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোককে দেখানোর জন্য কোন কাজ করেছে তা তিনি লোকদের দেখিয়ে দেবেন।"[২]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য খালিস ইবাদত না করে লোক দেখানোর জন্য এবং তাদেরকে শোনানোর জন্য ইবাদত করে তাকে তাই দেওয়া হবে। অর্থাৎ তা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিবেন, তাকে লজ্জিত করবেন যা সে মনে গোপন রেখেছিল তা প্রকাশ করে দেবেন। আর লোককে দেখানোর নিয়তে ইবাদত করেছে আজ আল্লাহ্ তা'আলা লোকদের সম্মুখে তা প্রকাশ করে বলবেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য ইবাদত না করে লোককে দেখানোর জন্য ইবাদত করেছে তখন সে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ النَّارُ ، وَحَبِطُوْا مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"যারা দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে তাদের আমলের ফলাফল পূর্ণভাবেই এখানে দিয়ে দেব। আখিরাতে তাদের জন্যে আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। তাদের কর্মকাণ্ডে সব ধ্বংস হয়ে গেল আর তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে গেল।" —সূরা হূদ ঃ আয়াত ১৫-১৬

উপরে যা বলা হলো তাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, রিয়া মানুষের আমলকে বিলুপ্ত করে দেয় এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও আযাবের কারণ হয়। কেননা আল্লাহ্ কোন আমলই গ্রহণ করেন না একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য যা করা হয়েছে তা ব্যতীত। রিয়া

---

১. ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মা'জাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত।
২. বুখারী।

www.pathagar.com

এমন একটি কাজ যা মানুষের আমলকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ ও আখিরাতে সওয়াব প্রাপ্তির আশাকে আমল হতে দূর করে দেয়। যখন কোন লোক তার আমল দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখিরাতে এর প্রতিদানের প্রত্যাশা করে তখন তার কার্যাবলী অত্যন্ত ঠিক ঠিকভাবে আদায় হয়। অতএব তার কোন কাজই মন্দ হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা এমন একদল মু'মিনের প্রশংসা করেছেন যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উপযুক্ত হয়েছে, কেননা তারা গরীব লোকদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মানসে দান করেছে। এ ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান বা শোকর তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা ফকীরদের উদ্দেশে বলতো ঃ

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لاَ نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلاَ شُكُوْرًا ـ

"কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও না।"

পূর্ব যুগের মু'মিনগণও ব্যাপারটি ভালরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ

يعطى العبد على نيته مالا يعطى على عمله، لان النية لارياء فيها ـ

"আল্লাহ্র বান্দাকে তার নিয়তের জন্য এমন পুরস্কার দান করা হয় যা তাকে আমল বা কজের দরুন দান করা হয় না।"

কেননা নিয়ত এমন একটি পুণ্য যাতে রিয়া বা লোক দেখানো মনোভাব থাকে না। উমর ইবনে খাত্তাব এক ব্যক্তিকে ঘাড় নিচু করে একাগ্রতা প্রকাশ করতে দেখে বললেন ঃ

"হে ঘাড় নিচুকারী ব্যক্তি, তোমার ঘাড় উত্তোলন কর। আল্লাহ্র ভয় ও বিনয় ঘাড় নিচু করার মধ্যে নয়। বিনয়ের স্থান হলো অন্তর।"

হযরত আবূ উমামা (রা) মসজিদে সিজদায় এক ব্যক্তিকে ক্রন্দন করতে দেখে বললেন ঃ

انت انت تفعل ذالك لو كان فى بيتك ـ

"তুমি; তুমি এ কাজ করছো, যদি তোমার গৃহে হতে তাহলে এরূপ করতে কি?

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) বলেছেন ঃ

ما صدق الله تعالى من اراد ان يشتهر ـ

"যে ব্যক্তি লোকের কাছে প্রসিদ্ধি কামনা করেছে সে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করেনি।"

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

যৌন সম্ভোগে আমাদের অপরাধ

- ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন সম্ভোগ
- সংযমশীলতা ও তার কারণ
- ব্যভিচারতা ও তার ক্ষতি
- যৌন সম্ভোগের পাপসমূহ
- যৌন সম্পর্কের সীমা ও তার নিয়ম

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন সম্পর্ক

স্বাভাবিক যৌনতার গুরুত্ব

স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোন বস্তু এমন নেই, যা মানুষকে তার যাবতীয় অন্যান্য ও উপভোগের একটি সুনির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম। প্রাণিতত্ত্বের যৌন সম্পর্কই এমন একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ যা প্রত্যেক প্রাণীকে বেঁচে থাকার উৎসাহ যোগায় এবং সর্বদা জীবন সংগ্রামে লিপ্ত রাখে। এমনকি এ বিষয়ে কোন এক বিশেষজ্ঞ উক্তি করেছেন যে, 'মানুষ যদি কোন উদ্দেশ্যের জন্য জীবন ধারণ করে তবে সে উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র যৌন সম্পর্ক।"

স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কের সমস্যাদি নিয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন তিনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড।[১] তিনি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধিগ্রস্ত অনেক ব্যক্তি সম্পর্কে গবেষণা চালানোর পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

(ক) যৌন মিলনের অনুভূতির অতিরিক্ত ছাপই এ সব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির অন্যতম কারণ।

(খ) স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কই মানব জীবনের প্রধান প্রভাব বিস্তারকারী।

(গ) মানুষের আনন্দ উপভোগের বিভিন্ন দিক, যৌন সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক যেমন নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক ইত্যাদির উপর যৌন সম্পর্কের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। যৌনতার অপব্যবহার থেকেই কুচিন্তার সৃষ্টি হয়।

যৌনতার ক্ষতিকারক দিকগুলো

অস্বাভাবিক যৌন মিলনের কারণে বিভিন্ন রোগজীবাণু সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারা নানারূপ মারাত্মক ব্যাধি জন্মে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। কোন কুমারী মেয়ের সাথে যৌন মিলনের দ্বারা এমনকি যদিও তা বাহ্য মিলন হয় তবু এর দ্বারা অনেক সময় গর্ভ সঞ্চার হয়। এবং তা হয় উভয়ের জন্য দুর্ভাগ্যের এবং মানসিক যন্ত্রণা ও আত্মহত্যার প্রচেষ্টার কারণ। বিবাহ বন্ধনই নারী-পুরুষের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা।

---

১. জিগমুন্ড ফ্রয়েড, প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী।

www.pathagar.com

বিবাহই যৌন সম্পর্কের স্বাভাবিক পথ

পূর্ব যুগের খৃস্টান পাদ্রিগণ আত্মার পবিত্রতার উচ্চ সোপানে আরোহণের মানসে যৌন সম্ভোগ থেকে নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় দূরে রাখতেন। কিন্তু যৌনতা সম্পর্কে এটা একটি ভ্রান্ত চিন্তা। অর্থাৎ যৌন মিলন সর্বাবস্থায় মন্দ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা ভ্রান্ত। ছেলেমেয়ে জন্ম দেয়া ছাড়াও নারী-পুরুষের বন্ধনের যে অন্য গুরুত্ব রয়েছে, বর্তমান যুগের খৃস্টান পাদ্রিগণ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলাম যৌন সম্পর্কের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

কিন্তু ইসলাম সে সম্পর্ক তার প্রকৃত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখে। সে সম্পর্কের ক্ষেত্র হচ্ছে একমাত্র বিবাহ বন্ধন। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ বন্ধনের দ্বারা পশুর ন্যায় একমাত্র যৌন সম্ভোগ উদ্দেশ্য নয়। ইসলামে এ সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যা নিম্নরূপ ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -

"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"

—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৭

পোশাক যেমন মানুষকে শীত ও গরমের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কও মানুষকে পদস্খলন ও জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মোট কথা দাম্পত্য সম্পর্ক হলো পুরুষের রক্ষাকবচ এবং নারীর আবরণ। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ -

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে।

—সূরা রূম ঃ আয়াত ২১

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا -

"তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে।"

এরূপ বলা হয়নি যে, তোমাদের জন্য তোমাদের দেহের উপাদান থেকে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, বিবাহ বন্ধন হচ্ছে পরস্পর দেহের সাথে দেহের

www.pathagar.com

এবং হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের একান্ত মিলন। যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটে — যে বিচ্ছেদ পারিবারিক জীবনের ভিত্তিকে বিধ্বস্ত করে দেয়। "যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীতে স্বীকার করা হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনে রয়েছে স্থায়িত্ব ও শান্তি এবং এতে রয়েছে ভালবাসা ও দয়া।

যৌনতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের যৌন সম্ভোগের একটি স্থায়ী ও বুনিয়াদী বিধান রয়েছে। তাই ইসলাম বৈরাগ্যকে প্রশ্রয় দেয় না। আর ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন সম্ভোগ হতে দূরে থাকা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কারণও নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لا رهبانية فى الإسلام -

"ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নাই।"

বর্ণিত আছে, একবার তিনজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিদের ঘরে রাসূল (সা)-এর ইবাদত সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার জন্য আগমন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইবাদত সম্পর্কে যখন তাদেরকে অবহিত করা হল তখন তারা একে অতি অল্প স্বল্প মনে করলেন। তাঁরা বললেন ঃ আমরা কি তাঁর মত হতে পারি ? তাঁর তো পূর্বের এবং পরবর্তী সকল পাপই মার্জনা করে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের একজন বললেন ঃ আমি সারা রাত নামাযের মধ্যে কাটাবো।

অন্যজন বললেন ঃ 'আমি সারা জীবন রোযা রাখবো, রোযা ভঙ্গ করবো না।" তৃতীয় ব্যক্তি বললেন ঃ "আমি স্ত্রীর সংস্পর্শ হতে দূরে থাকবো, কখনো বিবাহ করবো না।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে পদার্পণ করে বললেন ঃ 'তোমরা কি এমন কথা বলেছো ? জেনে রাখো, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্কে অত্যধিক ভয় করি এবং তোমাদের অপেক্ষা অধিক পরহিযগার। কিন্তু আমি রোযাও রাখি আবার রোযা ছাড়াও থাকি। নামাযও পড়ি আবার নিদ্রাও যাই এবং দাম্পত্য সম্পর্কও রক্ষা করি। অতএব যে আমার সুন্নত হতে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়।"[১] রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৈবাহিক পদ্ধতিতে যৌন সম্ভোগকে সওয়াবের কাজ মনে করতেন যদি এর উদ্দেশ্য হয় ব্যভিচার ও হারাম সম্পর্ক থেকে চরিত্রকে পবিত্র রাখা।

---

১. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

وفى بضع احدكم - اى فى الجماع - صدقة ، قالوا يا رسول الله آياتى احدنا شهوته ويكون له فيها اجر ؟ قال ارأيتم لو وضعها فى حرام كان عليه وزر ؟ فكذا لك اذا وضعها فى الحلال كان له اجر -

"তোমাদের বিবিদের যৌন মিলন তোমাদের জন্য সদকা অর্থাৎ পুণ্যের কাজ। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কেউ যদি প্রবৃত্তির চাহিদা মিটায় তাতেও কি তাঁর পুণ্য হবে ? তিনি বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, যদি তা হারাম উপায়ে চরিতার্থ কর তো তাহলে তার জন্য পাপের কারণ হত ? অনুরূপভাবে যদি তা হালাল উপায়ে চরিতার্থ কর তবে তাতে সওয়াব হবে।"[১]

আর স্ত্রীদের অনেক সময় এমন অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয় যখন তারা তাদের স্বামীকে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হতে বাধা দিতে বাধ্য হয়। এ জন্যই ইসলাম বহু বিবাহের ব্যবস্থা রেখেছে স্ত্রীদের সমতার ভিত্তিতে। যাতে লোক ব্যভিচার হতে দূরে থাকতে পারে।

১. মুসলিম।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চারিত্রিক পবিত্রতা ও তার কারণ

[সংযমশীলতা ও তার উপকারিতা ❑ ইসলামের দৃষ্টিতে সংযমশীলতা ❑ ইসলামে সংযমশীলতার মর্যাদা ❑ কুরআনে সংযমশীলতার দৃষ্টান্ত ❑ দৃষ্টিকে সংযত রাখা ❑ নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা ❑ অশ্লীল সিনেমা ও পত্র-পত্রিকার ক্ষতিকারক দিক ❑ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও তার অপকারিতা]

সংযমশীলতা ও তার উপকারিতা

অনেক লোক এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত যে, যৌন অঙ্গ ব্যবহার না করার দরুন যৌন শক্তির কার্যকারিতা দুর্বল হয়ে যায়। প্রকৃত অবস্থা এই যে, যৌন সংযম স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। কারণ যৌনাঙ্গ ব্যবহার না করায় তা দুর্বল ও নিস্তেজ হয় না বরং আরও সবল ও শক্তিশালী হয়। কেননা বীর্যের স্খলনে দেহ ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম থেকে বঞ্চিত হয়। আর বীর্য হচ্ছে মানুষের জীবনীশক্তির ধারক। প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে মানুষের স্বাস্থ্য ও অর্থের অপচয় ঘটে। অথচ খেলাধুলা ও ব্যায়ামের মাধ্যমে দেহকে সুঠাম ও শক্তিশালী রাখা যায়। প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে মস্তিষ্ককে জ্ঞান গবেষণা কাজে নিয়োজিত করলে তা নিজের ও সমাজের সার্বিক উপকারে আসে। সংযমশীলতা সুখী দাম্পত্য জীবনের চাবিকাঠি। বিবাহ বন্ধন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য বয়ে আনে সাফল্য এবং তারা উভয়ে এক সাথে উন্নত জীবন গঠনের সুযোগ পায়। যুবকদের জন্য সংযমশীলতা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ ও সংযমশীলতার দ্বারা উভয়ের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়। তারা সমাজসেবা করে উচ্চ মর্যাদা লাভে সক্ষম হতে পারে। তবে এটাও সত্য যে, চারিত্রিক পবিত্রতা ও যৌন সংযমের জন্য যুবকদের কেবলমাত্র উপদেশ দেওয়াই যথেষ্ট নয়। তজ্জন্য প্রয়োজন রয়েছে সুস্থ-সুন্দর সমাজ গঠন এবং ভালো পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সংস্কারমূলক সুদূর-প্রসারী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যার মধ্যে রয়েছে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে এমন বই, পত্র-পত্রিকা, ছায়াছবি ও পোশাক বর্জন করা, সময়মত দাম্পত্য জীবন আরম্ভ করার পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন যেমন অর্থাভাব, বাসস্থানের সংকট, মাতাপিতার পক্ষ হতে বাধা সৃষ্টি ইত্যাদি দূরীভূত করা।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে সংযমশীলতা

মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা সম্পর্কে ইসলাম বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। তাই ইসলাম বিবাহ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সহজ করার এবং যেসব নারী-পুরুষ অবিবাহিত তাদের বিবাহে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে। যদি তারা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা অচিরেই তাদের সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবিকার ব্যবস্থা করবেন যদি তারা নিজেদেরকে পবিত্র রাখতে চায়। যুবক-যুবতীদের বিবাহ সম্বন্ধে অভিভাবকদের লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَانْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ تَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

"তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম' তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।" —সূরা নূর ঃ আয়াত ৩২

অতঃপর যেসব লোক স্ত্রীর ভরণ-পোষণে অক্ষম, দরিদ্র বা বিবাহের খরচ বহনে অপারক, তাদেরকে আয়াতে কুরআনের বিধান মতে আল্লাহ্র পক্ষ হতে যত দিন পর্যন্ত বিবাহের ব্যয়ভার বহন করার মত শক্তি না হয় ততদিন সংযম রক্ষা করে চলার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ نِكَاحًا ـ حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

"যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।" —সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৩

অনুরূপভাবে আমরা কুরআনুল করীমে দেখি যে, কোন গরীব লোক যখন বিবাহের ইচ্ছা করে তাকে সচ্ছলতার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে যাতে সে বিবাহ করার সুযোগ পায়। এর দ্বারা সংযমশীলতার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এবং তার মঙ্গলজনক দিক বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) রোযাকে যুবকদের জন্য সংযমশীলতার সহায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ـ فانه اغض للبصروا احسن للفرج ـ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ـ

"হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের ব্যয় বহনে সক্ষম তারা যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কারণ এটা দৃষ্টিকে সংযত এবং লজ্জাস্থানকে পবিত্র রাখার

www.pathagar.com

সহায়ক। আর যারা এতে অক্ষম তারা যেন রোযা রাখে। কারণ তা প্রবৃত্তিকে সংযত রাখে।"[১]

ইসলামে সংযমশীলতার মর্যাদা

সংযমশীলতার পথ অতি সম্মানিত ও উন্নত পথ। আর তার সওয়াব আল্লাহ্র কাছে অধিক। যারা সংযমশীলতা অবলম্বন করেছেন এবং তার দরুন আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক হাদীসে তাদের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل الا ظله -

"সাত প্রকার এমন লোক রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।"

ঐ সাত প্রকার লোকের মধ্যে এক প্রকার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انى اخاف الله رب العلمين -

"আর ঐ ব্যক্তি যাকে একজন অতীব সুন্দরী সম্ভ্রান্ত রমণী (তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য) আহ্বান করে, তখন উত্তরে সে বলে ঃ আমি আল্লাহ্কে ভয় করি, যিনি সকল বিশ্বের প্রতিপালক।"

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

بينما ثلاثة يمشون اذا اخذتهم السماء فاووا الى غار فى الجبل فانحطت عليهم صخرة من الجبل فاطبقت عليهم ، فقال بعضهم لبعض انظرو اعمالا صالحة عملتموها فادعوا الله بها -

"এক সময় তিনজন লোক ভ্রমণে বের হলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়-তুফানে তাঁরা আক্রান্ত হলেন। নিরুপায় হয়ে তাঁরা পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিলেন। ইত্যবসরে একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড উপর হতে গুহার মুখে পতিত হয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। নিরুপায় হয়ে তাঁরা এর সমাধানকল্পে পরস্পর বলাবলি করতে আরম্ভ করলো। একজন বললো, "কে কোন্ নেক কাজ করেছো তার উছিলায় আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা কর।"

এরপর সকলে নিজ নিজ নেক আমল উল্লেখ করে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে লাগলো এবং প্রত্যেকের দু'আর শেষে ঐ প্রস্তর খণ্ড কিছু কিছু সরে যেতে আরম্ভ করলো। তিনজনের দু'আর শেষে দেখা গেল ঐ প্রস্তর খণ্ড সম্পূর্ণ সরে গেছে। এ তিন ব্যক্তির মধ্যে একজনের দু'আ ছিল নিম্নরূপ ঃ

---

১. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

اللّهم ان كنت تعلم انه كان لى ابنة عم من احب الناس الى وانى روادتها من نفسها فابت الا ان اتيها بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت فاتيتها بها فد فعتها اليها فامكنتنى من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق اللّه ولا تفض الخاتم الا بحقه فقمت وتركت المائة دينار فان كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عنا ففرج اللّه عنهم فخرجوا ـ

হে আল্লাহ্! তুমি জান আমার এক চাচাতো বোন ছিল যাকে আমি পৃথিবীর সকল লোক হতে অধিক ভালবাসতাম। এক সময় আমি তাকে তার দেহ ভোগের বাসনা জানালাম। কিন্তু সে একশ দীনার ব্যতীত একাজে রাযী হলো না। আমি অনেক চেষ্টা করে তা যোগাতে সক্ষম হলাম। তা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে দান করলাম। তাতে সে রাযী হলো। এরপর যখন আমি তার পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে উপবেশন করলাম, তখন সে আমায় বললো, আল্লাহ্কে ভয় কর। হক আদায় ব্যতীত এই মহর উন্মোচন করো না অর্থাৎ হালাল উপায় ব্যতীত এ কাজে লিপ্ত হয়ো না। শুনে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। একশ দীনার ছেড়ে দিলাম। যদি তুমি জান যে আমি একমাত্র তোমার ভয়েই তা পরিত্যাগ করেছি তাহলে আজ আমাদের হতে এ প্রস্তর খণ্ড সরিয়ে নাও। অতঃপর আল্লাহ্ প্রস্তর সরিয়ে নিলেন এবং তারা বেরিয়ে পড়লো।"[১]

তার দু'আ কবূল হওয়ার একমাত্র কারণ হলো আল্লাহ্র ভয়। কেননা সে আল্লাহ্কে ভয় করলো এবং নিজের প্রবৃত্তিকে বাঁচিয়ে রাখলো আল্লাহর ভয়ে। ঐ কাজের সুযোগ পেয়েও তা পরিহার করলো। আর ঐ মেয়েটির কথায় সে অনুপ্রাণিত হলো। যখন সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পাপ ত্যাগ করলো তখন আল্লাহ্ও তার মুসীবত দূর করলেন।

সংযমশীলতার সওয়াব উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من يضمن لى ما بين لحييه (اى لسانه) وما بين رجليه (اى فرجه) اضمن له الجنة ـ

"যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থান সম্বন্ধে আমার কাছে কথা দিতে পারে আমি তার জন্য বেহেশতের জামিন হব।"[২]

কুরআনে সংযমশীলতার দৃষ্টান্ত

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউসূফ (আ)-এর উল্লেখ করেছেন, তিনি সংযমশীলতার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। তাঁকে তাঁর মালিকপত্নী যৌন কাজের প্রতি আহ্বান করলে তিনি

---

১. বুখারী ও মুসলিম।

২. বুখারী।

www.pathagar.com

তা প্রত্যাখ্যান করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করেন। তিনি তার আহ্বানে সাড়া দেন নাই অথচ এ কাজের সর্ব প্রকার উপকরণই তাঁর আয়ত্তে ছিল।

প্রথমত, তিনি ছিলেন তখন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত একজন যুবক, আর যৌবনকাল বয়সের এমন স্তর যখন মানুষের মধ্যে কামভাব উদ্দীপ্ত থাকে। তদুপরি মজার ব্যাপার হলো, তখন এর প্রতিকূল কোন অবস্থাই তাঁর সম্মুখে বিদ্যমান ছিলো না। কেননা, তিনি তখন স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও বাড়িঘর হতে দূরে ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত বাড়িঘরে থাকাবস্থায় লোক তাদের ভয়ে ভীত থাকে যে, হয়ত বা তা তাদের দৃষ্টি না এড়িয়ে লজ্জার কারণ হবে। যখন পরদেশে থাকে তখন আর বাধা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, যে স্ত্রীলোকটি তাঁকে আহ্বান করেছিল সে ছিল এক পরমা সুন্দরী, রূপসী, সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত পরিবারের মহিলা। আর আহ্বানও তার পক্ষ থেকেই এসেছিল। এতে তাঁর লজ্জা ও ভয়ের কিছুই ছিল না। আর মিলনের আহ্বানও ছিল তার নিজস্ব কামরায় যাতে সে সময় অন্য কারো দেখার বা জানার আশংকাও ছিল না। তদুপরি ছিল ঐ ঘরটির দরজাগুলি বন্ধ। হঠাৎ অন্য কারো প্রবেশের ভয়ও ছিল না।

এত সব অনুকূল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আ) ঐ মহিলার কাম বাসনা চরিতার্থ না করে সংযমশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ্‌র নাফরমানি থেকে নিজেকে বিরত রেখে আল্লাহ্‌র আদেশকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এবং উক্ত মহিলার স্বামীর অধিকারের কোন প্রকার খিয়ানত করেননি।

দৃষ্টিকে সংযত রাখা

যে সকল কাজ সংযমশীলতায় সহায়ক হয় তা সাধনে দৃষ্টি নীচু রাখা কামভাব না রাখা অন্যতম। কেননা মানুষের মধ্যে কামভাবকে উত্তেজিত করতে দৃষ্টির অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

ইসলামের এক দূরদর্শিতা যে, ইসলাম এ ব্যাপারকে মানুষের মনস্তত্ত্ব ও স্বভাব-চরিত্রের পারদর্শী একজন বিজ্ঞ সুবিবেচক ব্যক্তির ন্যায় এ ব্যবস্থা বর্ণনা করেছে, যাতে কামভাব চরিতার্থের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাকে একটা নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় এনে তার দ্বারা সুফল লাভ করা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى
لَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ـ
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ

www.pathagar.com

اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ ـ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ
بَنِى اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِى اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ
التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ
وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

"মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম, তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত।

মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ যারা তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষের মধ্যে যৌন কামনারহিত পুরুষ এবং নারীদের কারো গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো কাছে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যাতে তোমরা সকলে সফলকাম হতে পার।"

—সূরা নূর ঃ আয়াত ৩০ – ৩১

অতএব, কুরআন নারী-পুরুষ সম্পর্কে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খলতার চিকিৎসা করে। তাই মানুষের জন্য চারিত্রিক অধঃপতন ও পাপানুষ্ঠান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই শুধু যথেষ্ট নয়। বরং তাকে ঐ সকল আনুষঙ্গিক কার্যের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যা মানুষকে পাপের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর তা হলো কামোদ্দীপক জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। কেননা, কামভাবকে উত্তেজিত করতে দৃষ্টির বুনিয়াদী ভূমিকা রয়েছে।

অতএব, কুরআন প্রত্যেক নারী-পুরুষকে তাদের চক্ষু নিচু রাখতে এবং যৌন অঙ্গকে সংযত রাখতে আদেশ করে। আর যৌন অঙ্গকে সংযত রাখাও চক্ষু নিচু রাখার স্বাভাবিক ফল। অতঃপর এ আদেশের কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ

"এটাই তাদের জন্য উত্তম।"

www.pathagar.com

অর্থাৎ এটা নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষাকারী এবং চরিত্রকে পবিত্রকারী।

একদিকে নারী জাতির আকর্ষণীয় ও মনোরম অঙ্গগুলো রক্ষা করা যেমন জরুরী অপরদিকে সেগুলোর দ্বারা পুরুষকে পথভ্রষ্ট না করাও জরুরী। এদিকে লক্ষ্য করে কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ -

"তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"

'খিমার' হচ্ছে ঐ ওড়না যা দ্বারা মেয়েরা তাদের মস্তক আবৃত রাখে আর 'জাইব' বলা হয় কাপড়ের খোলা অংশ যা বক্ষদেশের সাথে মিলিত থাকে। বলা হচ্ছে যে, মেয়েরা খিমার বা ওড়না দ্বারা তাদের বক্ষদেশ ঢেকে রাখবে, যে অংশ সাধারণত প্রকাশ থাকে, যেমন হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল। হস্তদ্বয় উন্মুক্ত রাখা বৈধ. যদি তাতে কোন ফেতনার আশংকা না থাকে। কারণ রাসূল (সা) আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)-কে বলেছেন ঃ

يا اسماء : انّ المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الاهذا واشار الى وجهه وكفيه -

"হে আসমা! নারী যখন বালেগা হয় তখন তার অঙ্গের এ অংশ ব্যতীত অন্য কিছু দেখা যাওয়া অনুচিত।"

এ অংশ বলতে তিনি মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। নারী জাতির স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলাম তাদের জন্য সৌন্দর্যচর্চা বৈধ রেখেছে। আর প্রত্যেক নারীই সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আসক্ত। যেন তাকে রূপসী দেখায়। ইসলাম তাদের এ স্বাভাবিক আকর্ষণে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। তবে তাকে সুশৃংখল ও কতিপয় নীতিমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। তাই সৌন্দর্য প্রকাশ কেবলমাত্র স্বামী ও যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ এরূপ নিকটাত্মীয়দের বেলায় জায়েজ রাখা হয়েছে। যাদের মধ্যে তাদের সৌন্দর্য দৃষ্ট হওয়ার পর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না।

কুরআন এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি বরং আরও ইরশাদ করেছে ঃ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ -

"তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরো পদক্ষেপ না করে।"

অঙ্গভঙ্গী বা শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়াদি ইশারা-ইঙ্গিতও কামভাবকে উত্তেজিত করতে সহায়তা করে। আর তা ক্রমান্বয়ে ব্যভিচার ও অপকর্মের দিকে নিয়ে যায়।

মানুষ নানা স্বভাবে বিজড়িত থাকে। অনেক সময় তার সভ্যতা সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। অতএব নারীর কোন আকর্ষণীয় অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়লে বা

www.pathagar.com

কামোদ্দীপক দৃষ্টির সম্মুখীন হলে এমন কোন অঙ্গভঙ্গী যাতে যৌন কামভাব উত্তেজিত হয়, তখন সে নিজেকে আয়ত্তে রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এ সকল অবস্থার প্রতি ইসলাম পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করেছে। তাই সে সব অবস্থা থেকে বাঁচার পন্থা উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক উপদেশ রয়েছে, যেমন তিনি আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে বলেছেন ঃ

يا على لا تتبع النظرة النظرة ، فان لك الاولى وليست لك الاخرة ـ

"হে আলী! একবার দৃষ্টি পড়ার পর পুনঃ দৃষ্টি করো না, প্রথম দৃষ্টি তো তোমার জন্য বৈধ হলেও পুনঃদৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নারী ও পুরুষের একে অন্যের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিকে চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন ঃ

العينان تزنيان ـ وزناهما النظر

"চক্ষুদ্বয় ব্যভিচার করে, আর এদের ব্যভিচার হলো দৃষ্টি।"[২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোভনীয় দৃষ্টিকে ব্যভিচার বলে আখ্যায়িত করেছেন কারণ তাও অবৈধভাবে কামভাবের পরিতৃপ্তি এবং উপভোগের এক প্রকার।

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, "আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অকস্মাৎ দৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি আমাকে এ অবস্থায় চক্ষু সরিয়ে নিতে বলেছেন।"[৩]

আর হঠাৎ দৃষ্টি হলো যা দর্শকের অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। কিন্তু যদি প্রথম দৃষ্টিতেই দৃষ্টিকে অনুক্ষণ ধরে রাখে বা দ্বিতীয়বার ইচ্ছা করে দৃষ্টি দেয়, তবে নিশ্চয়ই পাপ হবে।

নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা

মানুষের শরীরের যে সকল অঙ্গ ঢেকে রাখা ওয়াজিব এবং যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ অবৈধ ঐ সকল অঙ্গকে শরীয়তের ভাষায় 'আওরাত' বলা হয়।

একজন গায়র মাহরুম বা পর পুরুষের সম্মুখে নারীর সর্বাঙ্গই আওরত চেহারা এবং হস্তদ্বয়ের পাতা ব্যতীত। কিন্তু কোন পুরুষের জন্য প্রয়োজন ব্যতীত পর নারীর চেহারা বা মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করার অভিপ্রায় বৈধ নয়। যদি হঠাৎ কোন সময় অনিচ্ছায় তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায় তবে সে চক্ষু নিচু করে নেবে। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন উপস্থিত হয় তার মুখোমুখি কথা বলার অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের, তখন তার মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করা বৈধ।

---

১. তিরমিযী।

২. বুখারী ও মুসলিম।

৩. মুসলিম।

www.pathagar.com

যেন লেনদেনের ব্যাপারে তাকে চেনা যায়। যেরূপ একজন মুসলমান বিশ্বস্ত চিকিৎসকের জন্য নারীর শরীরের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ বৈধ। অনুরূপভাবে যখন কোন নারী স্রোতে পড়ে পানিতে ডুবে যাচ্ছে তখন উদ্ধারকারী পুরুষের জন্য তার শরীরের প্রতি দৃষ্টি দেয়া বৈধ যেন তাকে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করা যায়।

আর এক নারীর সঙ্গে অন্য নারীর আওরত হলো– তার শরীরের একটি বিশেষ অংশ তার প্রতি নিষ্প্রয়োজনে তার বোনের দৃষ্টি নিক্ষেপও বৈধ নয়, আর তা হলো ঃ নাভী এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ।

এতো হলো ইসলামের বিধান, কিন্তু ঐ সকল নারী এবং মুসলিম নন্দিনীদের সম্পর্কে বলা যায়, যারা মিনিস্যুট পরিধান করে রাস্তাঘাটে সভা-সমিতিতে তাদের উরু উন্মুক্ত করে এবং পর পুরুষেরা তা দেখে অথচ তাদের ঈমান ও লজ্জাশীলতা তাদেরকে এসব পরিধান করতে বাধা দেয় না এবং তাদের পরিজন একাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, তদুপরি তারা এ সকল পোশাককে সৌন্দর্যের উপকরণ ও সময়োপযোগী বলে বর্ণনা করে থাকে। এ সকল অর্ধ পোশাকের ধারক-বাহক কারা ? লন্ডন, নিউইয়র্ক ও ফ্রান্সের শয়তানি পোশাক নির্মাতা এবং পরিধানকারীরাই তো এর ধারক-বাহক। তারাই লজ্জা ও চারিত্রিক ন্যায়নীতির কোন তোয়াক্কা না করে এ সকল পোশাক তৈরি করে থাকে। এর দ্বারা নৈতিক ও সামাজিক যে ক্ষতি হবে সেদিকে তারা নজর দেয়নি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো—তাদের পণ্যের বিক্রি এবং দোকানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

অতএব, কোন সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বা মানবতায় বিশ্বাসী লোক কি এটা মেনে নেবে যে, সমাজ এ সকল অশ্লীলতা গ্রহণ করুক ? এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও সেই ফাসিকদের মতো হোক, আর ইসলাম আমাদেরকে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছে তা পরিত্যাগ করবো—যার মধ্যে আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হে পাশ্চাত্য পোশাক অন্বেষণকারী, কত স্বল্প তোমাদের জ্ঞান! .... আমরা উত্তম কার্যে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করবো, আর অনুকরণ করবো যা আমাদের বিরোধী না হয়— আর আমরা নিশ্চয়ই তাদের অশ্লীল কার্যাবলী ও শালীনতা বিবর্জিত আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করবো।

সৌন্দর্য প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা

কুরআন নারী জাতিকে পর পুরুষদের সম্মুখে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করে এবং একে অন্ধকার যুগের ঘৃণিত কাজ বলে উল্লেখ করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى -

"প্রাচীন অজ্ঞতা যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করিয়ে বেড়িও না।"

—সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ৩৩

www.pathagar.com

সৌন্দর্য প্রকাশ করা এবং চক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরাকে কুরআনে 'তাবাররুজ' বলা হয়েছে। এরূপ প্রদর্শনকে ইসলাম নিষেধ করেছে। কেননা এর দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নারী অপহরণ জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এদেশে এবং পাশ্চাত্য দেশেও এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। এ সকল দেশের পত্র-পত্রিকা দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নারীদেরকে এমন মিহি কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, যে মিহি কাপড় পরিধান করার পর ভিতরের সব কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় এবং দর্শকের চক্ষু হতে ঐ সকল অঙ্গ ঢাকা হয় না। কিয়ামতে এ প্রকারের দূষণীয় কথা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন ঃ

رب نسائكا سيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ـ

"অনেক নারী আছে যারা উলঙ্গ, আল্লাহ্‌র অবাধ্য, পর পুরুষকে আকৃষ্টকারী তাদের মাথা, মুখটি উটের পিঠের কুঁজের মতো। তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও পাবে না; বেহেশতের সুঘ্রাণ বহুদূর থেকেও অনুভূত হয়।"[১]

অর্থাৎ তারা বস্তুত বস্ত্র পরিধান করেও উলঙ্গ। কেননা তাদের পরিধেয় কাপড় ঢেকে রাখার কাজ করে না অর্থাৎ কাপড় পাতলা হওয়ার দরুন কাপড়ের নিচের অংশগুলো প্রকাশিত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নারীদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় কড়া ঘ্রাণের আতর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন যা কামভাবকে উত্তেজিত করে।

সিনেমা ও অশ্লীল পত্রপত্রিকার অপকারিতা

সংযমশীলতা রক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চলচ্চিত্রের সংস্কার সাধন এবং যৌন ফিল্ম দেখা থেকে বেঁচে থাকা। সিনেমা যেমন শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের সহায় হয়, তদ্রূপ তা নৈতিক অবক্ষয়েরও কারণ হয়। শুরুতে সিনেমার প্রতি কতকগুলো বিশেষ শর্ত আরোপ করা হতো। যাতে সিনেমা নৈতিক অধঃপতনের কারণ না হয়। কিন্তু বর্তমানে সিনেমা চরিত্র ধ্বংসের অপরাধ প্রবণতার প্রধান কারণ হিসেবে বিরাজ করছে। সিনেমা বর্তমানে শয়তানি ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান যুগে সিনেমা ব্যবসায়ীগণ পূর্ণমাত্রায় ব্যবসায়ী। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে অর্থ উপার্জন। নৈতিকতার হিফাজতের প্রতি তারা আদৌ দৃষ্টি দেয় না। দীন ও দীনী রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়ে তারা যুব সমাজের মন জয় করে, তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে, চরিত্র ধ্বংসকারী চলচ্চিত্র

১. মুসলিম।

www.pathagar.com

তৈরি ও প্রদর্শনের ঘৃণ্য প্রতিযোগিতায় নামে। তাই এসব কুরুচিশীল সিনেমার দ্বারা যুবক ও যুবতীদের সামনে বিপথগামিতার পথ উন্মুক্ত করেছে। এসব বাজে সিনেমার দ্বারা তারা যুব সমাজের চারিত্রিক অবক্ষয় সাধন করে তাদের জীবনকে কলুষিত করেছে। বর্তমান যুগের প্রেক্ষাগৃহগুলো হয়েছে ফাসাদের কেন্দ্র। মানবতার প্রতি অবমাননাকর চরিত্র প্রদর্শনের মাধ্যম। যেগুলিতে প্রদর্শিত হয় যৌন উচ্ছৃংখলতা, চুরি রাহাজানি, হত্যা, দাম্পত্য জীবনের খেয়ানত ইত্যাদি অপরাধের আপত্তিকর ছবি — এসব ছবি হয় লজ্জা ও ভদ্রতার পরিপন্থী।

সিনেমার অপকারিতাকে অনেকে ছোট করে দেখে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অপকারিতা মারাত্মক। এসব ক্ষতিকর সিনেমার প্রভাব দর্শকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পড়ে থাকে। তবে দর্শকের বয়স ও রুচির পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দুর্বলচেতা স্বল্পবুদ্ধি কুরুচিপূর্ণ যুবক যখন সিনেমার পর্দায় যৌন অপরাধ, হত্যা ও অন্যান্য আপত্তিকর চিত্র দেখে তখন সে এসব অপরাধের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এসব অপরাধ নিজেও করতে চেষ্টা করে। সে সমাজের জন্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমরা অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ করছি যে, তাঁরা যেন এসব যৌন ফিল্ম দেখা থেকে নিজেদের সন্তানদেরকে বিরত রাখেন। এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তব্য হচ্ছে এসব ফিল্ম দেখা থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এসব ফিল্মের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা।

আজকাল শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের প্রচলন নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই ছবি দেখা থেকে বিরত থাকাই সমীচীন।

অশ্লীল পত্রপত্রিকা

চরিত্র ও মন্দকাজে উৎসাহিত করার আরেকটি উপকরণ হচ্ছে উলঙ্গ ছবি সম্বলিত অশ্লীল পত্রপত্রিকা যা কোন কোন আরব রাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়। অথবা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। নব্য সমাজে এর প্রতিক্রিয়া খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে। এতে যে সব ছবি থাকে তা শুধু যে উলঙ্গ ছবি তাই নয় বরং ব্যভিচারের প্রতি উত্তেজিত করে এমন ছবিও এসব পত্রপত্রিকায় থাকে। এসব ছবি দেখার পর যুব সমাজ নৈতিক অবক্ষয়ে পতিত হয় এবং খারাপ কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এসব পত্রিকার আপত্তিকর ও উত্তেজক ছবি এবং দৃশ্য দেখে যুব সমাজ সময়ের পূর্বে যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্য তৎপর হয় এবং অবৈধ পন্থার আশ্রয় নেয়।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার অপকারিতা

খারাপ কাজে উৎসাহ দানকারী এবং সংযমশীলতা বিনষ্টকারী আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ নয় এরূপ মহিলাদের সাথে অবাধ মেলামেশা। কোন

www.pathagar.com

কোন ক্ষেত্রে এরূপ মহিলাদের সাথে আলিঙ্গন নৃত্য ও সাঁতার ইত্যাদি নানা কাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরূপ ভিন্ন মহিলাদের সাথে অনেকক্ষেত্রে কেবলমাত্র মেলামেশা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং এরূপ মেলামেশার দ্বারা উত্তেজনার চরম মুহূর্তে পৌঁছে যৌন ক্ষুধা মিটানোর এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যেখান থেকে ফিরে আসা এবং অপকর্ম থেকে নিজেদের রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বরং চাহিদা ও উত্তেজনার সামনে উভয়কেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়। নৈতিকতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই অবৈধ পথে একবার পা বাড়ালে পরে অভ্যাসে পরিণত হয়।

এ মন্দ পথ থেকে ফিরে আসা তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। চারিত্রিক পবিত্রতাই হচ্ছে মানুষের জন্য মূল্যবান সম্পদ। চরিত্র ধ্বংস হলে মানুষের আর কোন মূল্য থাকে না।

নারী-পুরুষের নির্জন মেলামেশায় আরেকটি ক্ষতিকর বস্তু হচ্ছে মদ্যপান। নেশা করার পর প্রায় ক্ষেত্রেই মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তাই নেশাগ্রস্ত হওয়ার পর তারা এমন অপকর্ম করে বসে যদ্দরুন তাদের পরে লজ্জিত হতে হয়। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার অপকারিতার দিকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لاَ يخلون رجل بامرأة الا ومعهاذ ومحرم ولا تسافر المرأة الا مع ذى محرم -

“কোন মহিলার সাথে তার মাহরমের অনুপস্থিতিতে যেন কোন পুরুষ নির্জনে না বসে। কোন মাহরম ব্যতীত কোন মহিলা যেন সফরে না যায়।”[১]

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان -

“কোন পুরুষ মহিলার সাথে নির্জনে গেলে তাদের মধ্যে তৃতীয় জন হয় শয়তান।”[২]

কতকগুলো ব্যাপারে মেয়েদের অসতর্কতা ও অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। সে সব ব্যাপার হচ্ছে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সৌন্দর্য চর্চা ও সাজসজ্জাসহ আপন ও স্বামীর এমন আত্মীয়দের সাথে অবাধ মেলামেশা যাদের সাথে বিবাহ অবৈধ নয়। মেয়েরা সাধারণত আত্মীয়তার উসিলায় এসব পুরুষের সাথে মেলামেশায় অসতর্ক থাকে। অথচ এতে দুর্ঘটনার সমূহ আশংকা রয়েছে। কারণ অনাত্মীয় পুরুষের সাথে মেলামেশার তুলনায় আত্মীয়ের মেলামেশা অধিক বিপর্যয়ের আশংকা রাখে। অনাত্মীয়-পুরুষ মেয়েদের সাথে

---

১. মুসলিম।
২. তিরমিযী।

www.pathagar.com

সম্পর্কের দুর্বলতার দরুন কথাবার্তা ও মেলামেশায় সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। পক্ষান্তরে আত্মীয়-পুরুষ আত্মীয়তার অসিলায় মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা ও নির্জনতার সুযোগ পায়। এটাই অনেক ক্ষেত্রে পথভ্রষ্টতা ও পাপে লিপ্ত হওয়ার পথ সুগম করে।

তাই ইসলাম নারী সমাজকে আত্মীয়দের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আত্মীয়দের সাথে মেলামেশাকে মৃত্যুর মত আশংকাজনক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اياكم والدخول على النساء - فقال رجل من الانصار افرأيت الحمو - قال والحمو الموت -

"তোমারা মেয়েদের কাছে গমন করাতে সাবধানতা অবলম্বন কর।" জনৈক আনসারী সাহাবী বললেন, "দেবর সম্পর্কে আপনার কি মত"? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য।"[১]

---

১. বুখারী।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যভিচার ও তার অপকারিতা

[ব্যাভিচার ও তার হীনতা ❑ অবৈধ যৌন সংযোগ প্রেমকে ধ্বংস করে দেয় ❑ যৌন ব্যাধি ❑ অবৈধ সন্তান]

ব্যভিচার ও তার হীনতা

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে ব্যভিচারজনিত অপরাধ। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তাদের আইন ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে অবিবাহিত নারী-পুরুষের মিলনকে বৈধ মনে করে, যদিও তা উভয়ের সম্মতিতে হয়। এসব কারণে সেখানকার শহরগুলোতে ব্যভিচারের ঘটনা মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে। অবাধ যৌন মিলন বৈধ হওয়ার কারণ স্বরূপ তারা বলে যে, ঘরে যেমন নর্দমার প্রয়োজন তদ্রূপ লোকের জন্য বারবনিতারও প্রয়োজন। নর্দমাকে যদি ব্যবহারে না আনা হয় তবে তার পানি পুঁতি দুর্গন্ধময় হয়ে যায় এবং নানা প্রকার রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কিন্তু ব্যভিচারকে সিদ্ধ করার জন্যে এ যুক্তি যথেষ্ট হতে পারে না। কারণ মানবগোষ্ঠীর একজন নারীকে এ হীন কাজে ব্যবহার করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। সুস্থ বিবেকের অধিকারী মানুষ মাত্রই ব্যভিচারকে ঘৃণা করে এবং এ অপকর্মকে অপরাধ বলে স্বীকার করে। এতদসত্ত্বেও এ ঘৃণ্য কাজ সমাজে প্রসারিত হওয়ার পিছনে কতকগুলো কারণ রয়েছে। সে সবের কিছু হচ্ছে অর্থনৈতিক আর কিছু হচ্ছে যুদ্ধ বিস্তার। বিবেকসচেতন ব্যক্তি মাত্রই ব্যভিচারে আতঙ্কিত হয় এবং এ অপরাধকে ঘৃণ্য মনে করে। এ অপরাধ সচ্চরিত্রের পরিপন্থী। কারণ প্রেম ও ভালবাসা ছাড়া ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে নর-নারীর মিলন কিছুতেই মন্দ ও ঘৃণা ব্যতীত বৈধ হতে পারে না। এরূপ নারীকে স্বয়ং ব্যভিচারী পুরুষও তুচ্ছজ্ঞান করে। সে যখন এসব নারীর সাথে মেলামেশা করে তখনও তার বিবেক এদেরকে হীন ও ঘৃণ্য মনে করে।[১]

---

১. نساء خاطئات ، دی مونتیران

www.pathagar.com

ব্যভিচারিণীরা প্রায়ই অস্থিরতা ও অধঃপতনে কালাতিপাত করে। এ সত্য স্বীকার করে তাদেরই একজন বলেছে, আমার মতো এ ঘৃণ্য পেশায় লিপ্ত নারীদের আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, নারীর সৃষ্টি স্বভাবত সাধ্বী ও সতী থাকার জন্য। সে একজন জীবনসঙ্গীকে মনেপ্রাণে ভালবাসবে, আজীবন তার সাথে নিষ্ঠার সাথে জীবন যাপন করবে। এতে অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ যে তার দেহ মনকে কলুষিত করবে। কারণ অসচ্চরিত্রা নারী মক্ষিকার মতো উপপত্নী হিসেবে লোকের সঙ্গিনী হয়। দাম্পত্য জীবনে ভালবাসাই হচ্ছে জান্নাততুল্য। যেখানে এ নিখুঁত ভালবাসা অনুপস্থিত সেখানে জীবন নরকতুল্য। যেখানে বিবেক দংশিত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেখানে সব বস্তুই ক্ষতিগ্রস্ত। এমনকি জীবনের আনন্দও। কারণ হীনতা ও তুচ্ছতার সাথে আনন্দ থাকতে পারে না।[১]

অবৈধ যৌন সংযোগ প্রেমকে ধ্বংস করে দেয়

অবৈধ গোপন যৌন সম্পর্ক অনেক শহরে প্রকাশ্য ব্যভিচারের স্থান দখল করেছে এবং অবৈধ সম্পর্ককে বৈধ বলে মনে করছে। এ সম্পর্ক হচ্ছে বিকৃত যৌন সম্পর্ক। এর দ্বারা নারী-পুরুষের মধ্যে কোন স্থায়ী ও বৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ভালবাসা ও প্রীতির স্থায়ী সম্পর্কের জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। গোপন বিকৃত যৌন সম্পর্ক দাম্পত্য জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক হয় অনেকটা গোপনে। এতে প্রতিবেশী এবং সমাজের লোকে কি বলবে, এ নিয়ে উভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। এতে নারী-পুরুষ উভয়ে তাদের ভালবাসা ও অবৈধ সম্পর্ককে গোপন রাখার চেষ্টা করে। এতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সৌন্দর্য বিঘ্নিত হয়। মানুষের স্বভাব হচ্ছে— যখন দুই ব্যক্তি একে অপরকে ভালবাসে তারা তাদের এ ভালবাসাকে মানুষের কাছে গোপন রাখতে চায় না। বরং তাদের উভয়েরই ইচ্ছা যেন তাদের এ ভালবাসার চর্চা হয়। ভালবাসা গোপন রাখার জন্য নয়। কারণ একে গোপন রাখলে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকাশে বিঘ্ন ঘটে।

যৌন ব্যাধি ও তার অপকারিতা

ব্যভিচারের দ্বারা সিফিলিস ও প্রমেহ রোগের সৃষ্টি হয়। এ দু'টি ব্যাধি বর্তমান বিশ্বে অতিমাত্রায় বিস্তার লাভ করেছে। এ দুটি রোগ জন্ম নেয় বিশেষ ধরনের জীবাণু থেকে, যেগুলো যৌন মিলনের সময় সংক্রামক রূপে একজন থেকে অপর জনের দেহে প্রবেশ করে। অধুনা চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিতে উল্লিখিত ব্যাধি জনস্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর আমি তার কতকটা উল্লেখ করছি।

---

১. نساء خاطئات ، دى مونتيران

সিফিলিস

সিফিলিসের তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় ঃ বিষাক্ত জীবাণু শরীরের আবরণকে ছেদ করে অল্প সময়ের মধ্যে রক্তে প্রবেশ করে। সপ্তাহ খানেক পর তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সিফিলিস ব্যাধির প্রথম লক্ষণ হলো, জীবাণু সংক্রমণের পর নয় দিন থেকে তিন মাসের মধ্যে এক ধরনের ফোঁড়া দেখা দেয়। সিফিলিসের ফোঁড়া বেশ শক্ত— যা পুরুষের যৌনাঙ্গে এবং নারীর যোনির অভ্যন্তরে দেখা দেয়। আর কখনো দেখা দেয় উভয় ওষ্ঠে, স্তনে, হাতের আঙুলে অথবা সিনার আশপাশে। সিফিলিসের ফোঁড়া দশ দিন থেকে চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন প্রকার চিকিৎসা ছাড়া বিলুপ্ত হয়। কোন কোন সময় এতে ব্যাধি-মুক্তির ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। কেননা তা হয়ত একেবারেই দেখা যায় না কিংবা এত ক্ষুদ্র হয় যে, তা ফোঁড়া বলে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ সিফিলিসের দ্বিতীয় পর্যায়ে শরীরের কোন কোন অংশে ফোস্কা দেখা দেয়। অতঃপর তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে উভয় হাতের তালুতে এবং পায়ের পাতায়ও দেখা দেয়। কোন কোন সময় ফোস্কা কাঁকরের ন্যায় জন্মে কিন্তু এতে চুলকানি হয় না। এবং রক্ত পরীক্ষা করার পূর্বে তা সিফিলিসের ফোস্কা বলে নির্ণয় করা যায় না। আর কোন কোন সময় মুখের ভিতর, গলার ভিতর, যৌনাঙ্গ ও বুকের আশপাশে ফোঁড়ার ন্যায় দেখা দেয়। এতে কাশি, জ্বর ইত্যাদি ব্যাধির সৃষ্টি হয় এবং হাড়ের ভিতর ও জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা অনুভূত হয়। আবার কোন কোন সময় মাথার চুলও ঝরে যায় এবং এনিমিয়া রোগের সৃষ্টি হয়। তখন চোখের দৃষ্টিশক্তিও হ্রাস প্রায়। ওষ্ঠে এবং মুখে সিফিলিসের ফোঁড়া থাকলে চুম্বনের মাধ্যমে তা সংক্রমিত হয়। এই ফোস্কা, ফোঁড়া হওয়ার দুইমাস অথবা ছয় মাসের মধ্যে দেখা দিয়ে অন্তত দুই বছর স্থায়ী হয়। সিফিলিসের উক্ত পর্যায়ও দুই সপ্তাহ থেকে বারো সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

তৃতীয় পর্যায় ঃ এটা সিফিলিসের শেষ পর্যায়। এটা কোন কোন সময় দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথে দেখা দেয়। আবার কখনো দেখা দেয় অনেক বছর পর। অর্থাৎ পাঁচ থেকে পনের বছরের মধ্যে। এতে শরীরের মধ্যে জীবাণু থাকা সত্ত্বেও রোগী কোন কোন সময় তা অনুভব করতে পারে না। এই সিফিলিস সংক্রমিত হয় কম। কিন্তু রোগীর জন্য এটা খুবই মারাত্মক। এর জীবাণু শরীরের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যদ্দরুন দৃষ্টিশক্তি হারানো এবং উভয় ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, হাড়ের মগজ, ইত্যাদি শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশে মারাত্মক ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়। শরীরের বিভিন্ন অংগের জোড়ায় জোড়ায় হাড় এবং চামড়াতেও তা ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন সময় এতে হাঁটুর গিরায় মারাত্মক ধরনের ক্ষত দেখা দেয় এবং হাড্ডির মধ্যে জ্বালাপোড়া ও চিবুকের নিচে গর্তের সৃষ্টি হয়। সিফিলিস তার তৃতীয় পর্যায়ে যদি হৃৎপিণ্ড ও শ্বাস-নালীর কেন্দ্রে আক্রমণ করে তখন অধিকাংশ রোগী মারা যায়। অনেক সময় এতে শরীর অবশ হয়ে

www.pathagar.com

রোগী উন্মাদ হয়ে যায় ও দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যার ফলে শরীর অনবরত কাঁপতে থাকে।

প্রমেহ

'ভিক্টিরিয়া' নামক জীবাণু থেকে প্রমেহ সৃষ্টি হয়। যাকে বলা হয় جونوكوك। এই জীবাণুর বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে, এটা যৌনাঙ্গ ও প্রস্রাব নালীর অভ্যন্তরীণ আবরণে প্রবেশ করে। যার ফলে যৌনাঙ্গে জ্বালাপোড়া ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। যৌনমিলনের সময় এই জীবাণু নারী-পুরুষের একজন থেকে আর একজনে সংক্রমিত হয়। কোন কোন সময় উক্ত (الجونوكوك) জীবাণু চোখের পর্দার ভিতর প্রবেশ করে। যদি দ্রুত এর চিকিৎসা না করে তা হলে রোগী প্রায়ই অন্ধ হয়ে যায়। প্রমেহ রোগের প্রাথমিক উপকরণগুলো এই রোগ সংক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হতে অন্তত তিন সপ্তাহ সময় লাগে। পুরুষের মধ্যে এই রোগ প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া, ব্যথা-বেদনা অনুভূতি ও পুরুষাঙ্গের নালী থেকে পুঁজ অথবা সাদাবর্ণের এক ধরনের তরল পদার্থ বের হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। যদি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে দুই মাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত অনবরত পুঁজ বের হতে থাকে। এই রোগ যখন শরীরের অন্যান্য অংগেও সংক্রমিত হয় তখন অণ্ডকোষ ও লজ্জাস্থানে জ্বালাপোড়া ও এক ধরনের শক্ত ফোঁড়ার সৃষ্টি হয়। যার ফলে অনেক সময় রোগী যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

মহিলাদের মধ্যে যখন এই রোগ সংক্রমিত হয় তখন রোগের প্রাথমিক উপকরণ ও ব্যথা অনুভূত হয় না। তবে তারা পেটের নিচের অংশে ব্যথা অনুভব করে। প্রস্রাবের সাথে সাদা বর্ণের এক ধরনের পদার্থ বের হওয়া এবং প্রস্রাবের সময় ব্যথা অনুভব করার লক্ষণ কখনো দেখা দেয়, আবার কখনো দেখা দেয় না। এই রোগ যখন শরীরের অন্যান্য অংশে সংক্রমিত হয় তখন যৌনাঙ্গে জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি হয় এবং রোগিনী বাঁঝা হয়ে যায়। প্রমেহর সংক্রমণ রোধ করা না হলে তা শরীরের অন্যান্য অংশেও প্রবেশ করে এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূত্রাশয় ও ফুসফুস ইত্যাদিতে জ্বালাযন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় হাড্ডিতেও ব্যথা অনুভূত হয়। আবার কখনো তা মাথায় যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। আর যদি জীবাণু রক্তে ও হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে তখন অধিকাংশ রোগী মারা যায়। উল্লেখ্য, প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করা হলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।[১]

কি কারণে একজন পুরুষকে নপুংসক আখ্যা দেয়া যায়? এর লক্ষণগুলোই বা কি? প্রথমত, যদি কারো পুরুষাঙ্গ দিয়ে রক্ত পড়তে দেখা যায়, তা পুরুষত্বহীনতার কারণ হতে পারে। কেউ বা হৃদরোগের জন্যও পুরুষত্ব হারাতে পারে। আবার ২০ থেকে ৩০

---

১. Modern Medical Encylopaedia, Golden Press.

www.pathagar.com

বছর বয়সে হৃদরোগের কোন উপসর্গ ছাড়াই অনেকে যৌনব্যাধির শিকার হতে পারেন। তবে রক্তের চলাচলে বাধা সৃষ্টি অবশ্যই এই রোগের অন্যতম লক্ষণ বলে ধরা যায়। হাইস্টনবেলের মেডিক্যাল কলেজের ব্রান্টলি স্কট অধুনা আবিষ্কার করেছেন পেলিল ইমপ্লান্ড। তাঁর মতে, যাদের মধ্যে এই রোগ এমন প্রকট হয়ে ওঠেনি, ইমপ্লান্টের মাধ্যমে সহজেই তারা নিরাময় হয়ে উঠতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, বহুমূত্র রোগ পুরুষত্বহীনতার অন্যতম কারণ। জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, প্রায় ৫০ ভাগ বহুমূত্র রোগী পুরুষত্বহীনতায় ভুগছে। কেননা এই রোগ ধীরে ধীরে পুরুষাঙ্গকে নিস্তেজ করে ফেলে, খর্ব করে তার ঋজুতা। এ সম্পর্কে একজন রোগীর স্বীকারোক্তি শুনুন ঃ প্রথমে আমি বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গেলে তিনি জানান, বহুমূত্র রোগের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায়ই এটি ঘটেছে। ডাক্তাররা এর পরের কারণ হিসেবে হরমোনের স্বাভাবিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। পুরুষ হরমোনের ক্ষেত্রে শুক্রাশয়ের একটি প্রধান ভূমিকা থাকলেও যৌন ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের তা থাকে না। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের যৌন ক্ষমতা লোপ পেতে থাকে।

চতুর্থ কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি হৃদরোগসহ অন্যান্য ব্যাধি উপশমের জন্যে অত্যধিক ঔষধ সেবন যৌন ক্ষমতা হ্রাস করে। এমন অনেক ঔষধ আছে রক্ত সঞ্চালনে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ ছাড়া বেশিমাত্রায় মদ্যপানের ফলেও অনেকে পুরুষত্ব হারায়। মদ্যপায়ীদের ওপর এক পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের ৮০ ভাগ যৌন রোগের শিকার। অন্যদিকে মদ স্নায়ুতন্ত্র ধ্বংস করে দেয় এবং হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে। এছাড়া সিগারেট, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি সেবনকারীরাও কমবেশি যৌন রোগের শিকার হয়ে থাকে।

তবে পুরুষত্বহীনতার মূল কারণ মানসিক না শারীরিক এ নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। মাস্টার্স ও জনসন জানিয়েছেন, পুরুষত্বহীন লোকের ৮০ থেকে ৮৫ ভাগকেই দেখা গেছে মানসিক রোগী। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন— এদের ষাট ভাগেরই রোগ শরীরে, মনে নয়। পুরুষত্বহীনতাকে যাঁরা প্রধানত মানসিক রোগ বলে মনে করেন, তাঁরা দেখিয়েছেন যে, কিছু কিছু লোক প্রথমত পুরুষত্বহীনতায় ভোগে। বিয়ের পরও দীর্ঘদিন তারা কখনও যৌনমিলনে অংশ নেয়নি। নারীর স্পর্শ ছাড়াই তারা বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে। মাস্টার্স ও জনসন উল্লেখ করেছেন, "এটা কড়া ধর্মীয় শাসন ও সামাজিক পশ্চাৎপদ পরিবার থেকে এসেছে। যারা যৌন মিলনকে একটি অপরাধ বলে মনে করে।" অন্যদিকে বিয়ের আগে যারা মহিলাদের সংস্পর্শে এসেছে এবং বিষয়টি ভেতরে ভেতরে মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, পরবর্তীতে তাদের অনেকেই মাধ্যমিক পুরুষত্বহীনতায় ভোগে। এছাড়া দীর্ঘদিন অনভ্যাসের জীবন

www.pathagar.com

কাটলে, জেল খাটলে, সমাজে নিগৃহীত হলে তাদের মনে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাও অনেক সময় যৌন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অবৈধ সন্তান

অবৈধ যৌন মিলনের ফলে মানবদেহে নানা প্রকার রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হয়। উপরন্তু এতে অবৈধ সন্তান জন্মেরও আশংকা থাকে। অবৈধ সন্তান না হওয়ার জন্য নানারূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হলেও এর সম্ভাবনা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অবৈধ সন্তান মানবিক অধিকার থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত থাকে এবং তার জীবন ধারণ ও লালনপালনের সুযোগ-সুবিধা তার জন্য সহজলভ্য হয় না। তার স্বাভাবিক জীবন পথে অনেক বাধা-বিপত্তি ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। যদিও মাতাপিতার অপরাধ সন্তানের উপর বর্তায় না তবুও সমাজ অবৈধ সন্তানকে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা দিতে সম্মত হয় না। অবৈধ সন্তান লালনপালনের কোন প্রতিষ্ঠানে তাকে প্রেরণ করা হলেও মাতাপিতার স্নেহ-মমতা ইত্যাদি অনেক প্রয়োজন থেকে সে বঞ্চিত হয়। অতএব সন্তানের জন্য এমন একটি গৃহের প্রয়োজন যেখানে তার মাতাপিতার অভিভাবকত্ব ও স্নেহ-মমতার স্বাভাবিকত্বে জীবন গড়ায় সহায়ক হয়।[১]

ব্যভিচার প্রতিরোধে কঠোর বিধান না থাকার জন্য আমেরিকা ও ইউরোপে লক্ষ লক্ষ অবৈধ সন্তান জন্মলাভ করেছে। মাতাপিতার অভিভাবকত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বিস্তার লাভ করে।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অবৈধ যৌন সম্ভোগের পাপ

[ব্যভিচারের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ❑ ব্যভিচারের শাস্তি ❑ মান-সম্মানের হিফাজত ❑ অশ্লীলতা প্রচারের গুণাহ্]

ব্যভিচারের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যভিচার কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। এজন্যই অল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً -

"অবৈধ যৌন-সংযোগের কাছেও যেও না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।" —সূরা ইসরা ঃ আয়াত ৩২

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারকে অশ্লীল কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য বলে বর্ণনা করেছেন এবং একে অতি গর্হিত পন্থা বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব যারা এ পন্থার অনুসরণ করবে তারা অতি মন্দ। আয়াতের প্রারম্ভেই না-বোধক শব্দ উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর তার কারণ বর্ণনা করতে দু'টি কারণই উল্লেখ করেছেন, যাতে সতর্কবাণী রয়েছে। লোকের জন্য আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির আর এই গর্হিত কাজের নিকটবর্তী হওয়ার উপরই কঠিন নিষেধ বাণী রয়েছে, এতে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচার, আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করা এবং অবৈধ হত্যার সাথে যুক্ত করে কিয়ামতে তার জন্য কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়ে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا - يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا -

"এবং তারা আল্লাহ্র সাথে কোন ইলাহ্কে ডাকে। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না এবং ব্যভিচার করো না। যে

www.pathagar.com

এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়, তারা নয় যারা তওবা করে। ঈমান আনে ও সৎকার্য করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" — সূরা আল-ফুরকান ঃ আয়াত ৬৮ – ৭০

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যভিচার থেকে সতর্ক করে বলেন ঃ

يا معشر الناس اتقوا الزنا فان فيه ست خصال : ثلاثا فى الدنيا وثلاثا فى الآخرة اما التى فى الدنيا : فيذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمروا ما التى فى الأخرة فسخط الله ، وسوء الحساب ، وعذاب النار ـ

"হে লোকসকল! তোমরা ব্যভিচারকে ভয় করো, কেননা তার ছয়টি মন্দ পরিণাম রয়েছে। তিনটি পৃথিবীতে এবং তিনটি আখিরাতে। পৃথিবীস্থ তিনটি হলো ঃ (১) সৌন্দর্যহানি (২) দারিদ্র্য (৩) অকালমৃত্যু। আর পর জগতের তিনটি হলো ঃ (১) আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি (২) হিসাবে মন্দ পরিণাম (৩) দোযখের শাস্তি।"[১]

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সৌন্দর্যহানির উল্লেখ করেছেন তা ব্যভিচারীর প্রকৃত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেই বলেছেন, কেননা ব্যভিচার ব্যভিচারীকে তার বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং আত্মিক পবিত্রতা হতে দূরে রাখে যা প্রকৃত শান্তি এবং সৌভাগ্যের উৎস।

দ্বিতীয়ত, তিনি দরিদ্র নব্য অর্থাভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যভিচারী লোক অবৈধ প্রণয় মাধুর্যে মত্ত হয়ে সময় নষ্ট করে, বৈধ উপায়ে আয়ের সুযোগ হারিয়ে ফেলে। ফলে সে দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয়। আর তিনি বলেছেন যে, ব্যভিচারীর জীবনকাল হ্রাস পেয়ে অকালমৃত্যু ঘটে। কারণ অবৈধ মিলনে ব্যভিচারীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে তাকে দুর্বল করে দেয়, যাতে তার স্বভাবের ফুর্তি লোপ পায় এবং সে নানরূপ মারাত্মক ব্যাধি যেমন ঃ সিফিলিস, গনোরিয়া, হৃদরোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। যার ফলে সে অকালে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।

অতি নিকৃষ্ট ব্যভিচার হলো পড়শীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন ঃ

سألت رسول الله : أى الذنب اعظم عند الله ؟ قال : ان تجعل لله نداو هو خلقك قلت ثم أى ؟ قال : ان تقتل ولدك من أجل ان يطعم معك قلت ثم أى ؟ قال ان تزنى حليلة جارك ـ

১. الجامع الكبير ، للسيوطى ، مبادى الاخلاق للخرائطى ، شعب الإيمان للبيهقى

www.pathagar.com

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কাছে মহাপাপ কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, অতঃপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ তোমার সাথে খাদ্যে অংশগ্রহণ করবে এ আশংকায় তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।"[১]

এক ব্যক্তির মধ্যে ব্যভিচার ও ঈমান একত্র হতে পারে না। কেননা প্রকৃত ঈমান প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রভুর অবাধ্যতায় বাধা দান করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ـ

"ব্যভিচারী ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। আর চোর মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না আর যখন সুরা পান করে তখনও মু'মিন থাকে না।"[২]

ব্যভিচার আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف ، والفقير المختال والشيخ الزانى والامام الجائر ـ

"চার প্রকার লোককে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। (১) ঘন ঘন শপথকারী ব্যবসায়ী। (২) যে দরিদ্র ব্যক্তি আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করে। (৩) বয়স্ক ব্যভিচারী (৪) অত্যাচারী শাসক।"[৩]

ব্যভিচার ইহজগতেও শাস্তির কারণ হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لا تزال امتى بخير مالم يفش فيهم الزنا فاذا فشا ، فيهم الزنا فاوشك ان يعمهم الله بعذاب ـ

"যতদিন আমার উম্মতের মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে না পড়বে, ততদিন তারা ভালই থাকবে। তাদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সাধারণ শাস্তি অবতীর্ণ করবেন।"[৪]

---

১. বুখারী, মুসলিম।
২. বুখারী, মুসলিম।
৩. নাসাঈ।
৪. ইমাম আহমদ।

www.pathagar.com

পাপ হিসাবে ব্যভিচারের কয়েকটি স্তর রয়েছে। অবিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া কঠিন পাপ। আর বিবাহিতা রমণীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া মহাপাপ। আর পড়শীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পাপ আরও অধিক। তার চেয়ে মহাপাপ হলো যার সাথে কোন প্রকারে বিবাহই বৈধ নয় এমন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আর বিবাহিতা নারীর ব্যভিচার অবিবাহিতা নারীর হতে জঘন্য। উভয় দলের শাস্তির তারতম্যে তা প্রকাশ পায়। আর বৃদ্ধের পূর্ণ জ্ঞান সম্পূর্ণ হওয়ার দরুন যুবকের তুলনায় বৃদ্ধের ব্যভিচার জঘন্যতর, আর জাহিল ব্যক্তির তুলনায় একজন আলিমের ব্যভিচার জঘন্যতম।

ব্যভিচারের শাস্তি

উপরের আয়াতে বা হাদীসে বর্ণিত তিরস্কার ঐ সকল অসুস্থ আত্মার উপর কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া করে না, যারা নিজেদের খেয়াল-খুশির উপর নিজেদেরকে অর্পণ করেছে এবং তারা প্রতিটি অপকর্মকে বৈধ মনে করেছে এবং প্রত্যেক স্থলেই তারা প্রকাশ্যে সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান করে বেড়ায়। ধর্মীয় আদেশাবলী বা তাদের আন্তরিক ইচ্ছা তাদেরকে ঐ সকল কার্য হতে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না। ঐ সকল ধর্মদ্রোহীর জন্য ইসলাম এমন ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে, যা জাতিকে ঐ সকল কুকর্মের কুফল হতে পরিত্রাণ দিতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ কশাঘাত করবে। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও, মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" — সূরা নূর ঃ আয়াত ২

এ আয়াতে ব্যভিচারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। আর তাদের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ব্যবস্থায় কোন শৈথিল্য দেখাতে নিষেধ করা হয়েছে যেন তা ব্যভিচারীদের অন্তরকে আরো আঘাত করে, আর তা দৃষ্টান্ত হয় অন্যদের জন্য।

পরবর্তী আয়াতে ব্যভিচারের নিন্দা করে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

اَلزَّانِي لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

www.pathagar.com

"ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক মহিলা ব্যতীত বিবাহ করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করবে না। মু'মিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।" — সূরা নূর ঃ আয়াত ৩

অতএব যারা এ কাজে লিপ্ত হয় প্রকৃত মু'মিনাবস্থায় এ কাজে লিপ্ত হয় না। আর এ কাজে লিপ্ত হওয়ার পর কোন ঈমানদারের অন্তর ঐ সকল লোকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করবে না, যারা এ সকল নিন্দনীয় পাপের দরুন ঈমানের চাহিদা থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা তারা এ সকল সম্বন্ধ হতে দূরে থাকাটাই কামনা করে। এমনকি ইমাম আহমদ-এর মতে, একজন ব্যভিচারীর সাথে সাধ্বী নারীর এবং একজন চরিত্রবান পুরুষের সাথে ব্যভিচারিণীর বিবাহ হারাম। হ্যাঁ যদি তারা এমন তওবা করে, যা তাদেরকে এ অপবিত্রতা হতে পবিত্র করে দেয়, তবে বিবাহ বৈধ।

ইসলাম ঐ সকল পাপযুক্ত যৌন মিলনের সাথে বৈরিতা পোষণ করে যা একটি পরিবার গঠনকে লক্ষ্য করে হয় না বা সম্মিলিত জীবন ধারণ যাদের লক্ষ্য নয়। কেননা সুচি আত্মা, দুটি দেহ বা প্রাণের বৈধ সংমিশ্রণে এমন একটি পারিবারিক জীবনের ভিত গঠন করার ইচ্ছা করে যাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সম্মিলিত জীবন আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ এবং কাঙ্ক্ষিত উত্তরাধিকার সৃষ্টি। এ কারণেই ইসলামে ব্যভিচার রোধকল্পে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। কেননা ব্যভিচার এসব আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধা সৃষ্টি করে।

ব্যভিচারের ফলে অনেক রকম বিপদ দেখা দেয় ঃ যেমন নফ্‌সের গোলমাল, শত্রুতার প্রসার এবং পারিবারিক জীবনে অশান্তি ইত্যাদি। এবং প্রত্যেকটি কারণই কঠিন শাস্তি প্রবর্তনের জন্য যথেষ্ট।

যখন ব্যভিচারের অপরাধ সংঘটিত হয় তখন ইসলাম এ অপরাধের শাস্তি বিধানের সহজ পন্থা অবলম্বনের কোন উপায় আছে কিনা এবং অপরাধীকে কোন কারণে শাস্তি প্রয়োগ থেকে মুক্তি দেওয়া যায় কিনা সর্বপ্রথম ইসলাম সেটাই বিবেচনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله - فان الامام ان يخطئ فى العفو خير من ان يخطئ فى العقوبة -

"যথাসম্ভব মুসলমানকে শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করো। যদি এ শাস্তি হতে পরিত্রাণের কোন পথ বের হয় তবে তাকে ছেড়ে দাও। কেননা বিচারকের ক্ষমার ব্যাপারে ভুল করা শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ভুল করা হতে উত্তম।"[১]

---

১. তিরমিযী, বায়হাকী।

www.pathagar.com

এ জন্যই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তি সাব্যস্তের জন্য এমন চারজন মুসলিম পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজনীয় মনে করে যারা সুবিবেচক হবে এবং কার্যে লিপ্ত অবস্থায় তাদেরকে দেখেছে বলে স্বীকার করবে।[১]

এমতাবস্থায় ধারণা করা যেতে পারে যে, এ শাস্তি একটি কাল্পনিক ব্যবস্থা। কেননা এ ব্যবস্থায় কেউই শাস্তির আওতায় পড়বে না। কেননা এরূপ সাক্ষীর সাক্ষ্য পাওয়াই মুশকিল হবে। কিন্তু এ শাস্তি বিধান দ্বারা ইসলাম শাস্তি সংঘটিত হওয়া কামনা করে না বরং এ অপরাধের প্রতি প্রলুব্ধ করে এমন কারণগুলি হতে রক্ষা করাই ইসলামের কাম্য।

আর এ শাস্তির আওতায় ঐ সকল লোক ব্যতীত আর কেউই পড়বে না যারা প্রকাশ্যে যৌন কামনা চরিতার্থে লিপ্ত হয়। ফলে লোকের নজরে পড়ে। অথবা অপরাধী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অপরাধ স্বীকার করে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে এরূপ অপরাধ স্বীকার করেছিল।

অতএব যখন চারজন বিশ্বস্ত সাক্ষী সাক্ষ্য দান করবে, তখন কোন প্রকার শৈথিল্য ব্যতীত ব্যভিচারীদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়বে। আর তাদের উপর শিথিলতা বা দয়া দেখান হবে মানব সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর।

পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের জন্য ব্যভিচারের শাস্তি হল বেত্রাঘাত আর এ শাস্তির যোগ্য সে তখনই হবে যদি সে মুসলমান বালেগ এবং জ্ঞানসম্পন্ন ও স্বাধীন হয়। আর যারা বিশুদ্ধভাবে বিবাহিত তাদের শাস্তি হলো প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড।

মান-সম্মানের হিফাযত

সমাজকে অপকর্ম হতে রক্ষায় শুধুমাত্র ব্যভিচারের কঠোর শাস্তিই যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তা হতে রক্ষা পাওয়ার অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হবে, যেমন মিথ্যা প্রচারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, মিথ্যা অপবাদ রটনা হতে মিথ্যা অপবাদকারীদের মুখ বন্ধ করা, যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতীতই তাদেরকে এ অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের শাস্তি বিধান করা। এ ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

---

১. যেমন আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের কোন কোন শহরে প্রকাশ্যে যৌন প্রদর্শনী হয়। প্রকাশ্য যৌন মিলনের এরূপ সিনেমা বৈরুতেও প্রদর্শিত হয়েছে।

www.pathagar.com

"আর যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাই সত্যত্যাগী।" — সূরা নূর ঃ আয়াত ৪

নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ ছাড়া সাধ্বী নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ ও তা প্রচার রোধ করা না হলে যেকোন সৎ পুরুষ বা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপের পথ প্রশস্ত হবে। যেকোন নারী বা পুরুষ এবং সম্প্রদায়ের মান-সম্মান কলুষিত হওয়ার ও সুনাম নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকবে। যে কোন স্বামী মামুলী সন্দেহের কারণে তার স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখবে। স্বার্থপর লোকের মিথ্যা প্রচারের দরুন অনেক পরিবারের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন হতে পারে। এতে সমাজ নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। অনেক সময় নিরপরাধ লোকদের এ সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

আর যখন অপবাদের প্রচার সমাজে নিরপরাধদেরকে ও ব্যভিচারের প্রতি প্রলুব্ধ করে— কেননা এতে গোটা সমাজই কলুষিত হয়। তখন যে সৎ তার মনেও এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সেও একে সহজ কাজ বলে মনে করে।

অতএব যে সকল মিথ্যা অপবাদ হতে মান-সম্ভ্রম রক্ষাকল্পে এবং যে সকল মিথ্যাপবাদের দরুন যে মনোকষ্ট অনুভূত হয়, তা হতে রক্ষা করার মানসে কুরআনে মিথ্যা অপবাদের শাস্তিকে কঠোর করা হয়েছে আর এর জন্য ব্যভিচারের শাস্তির প্রায় সমান শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত। সাক্ষীর অযোগ্য ঘোষণা করা এবং তাকে ফাসেক বলে আখ্যায়িত করা। প্রথম শাস্তি শারীরিক আর দ্বিতীয়টি সংযত করার জন্য আর অপবাদকারীর কথার মূল্য রহিত করে দেওয়া তার অপমানের জন্য যথেষ্ট। যেমন বলা হয়েছে তার কোন সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য নয়, তার কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এ সকল অবস্থা তখনই হবে যখন অপবাদ আরোপকারী এমন চারজন সাক্ষী অসমর্থ হবে যারা স্বচক্ষে ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হতে দেখেছে। বা তার সাথে আরও তিনজন সাক্ষী যারা প্রত্যক্ষভাবে তাকে কার্যরতাবস্থায় দেখেছে। তা হলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কাজ করেছে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

নির্দোষ নারীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদের অভিযুক্ত করাকে কুরআনে কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে, আর যে কবীরা গুনাহ করে সে আল্লাহ্‌র রহমত হতে বঞ্চিত হয়। আর পরকালে তার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِىْ
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ

www.pathagar.com

وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ -

"যারা সাধ্বী, সরলমনা, বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদেরই রসনা তাদের হস্ত ও তাদের চরণ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তারা জানবে, সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন। আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।" — সূরা নূর ঃ আয়াত ২৩-২৫

যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নারীদের অপবাদ করাকে কবীরা গুনাহ্ বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন ঃ

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله : وما هن ؟ قال الشرك بالله والسحر ، وقتل النفس التى حرم الله قتلها الا بالحق واكل الربا - واكل مال اليتيم - والتولى يوم الزحف - وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات -

"তোমরা সাত প্রকার ধ্বংসকারী কাজ হতে আত্মরক্ষা কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি ? তিনি বললেন ঃ তা হলো (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা (২) জাদু করা (৩) এমন প্রাণীকে হত্যা করা যার হত্যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা (৭) মু'মিন সাধ্বী সরলমনা স্ত্রীলোকের দুর্নাম রটনা করা।"[১]

অশ্লীলতা প্রচারের গুনাহ্

এমন কতক অসুস্থমনা লোক রয়েছে যারা কান কথা প্রচার করা এবং লোকের কাছে অন্যের কুৎসা প্রচার করে বেড়াতেই আনন্দ অনুভব করে। হয়ত হিংসার বশবর্তী হয়েই তারা একাজ করে বা কোন নির্দিষ্ট শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তারা একাজে লিপ্ত হয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِيْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

"যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।"

— সূরা নূর ঃ আয়াত ১৯

১. বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

সমাজ ও ব্যক্তির মর্যাদা উপেক্ষা করে যেসব পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী অশ্লীলতা প্রচারে লিপ্ত থাকে উক্ত শাস্তি সেসব পত্রপত্রিকার সম্পাদক প্রকাশকদের প্রতি কঠোরভাবে প্রযোজ্য।

কারো কাছ থেকে অশ্লীলতা প্রকাশিত হলে লোকমুখে তার চর্চা হয়। তার জন্য অপরাধীর কোন মর্যাদা লোক সমাজে অবশিষ্ট থাকে না। যখন মানুষের বিশ্বস্ততা থেকে সে বঞ্চিত হয়, তখন অপরাধ সংঘটনে আর কোন বাধা থাকে না এবং তওবার দ্বারও তার প্রতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ইসলাম চায় যে, মানুষের ভাল গুণগুলো সমাজে প্রচারিত হোক এবং মুখ ও লোকচক্ষু হতে মানুষের মন্দকে আড়ালে রাখা হোক।

আজকাল যে সকল বই-পুস্তক বা পত্রপত্রিকা লোকের সম্মুখে অন্যের কুৎসা রটনায় তৎপর এবং তারা এমনভাবে প্রচার করে যেন এসব অকাট্য সত্য, এতে তারা মানুষের মান-সম্মানের প্রতি কোন মূল্য দেয় না এবং সমাজের প্রতিও কোন ভ্রূক্ষেপ করে না।

ইসলাম লোকের মধ্যে সুনাম ছড়িয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা করে আর নিন্দা গ্লানি ইত্যাদি লোকের কথাবার্তা ও চক্ষুর আড়ালে রাখতে চায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উল্লেখ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি পাপ করে এবং লোকের মধ্যে বলে বেড়ায় সে আল্লাহ্র শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাবে না।" তিনি বলেন ঃ

كل امتى معافى الا المجاهرين وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول يافلان عملت البارحة كذا او كذا وقد بان يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه -

"আমার সকল উম্মতকেই ক্ষমা করা হবে যারা প্রকাশ্যে পাপ করে বেড়ায় তাদের ব্যতীত। পাপ প্রকাশ করা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি হয়ত বা কোন খারাপ কাজ করলো আল্লাহ্ তাকে লুকিয়ে রাখলেন কিন্তু সকালে সে লোকের মধ্যে বলে বেড়ায় যে, হে অমুক! আমি গত রাতে এমন খারাপ কাজ করেছি। রাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপ পর্দায় রেখেছিলেন, সকালে সে আল্লাহ্র সে পর্দা উন্মোচন করে দেয়।"[১]

১. বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যৌন সম্পর্কের সীমা ও তার বিধান

[নারীদের মধ্যে যাদেরকে বিবাহ্ করা নিষিদ্ধ ❑ সমকামিতা ❑ দাম্পত্য গোপনীয়তা রক্ষা ❑ হায়স অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়া]

যৌন সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক এমন নারী-পুরুষের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় যাদের মধ্যে এমন কোন নিকট সম্পর্ক নেই। যাতে তাদের উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ এবং প্রেমপ্রীতি বৃদ্ধি পায়। কেননা স্বভাবত নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক সহজে বাড়ে না। কারণ প্রায়শ নিকটাত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তি হয় পরস্পর সম্মান প্রদর্শনের উপর। এ জন্যই ইসলাম এ সকল দিক শিক্ষা করে অতি নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে কঠিনভাবে অবৈধ করেছে। বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসছে।

নারীদের মধ্যে যাদের বিবাহ্ করা নিষিদ্ধ

ইসলাম অতি কঠোরতার সাথে নারীদের মধ্যে কয়েক প্রকারের নারীকে বিবাহ্ করা হারাম করেছে। আর একে কবীরা গুনাহ্ বা মহাপাপের মধ্যে গণ্য করেছে। যাদের সাথে বিবাহ্ নিষিদ্ধ তাদের পুরাভাগে রয়েছে পিতার স্ত্রী। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا وَّسَاءَ سَبِيْلاً -

"নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতা যাদেরকে বিবাহ্ করেছে তাদেরকে বিবাহ্ করো না, পূর্বে যা হয়েছে হয়েছে।[১] এটা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।"

—সূরা নিসা ঃ আয়াত ২২

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজকে 'ফাহিশা', ঘৃণিত কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা পিতার স্ত্রী মাতৃতুল্য। অতএব তার সাথে যৌন মিলন হবে নিতান্তই

---

১. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এরূপ অশ্লীল কাজ কারো থেকে সংঘটিত হলে মুসলমান হওয়ার পর তার উক্ত পাপের জন্য তাকে দণ্ডিত করা হবে না।

www.pathagar.com

অমিল ব্যাপার, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজকে 'মাক্‌ত' বলেও উল্লেখ করেছেন। মাক্‌ত বলা হয় অতীব নীচ ধরনের ঘৃণ্য কাজকে যার কর্তা হবে আল্লাহ্‌র কাছে অতীব জঘন্য পাপাচারী। অতঃপর আল্লাহ্ এ কাজকে ساء سبيلا বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ এ কাজের কর্তা যে পথে চলবে এ পথ অতীব মন্দ ও নিকৃষ্ট।

অতঃপর কুরআনে অন্যান্য হারাম নারীর কথা উল্লেখ করে বলে দিয়েছেন ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِى اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِى فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلاَبِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

"তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনী, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভাগিনী, শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে যার সাথে সঙ্গম হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। তবে যদি তাদের সাথে সঙ্গম না হয়ে থাকে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই বোনকে একত্র করা। পূর্বে যা হয়েছে তা ভিন্ন কথা, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" — সূরা নিসা ঃ আয়াত ২৩

কোন কোন সমাজে আয়াতে উল্লিখিত কারো সাথে সম্ভোগ চরিতার্থকে সহজ মনে করা হয় কিন্তু সুস্থ স্বভাবের লোকেরা ঘৃণার চোখে দেখে। কেননা কুরআনের এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে ঐ সকল নারী রয়েছে যাদের সাথে ঐ পুরুষের আত্মীয়তার এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যে স্বভাবত তাদের দিকে যৌন আকর্ষণ হয় না। এবং স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ ব্যতিরেকে সুস্থ ও সবল সন্তান জন্মায় না।

যদি ইসলাম ঐসব নিকট আত্মীয়দের দিকে যৌন স্পৃহার পথ বন্ধ না করতো তা হলে ঐ সকল নারী ও পুরুষের মধ্যে তাদের একত্রে মিলেমিশে থাকার দরুন এবং মিলনের অবাধ সুযোগের কারণে বিশৃংখলার আশংকা বিরাজ করত।

ঐ সকল নারী এবং পুরুষের মধ্যে রয়েছে সম্মান ও স্নেহ-মমতার সম্পর্ক। এ সকল সম্পর্কের আদান-প্রদান আর বৈবাহিক সম্বন্ধের কথাবার্তা একত্রিত হতে পারে না, তাতে দুই ভিন্নমুখী ভাবের আদান-প্রদান একত্রিত হয়ে ঝগড়া-বিবাদ, বিচ্ছিন্নতা দেখা

www.pathagar.com

দিত। এবং নিকটাত্মীয়তা ও পারিবারিক সম্পর্ক ভাঙ্গনের সৃষ্টি হতো। কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি ঃ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ -

এ অংশে আল্লাহ্ দুগ্ধদানকারীকে মা বলে উল্লেখ করেছেন আর তার কন্যাকে বলা হয়েছে তার বোন। এতে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, দুধের সম্পর্কও নসব সমতুল্য। এজন্যই নবী করীম (সা) বলেন ঃ

ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب -

"আল্লাহ্ তা'আলা দুধ সম্পর্কে তা-ই হারাম করেছেন যা নসবের সম্পর্কে হারাম করেছেন।"[১]

দুধ পানের পরিমাণের মধ্যে ফকীহ্দের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ফকীহ্-এর মতে শুধু দুগ্ধ পানের দ্বারাই এ বৈবাহিক অবৈধতা সাব্যস্ত হবে পরিমাণ অল্প হলেও। কিন্তু প্রধান মতানুযায়ী পেট ভরে পাঁচবার দুধ পান ব্যতীত এ অবৈধতা সাব্যস্ত হবে না। আর এ দুগ্ধ পানের জন্য পানকারীর দু' বছরের পূর্ব পর্যন্ত সময় শর্ত করা হয়েছে যখন দুধই তার প্রধান খাদ্য থাকে। অতএব মায়ের দুগ্ধপায়ী শিশুর গোশ্ত বর্ধনে এবং তার হাড়ের গঠনে তা অংশ নেয়। আর তাদের মধ্যে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উপরোক্ত আয়াতে বিবাহে দুই বোনকে একত্র করতে হারাম করা হয়েছে। কারণ স্ত্রীর বোন যদি স্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত হয় তাছাড়া দুই সহোদর বোনকে একত্রে বিবাহ করলে দুই সতীনের মধ্যে স্বভাবত যে আত্মশ্লাঘার আশংকা করা হয় তা ক্রমশ হিংসার অনলকে দুইবোনের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে, যার ফলে উভয়ের মধ্যে দেখা দেবে ঝগড়া-কলহ এবং আত্মীয়তার বন্ধনে ভাঙন। ইসলাম দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করার ন্যায় ফুফু-ভাইজী, খালা-বোন ঝিকে একত্রে বিবাহ করা হারাম করেছে।

সমকামিতা

সমকামিতা একটি অস্বাভাবিক যৌন সম্ভোগ। কেননা এ হচ্ছে পুরুষের সাথে পুরুষের যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করা। এর সামাজিক, ব্যক্তিগত এবং বংশগত বিভিন্ন কারণ থাকে।

যৌন সম্পর্কের একটি পবিত্র দিক রয়েছে। আর পুরুষ এবং স্ত্রীর মিলন ক্ষেত্র ব্যতীত এ পবিত্র দিক অনুসারে এর সমাধান হতে পারে না। এ সনাতন রীতিই আল্লাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীর সকল জীবজন্তুর মধ্যে চালু রেখেছেন— এ সীমার বাইরে গেলেই তা আল্লাহ্ প্রদত্ত রীতি বা নিয়মের বিরোধিতা করা হবে।

---

১. তীরমিযী।

www.pathagar.com

তা'হলে বোঝা গেল, বৈবাহিক নিয়মাধীন পুরুষ এবং স্ত্রীর মিলন ব্যতীত যৌন পিপাসার নিবৃত্তি হতে পারে না। এতদুভয়ের মধ্যে কেউ অন্যকে ত্যাগ করে অন্য পথাবলম্বী বলেই তা তার পক্ষে এমন পাপ সাব্যস্ত হবে যা হবে ক্ষমার অযোগ্য।

অতএব সমকাম এমন একটি পন্থা পবিত্র লোকেরা যাকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করে। যে মনুষ্যত্ব হারিয়েছে এমন ব্যক্তি ব্যতীত কেউই তা গ্রহণ করবে না। এখান থেকেই ইসলাম সমকামিতার বিরোধিতা করেছে এবং কঠোর শাস্তির মাধ্যমে এর মূলোৎপাটন করেছে। কেননা এতে স্ত্রী-পুরুষের পবিত্র মিলনের বিপরীত পন্থাবলম্বনে পাপ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به -

"লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় কাজ করতে তোমরা যাকে পাও সেই কাজের যে কর্তা তাকে এবং যার সাথে সে কাজ করা হয়েছে উভয়কে হত্যা কর।"[১]

আল্লাহ্র নবী লূত (আ)-এর সম্প্রদায় যাদের মধ্যে এ ঘৃণিত কাজ প্রসার লাভ করেছিল তাদের ঘটনার বিবরণ কুরআনে বলা হয়েছে। তাদের নবী তাদেরকে এ কাজ হতে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারা তাদের এই ঘৃণ্য কার্য হতে নিবৃত্ত হয় নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ ফেরেশতা প্রেরণ করলেন, তারা তাদের জনবসতি উল্টিয়ে দিলেন। তাদের শাস্তির পরিবর্ধনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর উত্তপ্ত প্রস্তর বর্ষণ করলেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيْلٍ مَنْضُوْدٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ -

"অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর-কংকর, যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত ছিল, এটা সীমালংঘনকারীদের থেকে দূরে নয়।"

—সূরা হূদ ঃ আয়াত ৮২-৮৩

কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ যে সম্প্রদায়ই এদের মতো একাজে লিপ্ত হবে শাস্তি তাদের হতে দূরে নয়। অতএব যারা এ সমকামে লিপ্ত তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত। আর আল্লাহ্ পাক যে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন তার জন্য অপেক্ষা করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لعن الله من يعمل عمل قوم لوط ورددها ثلاثا -

১. সিহাহ সিত্তাহ, নাসাঈ ব্যতীত।

www.pathagar.com

"যারা লূত সম্প্রদায়ের কাজের মত কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।[১] তিনি তিনবার এর পুনরুক্তি করেন।"

তিনি আরো বলেন ঃ

ان اخوف ما اخاف على امتى عمل قوم لوط ۔

"আমি আমার উম্মতের যে সকল কাজের জন্য ভয় করি তন্মধ্যে অতীব ভয় করি লূত সম্প্রদায়ের আমলের মতো আমলের।"[২]

স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা

সম্মানজনক বৈবাহিকতা বন্ধনে নর ও নারীর যৌন সম্পর্ককে ইসলাম বৈধ সাব্যস্ত করে। অতএব এতে উভয়ের একে অন্যের উপর কোন প্রকারে সীমালঙ্ঘন না করা ওয়াজিব। আর কারো কাছে একে অন্যের গুপ্ত কথা প্রকাশ করাও অবৈধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ان من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى امرأته وتفضى اليه ثم ينشر سرها ۔

"কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্র কাছে অতি মন্দ ব্যক্তি হবে ঐ লোক যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে আর স্ত্রী তার সাথে সঙ্গমরত হয়। অতঃপর তাদের গোপন বিষয় লোকের কাছে প্রকাশ করে।"[৩]

ঋতুস্রাবকালে যৌন মিলন নিষিদ্ধ

যৌন মিলনে মানসিক ও শারীরিক সকল প্রকার ক্ষতি হতে সংরক্ষণ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য। তাই ইসলাম ঋতুস্রাবকালে স্ত্রী সঙ্গমকে হারাম করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۔

"লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, এটা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সঙ্গম বর্জন করবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করবে না। সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের কাছে ঠিক

১. আহমদ।
২. ইবনে মাজাহ, তিরমিযী।
৩. মুসলিম।

www.pathagar.com

সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।" — সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২২২

উক্ত আয়াতটি স্রাবকালকে কষ্টদায়ক বর্ণনা করে হায়েয বা স্রাবকালে পুরুষকে স্ত্রীগমনে নিষেধ করে। এ আয়াতে اذى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তার দুই অর্থ হতে পারে। এর এক অর্থ ঃ কষ্ট এবং ক্ষতি, অন্য অর্থ ঃ এমন অপবিত্রতা যা লোকে অপছন্দ করে। স্রাবকালীন সঙ্গমে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য এ উভয় প্রকার কষ্টই বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু তাতে জরায়ুর সংকোচন বৃদ্ধি পেতে পারে। যদ্দরুন নানাবিধ রোগ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন এর ফলে কারো রজঃস্রাবে নানা বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং জরায়ুতে জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি হয়। তদুপরি আঘাত লাগার দরুন নারীদের কষ্ট অনুভূত হয় যাতে এর শিরা উপশিরাগুলি আঘাত প্রাপ্ত হয়। কেননা এ সময় শিরাগুলি এমনিতেই ব্যথিত থাকে। যেমন অভ্যন্তরীণ হরমোনগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অন্য বস্তুর প্রবাহের দরুন এ সময় তার যৌন ক্ষুধা নিস্তেজ থাকে। নারীদের মধ্যেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, নরের মধ্যে নয়। অন্যান্য জীবজন্তুর দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায় এ অবস্থায় তাদের মধ্যে এর কোন খবরই থাকে না। তারা কোন কষ্টও অনুভব করে না। আর এ জন্য তাদের কোন আরাম-আয়েশেরও প্রয়োজন হয় না।

স্রাব অবস্থায় সঙ্গমে লিপ্ত হলে নারীর তুলনায় নরের যে কম কষ্ট হয় তা নয় বরং এ অবস্থায় সংগমকালে নারীদের বাচ্চাদান হতে অনেক সময় রক্তমিশ্রিত নানা প্রকার জীবাণু নির্গত হয়ে তাদের প্রস্রাবনালিতে প্রবেশ করে।

এ সকল কারণে স্রাব অবস্থায় স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। আর হায়েয হতে উত্তমরূপে পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাদের সাথে সঙ্গম হারাম করেছেন, আর এ অবস্থায় তাদেরকে উত্তেজিত করতে নিষেধ করেছেন যেমন উক্ত আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ـ

"সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সঙ্গম বর্জন করবে, এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করবে না। সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের কাছে ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।" — সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২২২

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

পারিবারিক জীবনে আমাদের পাপ

- আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা
- পিতামাতার সাথে অসঙ্গত ব্যবহার

www.pathagar.com

মূলে عقوق الوالدين শব্দ রয়েছে। এর সংজ্ঞা একটু ব্যাপক। পিতামাতাকে যে কোন প্রকারেই হোক কোনরূপ দঃখ দেয়াকেই আরবীতে 'উকুকুল ওয়ালিদাইন' বলা হয়। তা সামান্য হোক বা বেশী হোক। অথবা তাদের আদেশ-নিষেধে অমান্য করা হোক। তবে এ ব্যাপারে শর্ত এই যে, তাদের আদেশ বা নিষেধে যেন আল্লাহ্‌র নাফরমানী না থাকে। মাতা্পিতার অবাধ্যতা ঐ সকল কবীরা গুনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত, যেসব গুনাহ সম্পর্কে রাসূল (সা) সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন ঃ

الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا ، قلنا : بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال : الا وقول الزور وشهادة الزور - فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت -

"আমি কি তোমাদেরকে অন্যতম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? এ কথা তিনি তিনবার বলেন। আমরা বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতামাতার সাথে অসঙ্গত ব্যবহার করা। তখন তিনি বালিশে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, উঠে বসলেন এবং বললেন ঃ শুন, আর মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দান। একথা তিনি বারবার উচ্চারণ করছিলেন। এমনকি আমরা মনে করলাম হয়ত তিনি এবার চুপ করবেন।"[১]

পিতামাতার প্রতি সন্তানের শারীরিক সীমালঙ্ঘন বা তাদের কটুকথা বা গালি দেওয়া বা কোন ব্যাপারে তাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত তাদের উপর কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা। যেমন তাদের কাছে এমন কোন মাল বা টাকা-পয়সা চাওয়া যা পূর্ণ করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে। তাদের প্রতি ভয়ভীতি প্রদর্শন এ সবই তাদের অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত। মাতাপিতার অবাধ্যতার আর এক প্রকার হলো, ধনবান পুত্রের অভাবগ্রস্ত পিতামাতার দারিদ্র্যের প্রতি লক্ষ্য না করা। পিতামাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্বের ব্যাপারে পুত্রের উদাসীন হওয়া এবং তাদের খোঁজ-খবর না নেওয়া। এটা সাধারণত ঐ সব পুত্রের ব্যাপারে ঘটে থাকে যাদের সামাজিক মর্যাদা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং মাতাপিতাকে সামাজিক দিক দিয়ে নিম্ন পর্যায়ের মনে করে।

আর এক প্রকারের অবাধ্যতা ও উকুক হলো মাতাপিতার প্রতি গালির কারণ হওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والدية ؟ قال يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه -

"কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজের মাতাপিতাকে গালি দেওয়া সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গুনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত। কেউ প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একজন লোক তার

১. বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

মাতাপিতাকে কি করে গালি দিতে পারে ? তিন বললেন, এক ব্যক্তি কারো পিতামাতাকে গালি দিল প্রত্যুত্তরে ঐ ব্যক্তি তার পিতামাতাকে গালি দিল। অর্থাৎ এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মাতাপিতাকে গালি দিল, ঐ ব্যক্তিও তার উত্তরে ঐ ব্যক্তির মাতাপিতাকে গালি দিল।"[১]

মাতাপিতার প্রতি অবাধ্যতা ও দুর্ব্যবহারের প্রমাণ স্পষ্ট। কারণ এটা মাতাপিতার সম্মানহানি এবং তাদের নামকে সম্মানহানির স্থলে অর্পণ করা। যিনি তাকে তার ছেলেবেলায় নানা উপায় অবলম্বনে রক্ষা করেছিলেন। অতএব মাতাপিতার সম্মান সন্তানের হস্তে আমানত স্বরূপ। আর অধিকাংশ মাতাপিতার কাছেই তার সম্মান প্রাণের চাইতে মূল্যবান হয়ে থাকে। অতএব তা রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য। স্বীয় প্রাণের চাইতে মাতাপিতার উকুক ও তার কারণগুলি আমরা বর্ণনা করলাম। ইসলাম এত শক্তভাবে মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতি তাকিদ করেছে। এর গুরুত্ব সম্পর্কে এ প্রমাণই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে সর্বদা এ অসিয়তকে আল্লাহ্র ইবাদতের সাথে মিলিতভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ

"তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তার শরীক করবে না; এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।" —সূরা নিসা ঃ আয়াত ৩৬

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ

"সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।" —সূরা লুকমান ঃ আয়াত ১৪

অতএব মানুষের যেরূপ তার অসংখ্য নিয়ামতদাতা সৃষ্টিকর্তার শোকর করা অবশ্য কর্তব্য, তদ্রূপ তার পিতামাতার শোকর আদায় করাও অবশ্যকর্তব্য। কেননা তাকে প্রতিপালন ও তার শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে তার উপর তাঁদের অগণিত দান ও এহসান রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) আয়াতে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে উক্তি করেছেন তাতে কুরআনের অর্থ সম্পর্কে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ তিনটি আয়াত তিনটি বিষয়ের সাথে স্পষ্ট করে অবতীর্ণ করা হয়। তাদের একটি অন্যটি ব্যতীত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ ـ

"তোমরা আল্লাহ্র আদেশ মান্য কর এবং রাসূলের আদেশ মান্য কর।"

---

১. বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

অতএব যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল অথচ রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করল না, তার আনুগত্য গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَاٰتُوْا الزَّكَاةَ ـ

"তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।"

অতএব যে ব্যক্তি নামায আদায় করলো কিন্তু যাকাত দিল না তার যাকাতও গ্রহণযোগ্য হবে না।

তৃতীয় ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اَنِ اشْكُرْلِى وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ

"তোমরা আমার শোকর কর এবং মাতাপিতার শোকর আদায় কর। আর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।"

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলো, কিন্তু মাতাপিতার শোকর আদায় করলো না, তার এ কাজও গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ জন্য রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

رضا اللّٰه فِى رضا الوالدين وسخط اللّٰه فى سخط الوالدين ـ

"মাতাপিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নিহিত আর মাতাপিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নিহিত।"[১]

মাতাপিতার সাথে সদ্ভাব রক্ষা করে চলার সর্বোৎকৃষ্ট অসিয়ত যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُوْلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ـ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيْرًا ـ

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে উ'ফ বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। মমতাবশে তাদের প্রতি

১. ইবনে হিব্বান, মুস্তাদরাকে হাকিম।

www.pathagar.com

নম্রতার বক্ষ অবনমিত কর এবং তাদের প্রতি ভদ্র থেকো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।” —সূরা ইসরা ঃ আয়াত ২৩-২৪

এ আয়াতে আল্লাহ্ পিতামাতার সাথে ইহ্সান করার আদেশ দান করেছেন। তাহলো মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহার, নম্র ব্যবহার এবং ভালবাসা আর তাদের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা অন্য সকল কাজের উল্লেখ করেছেন যা তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা অতীব আবশ্যকীয়। বিশেষত তাদের বৃদ্ধাবস্থায়। কেননা বৃদ্ধাবস্থায় মানুষ অনুভূতির শেষ পর্যায়ে উপস্থিত হয় এবং অন্যের পক্ষ হতে ছোটখাট কিছু হলেও তাদের মনে দাগ কাটে। এ সময় তাদের মনে ছেলেমানুষী প্রকাশ পায়, এ সময় তারা এমন কার্য করে ফেলে যা অন্যের চিন্তার কারণ হয়।

অতএব এসব সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানকে সে ছেলে হোক বা মেয়ে মাতাপিতাকে বলতে নিষেধ করেছেন। এ শব্দটি দুঃখের ইঙ্গিত বহন করে, যে প্রকারেরই হোক না কেন। যেমন সন্তানকে নিষেধ করা হয়েছে ধমক দিতে বা তাদের সাথে চিৎকার করে কথা বলতে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের সাথে ভাল নম্র কথা বলতে আদেশ করেছেন অর্থাৎ এমন নম্র কথা যা মিষ্টি ভালবাসাপূর্ণ, আদর-সোহাগ ভরা তাদের ইচ্ছার অনুকূলে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য সন্তানকে বিনীত থাকা ও বিনয় প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এভাবে যে তাদের প্রতি বিনম্র অতি ভদ্রোচিতভাবে কথা বলবে এবং তাদের সম্মুখে তা প্রকাশ করবে এবং তাদের কাছে তাদের হক আদায় করতে না পারার অক্ষমতা প্রকাশ করবে।

এরপর আল্লাহ্ তাদের জন্য দু'আ করার আদেশ করে এর নিয়ম শিক্ষা দিচ্ছেন।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলো ঃ

يا رسول اللّه : هل بقى من برابوى شيئ ابرهما به بعد موتهما ؟
قال : نعم الصلاة عليهما وانفاذ عهد هما من بعد هما ، وصلة الرحم
التى لا توصل الا بهما ـ واكرام صديقهما ـ

“ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মাতাপিতার মৃত্যুর পরও কি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার ব্যাপার অবশিষ্ট থাকে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তাদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা ভিক্ষা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের অসিয়ত পালন করা, তাদের পক্ষের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা।”[১]

১. আবূ দাউদ ও ইবনে মাযা।

www.pathagar.com

রাসূল (সা) তাঁর অসীয়তে মাতাপিতার সাথে সদ্ভাব রক্ষা করার উল্লেখ করে বলেন ঃ

ومن سره ان يمد له فى عمره ويزاد فى رزقه فليبر والديه وليصل رحمه -

"যে ব্যক্তি তার আয় বৃদ্ধি কামনা করে এবং তার রিয্ক বৃদ্ধি করতে আকাঙ্ক্ষা করে সে যেন তার পিতামাতার সাথে সদ্ভাব রক্ষা করে এবং তাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করে।"[১]

ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেছেন ঃ

سألت رسول الله اىّ العمل احب الى الله ؟ قال : الصلاة لو قتها قلت ثم اىّ ؟ قال : بر الوالدين - قلت ثم اىّ ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله -

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলাম আল্লাহ্‌র কাছে কোন্ কার্য অতীব পছন্দনীয়? তিনি বললেন ঃ সময় মতো নামায আদায় করা। আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অতঃপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ মাতাপিতার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম ঃ অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।"[২]

মাতাপিতার মধ্যেও আবার মাতার প্রতি অধিক লক্ষ্য দেওয়ার জন্য ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। কেননা মাতার মর্যাদা অধিক। তাঁর স্নেহ-মমতা অত্যধিক, সন্তানের জন্য তার দান অপরিসীম। কেননা তিনি তাঁকে গর্ভে ধারণ, লালন-পালন, প্রসব, দুগ্ধদান, রাত্রি জাগরণ, মলমূত্রে ময়লায় বিজড়িত হওয়া, নানারূপ কষ্ট সহ্য করেছেন। তার এ সকল কষ্ট সহ্যের কোন কোনটির প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا -

"আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লাগে ত্রিশ মাস।"

—সূরা আহকাফ ঃ আয়াত ১৫

১. ইমাম আহমাদ।

২. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো ঃ

يا رسول الله : من احق الناس بحسن صحابتى ؟ قال امك قال ثم من ؟ قال امك ـ قال ثم من ؟ قال امك ـ قال ثم من ؟ قال ثم ابوك ـ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ ব্যক্তি আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিক উপযুক্ত ? তিনি বললেন ঃ তোমার মাতা। সে আবার জিজ্ঞাসা করলো ঃ তারপর কোন্ ব্যক্তি ? তিনি বললেন, তোমার মাতা। তৃতীয়বার সে জিজ্ঞাসা করলো তারপর কোন্ ব্যক্তি ? তিনি বললেন ঃ তারপর তোমার পিতা।"[১]

এ হাদীসে রাসূল (সা) তিনবার মাতার কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করলেন যে, মাতাই সন্তানের কাছ থেকে অধিক সদ্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য।

রাসূল (সা) একবার পিতার ব্যাপারে লোকদেরকে নসীহত করলে এক ব্যক্তি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললো ঃ

ان ابى يحتاج مالى قال : انت ومالك لابيك ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالكم ـ

"আমার পিতা আমার মালের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন ঃ তুমি এবং তোমার মাল তোমার পিতার জন্য। তোমাদের সন্তানরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা তাদের মাল ভক্ষণ কর।"[২]

রাসূল (সা) আরও বলেন ঃ

ان من اطيب ما اكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه ـ

"নিজের উপার্জিত খাদ্যই উত্তম খাদ্য। আর তার সন্তানও তার উপার্জিত।"[৩]

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ বা সমষ্টিগতভাবে বসবাস করা ব্যতীত মানুষ কখনও শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে পারে না। আর সমাজে বাস করলে বা সমষ্টিগতভাবে জীবন যাপন করতে হলে যাদের সাথে একত্রিত হয়ে বসবাস করবে তাদের কিছু হক আদায় করাও অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। সমষ্টিগতভাবে না থাকলে, একত্রে বসবাস না করলেও মানুষ ঐ বকরীর ন্যায় অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করে; যে বকরী দলভ্রষ্ট হয়ে বিপদগ্রস্ত হয়। যে জনসমষ্টির উপর এ অর্থ পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তা হলো ঐ পারিবারিক জীবন যা সর্ব প্রকার মঙ্গলের আধার। পারিবারিক জীবন-যাপন পদ্ধতিতে মানুষ স্বীয় প্রাপ্য আদায়ের অধিকার লাভ করে এবং স্বীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়, শান্তি

১. বুখারী ও মুসলিম।

২. ইবনে মাজাহ।

৩. আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ।

www.pathagar.com

পাওয়ার সুযোগ পায়। এখানেই ইসলাম তার অনুসারীদেরকে পরিবারভুক্ত সকলের প্রতি তার অংশ হিসাবে সকল কিছুই দান করতে উদ্বুদ্ধ করে। স্নেহ-মমতা ও দান খিদমতে অন্যান্য দেশবাসীর উপর এদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যেরূপ আত্মীয়তা ছেদন করাকে মহাপাপ মনে করে। ইসলাম পরিবারস্থ লোকদের দু'টি নামে নামকরণ করেছে; কখনও একে 'আরহাম'বলে সম্বোধন করেছে আর কখনও 'যবীল কুরবা' বা নিকটাত্মীয় বলে সম্বোধন করেছে।

যে সকল স্থলে পরিবারস্থ লোকদেরকে যবীল কুরবা বলা হয়েছে তন্মধ্যে ঃ

وَأٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ـ

"আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার পাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটকদের।"

يَسْـأَلُوْنَكَ مَـاذَا يُنْفِـقُـوْنَ قُلْ : مَـا اَنْفَـقْـتُمْ مِنْ خَـيْـرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ ـ

"লোক কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত পিতৃহীন এবং মুসাফিরদের জন্য।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৫

অতএব কুরআন আত্মীয়-স্বজনকে ইহসানের প্রথম পর্যায়ের পাত্র হিসাবে নির্ধারিত করেছে আর যারা সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত তাদের মধ্যে আত্মীয়স্বজনকে প্রাধান্য দান করেছে।

আর কুরআনের যে সকল স্থানে পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনকে 'আরহাম' বলা হয়েছে তা হলো ঃ

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِى تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ـ

"এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চ্ঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে।" —সূরা নিসা ঃ আয়াত ১

অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে তাকে ভয় কর, আর 'আরহাম'-এর হিফাযত কর এবং তাদের হক আদায় কর, আর তাদের সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করা থেকে বিরত থাক।

যারা আত্মীয়তা ছিন্ন করেছে—কুরআনে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ ـ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ ـ

www.pathagar.com

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।" —সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ২২-২৩

অর্থাৎ তোমরা যদি শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হও তবে তোমরা সংসারে শান্তি নষ্ট করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর রহমত হতে দূর করেছেন এবং তাদেরকে সত্য শ্রবণ করা হতে বধির করেছেন, আর হিদায়েতের পথ হতে তাদের চক্ষু অন্ধ করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করে এ পাপে পাপী ব্যক্তিদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ

الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله -

"আত্মীয়তার বন্ধন (الرحم)[১] আরশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে বলে ঃ যে আমার সাথে সম্পর্ক রেখেছে আল্লাহ্ তাকে মিলিত রাখুন আর যে আমাকে ছিন্ন করেছে আল্লাহ্ তাকে ছিন্ন করুন।"[২]

নবী করীম (সা) আরও বলেন ঃ

ما من ذنب أجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الاخرة من البغى وقطيعة الرحم -

"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীর ন্যায় আর কোন পাপই এত উপযুক্ত নয় যে, আল্লাহ্ ইহজগতে তাকে ত্বরিত শাস্তি দান করেন এবং পরকালে তার জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে রাখেন।"[৩]

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর ব্যাপারে তার অন্যান্য বাণীর মধ্যে একটি হলো ঃ

لا يدخل الجنة قاطع رحم -

"আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৪]

---

১. رحم বলা হয় স্বজনকে, যাদের সাথে বংশগত সম্বন্ধ রয়েছে। তারা সরাসরি উত্তরাধিকারী হোক বা না হোক। এবং তাদের সাথে বিবাহ বন্ধন বৈধ হোক বা না হোক। আত্মীয়ের সাথে সৎ ব্যবহার অনেকভাবে হতে পারে। যেমন অর্থ সাহায্য, বিপদ মুহূর্তে সহযোগিতা করা, হাসিমুখে তার সাথে সাক্ষাৎ করা। এক কথায় সৎ ব্যবহার হচ্ছে যথাসাধ্য মঙ্গল করা এবং বিপদে সাহায্য করা।

২. বুখারী ও মুসলিম।

৩. বুখারী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

৪. মুসলিম।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা) আত্মীয় সম্পর্কের ব্যাপারে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বলেন ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت -

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে এবং পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে, না হয় নির্বাক থাকে।"[১]

আত্মীয় সম্পর্কের বন্ধন রক্ষাকারীর উত্তম প্রতিফলের প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من احب ان يبسط له فى رزقه وينسأله فى اثره فليصل رحمه -

"যে ব্যক্তি তার জীবিকার প্রাচুর্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে সে যেন আত্মীয়তা অক্ষুণ্ন রাখে।"[২]

আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে ইসলাম যে তাকীদ দিয়েছে তার কারণ হলো মানবতার চাহিদা প্রতিষ্ঠা করা। তা হলো মানব সর্বদাই তার নিকটতম ব্যক্তির পক্ষ হতে সহানুভূতি কামনা করে। যদি সে এ ব্যবহার হতে বঞ্চিত হয় তাহলে তা পাপ বলে গণ্য হবে। অপর পক্ষে কোন ধনী ব্যক্তি যদি অপরিচিত কোন গরীবকে তার ইহসান হতে বঞ্চিত করে তবে তার ক্রোধ ঐ ক্রোধের দশমাংশও হবে না। যেই ক্রোধ নিকট-আত্মীয়ের মনে সৃষ্টি হয় তাকে ইহসান হতে বঞ্চিত করার কারণে। যেমন কবি বলেন ঃ

وظلم ذوى القربى اشد مضاضة * على النفس من وقع الحسام المهند

"নিকটাত্মীয়ের অত্যাচার শাণিত তরবারির আঘাত হতেও অন্তরে অধিক আঘাত করে।"

নিকটাত্মীয়ের অত্যাচার শত্রুতা ও হিংসার উৎপত্তি করে। কেননা নিকটাত্মীয় স্বভাবত অন্যদের তুলনায় গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে অধিক অবগত। অতএব যদি সে তার কোন কাজের প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে এ নিকটাত্মীয়কে কিভাবে দুঃখ কষ্টে নিপতিত করতে হবে তা সে অন্যের তুলনায় অধিক অবগত এবং তার জীবনকে কিভাবে সংকুচিত করে তাকে কখন ধ্বংস করা যাবে তার উপযুক্ত সময়ও এ নিকটাত্মীয়ের ন্যায় আর কেউ জ্ঞাত নয়।

---

১. বুখারী।

২. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

আর যখন ইসলাম এমন একটি সামাজিক বা পারিবারিক জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত করে যা ভালবাসা ও দয়া স্নেহের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, তখন সে লোকের তার সম্পত্তিতে নিকটাত্মীয়দেরকে অন্যান্য লোকের চেয়ে অধিক হকদার সাব্যস্ত করেছে। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার অন্য নিকটাত্মীয়দেরকে অংশীদার করেছেন। তারা প্রত্যেকে তা হতে আল্লাহ্র নির্ধারিত অংশ প্রাপ্ত হবে আত্মীয়তার নৈকট্য হিসাবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا ـ

"পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক এটা নির্ধারিত অংশ।" —সূরা নিসা ঃ আয়াত ৭

আর পারিবারিক ব্যবস্থাকে ইসলামের দৃষ্টিতে আরও সুদৃঢ় করার মানসে আল্লাহ্ তা'আলা বিত্তবান ধনী লোকদের উপর গরীব ও মুখাপেক্ষী পূর্বপুরুষ যেমন পিতা, দাদা এবং পরবর্তী যেমন সন্তান বা সন্তানের সন্তানদের জন্য ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার অর্পণ করেছেন। আর স্ত্রী এবং সন্তানদের দায়িত্ব স্বামী বা পিতার উপর অর্পণ করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) এরূপ মত পোষণ করেন যে, প্রত্যেক ওয়ারিসের উপর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে, অতএব যে ব্যক্তি একজন অভাবগ্রস্ত নিঃস্ব ব্যক্তির ওয়ারিস হয় সে যদি কিছু মাল দেনা রেখে মৃত্যুবরণ করে তবে সে অক্ষম হলে এ ওয়ারিসের উপর তা আদায় করা ওয়াজিব। তাঁর এ মত ঐ আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আয়াতে সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার উপর এবং দুগ্ধদানের মজুরির উল্লেখ রয়েছে। আর নিম্নলিখিত আয়াতের শেষাংশেও ওয়ারিসের উপর ভরণ-পোষণের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ، لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَهٗ بِوَالِدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ـ

"জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা, কাউকেই তার সাধ্যাতীত কার্যের ভার দেওয়া হয় না কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না এবং উত্তরাধিকারীদেরও অনুরূপ কর্তব্য।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩৩

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

পানাহারে আমাদের পাপ

- সুরা ও তার অপকারিতা
- শূকরগোশ্‌ত ও তার অপকারিতা
- রক্ত পান ও তার অপকারিতা
- মৃত ভক্ষণ ও অপকারিতা
- হিংস্র জন্তু ও পাখি
- মূর্তির জন্য যবেহকৃত পশু ভক্ষণ

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

মদ ঃ সুরা

[সুরা ও এর পাপসমূহ ❑ ইসলামে সুরা অবৈধকরণ ❑ সুরা হারাম করণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ❑ সর্বপ্রকার সুরা অবৈধকরণ ❑ সুরা বিক্রয় অবৈধকরণ ❑ সুরার সামাজিক অপকারিতা ❑ মদের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি]

যা অন্তরকে আঘাত করে তা হলো বহু মুসলমান কোন কোন আরব শহরে প্রকাশ্যে সুরা পানে মত্ত। এমন কি তারা তাদের গৃহসমূহে বিয়ার এবং এর বিশেষ ধরনের গ্লাসে মাদক দ্রব্যও মজুদ রাখে। আর তারা তাদের অতিথিদের সম্মুখে সকালের পানীয় হিসাবে কফি ও চায়ের মতো তা পরিবেশন করে।

বহু মুসলমান সুরা বিক্রির ব্যবসার জন্য দোকান খোলে। অথচ সুরা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম বা অবৈধ। আর এর পান ও বিক্রি কবীরা গুনাহ বা মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। এখানে আমরা এর পাপসমূহ এবং এর অপকারিতা উল্লেখ করার আশা রাখি।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"আপনি উপদেশ দান করুন কেননা যারা মু'মিন উপদেশ তাদেরকে লাভবান করবে।"

সুরা ও এর পাপসমূহ

মদ-এর মূল আরবী শব্দ 'খামার'। এর আভিধানিক অর্থ 'বিলুপ্ত করা', 'লুকিয়ে ফেলা'। যেহেতু সুরা মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে বিলুপ্ত করে দেয় তাই এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক কুরআনে একে মহাপাপ এবং অপবিত্র শয়তানি কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ফকীহদের সম্মিলিত মতানুযায়ী এর অবৈধতা যে অস্বীকার করবে সে কাফির। মদের মহাপাপ হওয়ার কারণ হলো মানুষের অনুভূতির বিলুপ্তি সাধন। অথচ মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতি শক্তির মত উত্তম বস্তু যখন সুরা বিলুপ্ত করে দেয়, তখন এর নিকৃষ্টতা অবধারিত হয়ে পড়ে। 'আকল'–জ্ঞান বুদ্ধিকে 'আকল' এ জন্যেই বলা হয় যেহেতু তার স্বভাব সেদিকে ধাবিত করে। এ জ্ঞানবান বা

www.pathagar.com

বুদ্ধিমানকে সে সকল মন্দ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে। আর একথা ধ্রুব সত্য যে, জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তির কারণে সকল প্রকার মন্দ কার্যের উদয় হয়।

মদ বা সুরা পানের দরুন বহু লোক তাদের নিকট আত্মীয়া, অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে জোরপূর্বক সঙ্গমে লিপ্ত হয়। আর এ সুরা বা মদের মাদকতায় অজ্ঞান অবস্থায় কত লোক যে স্বীয় ধনসম্পদ এবং জীবনকে জুয়া, নারী হরণ এবং পতিতালয়ে গমন করে ধ্বংস করে অত্যধিক মাতলামির দরুন। আর নেশায় মত্ত স্বামীর দ্বারা বহু নির্দোষ স্ত্রীর তালাক সংঘটিত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন ঃ

لا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر -

"তোমরা সুরা পান করো না। কেননা, এটা সকল প্রকার মন্দ কার্যের কুঞ্জি।"[১]

সুরা পানে মানুষের পরস্পর ব্যবহারে তারতাম্য ঘটে। তাছাড়া সকল মন্দ অভ্যাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আর এমন সব কার্য সংঘটিত হয় যা মানুষের কাছে তার মানসম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করে, মানুষের চোখে তাকে এক হাস্যাস্পদ বস্তুতে পরিণত করে দেয়। আরও দুঃখজনক, সুরাপায়ীর তুলনা দিয়ে আরবরা বলতো ঃ সুরাপায়ী লোক প্রথমাবস্থায় নিজকে ময়ূরের ন্যায় সুন্দরদেহী মনে করে এবং নিজের মধ্যে স্ফূর্তি চাকচিক্য দেখতে পায়। কিন্তু কিছু দিন পর সে বানর সদৃশ হস্তপদ চালনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সব শেষে সে শূকরের ন্যায় কাদা ঘাটতে আরম্ভ করে।

ইসলামে সুরা নিষিদ্ধকরণ

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবদের সুরাসক্ত হওয়ার ব্যাপারটি সর্বজন বিদিত। তারা তাদের কবিতার মাধ্যমে এর প্রকাশ করতো। সুরা পান তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়েছিল। ইসলাম আগমনের পর তাদের এ অভ্যাসকে একেবারে নিষিদ্ধ করা সহজ কাজ ছিল না। এজন্যই ইসলাম সুরা নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে অন্যান্য কাজের ন্যায় শম্বুকগতি অবলম্বন করলো। যেন লোকের উপর এর প্রতিক্রিয়া কষ্টসাধ্য না হয়, তাই ইসলাম একে তিন ধাপে হারাম ঘোষণা করেছে।

প্রথম ধাপ

কুরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমত যে আয়াতের মাধ্যমে সুরার অবৈধতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন তা হলো ঃ

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا -

১. ইবনে মাজাহ।

www.pathagar.com

"লোক তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এতে পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।"

—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৯

এ আয়াতটি সুরা এবং জুয়ার অবৈধতা সম্পর্কিত। যদি সুরার অবৈধতার ব্যাপারে আর অন্য কোন আয়াত নাযিল না-ই হতো তাহলে এ আয়াতটিই এ ব্যাপারে যথেষ্ট ছিল, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতে বলেছেন ঃ

فِيْمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ -

"এতে মহাপাপ রয়েছে।"

আর পাপ সবগুলিই হারাম বা অবৈধ কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ -

"বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ।"

—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩৩

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে, সর্ব প্রকার পাপই অবৈধ। আর আল্লাহ্ তা'আলা সুরা এবং জুয়ার পাপ রয়েছে বলেই ক্ষান্ত হন নাই বরং অবৈধতার পোষকতার এ পাপকে كبير বা 'মহা' বলেও এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আর জুয়া ও সুরার ব্যাপারে আয়াতে যে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ -

অর্থাৎ ঃ "এবং মানুষের জন্য লাভ রয়েছে", এতে এদের বৈধতা প্রমাণিত হয় না। কেননা এর উদ্দেশ্য হলো কোন কোন লোকের জন্য পার্থিব কোন উপকার এতে থাকতে পারে।

কারণ প্রত্যেক অবৈধ বস্তুতে নগণ্য পরিমাণ হলেও কোন না কোন উপকার মানুষের হতে পারে। কিন্তু এ লাভ বা উপকার তার অপকারের তুলনায় অতি নগণ্য। যেমন আয়াতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ

وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا -

"এদের পাপ এদের উপকারের তুলনায় সর্বাধিক।"

বিশেষত জুয়া ও সুরা পনের মাধ্যমে এমন সব পাপ সংঘটিত হয় যা পরকালের আযাবকে অনিবার্য করে দেয়। আর সুরায় যে অনিষ্টকারিতার উদয় হয় তা সুরায় অভিজ্ঞ জ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ধাপ

অতঃপর সুরার অবৈধতার দ্বিতীয় ধাপে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ـ

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ্য পানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার।" —সূরা নিসা ঃ আয়াত ৪৩

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, একবার একজন মুসলমান যিয়াফতের আয়োজন করে বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত করলো। তারা খাওয়াদাওয়ার পর প্রথানুযায়ী সুরা পান করলো । ইত্যবসরে মাগরিব নামাযের সময় হলে সকলেই নামাযের প্রস্তুতি নিল এবং একজনকে ইমাম নিযুক্ত করে নামায আরম্ভ করলো। সে ব্যক্তি তার মাতাল অবস্থার জন্য কুরআন পাঠে একস্থানে এমন ভুল তিলাওয়াত করলো যা উদ্দেশ্যের বিপরীত ছিল। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যারা সুরা পান বর্জন করেছিল, তারা বললো ঃ যে বস্তু আমাদের ও নামাযের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তা কোন মতেই উত্তম বস্তু হতে পারে না। যেহেতু নামাযের সময়গুলি খুবই কাছাকাছি অতএব নামাযী ব্যক্তিকে প্রায়ই সুরা বর্জিত অবস্থায় থাকতে হয় যাতে মত্ত অবস্থায় নামায পড়তে না হয়। অতএব বোঝা গেল, সজ্ঞান অবস্থা ব্যতীত ইবাদত হতে পারে না। আর যখন লোক মত্ত অবস্থায় জ্ঞানশূন্য হয় তখন আল্লাহ্র ইবাদত আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি সুরা পান করেছে এবং জ্ঞানহারা হয়েছে তার পক্ষে আল্লাহ্র ইবাদত করার কোন অর্থই হতে পারে না।

তৃতীয় ধাপ

এ ঘটনার বেশ কিছুদিন পর একদল মুসলমান সুরামত্ত অবস্থায় পরস্পর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ ও মারামারি পর্যায়ে উপনীত হলো। তারা অজ্ঞতা যুগের কথা তাদের সময়কে স্মরণ করিয়ে দিল। তখন সুরা পানের অবৈধতার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কঠিন বাণী অবতীর্ণ হলো ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

www.pathagar.com

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানদের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়, তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?" —সূরা মায়িদা ঃ ৯০-৯১

এ আয়াতটির প্রতি মনোনিবেশ করলে সুরার অবৈধতা সম্বন্ধে সম্যক তথ্য লাভ করা সম্ভব হবে।

প্রথমত, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সুরার অবৈধকরণকে প্রতিমা পূজার অবৈধকরণের সাথে একত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এতদুভয়কে একই পর্যায়ভুক্ত করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিমা পূজা কঠিন অবৈধ বস্তুসমূহের অন্তর্গত।

দ্বিতীয়ত, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সুরা এবং জুয়াকে রিজ্‌স (رجس) বলে উল্লেখ করেছেন। 'রিজ্‌স'-এর আভিধানিক অর্থ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু বা অপবিত্র বস্তু। মু'মিন সর্বদা এ বস্তুদ্বয় পরিত্যাগ পূর্বক তা হতে দূরে থাকে।

তৃতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বস্তুদ্বয়কে শয়তানি কর্মকাণ্ড বলেও উল্লেখ করেছেন। আর অতীব মন্দ ও কলুষিত কার্য ব্যতীত শয়তান কিছুই করে না।

চতুর্থত, আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে এই বস্তুদ্বয় পরিত্যাগ করাকে সাফল্য লাভের উপায় বলে উল্লেখ করেছেন। এতেই বোঝা যায় যে, এদের অবলম্বন দুর্ভাগ্য ও নৈরাশ্যের পরিচায়ক।

পঞ্চমত, উক্ত বস্তুদ্বয় শত্রুতা ও অনৈক্যের পথ প্রদর্শন করে যার পরিণামে খুন-খারাবী ও হত্যা পর্যন্ত সংঘটিত হয়।

ষষ্ঠত, উভয় বস্তু আল্লাহ্‌র যিকরে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সময়মত নামায আদায়ে বাধা দান করে অথচ নামাযই হলো দীনের অন্যতম স্তম্ভ।

সপ্তমত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না ?' প্রশ্ন দ্বারা আয়াতের সমাপ্তি টেনেছেন। এ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে তিরস্কার ও ধমকের ইঙ্গিত বহন করছে— ঐ ব্যক্তির জন্য যে সুরা পানে ও জুয়ায় গা ঢেলে দিয়েছে। এজন্যই মু'মিনগণ যখন এ আয়াতটি শ্রবণ করছিলেন তখন তাদের উত্তর এই ছিল যে, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা নিবৃত্ত হলাম।' আর এ আয়াত-এর নিষেধাজ্ঞা শ্রবণমাত্র তাঁরা যার কাছে যে সুরা ছিল সমস্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। এ সুরাস্রোত মদীনার রাস্তাকে প্লাবিত করে বয়ে গিয়েছিল।

সুরার অবৈধতার ব্যাপারে সন্দেহ দূরীকরণ

অনেক সময় দেখা যায়, কোন কোন সুরাসক্ত ব্যক্তি তাদের ভ্রষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অবৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে থাকে। আর তারা এ ব্যাপারে কোন জ্ঞানমাফিক প্রমাণ ব্যতিরেকে তর্কে লিপ্ত হয় এবং বলে আল্লাহ্ তা'আলা 'সুরা

www.pathagar.com

হারাম'[১] এ কথাতো বলেন নাই বরং তিনি বলেছেন ঃ اجتنبوا। তোমরা এ হতে আত্মরক্ষা কর আর তাদের ধারণা মতে এ 'ইজ্‌তিনাবু' শব্দ দ্বারা সুরার অবৈধতা বোঝায় না। যেমন حرمت হারাম করা হলো বললে বোঝা যেত। অতএব আমরা বলবো ঃ 'ইজ্‌তানেবু' (পরিহার কর) শব্দটি অবৈধ করণের অর্থ حرمت (হারাম করা হলো) শব্দ হতে অধিক দৃঢ়তাজ্ঞাপক। কেননা ইজতানেবু অর্থ তা হতে দূরে থাক, অর্থাৎ তা অবৈধ তাই এর কাছেও যেও না। অতএব এ শব্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সুরার অবৈধতার জন্য নিষেধই জ্ঞাপন করছে। আর যে সকল বস্তু হতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে নিষেধ করেছেন, তা করা কবীরা গুনাহ্ বা মহাপাপ। অতএব তা পরিত্যাগ করা অবশ্যকর্তব্য।

আমরা আরো বলবো যে, 'ইজতানেবু' ক্রিয়ার মূল ধাতুটি কুরআনে কবীরা গুনাহের ব্যাপারেই প্রয়োগ করা হয়েছে ঃ যেমন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ـ

"এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রেখো।"
—সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ৩৫

আর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন ঃ

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ـ

"সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথা হতে।" —সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৩০

আর প্রতিমা পূজাকে ইসলাম সর্বাধিক অবৈধ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ ـ

"যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে।"—সূরা শূরা ঃ আয়াত ৩৭

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুরা পানের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা করেছেন তা জানা সত্ত্বেও তারা এসব বলছে অথচ তিনি সুরা পানের পাপকে মহাপাপ বা গুনাহ কবীরা বলে উল্লেখ করেছেন, আর কুরআনে তো তার অবৈধতার উল্লেখ করা হয়েছেই। আর মুসলমানকে কুরআন তাদের নবীর অনুসরণ করার আদেশ দান করেছে, যেমন বলা হয়েছে ঃ

---

১. যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তু সম্পর্কে ইসলামে حرم বলা হয়নি, যেমন শিরক সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ) "আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌কে আহ্বান করো না", ব্যভিচার সম্পর্কে ইরশাদ ঃ وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنٰى "ব্যভিচারের কাছেও যেও না", ইয়াতিমের মাল খেতে নিষেধ হয়েছে ঃ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ "ইয়াতিমের মালের কাছেও যেও না।"

www.pathagar.com

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

"রাসূল যার অনুমতি দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।" —সূরা হাশর ঃ আয়াত ৭

সুরার অবৈধতা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েকটি বাণী

সুরার অবৈধতা বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, মু'মিন ব্যক্তি কখনও সুরা পান করবে না। তিনি এও বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তা পান করবে সে ঈমান হতে বহু দূরে এবং মু'মিনদের দল হতে দূরে সরে পড়বে। হ্যাঁ যখন সে তওবা করে। তিনি বলেন ঃ

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ـ والتوبة معروضة بعد ـ

"ব্যভিচারী ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না, চোর মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না এবং সুরাপায়ী মু'মিন অবস্থায় সুরা পান করে না।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মু'মিনদেরকে সুরা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং সুরাপায়ী বা সুরার সাথে কোনরূপ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه ـ

"সুরা ও সুরা পানকারী, আপ্যায়নকারী, ক্রেতা-বিক্রেতা, এদের সকলে, সুরা প্রস্তুতকারী এবং যার উদ্দেশ্যে সুরা প্রস্তুত করা হয়, যে বহনকারী; যার উদ্দেশ্যে বহন করা হয় তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত।"

অভিসম্পাত আল্লাহ্র রহমত হতে দূরে সরিয়ে দেয়, হ্যাঁ যদি সুরাপায়ী ব্যক্তি তওবা করে এবং নিজেকে সুরা পান হতে বিরত রাখে তবে আল্লাহ্ও তাকে ক্ষমা করে দেবেন।[২]

হাদীসে বর্ণিত আছে, ইয়ামেন-এর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের দেশীয় এমন এক প্রকার সুরা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যা এক প্রকার দানা হতে প্রস্তুত করা হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি মাদকতা আনয়ন করে? সে ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ

---

১. বুখারী ও মুসলিম।

২. আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ।

www.pathagar.com

كل مسكر حرام ، ان على الله عزوجل عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال قال يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق اهل النار او قال عصارة اهل النار ـ

"প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য পান করবে তিনি তাদেরকে 'তীনাতুল খিবাল' পান করাবেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! 'তীনাতুল খিবাল' কি বস্তু ? তিনি বললেন, তা হলো দোযখীদের শরীর নির্গত ঘাম অথবা দোযখীদের শরীর নিংড়ানো রস বা পুঁজ।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন ঃ

لا يشرب الخمر رجل من امتى فيقبل الله منه صلاة اربعين يوما ـ

"আমার উম্মতের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি সুরা পান করে না, যার সুরা পানের পর আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির চল্লিশ দিনের নামায কবূল করেন।"[২]

তিনি আরো বলেন ঃ لا يدخل الجنة مدمن خمر

"সর্বদা সুরাপায়ী ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না।"[৩]

তিনি উপমা স্বরূপ আরো বলেন ঃ مد من الخمر كعابد وثن

"সর্বদা সুরাপায়ী ব্যক্তি প্রতিমা পূজকের ন্যায়।"[৪]

সকল প্রকার সুরাই হারাম

প্রত্যেক মাদক পানীয়ই সুরা বা মদ। তা আংগুরের রস অথবা খেজুরের ভিজান পানি, যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন। আবার যবের দ্বারা তৈরি যেমন 'বিয়ার' বা শুকনা খেজুর এবং মধু দিয়েই তৈরি হোক তা সবই সুরা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ان من العنب خمرا و من التمر خمرا وان من العسل خمرا وان من البر خمرا وان من الشعير خمرا ـ

"জেনে রাখ আঙ্গুর হতেও সুরা হয়। খেজুর, মধু, গম এবং যব হতেও সুরা বা মদ হয়ে থাকে।"[৫]

---

১. মুসলিম, নাসাঈ।
২. ইবন মাজাহ।
৩. ইবনে মাজাহ।
৪. আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ।
৫. আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।

www.pathagar.com

আর এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বস্তু দ্বারাও হতে পারে, যেমন হুইস্কি, শামবানিয়া, স্কনিয়াক, ফুদকা. বওম ইত্যাদিও সুরার অন্তর্ভুক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

كل مسكر خمر وكل خمر حرام -

"প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই সুরা আর প্রত্যেক সুরাই হারাম।"[১]

كل شراب السكر فهو حرام -

"প্রত্যেক পানীয় যা মাদকতা আনয়ন করে তা হারাম।"[২]

ইসলাম সুরার জন্য এমন কোন পরিমাণ নির্ধারিত করে নাই যে এ পান করা যায়, বা কোন সুরা পরিবেশনের পরিমাণও বর্ণনা করে নাই যে এত চামচ খাওয়া যায় বরং সুরা পানকে সর্বৈব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ وما اسكر كثيره فقليله حرام

"যে বস্তু অধিক মাদকতা আনয়ন করে তার অল্পও হারাম।"[৩]

ইসলাম সুরা দ্বারা চিকিৎসা করাও নিষিদ্ধ করেছে। বর্ণিত আছে তারেক ইব্‌ন সুয়াইদ জু'ফী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মদ বা সুরা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে নিষেধ করেছেন। তিনি এরূপ করাকেই অসঙ্গত মনে করেছেন। ঐ ব্যক্তি বললো ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি তো তা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করছি।" তিনি বললেন, "তা তো ঔষধ নয় বরং এটা রোগ বৃদ্ধি করে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বললেন বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানও তা সমর্থন করছে। আমরা এ অধ্যায়ের শেষাংশে এ বিষয়ে বর্ণনা করবো।

সুরার ব্যবসাও হারাম

সুরার অনিষ্টকারিতা ও পাপের দিক লক্ষ্য করেই ইসলাম এর ব্যবসাও হারাম করেছে। আর এ ব্যবসা করে মানুষ যে সম্পদ আহরণ করবে তাকে হারাম মাল বলে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে তাতে আল্লাহ্ বরকত দান করবেন না, আর যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সে তা ব্যয় করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সহীহাইনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ

ان اللّٰه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام -

"আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূল (সা) সুরা, মৃত জন্তু, শূকর এবং প্রতিমার ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন।"[৪]

---

১. বুখারী ও মুসলিম।

২. বুখারী ও মুসলিম।

৩. আবূ দাঊদ।

৪. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেছেন ঃ

ان الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা সুরা ও তার মূল্য, মৃত জন্তু ও তার মূল্য এবং শূকর ও তার মূল্য হারাম করেছেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

ان الله الذى حرم شربها حرم بيعها ـ

"আল্লাহ্ তা'আলাই হারাম করেছেন তা পান করা আর তিনি হারাম করেছেন তা ক্রয়-বিক্রয়।"[২]

এজন্যই ফকীহগণ বলেন, যদি কোন শরাব প্রস্তুতকারী ব্যক্তির কাছে কেউ আঙ্গুর বিক্রয় করে, তবে ঐ মূল্য বিক্রয়কারীর জন্য হারাম হবে আর যদি কেউ তা কোন ভক্ষণকারীর কাছে বিক্রয় করে তবে তা হালাল।

সুরার সামাজিক ক্ষতি ঃ মানুষ যখন একের পর এক সুরা পান করতে থাকে তখন তাকে মদ্যপ বলে।

মদ্যপায়ী দু'প্রকার ঃ প্রথম প্রকার হলো— ঐ সব ব্যক্তি যাদের অন্তরে সুরা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তারা অন্তরের অস্থিরতা দূরীভূত করার জন্য সুরা পান করতে শুরু করে। কিন্তু অস্থিরতা দূরীভূত না হয়ে আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন সুরাপায়ী আরও সুরা পানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এভাবে তারা সুরাপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

অন্তরে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় তা সুরাপানে দূরীভূত হয় না। বরং তা নামায, ধৈর্য, উত্তম চরিত্র, আত্মার কাঠিন্য দূরীভূত করতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো ঃ ঐ সব ব্যক্তি যারা সামাজিকতা ও বন্ধু-বান্ধবের খাতির রক্ষা করতে গিয়ে সুরা পান করতে আরম্ভ করে। এভাবে বারবার পান করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বিরতিহীন অবস্থায় সর্বদা এরূপভাবে পান করতে থাকলে তার চলার পথ ও চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দেয়। তাই তারা যে অবস্থায় ছিল এ অবস্থা হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আরও বেশি করে সুরাপানে বাধ্য হয়। তারপর নিজের স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের বিশ্বাসহারা হয়ে সমস্ত সামাজিক বন্ধন থেকে বের হয়ে যায়। আর একে আধুনিক শহরে সার্বক্ষণিক রোগ বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

সুরা মানুষের কেন্দ্রস্থল মগজে প্রাথমিক পর্যায়ে বিষের মত কাজ করে যদ্দরুন প্রতিটি বস্তু হতে তার অনুভূতি কমে যায়, মনুষ্যত্ববোধ অনেকাংশে লোপ পায়। চলার

---

১. আবূ দাউদ শরীফ।

২. মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

গতি পরিবর্তন হয়, অন্তর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার জীবনী শক্তি যদ্দারা সুরা পানকারীকে এবং দুষ্কর্মকারীকে উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করতে লোপ পেয়ে যায়। সুরা পানকারীদের নেতৃত্বে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যভিচারের সংখ্যা বেড়েই চলছে যার কারণে বহু সুখের সংসার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নিত্যনৈমিত্তিক যে সমস্ত ধর্ষণ কার্য, ফেৎনা-ফাসাদ ও বিভিন্ন পাপকার্য সংঘটিত হচ্ছে তার পিছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে বিভিন্ন প্রকার সুরা।

সুরাপানে মত্ততার ফল ভয়ানক যা জ্ঞান ও মস্তিষ্কের উপর আঘাত হানে, স্মরণ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, চিন্তাশক্তিতে মন্থরতা এসে যায় এবং বিভিন্ন প্রকারের কুধারণা ও কুমন্ত্রণা তাকে আবৃত করে নেয়। যেমন তা জ্ঞানের রোগ হিসেবে বিচরণ করে ও ঘুরে বেড়ায়।

সুরার প্রতিক্রিয়া ভয়ানক যা সাধারণ নিরাপত্তাও দেয় না। এতে এটাই প্রতীয়মান হলো যে, সুরা বর্তমান যুগ-চালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে রয়েছে যদিও খুব অল্প সংখ্যক লোকই তা ব্যবহার করছে। আর এক কাপ কফি পরিমাণ ছোট এক ঢোক হুইস্কি যা ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বে বিক্রি হচ্ছে। এটা ধ্বংসের ন্যায় কাজ করে। কেননা এলকোহলে শরীরের স্পন্দনই তাড়াতাড়ি কমে যায়; দৃষ্টিশক্তি এমনভাবে কমে যায় যেন চোখের সামনে কালো দৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পায় না। তারপর আস্তে আস্তে তার দৃষ্টিশক্তি কমে আসে এবং জনসাধারণ হতে সে পৃথক হয়ে পড়ে। যদি কোন সুরা পানকারী স্বীয় অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায় তবে তার বহু দিন লেগে যায়। এজন্যে অনেক রাষ্ট্রের মদ্যপায়ীদের জন্য সুরা আমদানি করতে গিয়ে বিরাট রকমের জরিমানা আদায় করতে হয়। ফলে অন্য রাষ্ট্রের কাছে ঋণী হয়ে পড়ে। সামান্য এক পেয়ালা সুরা পানে রক্ত স্ফীত হয়ে উঠে কিন্তু তা সুরাপায়ীর শরীরে তেমন একটা ক্ষতি করতে না পারলেও কিন্তু যখন তা অন্তরে গিয়ে আঘাত করে তখন ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন সুরার পরিমাণ বেশি হয়ে যায় তখন তার জন্য এটাই যথেষ্ট হয়। কেননা তা দ্বারা তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যা মগজে গিয়ে বিস্তার লাভ করে।

সুরার শারীরিক ক্ষতি ঃ সুরা সাধারণত শরীরের অভ্যন্তরে বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একজন অন্তর রোগ বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হুইস্কি অন্তরে প্রসার লাভে অন্তরকে শক্তিশালী করে, না দুর্বল করে ফেলে ? উত্তরে তিনি বিশেষভাবে হুইস্কি পান করতে নিষেধ করেছিলেন এবং এরূপ অপব্যয় না করার জন্য তাকিদ দিয়েছিলেন যা অন্তরকে সাংঘাতিক ক্ষতি করে।

তদ্রূপ ফ্রান্সের মেডিক্যাল কলেজের হজমি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুস্তফা আল হাকারকে সুরার হজম শক্তিতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই বলে মত প্রকাশ করেছেন—

www.pathagar.com

সুরা ও সুরা জাতীয়, যেমন এলকোহল ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেমন কলিজা, ফুসফুস ইত্যাদিতে ছড়িয়ে পড়ে।

সর্বজনবিদিত যে, মানবের কলিজা হলো শরীরের মূল অংশ এবং সে কলিজাই হলো এলকোহলে প্রতিক্রিয়া করণের কেন্দ্রস্থল।

আর এলকোহল-এর উপকরণগুলো কলিজার শিখাযুক্ত অগ্নিস্বরূপ এবং অন্তর টুকরা টুকরাকারী এবং তেল একত্রিকরণ। তারপর কলিজায় এমনভাবে প্রদীপশিখা জ্বলতে থাকে যার কোন নিরাময় নেই। তারপর বিভিন্ন প্রকারের রোগ ভীষণভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে। যেমন 'ইস্তিস্কা' (الاستسقاء), 'আত তাওয়াররুমুল মুন্‌তাশির' (والتورم المنتشر), 'ইয়ারকান' (اليرقان), (জন্ডিস, 'সায়লানুদ্দমইর', (سيلان الدم), 'তিফাউয যিগাতি ফি শিরইয়ানিল কাবাদী' (ارتفاع الضغاط فى الشريان الكبدى), 'আলবাবী' ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ বিস্তার লাভ করে। এটাও সর্বজন বিদিত যে, ক্যানসার রোগ যখন হয় তখন তা তাড়াতাড়ি বিস্তার লাভ করে।

আর এলকোহল মূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন নিম্নপেটেই ভীষণভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

আর এলকোহল মিশ্রিত স্থান যেমন মুখ, খাদ্যনালী, পেট, মগজ, পঞ্চেন্দ্রিয়ে ভীষণভাবে রোগ বিস্তার করে।

এলকোহল পান করার কারণে হজমশক্তি কমে যায় এবং খাবারের প্রতি অনাসক্তি জন্মে এবং ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়।

এলকোহল যেখানে যেখানে বেশি ক্ষতি করে তা হল ঃ দু'ঠোঁট, মাড়ি এবং জিহ্বা। তা অকালে দাঁত ফেলে দেয়, খাদ্যনালী ও পেটে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, যা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে ক্যান্সারে পরিণত হয়।

এলকোহলে বীর্য অনেক প্রতিক্রিয়াশীল যার কারণে এলকোহলপায়ীর সন্তানের শরীরের গঠন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ফ্রান্সে যে ছেলেটি শেষে জন্মলাভ করবে নাদুস নুসুস ও বুদ্ধিসম্পন্ন– তাকে রোববারের সন্তান বলে অভিহিত করবে। (অর্থাৎ যেদিন তারা সুরা বেশি করে পান করে।)

অতএব ডঃ মুস্তফা আলহাকারকে সুরা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ

"সুরা কোনদিন অভ্যন্তরীণ রোগের ঔষধ হতে পারে না। অধুনা যদি কেউ তা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতে চায় অথবা তাকে উপকারী বলে মনে করে, তাহলে শরীরের রক্তের চাপ ও অন্তরের রোগের প্রসার ছাড়া আর কিছুই হবে না। এবং তার ফল পরে প্রকাশ পাবে। আজকাল এটার প্রতিক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় যে, তা চতুর্দিক থেকে রক্তক্ষমতা কমিয়ে মানুষকে অকর্মণ্য করে দেয়।

www.pathagar.com

অন্তরের চিকিৎসকদের মতে, রোগের তীব্রতা দেখে সুরা দ্বারা ঔষধ দেয়া যেতে পারে। অন্তরকে চাঙ্গা করার জন্য এক ঢোক সুরা পান করানো যেতে পারে। এখানে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রোগীকে যদি ক্রমান্বয়ে বেশি পরিমাণে সুরা পান করানো হয়ে থাকে তবে সুরার প্রতিক্রিয়া যখন শেষ হবে তখন রোগ বড় করে দেখা দেবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকা ও ফ্রান্সের শেষ যুগের কোন কোন ডাক্তার সুরার বৈশিষ্ট্যকে দূরীভূত করে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে পরে প্রকাশ পায় যে, তারা সবাই এলকোহল ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদনশীল জমির মালিক।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হারাম খাদ্য

[শূকরের মাংস ও তার অপকারিতা ❑ রক্তপান করা ও তার অপকারিতা ❑ মৃত জন্তু ভক্ষণ ও তার অপকারিতা ❑ হিংস্র জন্তু ও ক্ষতিকারক পাখির মাংস ভক্ষণ ❑ দেবদেবীর নামে জবেহকৃত জন্তু ভক্ষণ সম্পর্কে]

সমস্ত কবীরা গুনাহ, যে বিষয়ে কুরআনুল করীমে নিষেধাজ্ঞা স্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে এবং হারাম খাদ্য সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হবে। হারাম খাদ্য সম্পর্কে যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তা এই ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর মাংস এবং যার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দায়ালু।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৩

কুরআনুল করীমের অন্য স্থানে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِىْ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ۔

"বল, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকে যে আহার করে— তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না।— মরা, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা তা অবশ্যই অপবিত্র, অথবা যা অবৈধ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে।" —সূরা আনআম ঃ আয়াত ১৪৫

শূকর নাপাক ও ঘৃণ্য হওয়া শূকরের অপরিচ্ছন্নতার জন্য কুরআনুল করীমে তার মাংস সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, এটা নাপাক। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো

www.pathagar.com

অপরিচ্ছন্নতা, অপবিত্রতা, নাপাক অথবা গুনাহ। এবং তার অর্থ হারাম ও খারাপ কাজকেও বোঝায়।

উল্লেখ্য, خـنـزيـر শব্দটি ইংরেজি অভিধানে আর অন্যান্য অভিধানে নিকৃষ্টতা, গালি দেওয়া, হেয় প্রতিপন্ন করা, ময়লাযুক্ত হওয়া ইত্যাদি অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মানুষ একে তুচ্ছ মনে করে, অপবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করে, আবার কিভাবে তা পান করে এবং এর স্বভাব স্বীয় রক্ত-মাংসে প্রতিক্রিয়াশীল করে নেয়।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালাতের লক্ষ্য ছিল যা কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ -

"তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্রকে হারাম করেন।"

—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৭

যেহেতু শূকররে মাংস অধিকাংশ লোকই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে সেহেতু এ সম্পর্কেই প্রথমে আলোচনা করা হবে।

শূকরের মাংস ও তার অপকারিতা

অধিকাংশ লোকই শূকরের মাংস খাওয়া হারাম সম্পর্কে আশ্চর্য বোধ করে এবং তার কারণ জিজ্ঞাসা করে। অনেকেই হারামের আয়াত বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে তা খাওয়া হালাল মনে করে। কেননা তারা প্রগতি ও সংস্কৃতির চরম স্তরে পৌঁছেছে!

কিন্তু বিশ্ব জগতের প্রতিপালক প্রত্যেক কাজের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে অবগত রয়েছেন আর শূকরের মাংস খাওয়া যে ক্ষতি কর– এ তো দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ্য। কুরআনে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহ্র সামনে সিজদা করেনি। এ নিষিদ্ধতার প্রকৃত অর্থ বুঝবে না এমন কোন জিনিস নেই যা মানবকে ক্ষতি করতে পারে– আর কুরআনে তা উল্লেখ করা হয়নি এবং তাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। শূকরের মাংস খেলে কি ক্ষতি হতে পারে তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো।

শূকরের শরীরে অনেক ক্ষতিকর জীবাণু থাকে, যেমন থাকে বিভিন্ন রকমের রোগ। আর এই ক্ষতিকারক জীবাণু ও বিভিন্ন রকমের রোগ শূকরের মাংস ভক্ষণকারীর শরীরে ঢুকে যায় এবং ভয়ানক রোগের সৃষ্টি করে তখন জীবন রক্ষা করা দায় হয়ে পড়ে।

শূকরের জীবাণু ও রোগের ক্ষতিকারক দিকগুলো অধ্যাপক হাসান শাকীর[১] বৃটেনের[২] বিশ্বকোষ থেকে যা উল্লেখ করেছেন তা এই ঃ

---

১. ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞ।

২. এই বিষয়টি আলোচনা হয় শূকরের সম্পর্কে বৃটেনের বিশ্বকোষে ১৯৭০ সনে। ১৭শ তম খণ্ড। তদ্রূপ (Trichinesis) বিষয়ের উপরও একটা আলোচনা হয়। ২২শ খণ্ড। আর আলোচনাটি পশুরোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ লিখেছেন।

www.pathagar.com

শূকরের রোগ ঃ যে সমস্ত কঠিন রোগ সাধারণত অধিকাংশ শূকরের মধ্যে পাওয়া যায় ঃ শূকরের কলেরা, শূকরের জ্বর, তা এমন এক সংক্রামক রোগ যা একটি শূকরের থেকে দলের ছোট-বড় সমস্ত শূকরের মাঝেই প্রসারিত হয়। ফিরাজ পর্যবেক্ষণ করে এর কারণ উদ্ভব করে বলেছেন যে, এই রোগগুলো সর্বদাই রক্তে ও পায়খানায় বিস্তার লাভ করে বেশি, এমনকি বহিরাংশেও তার বিস্তার ঘটে। আর এই রোগ শূকরের মাঝে সঙ্গম অথবা অন্য কোন উপায়ে মানুষের দ্বারা অথবা পক্ষীর দ্বারা অথবা কীটপতঙ্গের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করতে পারে।

আরেকটি রোগ হলো 'আলহুমাল মুতামাব্বেজাহ' Brucellosis الحمى المتموجة। যা একেবারে কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যায়। বিশেষ করে বহিরাংশে জোড়ার স্থানে, অণ্ডকোষে ইত্যাদি স্থানে চিকিৎসায় কোন কাজ হয় না। আর তা যখন মানবের শরীরে প্রবেশ করে তখন এর পরিণাম ভয়াবহরূপে দেখা দেয়।

শূকরের ক্ষতিকারক জীবাণু

শূকরের জীবাণু হতেই এই রোগ এর মাংসে প্রসারিত হয়ে থাকে ঃ 'আত-তারখিনাহ' الترخينة। – (Trichinella Spiralis) এর এক প্রকার আভ্যন্তরীণ প্রবাহমান কীট। অধিকাংশ সময়ে তা পেটের মধ্যে বেশি হয়। এই রোগ মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চুলের রোগ তারখিনিয়া (Trichinesis) হয়। মানবের শরীরে এই রোগের ন্যায় অন্য কোন রোগ এত সংক্রমণশীল নয়।

শূকরের মাংস ভক্ষণকারী মনে করে যে, শূকরের মাংস কোন রোগ বিস্তার করতে পারবে না। আর এই রোগ শূকরের যৌবনাবস্থায় হয়ে থাকে। অথবা যবেহর স্থানে যবেহকৃতের অতিরিক্ত জিনিস যৌবনপ্রাপ্ত মৃত শূকরের মাংস খেলে এ রোগ হয়। আর বাকি জীবজন্তু জলাবস্তুর এই 'আলইয়ারকাত' اليرقات। Encystedlarvas নামক রোগ হয়। আর শূকরের মাংস ভক্ষণ করলে মানবের শরীরেও এ রোগ দেখা দেয়।

বুল ভিনিস্তাঈন বলেন ঃ আত্তার খিনাহ الترخينة। রোগটি মানুষ যখন শূকরের মাংস ভক্ষণ করে তখন হয়। আর শূকরের মাংসের মধ্যে 'আকইয়াস' اكياس।, 'ইয়ারকাত' اليرقات। ও 'আত্তার খিনাত' الترخينه। রয়েছে। আর 'আকইয়াস' হতে যা বের হয় তা পেটে সংরক্ষিত হতে থাকে এবং পরে তা পেটের অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়, আর তার মধ্যে পুং ও স্ত্রী কীট বংশ বিস্তার করতে থাকে এবং বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন তার এক একটা পুং কীটের দৈর্ঘ $\frac{১}{১৬}$ বুসা البوصه। আর স্ত্রী কীট $\frac{১}{৬}$। পুং কীট-এর সঙ্গমের ফলে বহু ডিমের সৃষ্টি হয়। প্রায় ৬/৭ দিনেই এই ডিম্বগুলো ছোট ছোট কীটে পরিণত হয়। আর এই 'ইয়ারকাত আল হাউয়িজিল লিম্ফাবী' اليرقات الحيز الليمفاوى। (Lymp Spaus) পেটের কিনারায়

গিয়ে লেগে থাকে এবং তা হতে বের হয়ে হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রসারিত হয়ে রক্ত সঞ্চালনকারী শিরায় গিয়ে প্রবেশ করে। ত্রিশদিন পরে এক একটা 'ইয়ারকাত' اليرقة। এক মিঃ মিটার পর্যন্ত 'হিলযানি' حلزونى -এর আকৃতিতে লম্বা হয়। এদের অধিকাংশ এক বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে।। অতঃপর মৃত্যুবরণ করে অথবা শরীর শুকিয়ে যায়। আর এই 'ইয়ারকাত' اليرقة। ও 'তারখিনীয়া' الترخينة। প্রায় ২১ দিন পর্যন্ত পেটের মাঝে বাড়তে থাকে।

ভিনিস্তাঈন 'তারখিনিয়া' الترخينة। রোগ সম্পর্কে আরও বলেন ঃ যাদের উপর তারখিনিয়ার মতো আরও কোন বিপদ আবর্তিত হয় তখন সে তা প্রকাশ করে না। অর্থাৎ সে বুঝতে পারে না যে, এটা রোগ। এই রোগ শরীরে প্রবেশ করার চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সে ধীরে ধীরে ব্যথা অনুভব করতে থাকে। পেটে যখন কীটগুলো বাড়তে থাকে তখন এই রোগের সময়সীমা পূর্ণ হয়। এই রোগ শরীরে প্রবেশ করার প্রথম সপ্তাহ বা তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই ইয়ারকাতগুলো বের হয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। তখন সে শরীরে দুর্বলতা, মাথা ব্যথা, জ্বর, শিরা-রোগ ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে ভুগতে থাকে। যেমন কোন কোন রোগ গলায় প্রকাশ পায় এবং গলাতে জখম হয়ে পড়ে; আর চোখের চতুষ্পার্শ্বে 'তিউরিম' التورم। রোগ বিস্তার লাভ করে এমনকি মুখেও। এবং সারা শরীরে এই রোগ বিস্তার লাভ করে।

'আলইয়ারকাত' اليرقة। রোগটি মানুষের পেশীতে সর্বদাই ব্যথার সৃষ্টি করে এবং জোড়ার স্থলে শুষ্ক হয়ে পড়ে এবং অন্তরে বিভিন্ন রোগের প্রকাশ ঘটে। 'ইয়ারকাত' اليرقة। রোগটি কণ্টক শাহরগে (Spinalcord) মস্তিষ্কে ইত্যাদি স্থানে দু'তিন দিনের মাঝেই কঠিনভাবে চলাফেরা করে। কারো কারো আবার তিন-চার দিনের মধ্যেই এই রোগ বিস্তার লাভ করে। আর যদি মূল রোগ প্রকাশ পায় তাহলে এর চেয়ে বেশি সময় লাগে।

বৃটেনের বিশ্বকোষে উল্লেখ আছে, শূকরের মাংস ভক্ষণের ফলে 'তারখীনা' রোগীর সংখ্যা পৃথিবীর প্রায় ২৮ মিলিয়ন লোক। তন্মধ্যে ২১ মিলিয়ন লোক হলো আমেরিকায়। আমেরিকায় প্রতি বছর এই রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৫০ হাজার করে বাড়ছে।

নূরমান লীফিন-এ উল্লেখ করেছেন, "শূকরের মাংসে শৈশব রোগটি বড় মারাত্মক। তা হলো শরীরে প্রবহমান কীট (Round worms) সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। যেমন 'জন্ডিস' الصفرية।, পেটের পীড়া حية البطن। ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হয়। আর পুংকীটগুলো পেটের সূক্ষ্ম স্থানে অবস্থান করে সাংঘাতিক ক্ষতি করে। আর স্ত্রী কীটগুলো যে ডিম দেয় তা শূকরের দেহ হতে বের হয়ে আসে। মাটিতে নিক্ষিপ্ত ডিমগুলোর ভিতর ইয়ারকাতগুলো اليرقة। তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। যেমন এই ডিমগুলোর এত প্রতিক্রিয়া যে, গরমে ঠাণ্ডায় রৌদ্রে রাসায়নিক পাত্রে সর্বস্থানেই এগুলো সঠিকভাবে অবস্থান করতে পারে। আর এগুলো মাটির গর্ভে চার বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে।

www.pathagar.com

যখন কোন শূকর তার কোন একটিকে কোনক্রমে গিলে ফেলে তখন তা শূকরের হৃৎপিণ্ডে গিয়ে অবস্থান করে এবং ক্রমশ বাড়তে থাকে। তারপর শূকর তাকে যে কোন উপায়ে বের করে ফেলে। কিন্তু দ্বিতীয়বার অন্যটিকে আর গিলতে হয় না। পরিশেষে যখন শূকর যৌবনে পদার্পণ করে তখন পেটে সূক্ষ্ম কীড়ার জন্ম নেয় যা পরবর্তীতে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এমনকি হৃৎপিণ্ডে গিয়েও তা আঘাত হানে। স্বাভাবিকভাবে যখন এটা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া এর খুব কষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। পরিশেষে শূকর মারা যায়।

শূকরের মাংসে যে শৈশব রোগটি হয় তন্মধ্যে একটি হলো 'দীদানুর রিয়াহ' ديدان الرئة (Lung worms), এও পীড়াদায়ক। যখন এটা "আলকুন ওয়াতুশশাবীয়া' (Bronctial tubes) القنوات الشعبية-এ অবস্থান করে তখন ফুসফুসে গিয়ে আঘাত করে। অতঃপর তা আস্তে আস্তে শূকরের ইনফ্লুয়েঞ্জা কখনও বা শূকরের জ্বর হয়।

শৈশব রোগের মধ্যে আর একট হলো 'আদ্দুদাতুস সুতিয়াতু' (Whip worm) الدودة السوطية যা চোখের মণির উভয় পার্শ্বে মিলিত থাকে। তন্মধ্যে আরও একটি রোগ হলো 'দাদাতুল কুল্লিয়াত' (Kindney worm) دودة الكلية যা হৃৎপিণ্ড এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও পীড়ার সৃষ্টি করে।

শূকরের মাংস ভক্ষণে যে সমস্ত শৈশব রোগ মানব শরীরে বিস্তার করে তার মোটামুটি কয়েকটির বিবরণ দেয়া হলো। যা বৃটেনের বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে।

শূকরের চর্বি ও তার অপকারিতা

শূকরের শরীরে মাংসের চেয়ে চর্বির পরিমাণ অধিক থাকে। যার কারণে শূকরের মাংস ভক্ষণকারীদের শরীরে অধিক পরিমাণে এই চর্বি একেবারে বসে পড়ে। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনুসন্ধান করে বের করেছেন যে, এলকুরুস্তুল চর্বির বর্ধিত অংশ যা রক্তে চলাচল করে। যখন চর্বি, মাখন, তেল বেড়ে যায় (বেশি আহার করা হয়) তখন রক্তে 'এলকুরুস্তুল'ও[১] বেড়ে যায়। এই এলকুরুস্তুল পিঠের মাংসে ও হৃৎপিণ্ডে নতুন রোগের সৃষ্টি করে।

প্রফেসর দান (ডেনমার্কের অধিবাসী; প্রাণ রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত) উল্লেখ করেছেন যে, "অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, শূকরের চর্বি ঐ সময় দূরীভূত হয় যখন তার খাদ্য অন্য তৈলাক্ত শাক-সবজি অথবা অন্য প্রাণীর চর্বি হয়।"

শূকরের মাংসে ও দেহের জোড়ায় ব্যথা

শূকরের মাংসে অনেক রোগ বিস্তারের কারণ। কেননা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে শূকরের মাংসে 'হিমজল বুলিক' حمض البوليك -এর একটা বিরাট অংশ থাকে।

১. Cholesterol

www.pathagar.com

শূকর ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী এগুণ হতে ভিন্ন ধরনের। কেননা তারা ঐ গুণটাকে প্রস্রাবের মাধ্যমে দূরীভূত করে। এজন্যই শূকরের মাংস ভক্ষণে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথার সৃষ্টি করে। আর যারা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে তাদেরও রোগের সৃষ্টি হয়।

মানবের উপর শূকরের মাংসের প্রতিক্রিয়া

খাদ্য মানুষের স্বভাবের উপর বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ কারণেই মানুষের স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। এজন্য যে জন্তুর মাংস খাওয়া হয় নিশ্চয়ই তার একটা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। শূকর মূলত হিংস্র জন্তুদের মধ্যে অন্যতম। উল্লেখযোগ্য যে, শূকরের দুটি কর্তনশীল দাঁত খুব ছোট কিন্তু যখন তা বৃদ্ধি পায় এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন তা খুব ভয়ানক ক্ষতি করে। যেমন তাদের অভ্যাসের মধ্যে প্রসারিত যে, যখন মাদী শূকর বাচ্চা প্রসব করে তখন অত্যধিক রক্তক্ষরণের কারণে মাথা বিগড়ে যায়। সে সময় যদি বাচ্চাকে দূরে সরিয়ে না রাখা হয়, তাহলে সে বাচ্চাকে খেয়ে ফেলে। যেমন শূকর ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি খেয়ে ফেলে। অথচ ইসলাম প্রতিটি হিংস্র প্রাণীর মাংসকে হারাম করেছে। আর এ বিষয়টিও অজানা নয় যে, যে সমস্ত প্রাণী হিংস্র না যেমন বিড়াল; কুকুর ইত্যাদি যে সমস্ত জন্তু সাধারণ মাংস ভক্ষণ করে এগুলোর মাংস খাওয়াও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে মঙ্গলের জন্য।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে, আফ্রিকার বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা মাংসাসী জন্তুর মাংস ভক্ষণ করার কারণে তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে। তারা বিনা কারণে যুদ্ধে মাতোয়ারা হয়ে রক্তারক্তি করছে।

মত খণ্ডন ঃ শূকরের মাংসে জীবাণু। রোগের ব্যাপারে কেউ কেউ বলে থাকে যে, শূকরের মাংস উত্তমভাবে রান্না করা হয় এবং আধুনিক পদ্ধতিতে জীবাণু নষ্ট করে তা খাওয়া যায়। এ কথার উত্তরে বলা হয় যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জীবন-যাপন পদ্ধতি অনেক উন্নত। তারা স্বাস্থ্যের এই ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। যার কারণে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের অধিকাংশ লোকই এই রোগে ভুগছে। যাদের সংখ্যা হলো ২১ মিলিয়ন, যেমন বৃটেনের বিশ্বকোষে উল্লেখ রয়েছে। আর তাদের এ রোগ শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

মৃত জন্তু ভক্ষণ ও এর অপকারিতা

ইসলাম মৃত জন্তু হারাম করেছে। কোন জন্তুর মৃত্যু দুই প্রকারে হতে পারে। এক. স্বাভাবিকভাবে প্রাণ ত্যাগ করে। দুই. দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়ে। যে জন্তু স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে তা কোন রোগ-ব্যাধি ব্যতীত প্রাণ ত্যাগ করে না। আর এ প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত জন্তুর মাংস ভক্ষণ নিশ্চয়ই ক্ষতিকর। আর অনেক সময় কোন কোন জন্তু পেটের পীড়ায় প্রাণ হারায়। এ প্রকার মৃত জন্তুর মাংস মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিষক্রিয়া করে।

www.pathagar.com

কুরআনে যে সকল জন্তুর মাংস ভক্ষণকে হারাম করা হয়েছে সেগুলোকে মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সেগুলো হলো ঃ

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ـ

'মুনখানেকাহ' (المنخنقة।) ঐ জন্তুকে বলা হয়, যার শ্বাসরুদ্ধাবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। 'মাওকুযাহ' (الموقوذه।) ঐ জন্তু, যাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। 'মুতারাদ্দিয়াহ' (المتردية।) ঐ জন্তু, কোন উঁচু স্থান হতে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। 'নাতিহাহ' (النطيحة।) ঐ জন্তু, যা অন্য কোন জন্তুর শিংয়ের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। 'মা আকালাস সাবউ' (ما اكل السبع।) ঐ জন্তু, যাকে অন্য কোন হিংস্র জন্তু খেয়ে মেরে ফেলেছে। এ সমস্তই মৃতের মাংস। কোন বাহ্যিক কারণে বা আঘাতে মৃত্যু হয়েছে এমন জন্তুর মাংস। এসব জন্তুর মাংস ভক্ষণে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। বিশেষত এর রক্ত শরীরের ভিতরেই রয়েছে।

হিংস্র জন্তু ও নখর বিশিষ্ট পাখির মাংস

বিশ্রী রং এবং কাঠিন্যের কারণে ইসলাম প্রত্যেক নখর বিশিষ্ট প্রাণীর মাংস এবং দাঁত দিয়ে শিকার করে এমন হিংস্র প্রাণীর মাংস হারাম করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

حرم عليكم كل ذى مخلب من الطير وكل ذى ناب منالسباع ـ

"তোমাদের জন্য প্রত্যেক দাঁতে শিকার করে এমন জন্তু এবং নখর দ্বারা শিকার করে এমন পাখির মাংস হারাম করা হয়েছে।" পাখির থাবা মানুষের নখ সদৃশ। আর এ সকল জন্তুর মাংস মনুষ্য পাকস্থলীর পক্ষে অনুপযুক্ত। কেননা এ সকল জন্তু অন্য জন্তু শিকার করার ব্যাপারে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি প্রয়োগ করে। এজন্য তাদের অঙ্গকে শক্ত সুঠাম করা হয়েছে আর তা মানুষের পক্ষে হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রতিমার উদ্দেশ্যে যবেহকৃত জন্তু ভক্ষণ

প্রতিমার নামে যবেহকৃত জন্তু সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

ما اهل لغير اللّٰه ـ

"গায়রুল্লাহর নামে যা যবেহ করা হয়েছে।"

এখানে اهل। শব্দটির মূল اهلا। -এর অর্থ 'উচ্চ শব্দ করা'। ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবের মূর্তি-পূজকেরা কোন জন্তু যবেহ করাকালে তাদের মূর্তির নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে বলতো ; লাতের নাম, কোন সময় বলতো মানাতের নাম, আর কোন সময় 'উয্যা' মূর্তির নাম উচ্চারণ করতো। তারা যে সকল মূর্তিকে দেবতা হিসাবে পূজা করতো এগুলি তাদের নাম।

www.pathagar.com

এ সমস্ত জন্তুর মাংস হারাম এজন্য যে, এতে প্রতিমার নামের সংমিশ্রণ রয়েছে। আর ইসলামের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সাথে সর্বপ্রকার শিরক বর্জন করা। কেননা যবেহকৃত সকল জন্তু আল্লাহর নাম ব্যতীত যবেহ হতে পারে না। আল্লাহ বলেন ঃ

فَكُلُوْا مِمَّ ذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -

"তোমরা তার নিদর্শনে বিশ্বাসী হলে যাতে আল্লাহর নাম লওয়া হয়েছে তা আহার কর।" –সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১১৮

অতএব এক আল্লাহর নামে যবেহ করা এক আল্লাহর ইবাদতকে মেনে নেয়া; আর এ সকল জন্তুকে খাওয়ার জন্য যবেহ করা আল্লাহর আদেশ পালন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ فكلوا منها –'তোমরা এ হতে ভক্ষণ কর।'

আল্লাহ্ই ঐ সকল জন্তুকে মানুষের বশীভূত করেছেন যাতে তাদের গোস্ত দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

রক্ত পান করা ও তার অপকারিতা

ইসলাম রক্ত পান করাও হারাম করেছে। রক্ত বলতে প্রবহমান রক্তকে বোঝায়, যদিও তা জমাট বেঁধে না যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে যে রক্ত জমাট বাঁধা তা খাওয়া হালাল। যেমন কলিজা, তিল্লি, আর যে রক্ত গোস্তের সঙ্গে স্বভাবতই লেগে থাকে, কেননা তা প্রবাহিত রক্তের মধ্যে গণ্য নয়, তাও হালাল।

রক্ত খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত রক্ত যা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক অত্যধিক পরিমাণে হিযজ বুলিক (Uric Acid - حمض البوليك) রয়েছে।

রক্তে এক প্রকার جراثيم وفيروسات রোগের জীবাণু ও হিংস্রভাব বিদ্যমান থাকে। কাজেই তা ভক্ষণকারীর জন্য অত্যধিক ক্ষতিকারক। ইসলামে রক্তপান হারাম হওয়ার এটাই মূল কারণ। ইসলাম ঘাড়ের প্রধান দু'টি রগ যবেহের সময় কেটে রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া ফরয করেছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, ইউরোপীয়রা জন্তু হতে রক্ত বের হতে না দিয়ে তার মাঝে আটকিয়ে রেখে তা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার দাবি করে, অথচ শরীরের জন্যে তা যে কতটুকু ক্ষতিকর তা হতে তারা গাফেল।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক জীবনে পাপ

- জুলুম
- মন্দ কার্যে পরস্পর বাধা না দেওয়া
- শত্রুর সাথে যুদ্ধবিমুখ থাকা
- মিথ্যাচার
- মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া
- চোগলখুরী করা
- কৃপণতা
- অন্যের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করা

www.pathagar.com

সমাজ ব্যবস্থায় ইসলাম

আমরা এখানে যেসব সামাজিক পাপ সম্বন্ধে আলোচনা করবো যার অপকারিতা সমাজকেই ভোগ করতে হয়, এগুলি সমাজে ক্ষতিকর বোঝা হয়ে দেখা দেয়, আর এর কুফল উম্মাহর সকলকে ভুগতে হয়, আর আমরা এ বর্ণনা দ্বারা লোকদেরকে এরূপ পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে ভয় দেখাচ্ছি যেন তারা এ পথে না যায়। কেননা এর ক্ষতি প্রথমত যে করে সে-ই ভোগ করে, তার পরে করে সমাজ। এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

জুলুম ঃ অত্যাচার

আভিধানিক অর্থে জুলুম অর্থ অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন বা কোন বস্তু তার প্রকৃত স্থলে প্রয়োগ না করে অন্যত্র প্রয়োগ করা বা প্রাপ্য না দেয়া বা কম দেয়া।

শরীয়তের পরিভাষায় তা সত্যের সীমালঙ্ঘন, অন্যায়ের প্রতি আগ্রহকে বোঝায়। কেউ কেউ বলেন ঃ জুলুম হলো অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা এবং আল্লাহর আইনের সীমা অতিক্রম করা। আর জালিম সে ব্যক্তি যে হকদারের হক আদায় করতে কুণ্ঠা বোধ করে।

অতএব যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ করে সে জালিম। যে শাসক লোকের প্রাপ্য আদায়ে সাহায্য করে না সে জালিম। যে বিচারক তার আদেশে সত্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় সে জালিম, আর যে অংশীদার অন্য অংশীদারের খেয়ানত করে সে জালিম। যে স্বামী তার স্ত্রীর ব্যাপারে অন্যায় করে সে জালিম। আর যে স্ত্রী তার স্বামীর হকের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, সন্তানদেরকে সৎ আচার ব্যবহার শিক্ষা দেয় না সেও জালিম। মোট কথা, ঐরূপ প্রতিটি ব্যাপার বা কাজকে জুলুম বলা হয় যা দ্বারা অন্যের প্রাপ্য নষ্ট হয় এবং অন্যের উপর অত্যাচার করা হয়।

এ অর্থের উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তা'আলা শরীয়ত বা ধর্মীয় বিধান অবতীর্ণ করেছেন— সেথায় মানুষের মধ্যকার জুলুমের ফয়সালা করার জন্য শুধু ন্যায়বিচারই রয়েছে। অতএব এ বিধানকে আঁকড়ে না ধরা এবং তদনুযায়ী জীবন ধারণ ব্যবস্থা বর্জন করাই জুলুমের শেষ পর্যায়ে।

কুরআনুল করীমে পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী যারা বিধান দেয় না তারাই জালিম (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী)।" —সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৫

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

www.pathagar.com

"যারা আল্লাহর এসব সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই জালিম।"
—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৯

জুলুম একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। অতএব সমাজে তা প্রকাশ মাত্র মূলোৎপাটন করা অপরিহার্য। না হয় তার বিপদ সমাজের সকলকেই ভোগ করতে হবে। কুরআন এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই আমাদেরকে সতর্ক করে ইরশাদ করেছে ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً - وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

"তোমরা এমন ফিৎনাকে ভয় কর, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জ্বালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" —সূরা আনফাল ঃ আয়াত ২৫

জালিমের পক্ষ অবলম্বন, তাদের কাজে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন এব তাদের কাজে অংশগ্রহণ, দোযখের শাস্তির প্রতি পথপ্রদর্শন করে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ -

"যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, পড়লে অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।" —সূরা হুদ ঃ আয়াত ১১৩

কোন জাতির মধ্যে জুলুমের সাধারণ বিস্তার সর্ব নিকৃষ্ট লোককে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে ঐ জাতির সকল লোক তার অত্যাচারের ফল ভোগ করে এবং মন্দ কার্যের স্বাদ আস্বাদন করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَكَذَالِكَ نُوَلِّى بَعْضَ الظَّالِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

"এরূপে আমি তাদের কৃতকর্মের জন্য জালিমের এক দলকে অন্য দলের উপর প্রবল করে থাকি।" —সূরা আনআম ঃ আয়াত ১২৯

জালিম যে সমাজের নেতৃত্ব দেয়— সে সমাজ অভিসম্পাতের উপযুক্ত আর ইহকাল এবং পরকালে তা আল্লাহর শাস্তির যোগ্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَتِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنَاهُمْ بِمَا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا -

"ঐ সব জনপদ— তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।" —সূরা কাহাফ ঃ আয়াত ৫৯

يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ -

www.pathagar.com

"যেদিন সীমালঙ্ঘনকারীদের আপত্তি কোন কাজে আসবে না, তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং ওদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।" —সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৫২

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ، اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ۔

"তুমি কখনো মনে কর না যে, সীমালঙ্ঘনকারীরা যা করে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে অনবহিত, তবে তিনি তাদেরকে যেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন সেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির।" —সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ৪২

জুলুমের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বহু বাণী বর্ণিত রয়েছে আর তার পরিণাম সম্বন্ধে তিনি তাঁর প্রভুর কথা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

يا عبادى ؟ انّى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ـ

"হে আমার বন্দাগণ! আমি আমার নিজের উপর জুলুমকে হারাম করে দিয়েছি আর তোমাদের জন্য তা হারাম করেছি অতএব তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করো না।"[১]

তিনি বলেন ঃ

ان الله ليملى للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ـ

"আল্লাহ তা'আলা জালিমকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, শেষ পর্যন্ত যখন তাকে ধরবেন তখন তাকে আর অবকাশ দেওয়া হবে না।"[২]

অতঃপর তিনি প্রমাণের জন্য এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ـ

"এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি, তিনি শাস্তি দান করেন জনপদগুলোকে, যখন তারা সীমালঙ্ঘন করে থাকে তার শাস্তি মর্মন্তুদ ও কঠিন।"

— সূরা হুদ ঃ আয়াত ১০২

من كانت له مظلمة لاخيه من عرضه او شيئ فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولادرهم ـ ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسناتاخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ـ

---

১. মুসলিম।
২. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য তার সম্মানের ব্যাপারে অত্যাচারী হবে অথবা তার কোন জিনিসকে হালাল মনে করবে কিয়ামতের দিন তার কাছে দিনার দিরহাম কিছুই থাকবে না যদি তার নেক আমল থাকে তবে জুলুম পরিমাণ নেক আমল তা থেকে নিয়ে নেয়া হবে। যদি নেক আমল না থাকে তাহলে অত্যাচারিতের ঐ পরিমাণ পাপ অত্যাচারী ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ

اتدرون من المفلس ؟ قالوا المفلس منا من لادرهم له ولا متاع ـ فقال ان المفلس من امتى من ياتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ـ وياتى وقد شتم هذا ـ وقذف هذا ـ واكل مال هذا ـ وسفك دم هذا ـ وضرب هذا ـ فيعطى هذا من حسناته ـ وهذا من حسناته ـ فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثمطرح فى النار ـ

"তোমরা জান দরিদ্র ব্যক্তি কে ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই দরিদ্র যার টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তি নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই দরিদ্র যে কিয়ামতে বহু নামায-রোযা, যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে অথচ সে কাউকে গালি দিয়েছে, মিথ্যা তোহমত দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে বা কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, বা কাউকেও প্রহার করেছে। অতএব এ সকল লোককে তার নেক কাজগুলি দান করা হবে, একে কিছু ওকে কিছু। যদি তার নেকীসমূহ দাবি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে ওদের পাপসমূহ এর উপর নিক্ষেপ করা হবে, এভাবে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"[২]

বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুয়ায (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করার সময় বলেন ঃ

اتق دعوة المظلوم فانها ليس بينهما وبين الله حجاب ـ

"অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আকে ভয় কর, কেননা ঐ দু'আ এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।"[৩]

---

১. বুখারী শরীফ।
২. মুসলিম শরীফ।
৩. বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ ।

www.pathagar.com

যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ

انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل يارسول الله ! انصره اذا كان مظلوما ـ افرايت ان كان ظالما فكيف انصره؟ قال تحجزه او تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره ـ

"অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয় অবস্থায় তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি ঐ ব্যক্তি অত্যাচারিত হয় তবে তো তাকে সাহায্য করা যায় কিন্তু অত্যাচারী হলে তাকে কিভাবে সাহায্য করবো ? তিনি বললেন, তাকে বাধা দাও এবং অত্যাচার হতে বিরত রাখ এটাই তার সাহায্য।"[১]

কবির নিম্নবর্ণিত দু'টি কবিতার পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করেই জুলুম সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। কবি বলেন ঃ

لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا ـ فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه ـ يدعو عليك وعين الله لم تنم ـ

"তোমার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কখনও কাহারও উপর অত্যাচার করো না। কেননা অত্যাচারের শেষ ফল বড় লজ্জাজনক। তুমি তো নিদ্রায় বিভোর থাক কিন্তু অত্যাচারিত ব্যক্তি বিনিদ্র রজনী যাপন করে তোমার জন্য বদ দু'আ করতে থাকে। আল্লাহ্ সদা জাগ্রত।"

মন্দ কাজে পরস্পর বাধা না দেওয়া

পৃথিবীতে সে সমাজের মূল্য নাই যারা পরকালের জওয়াবদিহির ব্যাপারে প্রত্যেকে অন্যকে সাবধান করে না দেয়, যাতে অন্যরা সাবধান হয়ে যায়।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এ জওয়াবদিহি সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যা 'সৎকার্যে আদেশ ও মন্দ কার্যে বাধা দানের' রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

"যে সমাজ সৎকাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ" করে না, ইসলাম সে সমাজকে অভিসম্পাতের উপযুক্ত পাপী সমাজ বলে আখায়িত করেছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র রহমত হতে দূরে। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের এক সমাজ সম্বন্ধে ইরশাদ করেন ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ـ كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

১. মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা দাঊদ ও মরিয়ম-তনয় দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিল। এটা এ হেতু যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী, তারা যেসব গর্হিত কার্য করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট।" —সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৭৮-৭৯

বনী ইসরাঈলরা মন্দ কাজে নিষেধ পরিত্যাগ করার দরুন আল্লাহর লানতের যোগ্য হয়েছে আর যে সমাজ তা পরিত্যাগ করবে তার উপরই তা পতিত হওয়ার আশংকা থাকবে।

অতএব, কোন মন্দ কার্য দেখেও চুপ থাকা এবং তার প্রতিবাদ না করা কবীরা গুনাহ্ বা মহাপাপ। এ মহাপাপের কুফল সমাজের প্রত্যেককেই ভোগ করতে হবে। কেননা তা দেখেও প্রতিবাদ না করে চুপ থাকায় তার প্রতি সম্মতিই বোঝা যায়। আর এটা দুরাচারীদেরকে তাদের দুষ্কর্ম প্রসারে সাহায্য করে। আর যদি দুষ্কর্ম সম্প্রসারিত হয় তাহলে সমস্ত লোকের উপর তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আর তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের প্রতি আযাব পৌঁছবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রশংসায় ইরশাদ করেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

"বিশ্বাসী নরনারী একে অপরের বন্ধু। এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে।" —সূরা তওবা ঃ আয়াত ৭১

ইমাম গাযালী (র) বলেছেন, তুমি কি এ আয়াত অনুধাবন করেছ এতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সৎকাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ পরিত্যাগ করে, সে মু'মিনদের দল হতে বহিষ্কৃত। আর এ জন্যই "সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ" উম্মতে মুহাম্মদিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এদেরকে খায়রে উম্মত বলেছেন, এরা লোকের মঙ্গলের জন্য গৃহত্যাগ করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠদল, মানব জাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎ কার্যে নিষেধ কর। এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।"
—সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১১০

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে এ নীতিতে বহাল থাকার নসীহত করে বলেছেন ঃ

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه - وذلك اضعف الإيمان -

"তোমাদের কেউ যদি কোন গর্হিত কাজ দেখে তবে নিজ হাতে তার পরিবর্তন সাধন করবে। যদি হাতে বন্ধ করার ক্ষমতা না থাকে তবে জিহবা দ্বারা অর্থাৎ কথার মাধ্যমে, আর যদি বলার ক্ষমতাও না থাকে তবে অন্তরে তা প্রতিরোধ পরিকল্পনা করবে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।"[১]

সাহাবীদের কোন একজন বলেছেন ঃ তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে যে সকল কাজে বায়আত করতেন তার একটি হলো ঃ

ان نقول الحق اينما كنا لانخاف فى الله لومة لائم -

"আমরা যেখানেই থাকি না কেন সত্য বলবো আর আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করবো না।"[২]

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر -

"জালিম শাসকের সম্মুখে সত্য প্রকাশ করাই উত্তম জিহাদ।"[৩]

যেমন তিনি আরো বলেছেন ঃ

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لايغيرون الايوشك ان يعمهم الله بعقاب -

"যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাপের প্রচলন রয়েছে, তারা নিজেদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দমন করে না। অচিরেই আল্লাহ তাদের মধ্যে শাস্তি সাধারণ করে দেন।"[৪]

এ মূলনীতিই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে। কোন ধর্মই উন্নতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এর সমকক্ষ হতে পারে না। ইসলাম চায় এর প্রত্যেকটি অনুসারী এমন হউক যে, পাপ ও অকর্মের উৎস যেখানেই হউক না কেন সে তা বন্ধ করে দেবে।

কিন্তু আমরা ইসলামী সমাজে আজ কি দেখছি। আমরা দেখছি ব্যক্তিস্বাধীনতার ধ্বজাধারীদের দ্বারা অপকর্মের প্রসার হচ্ছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তার কোন স্থান নেই। কেননা স্বাধীনতার জন্য উত্তম কার্যের সীমা রক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু তা যখন

---

১. মুসলিম।
২. বুখারী ও মুসলিম।
৩. আবূ দাঊদ ও তিরমিযী।
৪. আবূ দাঊদ।

www.pathagar.com

লঙ্ঘিত হয় তখন তা অন্যের উপর অত্যাচারে পরিণত হয়। আর তা এমন যে এর উপর নিশ্চুপ থাকা যায় না এবং সর্ব সামর্থ্য নিয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান উচিত।

শত্রুর সাথে যুদ্ধে বিমুখ থাকা

শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পিছিয়ে থাকা, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা ঐ সকল কার্যের অন্তর্গত যে সকল ব্যাপারে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারণ ভবিষ্যৎ বংশের উপর এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে। কেননা তা পরাজয় ডেকে আনে। যার ফরে লজ্জা ও গ্লানি দেখা দেয়।

যুদ্ধ বিমুখতা যুদ্ধ চলাকালীন এবং যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের সম্মুখ সমরাবস্থায়ই হয়ে থাকে। হাদীসের ভাষায় তা التولى يوم الزحف। নামে অভিহিত। আর একে কুরআনে কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে। এ গুনাহ তার কর্তাকে দু'টি অনিবার্য শাস্তির দিকে নিয়ে যায়। তাহলো (১) আল্লাহ্র গযব (২) পরকালে নরক শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَاتُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না, যেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্র বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট স্থল।"

—সূরা আনফাল ঃ আয়াত ১৫-১৬

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করে। হ্যাঁ, দুটি কারণে পলায়ন করার অনুমতি রয়েছে ঃ (১) التحرف للقتال। অর্থাৎ বিপক্ষ দলকে ধোঁকায় ফেলার উদ্দেশ্যে পরাজিতের ভান করার জন্য। (২) অন্য দলের সাথে মিলিত হয়ে সম্মিলিত হামলার জন্য গমন করা। এ অবস্থায় কোনই পাপ নেই। শত্রুর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় জিহাদ হতে পলায়ন করাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহাপাপ আখ্যা দিয়ে বলেন ঃ

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا، وما هن يا رسول اللّٰه؟ قال الشرك باللّٰه، والسحر وقتل النفس التى حرم اللّٰه الا بالحق واكل

www.pathagar.com

الربا - واكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف - وقذب المحصنات المؤمنات الغافلات -

"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কাজ হতে আত্মরক্ষা করো ঃ উপস্থিত লোক জিজ্ঞাসা করলো সেগুলো কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হলো (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা। (২) জাদু। (৩) যে প্রাণ হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন সে প্রাণকে ন্যায় ভিত্তি ছাড়া হত্যা করা। (৪) সুদ গ্রহণ করা (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ (৬) যুদ্ধের দিন যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা (৭) নিরপরাধ মুমিন স্ত্রীদের ব্যাপারে মিথ্যা তোহমত রটান।"[১]

আর কোন কোন সময় যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে অনবহিত থাকাও যুদ্ধে যোগদান না করার কারণ হয়ে থাকে এবং আলস্যবশত কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে মুসলিম সেনাদলে যোগদান না করা। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে তিন ব্যক্তির অবস্থা এরূপ ছিল। পরে তাদেরকে ইসলাম এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করেছে মনে হচ্ছিল যেন তাদেরকে মুসলিম দল হতে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে।

এ ঘটনাটি বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কোন কারণ ব্যতীতই যুদ্ধে যোগদান করেননি, তাদেরকে বয়কট এবং মুসলমানদের সাথে তাদের সর্বপ্রকার লেনদেন বন্ধ করণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে তিরস্কার করেন। কোন মুসলমানই তাদের সাথে কথাবার্তা বলত না, তাদের সাথে কোন প্রকার লেনদেন করত না। তাদের নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে সালাম পর্যন্ত করতো না। আমরা এখানে সংক্ষেপে তাদের একজনের মুখে বর্ণিত ঘটনা ব্যক্ত করব।

কা'ব ইবনে মালিক (রা) বলেন ঃ যখন আমার কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধ হতে সদলবলে প্রত্যাবর্তন করছেন তখন আমার মনে ভীষণ চিন্তার উদ্রেক হলো। আমি আগামীকাল তাঁর ক্রোধ হতে কি বলে পরিত্রাণ পেতে পারি একরম একটা মিথ্যা অজুহাত মনে মনে ঠিক করছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি সত্য বলারই সিদ্ধান্ত নিলাম। ভোরে রাসূলুল্লাহ (সা) পদার্পণ করলেন। তিনি যখনই কোন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন প্রথমেই মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন। অতঃপর লোকদের অভাব-অভিযোগ শোনার জন্য সেখানেই বসতেন। এবারও যখন তিনি মসজিদে বসলেন তখন যুদ্ধবিমুখ লোকের দল আগমন করলো। শপথের মাধ্যমে তারা তাঁর কাছে ওজর পেশ করলো। তারা সংখ্যায় ছিল আশি জনেরও বেশি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বাহ্যিক কথার উপর ওজর গ্রহণ করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা

১. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

প্রার্থনা করলেন। আর তাদের প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করলেন।

তারপর আমার পালা এলো, আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি ক্রোধের হাসি হেসে আমাকে বললেন ঃ এসো। আমি হেঁটে গিয়ে তাঁর সম্মুখে বসলাম।

তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাকে যুদ্ধে গমনে কিসে বিরত রাখলো ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ, যদি আমি অন্য দুনিয়াদার কারো কাছে বসতাম তাহলে আমি মিথ্যা ওজর দেখিয়ে অতি সহজে নিষ্কৃতি লাভ করতে সক্ষম হতাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমি জানি যদি আমি আজ মিথ্যা বলি, তাহলে তা দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে হয়ত আল্লাহ আপনাকে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ করে দেবেন। আর যদি আমি সত্য কথাই ব্যক্ত করি তাহলে হয়ত আপনি আমার উপর ক্রোধান্বিত হবেন কিন্তু আশা রাখি আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহর শপথ! আমার কোন ওজরই ছিল না, আর আল্লাহর শপথ! আমি যখন যুদ্ধ গমনে বিরত ছিলাম তখন আমি শক্তিশালী এবং সম্পদশালীই ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন, এ কিন্তু সত্য কথাই বলছে। আচ্ছা তুমি যাও, তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কি আদেশ হয় দেখা যাক, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমত হতে উঠে আসতে বনী সালাম গোত্রের কয়েকজন লোক অতি দ্রুত আমার পশ্চাৎগমন করে আমাকে বললো, তুমি ইতিপূর্বে কোন অপরাধ করেছো বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু অন্যান্য ওজর উত্থাপনকারীর ন্যায় ওজর পেশ করে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করতে তবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্ষমা প্রার্থনা তোমার পাপের জন্য যথেষ্ট ছিল।

আল্লাহর কসম, তাদের বারবার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত আমি মনে করলাম আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গমন করে মিথ্যা ওজর পেশ করি। অতঃপর তাদেরকে বললাম ঃ আমার মত অবস্থা কি অন্য কারো হয়েছে? তারা বললো, হ্যাঁ, আরো দু'জন ব্যক্তি তোমার অবস্থা পেয়েছে তারাও তোমার মতো কথাই বলেছে। আর তোমাকে যা বলা হয়েছে তাদের তাই বলা হয়েছে। আমি বললাম, তারা কে ? তারা বললো, তারা হলো ঃ মারারাহ ইবনে রাবীআহ আমিরী এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকিফী।

যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যুদ্ধ গমনে বিরত ছিল তাদের মধ্যে আমাদের তিন জনের কারো সাথে কথা বলতে রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের নিষেধ করেছিলেন।

আমার অপর দুই সাথী তারা আপন আপন ঘরে বসে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। কিন্তু আমি তাদের চেয়ে ছোট এবং স্বাস্থ্যবান, তাই আমি ঘরে বসে থাকতে পারলাম না বরং ঘর হতে বের হতাম, নামাযের জামাআতে উপস্থিত হতাম, বাজারেও গমন করতাম। কিন্তু কেউই আমার সাথে কথা বলতো না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করতাম যখন তিনি নামাযের পর বসতেন। আমি লক্ষ্য করতাম তাঁর অধরযুগল আমার সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য নড়ে কিনা। অতঃপর আমি তাঁর নিকটস্থ স্থানে নামাযে দাঁড়াতাম আর চুপে চুপে তার প্রতি দৃষ্টি দিতাম। যখন আমি নামাযরত থাকতাম তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। আর যখন আমি তাঁর প্রতি লক্ষ্য করতাম, তখন তিনি আমার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হলো। অবশেষে যখন মুসলমানদের এ ব্যবহার অসহ্য মনে হলো তখন আমি আবূ কাতাদা (রা)-এর দেয়ালে লুকিয়ে রইলাম। তিনি আমার চাচাত ভাই এবং আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ, তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি তাকে বললাম, 'হে আবূ কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, বলতো, তুমি কি জান না আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে অত্যধিক ভালবাসি।" শুনে তিনি কিছুই বললেন না। আবার এভাবে শপথ সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি চুপ করেই রইলেন, আবার এভাবে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন। শুনে আমার নয়ন অশ্রুসিক্ত হলো। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।...

এভাবে আরো দশদিন অতিবাহিত হলো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিষেধের পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হলো। ৫০তম দিন ভোরে যখন আমার ঘরের ছাদের উপর ফজরের নামায আদায় করলাম এবং আল্লাহর নির্দেশিত সেই অবস্থায় বসে আছি যে, আমার জীবন আমার জন্য সংকুচিত হয়ে আসলো এবং পৃথিবী স্বীয় প্রশস্ততা সত্ত্বেও আমার উপর সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল তখন একজন লোককে অতি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলতে শুনলাম ঃ হে কা'ব ইবনে মালিক সুসংবাদ গ্রহণ কর। শুনেই আমি সিজদায় পতিত হলাম। বুঝতে পারলাম হয়ত সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়েছে। ফজরের নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমা ঘোষণা করলেন। অতঃপর লোক আমাদের সুসংবাদ দেয়ার জন্য দলে দলে উপস্থিত হতে লাগলো।...

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূতের অনুগমন করলাম। পথে দলে দলে লোক আল্লাহর ক্ষমার উপর আমাদেরকে মোবারকবাদ দিতে আগমন করলো। আমরা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে লোকবেষ্টিত উপবেশন করে আছেন। যখন আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনি খুশিতে রক্তিম চেহারায় বললেন ঃ তোমরা জন্মের পর হতে এ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আজকে এ উত্তম দিনের সুংসবাদ গ্রহণ কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এটা কি আপনার পক্ষ হতে না আল্লাহর পক্ষ হতে? তিনি বললেন, আল্লাহর বাহক হতে। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম, বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার তওবার নিদর্শন হিসাবে আমি আমার মাল হতে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য দান করে দেব।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, তুমি তোমার সমস্ত মাল সম্পদ দান না করে কিছু মাল তোমার জন্য রেখে দাও। এটাই হবে তোমার জন্য উত্তম।... আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাকে আজ আল্লাহ সত্যতা দ্বারাই নিষ্কৃতি দান করেছেন আর আমার তওবার একাংশ হলো যে, আমি যতদিন জীবিত থাকব কখনও সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলবো না।

এ ব্যাপারেই নিম্ন আয়াতটি সত্যবাদিতার দরুন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেছেন– তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন ঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

"আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুজাহির ও আনসারদের প্রতি যারা তার অনুগমন করেছিল সংকটকালে, এমনকি যখন তাদের এক দলের চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম সদয়।" —সূরা তওবা ঃ আয়াত ১১৮

জিহাদ গমনে যারা বিরত থাকে বিশেষত যখন যুদ্ধ গমনের অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাদের তিরস্কারের নিয়ম এটাই ইসলাম নির্ধারিত করেছে। এটা এক শাস্তি, তাতে জাতির প্রত্যেকে শামিল রয়েছে এমনকি এ ব্যক্তির স্ত্রী পরিবার-পরিজন। কেননা যুদ্ধে গমন না করা অন্যায় যাতে জাতির প্রত্যেককেই ভুগতে হয় আর গোটা জাতির উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

জিহাদের ফযিলত

যখন জিহাদ গমনে বিরত থাকা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ্র গযবকে অনিবার্য করে তখন ইসলাম এর বিপরীত অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার প্রতি লোকদের উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহর কলেমা-ই উন্নত থাকে আর যেন লোক তাদের নিজস্ব গৃহে নিরাপদে বসবাস করতে সক্ষম হয়। এজন্যই ইসলাম সময়োপযোগী সমরাস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের আদেশ দান করেছে যেন প্রয়োজনে জাতিকে বিপর্যস্ত হতে না হয় আর যেন জাতির সামর্থ্য শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চার করে, যাতে তারা যুদ্ধগামী হতে সাহস না করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّا اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ - وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ -

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এ দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন।"

—সূরা আনফাল ঃ আয়াত ৬০

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলাম আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, মুজাহিদের প্রতিদানের সমকক্ষ কিছুই হতে পারে না। তা আল্লাহর সাথে ব্যবসায়ের মাল বলে পরিগণিত হয়। কুরআনের ভাষায় প্রাণের পরিবর্তে বেহেশত ক্রয় করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -

"আল্লাহ বিশ্বাসীদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। তাদের জন্য জান্নাত আছে তার বিনিময়ে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়।" —সূরা তাওবা ঃ আয়াত ১১১

তদপুরি বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় তাকে আল্লাহ তা'আলা জীবনে পর্যাপ্ত নিয়ামত দান করেন। সে যদিও শহীদ হয় কিন্তু সে জীবিত অবস্থার ন্যায় আল্লাহর কাছে জীবিকা পেতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরক কখনও মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত এবং তারা প্রতিপালকের কাছ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।"

—সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১৬৯

নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে জাতি জিহাদ পরিত্যাগ করে সে জাতি পরাজিত হয় আর শত্রুপক্ষ তাদের আবাস ভূমি ছিনিয়ে নিতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর জাতিকে করে অসম্মানিত দাসত্বে আবদ্ধ। এ থেকেই দেশকে সাহায্য না করে অসম্মানিত করে জিহাদ থেকে বিমুখ হয় তাদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহর অভিশপ্ত ও শাস্তির উপযুক্ত।

মিথ্যাচার

প্রত্যেক যুগেই মিথ্যা একটি সামাজিক আপদ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এটা বহু মন্দ স্বভাবের উদ্ভাবক। যে সমাজে জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিথ্যার প্রচলন রয়েছে সে

www.pathagar.com

সমাজ উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত না সত্যবাদিতা তাদের সাহায্য করেছে।

মিথ্যা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, ফলে তারা তাদের মধ্যকার পরস্পর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এতে তাদের মধ্যকার বিশ্বস্ততা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব লোপ পায়। এ জন্যই ইসলাম মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ বা মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ـ

"আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ـ

"অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং রাখি মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

রাসূলুল্লাহ (সা) সত্যবাদিতার উৎসাহ দানে এবং মিথ্যাবাদীদের পরিণাম সম্বন্ধে ভয় দেখিয়ে বলেছেন ঃ

ان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند اللّٰه صديقا ـ وان الكذب يهدى الى الفجور ـ وان الفجور يهدى الى النّار ـ وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند اللّٰه كذابا ـ

"সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্য কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করে আর পুণ্য কাজ বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। আর কোন ব্যক্তি সত্যবাদিতায় অভ্যস্ত হলে আল্লাহর কাছে তাকে সিদ্দীক বলে লিখে নেয়া হয়। আর মিথ্যা ও অন্যায় পাপের পথ প্রদর্শন করে আর পাপ দোযখের দিকে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হলে তাকে মিথ্যাবাদীরূপে আল্লাহর কাছে লিখে নেয়া হয়।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন ঃ

اية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب ـ واذا وعد خلف واذا او تمن خان ـ

"মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি (১) যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে (২) যখন কোন অঙ্গীকার করে তা খেলাফ করে (৩) আর যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন তা খেয়ানত করে।"[২]

---

১. বুখারী শরীফ।

২. আবূ দাউদ শরীফ।

www.pathagar.com

মিথ্যা সাক্ষ্য

মিথ্যার বহিঃপ্রকাশের আর এক ধাপ হলো মিথ্যা সাক্ষ্য দান করা, যদ্দারা লোকের হক নষ্ট এবং জুলুম ও মিথ্যা অপবাদ দ্বারা অন্যের প্রাপ্যের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম মিথ্যা সাক্ষ্যকে মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اكبر الكبائر الاشراك بالله ـ وعقوق الوالدين وشهادة الزور ـ فما زال يكررها حتى قلنا له ليته سكت ـ

"মহাপাপসমূহের মধ্যে অতি জঘন্য হলো আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা, মাতাপিতার সাথে দুর্ব্যবহার, মিথ্যা সাক্ষ্য দান। এটা তিনি বারবার বলতেই থাকলেন। আমরা মনে করলাম যদি তিনি এবার চুপ হতেন।"[১] পাপের দিক থেকে মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করার সমপর্যায়ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

عدلت شهادة الزور الشرك بالله ـ قالها ثلاثا ـ

"মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য। তিনি এটাকে তিনবার বলেন।"[২]

অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন এই আয়াতটি ঃ

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ ـ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ـ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ ـ

"সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপকারিতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তার কোন শরীক না করে।"

—সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৩০-৩১

যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলেছেন যে, এমন মিথ্যা শপথ যদ্দারা অন্যায়ভাবে মানুষ তার ভাইয়ের মাল আত্মসাৎ করে, তাও কবীরা গুনাহ। অতঃপর গ্রাম্য এক ব্যক্তি তাঁকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ

الا شراك بالله، قال الا عرابى : ثم ماذا ؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين، قال ثم ماذا ؟ قال النبى صلى الله عليه

১. বুখারী শরীফ।
২. আবূ দাউদ শরীফ।

www.pathagar.com

وسلم اليمين الغموس، قال الاعرابى وما اليمين الغموس؟ قال النبى
صـ الذييقتطع مال امرى مسلم هو فيها كاذب -

"আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করা। ঐ গ্রাম্য লোকটি বললো, অতঃপর কোনটি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, মাতাপিতাকে কষ্ট দেওয়া। সেই লোকটি আবার বললো, অতঃপর কোনটি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, গুমুস শপথ করা। ঐ লোকটি বললো, গুমুস শপথ কিরূপে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার কোন মুসলমান ভাই-এর মাল ছিনিয়ে নেয়া।"[১]

চোগলখুরী করা

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুসমূহের মধ্যে একটি হলো মানুষের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বন্ধুত্বকে দৃঢ় করা এবং পরস্পর শত্রুতা ও অনৈক্যের উপকরণকে মিটিয়ে দেওয়া।

এ জন্যই ইসলাম এমন সব কার্যকে নিষিদ্ধ করেছে যা দ্বারা অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং শত্রুতা ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। এমন সব কার্যের মধ্যে চোগলখুরী করাও একটি।

চোগলখুরীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, এটা হলো, একের কোন কথা অন্য লোকের কাছে তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির জন্য বর্ণনা করা বা যে গোপনীয়তা প্রকাশ করা অন্যায়, এমন কোন গোপন কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করা। কারো কোন ত্রুটিযুক্ত আচরণ দেখেও যদি তা প্রকাশ্যে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিংবা ক্ষতি দূর হয় তবে তা স্বতন্ত্র।

কারো ক্ষতি সাধনের প্রবল ইচ্ছাই চোগলখুরী যে কথা অন্যের কাছে বর্ণনা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অথবা যার কাছে সে কথা বলে তার নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা, অথবা মিছামিছি এর দ্বারা সে আনন্দ লাভ করে এবং লোকের মধ্যে শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদ লাগান তার কাছে পছন্দনীয় হয়। এর দ্বারা সে কিছু ফায়দা হাসিল করতে সক্ষম হয় অথবা সে এর দ্বারা তার কালিমা লিপ্ত মনে আনন্দানুভব করে।

চোগলখুরীর নিন্দা ও তার মহা শাস্তির উল্লেখ করে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -

"দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।"

—সূরা হুমাযা ঃ আয়াত ১

এ আয়াতের তাফসীরে কেউ কেউ বলেছেন ঃ তারা হলো এমন লোক যারা লোকের কথা নিয়ে ফিরে এবং অন্যের কাছে বলে বন্ধুদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে।

---

১. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

কুরআনুল করীমে আবূ লাহাবের স্ত্রীকে حمالة الحطب বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সে চোগলখোর ছিল। মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির জন্য লোকের কথা নিয়ে ফিরতো। এখানে চোগলখুরীকেই জ্বালানি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এর দ্বারা লোকের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয় যেমন জ্বালানি কাষ্ঠ অগ্নি প্রজ্বলিত করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা) চোগলখুরীর আপদ হতে সতর্ক করে একে মহা-পাপের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ لايدخل الجنة نمّام

"চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে না।"

অন্য রেওয়ায়েতে قتّات শব্দ রয়েছে তার অর্থও চোগলখোর।

বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কোন দুটি কবরস্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন ঃ

انهما يعذبان وما يعذبان بكبير (اى ذنب كبير) اما احدهما فكان يمشى بالنميمة - واما الاخر فكان ايشتنزه من بول -

"এদের উভয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এরা কোন বড় কাজে শাস্তি ভোগ করছে না। এদের একজন চোগলখুরী করতো আর অন্য জন প্রস্রাব করে উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জন করতো না।"[১]

অতএব চোগলখোর যখন সমাজ দেহের এক বিপজ্জনক অংশ তখন আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে, আমরা যেন তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখি এবং তাদেরকে বন্ধু মনে না করি। কেননা তারা কুরআনুল করীমের দৃষ্টিতে ফাসিক।

আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ -

"হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন সত্যত্যাগী তোমাদের কাছে কোন বার্তা আনয়ন করে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত না হতে হয়।" —সূরা আল হুজুরাত ঃ আয়াত ৬

কুরআনুল করীম চোগলখোরকে ফাসিক বলে বর্ণনা করেছে ; কেননা সে লোকের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদনকল্পে খবর সরবরাহ করে। এ জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে তাদের থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন, এবং আমাদেরকে উপদেশ দান করেছেন। আমরা যেন তাদের কথার সত্যতা যাচাই করে নেই। কেননা চোগলখোর তার কথার মধ্যে ফাসাদ

১. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

সৃষ্টিকারী বাক্য মিলিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না, ফলে যার কাছে বলা হয়েছে সে নির্দোষ জনতার ক্ষতি সাধনে লেগে যেতে পারে। অতঃপর প্রকৃত ব্যাপার অবগত হয়ে এ কাজ করেছে তখন লজ্জিত হতে হবে যে, চোগলখোরীর জন্যই এ বিপদ দেখা দিয়েছে।

চোগলখোরকে বিশ্বাস না করার জন্য আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ـ

"এবং অনুসরণ করে না তার যে কথায় কথায় শপথ করে, খেলাচ্ছলে পশ্চাতে নিন্দাকারী; যে একের কথা অন্যের কাছে লাগায়।" —সূরা কলম ঃ আয়াত ১০-১১

অতএব চোগলখোরী করার জন্য যারা দৌড়াদৌড়ি করে তারা ঐ সকল ব্যক্তির যারা সাধারণের মধ্যে একের কথা অন্যের কাছে দিয়ে যায় যাতে তাদের মধ্যে ফাসাদ ও শত্রুতা বিস্তার লাভ করে।

প্রকৃতপক্ষে চোগলখোরের সত্যবাদিতার উপর ভরসা করা যায় না, আর তার অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। এ কথাই হযরত হাসান (রা) পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

من نم لك نم عليك ـ

"যে ব্যক্তি তোমার কাছে অন্যের কথা লাগায় সে তোমার কথাও অন্যের কাছে লাগায়।"

কৃপণতা

প্রকৃতপক্ষে কৃপণতা আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতারই বহিঃপ্রকাশ। অন্তরেরর কাঠিন্য, নির্দয়তা এবং মনুষ্যত্ব বিবর্জিত অবস্থা হতেই তার উৎপত্তি।

সমাজদেহে তার বিষক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। কারণ এটা ধনবান কৃপণদের প্রতি নিরাশ গরীবদের হিংসার জন্য দেয় এবং তারা সর্বদা তাদের ধনসম্পদের ধ্বংস সাধনের অপেক্ষায় থাকে।

ইতিহাসের যেখানেই বড় বড় ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর উল্লেখ দেখা যায় তার একমাত্র কারণ সম্পদশালীদের কৃপণতা। এরা সমাজের চিন্তা করার পূর্বে নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান করতো এবং স্বীয় ধনসম্পদকে বিলাসিতা ও আত্মোপভোগে অপচয় করতো। ফলে দেশবাসী তাদের সম্মুখে নিজেদেরকে দেখতো নিঃস্ব ও সামান্যতম জীবিকার মুখাপেক্ষী।

এ জন্যই ইসলাম কৃপণতাকে কবীরা গুনাহ বলে উল্লেখ করেছে। কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

www.pathagar.com

"এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য সেটা মঙ্গল, তা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ি হবে।" —সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১৮০

যে সম্পদ মানুষের কুক্ষিগত হয়ে আছে তাকে ইসলাম আল্লাহর মাল হিসাবে গণ্য করে থাকে। আল্লাহ এ সম্পদ তার কাছে আমানত হিসাবে জমা রেখেছেন যেন সে এ সম্পদ নিজের জন্য এবং তার হকদার আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে ব্যয় করে। কিন্তু হকদারদেরকে না দিয়ে কৃপণতা করা, বাস্তবপক্ষে আমানত আটকিয়ে রাখা। সমাজের কল্যাণে ব্যয় না করে মাল ব্যয়ে প্রতিবন্ধক হলে সম্পদশালীদের উপর তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য।

রাসূলুল্লাহ (সা) একে গুনাহে কবীরা বা মহাপাপ বলে কৃপণের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

তিনি বলেন ঃ

البخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس ـ

"কৃপণ আল্লাহ হতে দূরে, বেহেশত হতে দূরে, এবং লোক হতে দূরে।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন ঃ

لايدخل الجنة ولا بخيل ولا منان ـ

"ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও খোটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।"[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) কৃপণতাকে সমাজের জন্য অত্যধিক ক্ষতিকর রোগ বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ কৃপণতার কুফল সমাজের উপরই পতিত হয়। তিনি বলেন ঃ

وایّ داء ادوا من البخل ـ

"কোন্ রোগ কৃপণতা হতে অত্যধিক ক্ষতিকর ?"[৩]

কৃপণতার কুফল বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

اياكم والشح فان الشح اهلك من كان قبلكم امرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالفجور ففجروا ـ

"কৃপণতা হতে তোমরা আত্মরক্ষা কর, কেননা অধিক কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। এ কৃপণতা তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন

১. তিরমিযি শরীফ।
২. তিরমিযী শরীফ।
৩. বুখারী শরীফ।

www.pathagar.com

করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাতে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, কৃপণতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করায় তারা কৃপণতা করেছে আর তাদের অশ্লীলতার আদেশ করায় তারা অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়েছে।"[১]

اياكم والشح فانه داء من قبلكم فاستحلوا محارمهم وسفكوا دمائهم وقطعوا ارحامهم -

"তোমরা অতি কৃপণতা হতে আত্মরক্ষা কর, কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের এ আদেশ করলে তারা হারামকে হালাল করে নিয়েছে এবং তারা রক্ত প্রবাহিত করেছে, আর তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদন করেছে।"[২]

অতএব প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তি কৃপণতা হতে অতি দূরে অবস্থান করবে, কেননা ঈমানের প্রাথমিক অত্যাবশ্যকীয় কার্যাবলী হলো, সৃষ্টি জীবনের দুঃখ সম্বন্ধে অনুভব উৎপন্ন করা আর মানুষ যা নিজের জন্য পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه -

"তোমাদের কেউই পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাই-এর জন্যও তা পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে।"[৩]

অতএব যে ধনবান তার ভ্রাতাকে অভাবে নিঃস্ব ও বঞ্চিত দেখেও তার প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করবে না, সে ব্যক্তি ঈমান হতে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

خصلتان لاتجتمعان فى مؤمن البخيل وسوء الخلق -

"দু'টি বদ অভ্যাস মুমিনের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না ঃ (১) কৃপণতা (২) অসচ্চরিত্রতা।"[৪]

অন্যের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করা

এমন বহু আইন রয়েছে যা অন্যের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। কিন্তু তা মনুষ্যত্বের অধোঃগতি রোধ করতে পূর্ণ সক্ষম হয়নি। আর ইসলাম লোকের মধ্যে যেমন সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতি অনুরূপ কোন ব্যবস্থা আর কোথাও নেই।

---

১. ইমাম আহমদ।
২. ইমাম আহমদ।
৩. বুখারী শরীফ।
৪. তিরমিযী শরীফ।

www.pathagar.com

আর নিশ্চিতরূপে মানুষের একে অন্যের প্রতি সম্মান দেখানো এবং তাদের পরস্পর মর্যাদাবোধ এমন সব অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর অন্তর্গত যা দ্বারা সমাজে সম্প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে—যেমন অন্যের প্রতি অবজ্ঞা ও সম্মানহানিকর হিংসা-বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতা ও কার্যাবলী পরস্পর সম্মান অসহযোগিতার সৃষ্টি করে। এ জন্যই ইসলাম সেসব কাজকে পাপ বলে ঘোষণা করেছে যা অন্যের সম্মানহানি করে ও মর্যাদায় আঘাত হানে। তাই একজন মু'মিনের জন্য সেগুলো পরিহার করা আবশ্যক।

সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ অন্যের প্রতি বিদ্রূপ করা, কাউকে তিরস্কার করা, মন্দ উপাধিতে ডাকা, কারো সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করা, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা, পর নিন্দা করা।

কুরআনুল করীম একটি আয়াতে এ সমুদয়কে পাপ হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং পরিষ্কার ঘোষণা করেছে মু'মিন সকলেই পরস্পর ভাই ভাই। যে ঈমানী সম্পর্ক তাদেরকে একত্রিত করেছে তাদেরকে সহোদর ভাই-এর মতই মনে করে। অতএব একে অন্যকে বাহ্যিক অথবা অভ্যন্তরীণ কোন প্রকার দুঃখ-কষ্টই পৌঁছাতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ - وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ - وَلاَتَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ - يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَيَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ -

"বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। হে বিশ্বাসীগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। এবং কোন নারী যেন কোন নারীকেও উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ

www.pathagar.com

ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনা হতে দূরে থাক। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনা পাপ, এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না ও একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে ? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।" —সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১০-১২

অত্র আয়াতে নিম্নবর্ণিত পাপসমূহকে নিষেধ করা হয়েছে ঃ

বিদ্রূপ

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের এক দলকে অন্য দলের প্রতি বিদ্রূপ করতে নিষেধ করেছেন। আর বিদ্রূপ করা একটি মন্দ স্বভাব যা আত্মম্ভরিতা এবং অন্যকে হেয় চক্ষে দেখার দরুন উৎপত্তি হয়ে থাকে। তা এমন স্বভাব যদ্দ্বারা মানুষের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

একটু গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, কুরআনুল করীম যেখানে কোন দলকে অন্য দলের প্রতি বিদ্রূপ করতে নিষেধ করেছে, সে নিষেধের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল রয়েছে। কিন্তু পরে পৃথকভাবে নারীদেরকে বিশেষ সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা বিদ্রূপ প্রায় নারীদের মধ্যেই হয়ে থাকে। কুরআনুল করীম বিদ্রূপের প্রকৃত অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রশ্ন রেখেছে যে, মু'মিনগণ একে অন্যের প্রতি কিরূপ বিদ্রূপ করতে পারে ? হয়ত যাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে সে আল্লাহর কাছে বিদ্রূপকারী ব্যক্তি হতে উত্তম। আর যে উৎকৃষ্টতা কোন পুরুষ তার নিজের মধ্যে লক্ষ্য করেছে বা কোন নারী নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে তাতো বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে। এটা দেখেই একজন সুচতুর ব্যক্তি একজন নির্বোধকে এবং একজন সম্পদশালী ব্যক্তি একজন কপর্দকহীনকে বিদ্রূপ করে। আর কোন কোন সময় একজন রূপবতী একজন রূপহীনের প্রতি বিদ্রূপ করে থাকে। বা একজন যুবতী একজন বৃদ্ধার প্রতি বিদ্রূপ করে কিন্তু এ সকল চাকচিক্য তো বহ্যিক ব্যাপার— এ তো প্রকৃত চাকচিক্য নয়। দ্বিতীয়ত, এটা কোন উপযুক্ত মাপকাঠিও নয়। আল্লাহর কাছে যে মাপকাঠি রয়েছে যা দ্বারা উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা ওজন করা হয়। এ অভ্যন্তরীণ মাপকাঠির সঠিক পরিমাপ আল্লাহ ব্যতীত কেউই করতে সক্ষম হবে না।

অন্যকে তিরস্কর করা

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের অন্যের প্রতি দোষারোপ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা পূর্বেই তাদেরকে একে অন্যের ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব যখন কোন লোক তার ভাই-এর কোন দোষ-ত্রুটি বের করে বা তাকে তিরস্কার করে তখন যেন সে নিজেরই দোষ বের করলো। ولا تلمزوا انفسكم আল্লাহর এ বাক্যের অর্থও এটাই। এ আয়াতে কুরআনুল করীম মু'মিনদের দৃষ্টিকে এদিকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে

যে, তারা প্রকৃতপক্ষে এক এবং অভিন্ন। আর এ একত্ব এমন যে, কোন রূপেই তার বিচ্ছেদ বা বিভক্তি হতে পারে না। আর একে অন্যের তিরস্কার করা যেন এ যুগের ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই একটি রাজনৈতিক দল অন্য একটা রাজনৈতিক দলকে তিরস্কার ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজে উচ্চাসন গ্রহণ করতে চেষ্টা করছে। প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা সে দল বা ব্যক্তি তার পক্ষের লোক বা তার সাহায্যকারী লোকদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে। আরও দেখা যায়, বহুলোক এভাবে হিংসার বশবর্তী হয়ে অন্যের প্রতি তিরস্কারের বাণ নিক্ষেপ করে থাকে।

অনুরূপভাবে অন্যের প্রতি তিরস্কার নিক্ষেপ করা আমাদের বর্তমান সমাজে এক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এ গুনাহর কাজে আল্লাহর নিষেধ উপেক্ষা করে তারা একে অন্যের প্রতি তিরস্কারের বাণ নিক্ষেপ করে যাচ্ছে।

কাউকে মন্দ উপাধিতে ডাকা

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যকে মন্দ নামে ডাকাকে মু'মিনদের জন্য নিষেধ করে দিয়েছেন, সেই মন্দ উপাধি তার জন্যই হউক বা তার পিতা বা অন্য কোন আত্মীয়ের জন্য হউক। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ـ

"যে ব্যক্তি কারো প্রতি বিদ্রূপ বা মন্দ উপাধি ন্যস্ত করবে সে ব্যক্তি ফাসিক অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য করা হতে বহিষ্কৃত।"

আর মু'মিন ঈমান আনার পর ফাসিক নামে নামাঙ্কিত হতে চায় না। অতঃপর কুরআনুল করীম তার সম্বন্ধে অতিশয় গুরুত্ব সহকারে বলছে ঃ

ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ـ

"যে ব্যক্তি এ সকল মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ না করে তার জন্য জালিম নামটি সাব্যস্ত করা হবে।" আর জুলুম এমনই এক স্বভাব যার জন্য ইহজগতে এবং পরজগতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

ধারণা

আল্লাহ্ তা'আলা কারো প্রতি অত্যধিক মন্দ ধারণা করা হতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করেছেন। অতএব তারা অন্যান্য ব্যক্তি সম্বন্ধে তাদের অন্তরে মন্দ ধারণার সৃষ্টি হলে তা পরিত্যাগ করতে ইতস্তত করবে না। আর তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনুল করীম বলেছে ঃ

ان بعض الظن اثم ـ

"কোন ধারণায় গুনাহও হয়ে থাকে।"

www.pathagar.com

এ কথাই ধারণা পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। কেননা মু'মিন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে; তার কেন ধারণাতীত গুনাহ্ হয়। এর দ্বারাই ইসলাম লোকের অন্তরকে মন্দ ধারণা করা হতে পবিত্র করেছে, যাতে সে গুনাহে লিপ্ত না হয়। এবং মন্দ ধারণা ও সন্দেহ্ হতে অন্তরকে পাকপবিত্র করে নেয়।

ছিদ্রান্বেষণ করা

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে কারো ছিদ্রান্বেষণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা মন্দ ধারণাই তার উৎস স্থল। অতএব অন্যের দোষ-ত্রুটি ও গুপ্ত কথাগুলো খুঁজে বেড়ানোই ছিদ্রান্বেষণের অন্তর্গত। আর কুরআনুল করীম এ ঘৃণিত কার্যাবলীর প্রতিরোধ করে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীন মত ও পথের এবং স্বীয় সম্মান বজায় রাখার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার খর্ব করার কারো কোন অধিকার নেই। তা যেভাবেই হোক না কেন আর কোন অবস্থাতেই তা প্রতিরোধ করা যাবে না। প্রত্যেকের বাহ্যিক অবস্থার উপরই তার বিচার করা হবে। তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পিছনে লেগে থাকার অধিকার কারো নেই। তাদের বাহ্যিক বিরোধিতার জন্যই তাদেরকে ধরপাকড় করা যায়।

কিন্তু সরকারের বা রাষ্ট্রের পক্ষ হতে দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের বা দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের পেছনে যে গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয় তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার মানসে, তা আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ দোষ অন্বেষণের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা দেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বা দুষ্ট লোকদের দুষ্কৃতি হতে সাধারণ জনগণকে রক্ষা করার জন্য এরূপ দুষ্ট লোককে খুঁজে বের করার প্রয়োজন রয়েছে।

গীবত বা পরনিন্দা

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে পরনিন্দা করতে নিষেধ করেছেন। কোন মু'মিন অপর কোন মু'মিনের এমন কথা অন্যকে বলা যা শুনলে সে দুঃখিত হবে, একে গীবত বা পরনিন্দা বলা হয়। যে কথা পরিষ্কার শব্দে বলুক বা ইশারা ইঙ্গিতে বলুক বা লিখিত আকারে বলুক বা অঙ্গভঙ্গিতে বলুক, এবং তা সে ব্যক্তির দীন সম্বন্ধে হোক বা পার্থিব কোন ব্যাপার হোক বা তার চরিত্র ও অভ্যাসগত হোক বা শারীরিক গঠনগত হোক। আর গীবতের জন্য সম্মুখে সাক্ষাতে বলা এবং অসাক্ষাতে বলার মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره، قيل افرايت لو كان فى اخى ما اقول، قال ان كان فيه ماتقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته - اى قلت فيه كذ وبهتانا -

www.pathagar.com

"তোমরা জান, 'গীবত' বা পরনিন্দা বলতে কি বোঝায় ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, গীবত বা পরনিন্দা হলো তোমার ভাই সম্বন্ধে তোমার এমন কথা বলা যা শুনলে সে দুঃখিত হয়। কেউ প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি যা বলছি তার যদি আমার ভাই-এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে ? তিনি বললেন, তুমি যা বললে তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তো তুমি গীবত করলে আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তবে তো তুমি তার সম্বন্ধে তোহমত করলে। অর্থাৎ তার সম্বন্ধে মিথ্যা দুর্নাম করলে।"

আল কুরআনুল করীম এ ধরনের গীবত করাকে ঘৃণিত কার্য রূপে বর্ণনা করে গীবতে লিপ্ত বা পরনিন্দাকারী সম্বন্ধে বলেছে যে, "সে যেন স্বীয় মু'মিন ভ্রাতার মৃতদেহের গোশত ভক্ষণ করলো।" ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

ايحب احدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه -

"তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে ?" বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণার্হ মনে কর।" —সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১২

যারা শরীয়ত বিরুদ্ধ পাপ কাজে লোক সম্মুখে প্রকাশ করে বেড়ায় এবং সন্দেহযুক্ত স্থানে ঘুরাফেরা করে তাদেরকে এ সকল কার্য হতে বিরত রাখার জন্য বা তিরস্কার করার জন্য তাদের অবস্থা বলে দেওয়া হারাম নিষিদ্ধ নয়।

অতএব বোঝা গেল যে, গীবত বা পরনিন্দা সেসব নিকৃষ্ট স্বভাবের অন্তর্গত যা মানুষের মধ্যকার সুসম্পর্ক বিনষ্ট করে দেয়।

যারা মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্বকে দৃঢ় করে দেয় তারা ঐ সকল পবিত্র অন্তর যারা মানুষের জন্য অন্তরে মমতা ও ভালবাসাকে স্থান দান করে। তাদের দৃষ্টি ও কথাবার্তায় তা প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্যের অনুপস্থিতিতে তার নিন্দা করে বা তার অন্তরে আঘাত দেয় এবং সম্মান হানি ঘটায়; তা লোকের মধ্যে শত্রুতার উদ্রেক করে এবং মুসলমানদের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও ভালবাসাকে দূর করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ -

"আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।"

—সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১২

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা হতে দূরে থাকে এবং এ সকল মন্দ স্বভাবকে মূলোৎপাটন করে, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। কেননা তিনি অতিশয় ক্ষমাকারী দয়ালু।

এর দ্বারা পরস্পর ব্যবহারে ইসলামের নীতি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। ইসলাম মু'মিনদের উক্ত খারাপ স্বভাব থেকে বিরত থাকতে বলেছে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

পরস্পর লেনদেনের ব্যাপারে আমাদের অপরাধ

- ধোঁকা দেওয়া
- অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা
- মিথ্যা শপথ
- ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা
- ইয়াতিমের প্রতিপালনে সওয়াব
- উৎকোচ গ্রহণ
- সুদ খাওয়া
- মূল্য বৃদ্ধির মানসে প্রয়োজনীয় দ্রব্য পুঞ্জীভূত করা

www.pathagar.com

পারস্পরিক লেনদেনে ইসলামের বিধান

যে সকল কাজে কারো দুঃখ হয়, সে সকল কাজ পরিহার করে প্রত্যেককে তার ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার দ্বারাই পারস্পরিক লেনদেন স্থির হতে পারে। বর্তমান যুগে পরস্পর লেনদেনের ব্যাপারে ন্যায়নীতি অনুসরণ করাতেই তা অর্থসম্পন্ন হয়ে থাকে। আর তার উপর ভিত্তি করেই বর্তমান আইন-কানুন প্রবর্তিত হয়ে থাকে।

চৌদ্দশ বছর পূর্বে ইসলাম পরস্পরের লেনদেনের ব্যাপারে যে অনুপম শিক্ষা দিয়েছে, বর্তমান যুগের আইন তা দিতে সক্ষম হয়নি। এ সকল শিক্ষায় একদিকে যেমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে অন্যদিকে প্রত্যেকের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটিয়ে।

এর দ্বারা ইসলাম মানুষের মধ্যে উপলব্ধি করার এমন নিভৃত স্থানের চিকিৎসা করেছে, যেখানে অন্যায়ের বর্তমান আইন পৌঁছতে পারে না। কেননা আইন-কুনুন তো শুধু বাহ্যিক অন্যায় ও আনুগত্যের উপরই কাজ করে, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাতে কোন কাজ হয় না। কেননা সে তা জানতেই পারে না। আর ইসলাম মানুষের অন্তরে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় কাজের উপর প্রহরী নিযুক্ত করে দেয়। কেননা আল্লাহ্র কাছে কোন জিনিসই লুক্কায়িত থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরের নিভৃত কুচিন্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।"

— সূরা কাফ ঃ আয়াত ১৬

যেমন ইসলাম আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের কাজ তা বাহ্যিক হোক বা অভ্যন্তরীণ হোক, তা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্র কাছে কিয়ামত দিবসে প্রকাশ করা হবে। আর তার উপর ভিত্তি করেই মানুষের বিচার হবে।

ধোঁকা দেওয়া

ইসলাম এখানেই ক্ষান্ত হয়নি বরং সে ক্ষমতাবান। প্রত্যেককে এমন ক্ষমতাদান করেছে যদ্দারা সে অপরাধীকে শাস্তি বিধান করতে পারে। আদান-প্রদানের সময় একে-অপরকে ধোঁকা দেওয়া এক মারাত্মক বিপদ। অতএব প্রত্যেকে বিশ্বস্ততার সাথে লোকের সাথে আদান-প্রদান করবে। আর মানুষের মাঝে যখন বিশ্বস্ততা লোপ পায়, তখন সন্দেহ, হিংসা তার স্থান দখল করে নেয়। অতএব একে অপরের সাহায্যার্থেই। আদান-প্রদান করা উচিত যা লেনদেনের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক খাদ্যশস্যের স্তূপের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এ স্তূপের প্রতি লক্ষ্য করে তার ভিতর স্বীয় হস্ত মুবারক ঢুকিয়ে দিলেন। এতে তার অঙ্গুলি তিনি ভিজা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ

ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء (اى المطر) يا رسول اللّٰهِ ـ فقال النبىّ افلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس ـ من غش فليس منا ـ

"হে স্তূপের মালিক! একি ? সে লোকটি বললো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এতে পানি পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তা'হলে তুমি কেন ভিজা শস্যগুলি উপরে রাখলে না। তাহলে লোক তা দেখতে পেতো। যে ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী—'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়' —এ বাণীর প্রতি যে লক্ষ্য করবে সে বুঝতে পারবে যে, ধোঁকা দেওয়া কত বড় অন্যায়। আর ধোঁকাবাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দল বহির্ভূত হয়ে যায় এবং মুসলমানদের যে নিয়ম ছিল পরস্পর লেনদেনে সত্যবাদিতা এবং বেচাকেনায় একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল—সে এই নিয়ম হতে সরে পড়ে।

ইসলাম যে ধোঁকাকে নিষেধ করে তার মধ্যে এও রয়েছে যে, বিক্রেতা কোন দোষযুক্ত বস্তু বিক্রি করলে খরিদ্দারকে তৎসম্বন্ধে অবহিত করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ -

المسلم اخو المسلم ، ولا يحل لمسلم اذا باع من اخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه ـ

"এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, আর কোন মুসলমানের জন্যই তার অন্য ভাইয়ের কাছে কোন দোষযুক্ত বস্তু বিক্রয় করে সে দোষ সম্পর্কে সেই ভাইকে অবহিত না করে তা বিক্রি করা অবৈধ।"

ইসলাম পরস্পর লেনদেনের ব্যাপারে মানুষের অন্তরে সহানুভূতিশীলতা স্থাপন করতে চায়। বরং ইসলাম আরো অগ্রসর হয়ে ক্রেতার প্রতি বিক্রেতার শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার পরামর্শ দান করে। আর সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে বিক্রেতার জন্যও তা কামনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

والدين النصيحة

"অন্যের শুভ কামনা করাই ধর্ম।"[২]

---

১. মুসলিম শরীফ।

২. আহমদ ও ইবনে মাজাহ।

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন ঃ

لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه -

"তোমাদের কেউই পূর্ণ মু'মিন হবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইরে জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[১]

আর ইসলাম যে ধোঁকা অবৈধ করেছে তার মধ্যে রয়েছে, ওজনে কম দেওয়া এবং যে পর্যন্ত মেপে দেওয়া উচিত ছিল সে পর্যন্ত পূর্ণ করে না দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ -

"এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।"— সূরা শু'আরা ঃ আয়াত ১৮২

আর যে সকল লোক মানুষকে মাপে কম দিয়ে ধোঁকা দেয় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন আযাবের ভয় দেখিয়েছেন। কিয়ামতের হিসাবের সময়ে যখন তারা জীবিত হয়ে কবর হতে উপস্থিত হবে তখন তারা অস্থির থাকবে পৃথিবীতে যা করেছে তার ফলাফল গ্রহণের জন্য।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ - اَلاَ يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ - يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

"মন্দ পরিণাম মাপে প্রবণতাকারীদের জন্যে যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় গ্রহণ করে পূর্ণ মাত্রায় এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওজন করে তখন কম করে দেয়। ওরা কি চিন্তা করে না যে, ওরা পুনরুজ্জীবিত হবে মহা দিবসে, যেদিন দাঁড়াবে সকল মানুষ বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সম্মুখে।"

— সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ আয়াত ১-৬

কুরআনুল করীম মাদইয়ান নামক স্থানে শহরের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছে যেখানে ওজনে ও পরিমাপে লোককে ধোঁকা দেওয়ার প্রথা দেখা দিয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তথায় পয়গম্বর শোয়াইব (আ)-কে তাদের সঠিক পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত পেরণ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ - فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا

১. নাসাঈ শরীফ।

www.pathagar.com

النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -

"মাদয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না। তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের জন্য এটা কল্যাণকর।"

—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৮৫

কিন্তু মাদইয়ান শহরবাসী তাদের অপকর্ম হতে ফিরলো না এবং তাদের নবীর কথায় ভ্রূক্ষেপও করলো না। কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি আযাব নাযিল করলেন এবং তাদেরকে এক কঠিন বজ্রধ্বনির দ্বারা ধ্বংস করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِى دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ -

"যখন আমার নির্দেশ এলো তখন আমি শুআইব ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। অতঃপর যারা সীমালজ্ঘন করেছিল মহাপাপ তাদেরকে আঘাত করলো, ফলে ওরা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।" —সূরা হুদ ঃ আয়াত ৯৪

আমাদের কাছে এ ঘটনা এটাই ব্যক্ত করেছে যে, ওজনে বা পরিমাণে কম দিয়ে লোককে ধোঁকা দেয়ার পরিণামে ধোঁকাবাজদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নেমে আসে আযাব।

অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করা

আমাদের বর্তমান সমাজের অন্য এক আপদ হলো অন্যায়ভাবে ও অসদুপায়ে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা। বর্তমান শাসন ব্যবস্থা বহু আইন প্রবর্তন করেছে যেন লোকের উপর হতে তার প্রতিক্রিয়া দূর করা যায় কিন্তু এ সকল আইন তার নির্ধারিত ফল দেয়নি। এজন্যই বিচারালয়ে বহু অভিযোগ ও বিচার প্রার্থীদের আর্যী পড়ে থাকতে দেখা যায়। আর তাতে বিচারকগণ বিচারের জন্য পর্যাপ্ত সময় পান না এজন্যও বহু

www.pathagar.com

মোকদ্দমা অমীমাংসিত অবস্থায় বছরের পর বছর পড়ে থাকে। এতে দুষ্কৃতিকারী দুষ্ট লোকেরা আরো দুষ্টুমি ও অত্যাচার করার সুযোগ পায় এবং লোকের হক নষ্ট করে। ফলে দীর্ঘসূত্রিতা ব্যতীত কেউই কোন ফল প্রাপ্ত হয় না। আর ইসলাম এদিকে এমন সব শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে যাতে দুষ্ট লোক কারো হক নষ্ট করতে সাহসী না হয়। অপর দিকে আল্লাহ্‌র ভয়ের দরুন তারা অন্যের সাথে ভাল ব্যবহার করতে বাধ্য হয় এবং অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা হতে দূরে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا - وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا -

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ। এবং নিজেদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। এবং যে কেউ অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করে তা তাকে অগ্নিতে দগ্ধ করবে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজসাধ্য।"— সূরা নিসা ঃ আয়াত ২৯-৩০।আর পরদ্রব্য আত্মসাৎ দু'প্রকারে হতে পারে ঃ (১) অন্যায়ভাবে অত্যাচারের মাধ্যমে– যেমন জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া, যা ধোঁকা ইত্যাদির মাধ্যমে, চুরি করে বা জুয়া ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের মাল আত্মসাৎ করা, (২) চালবাজি ও চতুরতা দ্বারা, যেমন অবৈধ বেচাকেনা দ্বারা।

আর উক্ত আয়াতের اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ। অর্থাৎ উভয় পক্ষের অনুমতিক্রমে, ব্যবসায়ের কথার বর্ণনা রয়েছে। কারণ কোন ব্যবসাই উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি ব্যতীত বৈধ হবে না। আর সন্তুষ্টি ওখানেই দৃষ্ট হয় যেখানে কোন প্রকার ধোঁকা না থাকে।

উক্ত আয়াতে لاتاكلوا اموالكم "তোমরা তোমাদের মাল ভক্ষণ করো না" বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা মালকে সকলের দিকে সম্বন্ধ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, তা সকলেরই মাল। এখানে তোমরা একে অন্যের মাল আত্মসাৎ করো না বলা হয়নি। কারণ এখানে মালে সকলের হক রয়েছে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা ইসলাম বলে, তোমাদের প্রত্যেকের মাল গোটা জাতির মাল বা সম্পদ। অতএব যে ব্যক্তি কোন ভাইয়ের মাল আত্মসাৎ করলো, সে যেন সকল মু'মিনের মাল আত্মসাৎ করলো। সম্পদে সকল মু'মিনের সমান অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করে ইসলাম বলে যে, প্রত্যেক লোকের মাল-সম্পদ ব্যক্তির মালিকানায় থাকলেও তা প্রত্যেকেরই সম্পদ।

www.pathagar.com

অতএব আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলা সতর্ক করে বলেছেন, যে ব্যক্তি এরূপ করবে পরকালে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অন্যায়ভাবে অন্যের মাল আত্মসাৎকে নিষেধ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من أخذ من الارض شيئا غير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين ـ

"যে ব্যক্তি বিনা অধিকারে অন্যের জমির কিয়দংশ আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত জমির নিচে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।"[১]

তিনি আরো বলেন ঃ

من اخذ من اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله ـ

"যে ব্যক্তি বিনষ্ট করে ফেলার মানসে অন্যের মাল নিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিনষ্ট করে দেবেন।"[২]

হারাম মাল ভক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত প্রদর্শন করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به ـ

"যে ব্যক্তির মাংস হারাম মাল দ্বারা বর্ধিত হবে তার জন্য দোযখই উপযুক্ত।"[৩]

যে তিন ধরনের লোক কিয়ামতে পরস্পর ঝগড়া করবে, তাদের কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তাদের একজন হলো ঃ

رجل استاجر اجيرا فاستو فى منه (اى اتعابه) ـ ولم يعطه اجره ـ

"ঐ ব্যক্তি যে একজনকে কাজে নিযুক্ত করে তার দ্বারা পূর্ণ কাজ করিয়ে নিয়েও তার মজুরি দেয়নি।"

বেচাকেনায় যে সকল নিয়ম পদ্ধতির দ্বারা অত্যধিক বরকত ও মঙ্গল লাভ হয়, সেসব নিয়ম পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعها ، وان كتما وكذ بامحقت بركة بيعهما ـ

"ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ না পৃথক হয়ে যাবে ততক্ষণ তারা নিজেদের ইচ্ছাধীন। যদি তারা সত্য সত্য বলে এবং বর্ণনা করে তাহলে তাদের এ ব্যবসা তাদের জন্য বরকতময় হবে। আর যদি তারা লুকায় এবং মিথ্যা বলে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয় তাদের জন্য বরকতময় হবে না।"[৪]

---

১. বুখারী শরীফ।
২. বুখারী শরীফ।
৩. তিরমিযী শরীফ।
৪. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

মিথ্যা শপথ

যেহেতু মিথ্যা শপথ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাতের অপর এক পন্থা, এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সতর্ক করে বলেছেন, এতে উপার্জনের বরকত বিলুপ্ত হয় আর মিথ্যা শপথকারী আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতের উপযুক্ত হয়। তিনি বলেন ঃ

الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب -

"শপথ দ্বারা মাল কাটতি হয়, কিন্তু তা উপার্জনের জন্য ধ্বংস আনয়ন করে।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ তিন ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করলেন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে লক্ষ্য করবেন না, আর তাদেরকে পবিত্র করবেন না বরং তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। তাদের এক ব্যক্তি হলো ঃ

المنفق سلعته بالحلف الكاذب -

"যে তার পণ্যদ্রব্য মিথ্যা শপথ করে বিক্রয় করে।"[২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ

من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل لقى الله وهو عليه غضبان -

"যে ব্যক্তি অন্যের মাল আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথের আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে যখন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।"[৩]

আমাদের এ যুগের মিথ্যা শপথের ব্যাপক প্রসার হয়ে পড়েছে আর তা দ্বারা বহু সরলপ্রাণ লোককে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। অতএব এসব শপথকারী লোক আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিই কুড়াচ্ছে এবং এ মিথ্যা শপথের দ্বারা যে সকল মাল উপার্জন করে তা হারাম এবং তাতে কোন প্রকার বরকতও নেই।

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা

ছোট ছোট দুর্বল ইয়াতীমগণ আল্লাহ্ তা'আলার রহমত লাভের উপযোগী। তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র এক বিশেষ রহমত এই যে, আল্লাহ্ তাদের মাল আত্মসাৎকারীদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। আর তাদের মাল আত্মসাৎকে কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ বলে ঘোষণা করেছেন।

---

১. বুখারী শরীফ।
২. মুসলিম শরীফ।
৩. বুখারী শরীফ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاٰتُوا الْيَتَامٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَاتَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ـ

"পিতৃহীনকে তাদের ধনসম্পদ সমর্পণ করবে এবং ভালোর সাথে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিলিয়ে গ্রাস করো না— এটা মহাপাপ।" —সূরা নিসা ঃ আয়াত ২

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারীকে কিয়ামতে কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ـ

"যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।" — সূরা নিসা ঃ আয়াত ১০

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ

اجتنبوا السبع الموبقات (وذكر منها) اكل مال اليتيم ـ

"সাতটি ধ্বংসকারী কার্য হতে তোমরা দূরে থাক। (ঐ সাতটির মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা।"[১]

ইয়াতীম প্রতিপালনে সওয়াব

ইসলাম একদিকে যেমন অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করার প্রতি ভয় প্রদর্শন করেছে অন্যদিকে আবার ইয়াতীমের প্রতিপালকদের অন্তরে দয়ার সঞ্চার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوْا اللّٰهَ ـ

"তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পেছনে ছেড়ে গেলে তাদের সম্বন্ধে তারা উদ্বিগ্ন হতো। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।" —সূরা নিসা ঃ আয়াত ৯

১. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

অর্থাৎ সে সব ইয়াতীম প্রতিপালকদের ভয় করা উচিত যারা ইয়াতীমদের মালের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে— যেমন তারা তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছোট ছোট নাবালেগ শিশুদের ভয় করে থাকে।

যারা ইয়াতীমদের প্রতিপালনে তাদের প্রতি দয়া দেখায় তাদেরকে সওয়াবের প্রতি প্রলুব্ধ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

اَنَا وَكَافِلُ اليتيم فى الجنة هكذا ـ

"আমি এবং ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী ব্যক্তি বেহেশতে এরূপ।" বলে তিনি স্বীয় আঙুলদ্বয় অর্থাৎ তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলদ্বয় দেখালেন এবং উক্ত আঙুলদ্বয় ফাঁক করলেন।

তিনি আরো বলেন ঃ

خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه ـ

"মুসলমানদের মধ্যে ঐ পরিবারই উত্তম যাদের মধ্যে ইয়াতীম রয়েছে আর তার প্রতি ইহসান করা হয়। আর মুসলমানদের মধ্যে ঐ পরিবার নেহায়েত নিকৃষ্ট যে পরিবারে ইয়াতীম রয়েছে আর তার প্রতি মন্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।"[১]

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ না করার প্রতি এবং ইয়াতীমের প্রতিপালনের প্রতি ইসলাম আমাদেরকে যে আহবান করেছে তা কত সুন্দর। ইয়াতীমদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য এটাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উৎকোচ

কোন পদস্থ কর্মচারী বা বিচারককে কিছু মাল-সম্পদ দান করা যা দ্বারা এমন বস্তু পাওয়া সহজ হয়ে যায় যা পাওয়ার তার কোন অধিকার নেই। একেই উৎকোচ বা ঘুষ বলা হয়। অতএব ঘুষখোর এবং ঘুষদাতা উভয়েই এমন কিছু মালের অধিকারী হয়, যার সে অধিকারী নয়। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে ঘুষ হিসাবে লোকের মাল আত্মসাৎ করতে নিষেধ করে ইরশাদ করেন ঃ

وَلَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের সম্পত্তির কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়রূপে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে উৎকোচ দিও না।" — সূরা বাকারা ঃ ১৮৮

১. ইবনে মাজাহ।

www.pathagar.com

অর্থাৎ তোমরা শাসক বা বিচারকদেরকে ঘুষ দিও না যাতে তোমরা অন্যায়ভাবে অন্যের মাল আত্মসাৎ করতে পার। আর একাজ অতীব জঘন্য। ঘৃণিত জেনেও তোমরা কি করে একাজে অগ্রসর হতে পার?

এ আয়াতের আদেশ আমাদের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত, বর্তমান সমাজে যেখানে আদালতগুলিতে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা পড়ে আছে। অধিকাংশ লোক অন্যায়ভাবে অন্যের মালের উপর অধিকার বিস্তার করে বসে, সে সব আদালতের রায় অনুযায়ী যে সকল আদালত বাহ্যিক দলিল-প্রমাণ দ্বারা রায় দান করে থাকে, আর তারা এজন্য প্রতিপত্তির মধ্যে অন্যের মনে ভয়ের সঞ্চার বা সাক্ষীদেরকে উৎকোচ প্রদান, সাহায্য প্রদান ইত্যাদি দ্বারা অনুপ্রাণিত করে।

এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সংখ্যাধিক্যের দরুন শাসক বিচারকদের উৎকোচের উল্লেখ রয়েছে। অন্য লোকদের উল্লেখ করা হয়নি। আর যেহেতু এগুলির অনিষ্টকারিতা বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে উৎকোচের নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বহু বাণী রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ

لعن رسول الله الراشى والمرتشى -

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) উৎকোচ দাতা-গ্রহীতা উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

لعن رسول الله الراشى والمرتشى فى الحكم -

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) উৎকোচ দাতা-গ্রহীতা উভয়কেই লানত করেছেন বিচারের ব্যাপারে।"[২]

যে ব্যক্তি উৎকোচ দান করে আর যে গ্রহণ করে তারা উভয়েই লানতের উপযুক্ত হবে। যখন তারা অন্যকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এরূপ করে বা যে দ্রব্যে তার কোন অধিকার নেই তা লাভ করার জন্য উৎকোচের আশ্রয় নেয়। কিন্তু যদি স্বীয় হক আদায়ের জন্য অন্যের জুলুম হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এভাবে লেনদেন করে তবে এটা অভিসম্পাতের মধ্যে পড়বে না।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহীতা ও দাতার মধ্যস্থতা করে সেও উক্ত লা'নতের অংশী হবে।

ইসলাম সর্ব প্রকারের উৎকোচকেই হারাম বা অবৈধ করেছে। বিশেষত হাদিয়া নামে যা দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

১. তিরমিযী ও আবূ দাউদ।

২. তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

www.pathagar.com

من استعملنا على عمل فرزقناه رزقا (اى منحناه راتبا) فما اخذه بعد ذلك فهو غلول ـ

"যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করবো, তাকে আমরা পারিশ্রমিক দেব। এর উপর সে যা নেবে তা হবে ধোঁকা।"[১]

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবীলায়ে ইযদের ইবনুল লাইবাহ নামক এক ব্যক্তিকে সদকা উসুলের কাজে নিযুক্ত করলেন। যখন সে প্রত্যাবর্তন করলো, সে বললো ঃ এ মাল তো আপনার জন্য আর এ মাল আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে কেন তার মাতার অথবা পিতার ঘরে বসে থাকে না, তখন দেখা যাবে তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যদি কেউ এ মাল হতে কিছু আত্মসাৎ করে তবে কিয়ামতের দিন এ মাল তার কাঁধে বোঝা হয়ে উপস্থিত হবে।

সুদ খাওয়া

ইসলাম ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার প্রাণ সঞ্চার করেছে এবং তাদের অন্তরে ভালবাসা ও প্রীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। এজন্যই আমরা দেখছি যেসব লেনদেনকে বৈধ ঘোষণা করেছে যা দ্বারা এ উদ্দেশ্য হাসিল হয়, আর সে সব লেনদেনকে হারাম বা অবৈধ করেছে যা পরস্পরে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং মুহব্বতের মূলোৎপাটন করে শত্রুতা ও অনৈক্যের বীজ বপন করে।

আর অতি কঠোরতার সাথে ইসলাম যা অবৈধ বা হারাম করেছে এবং যাকে কবীরা গুনাহ্ বা মহাপাপ সাব্যস্ত করেছে তার মধ্যে রয়েছে সুদ গ্রহণ করা। এর অবৈধতায় অনেক কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। আর যারা এ রকম লেনদেন করে তাদের নিকৃষ্টতা বর্ণনায় অনেক কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাদেরকে স্থায়ী দোযখীদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে যেমন তাদেরকে গুনাহ্গার কাফিরদের সমপর্যায়ে রাখা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَيَقُوْمُوْنَ الاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ـ

১. আবূ দাঊদ।

www.pathagar.com

"যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে, এটা এ জন্য যে, তারা বলে বেচাকেনা তো সুদের মতো অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই। এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র এখতিয়ারে, আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নির অধিকারী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না।"

—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৫

যারা সুদের লেনদেন করে, সাক্ষী হয় বা সুদের কাগজপত্র লেখে এদের সকলকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাপে শরীক করেছেন। ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

لعن رسول الله أكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه -

"যে সুদ খায়, যে সুদ দেয় আর যারা সাক্ষী হয় এবং যারা দলীলপত্র লেখে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লানত করেছেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুদকে দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর মধ্যে গণ্য করলেন আর পাপের ব্যাপারে হত্যার পরেই তার স্থান রেখেছেন। তিনি বলেন ঃ

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر - وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق - واكل الربا - واكل مَا اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات -

"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে দূরে থাকবে। তখন সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! ধ্বংসকারী ঐ সাতটি বস্তু কি কি ? উত্তরে তিনি বললেন— ঐ সাতটি বস্তু হচ্ছে ঃ (১) আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা (২) জাদু করা (৩) আইনের অনুমতি ব্যতীত কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধের মাঠ হতে পলায়ন করা (৭) সতীসাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।"[২]

আর সুদ হত্যার সমকক্ষ হবে না কেন ? এ সুদই তো অনেক ঘরকে বিরান করেছে। সুখের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, মানুষের অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষে ভরে দিয়েছে। এ সমস্ত অন্য যে সকল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

---

১. বুখারী শরীফ।

২. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

অতএব ইসলাম সুদকে হারাম করেছে কেননা তা সমাজের মধ্যে শুধু আর্থিক সম্পর্ক গড়ে তোলে মাত্র। এতে অন্যের সাহায্য-সহায়তা করার কোন সম্পর্ক থাকে না আর তাতে চারিত্রিক কোন মূল্যবোধেরও উদ্ভব হয় না। মানুষের মধ্যে একদলকে অন্যের গলগ্রহ বানায়, তারা অন্যের উপর নির্ভরশীলই থাকে। তারা নিজের মাথার ঘাম ফেলে খেটে মরে কিন্তু অন্যে তার ফল ভোগ করে।

যেমন সুদ মালদারকে একথার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যে, এ পথেই তাদের মাল বর্ধিত হতে পারে। কেননা তাদের মতে এ পন্থাই উপকার দর্শায় এবং ক্ষতির আশঙ্কা কম। এমতাবস্থায় জাতীয় বড় বড় স্বার্থ ও শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত হয়ে পড়ে যার দ্বারা জাতির সকলেই উপকৃত হতে পারে। কেননা মাল বা টাকা ব্যবসায়ের আসল উদ্দেশ্য আর তা তো বেচাকেনার মাধ্যম। আর সুদ এই আসল উদ্দেশ্য পরিণত করে। তাই সুদখোরেরা তাকে জমা করতে আরম্ভ করে। সুদখোরদের এ ধারণা সাধারণ লোকের উন্নতি ব্যাহত করে। আর এর দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

উপরন্তু সুদপ্রথা পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে সর্বদা বৈরী সম্পর্ক স্থাপন করে। কেননা সুদ গ্রহীতারা অধিক মুনাফা লুটতে চেষ্টা করে। এজন্য তারা মাল আটকিয়ে রাখে যাতে তার প্রতি ব্যবসায়ীদের অস্থিরতা বেড়ে যায়। এজন্য তারা নিরুপায় হয়ে অধিক সুদ দিতে বাধ্য হয়। এতে নির্দিষ্ট সুদ দ্বিগুণ বেড়ে যায় তাতে সুদদাতারা আরো ধনশূন্য হয়ে পড়ে।

এ সকল কারণে কুরআনুল করীম ঘোষণা করেছে, "যে সমাজ সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত তা অভিসম্পাত উপযোগী এবং আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে।" আর এ সমাজের জনগণ আল্লাহ্‌র রহমত হতে দূরে রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ـ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এটা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না অথবা অত্যাচারিতও হবে না।" — সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৮-৭৯

জ্ঞান বিজ্ঞান-এর দিক দিয়ে আজকাল যে উন্নতি সাধিত হয়েছে মনুষ্যত্বের ইতিহাসে বোধ হয় আর কখনও তেমন হয়নি। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আজকাল মানুষ যত

www.pathagar.com

অশান্তি ও সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে তা বোধ হয় দীর্ঘ অতীত ইতিহাসে আর কখনও হয়নি।

এটা কি আল্লাহ্র পক্ষ হতে তার বান্দাদের সতর্কীকরণ নয় ? আর আল্লাহ্ তা'আলা যে যুদ্ধের আদেশ করেন তা হলো, বান্দাগণ কর্তৃক আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তুর প্রতি লালসা, আল্লাহ্র ধর্মের শিক্ষার প্রতি তাদের অনীহা, আর তাদের পরস্পর লেনদেনের জন্য সুদকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ। আর আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধাবস্থায় যেদিন সে দেখে, সেদিন তার জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। অতএব সে যখন সুদের কারবারকে হারাম ঘোষণা করেছে, তখন সকল ব্যাপারে এর বুনিয়াদ এমন হওয়া আবশ্যক যা সুদ থেকে লোককে নিষ্কৃতি দিতে পারে। এ জন্যই ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য গরীব অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে করয বা কর্জ দেয়ার ব্যবস্থা করা বরং যারা অতিশয় নিঃস্ব, করয আদায় করতে অক্ষম এবং অতি ঠেকায় কর্জ নিতে বাধ্য হয়েছে এমন কর্জদারদের কর্জ মাফ করে দেওয়া। ইসলাম তার ব্যবস্থা করেছে যাকাতের টাকা ব্যয় ব্যবস্থার মাধ্যমে। যেমন ইসলাম— وتعاونوا على البرو التقوى "পরহিযগারী এবং নেক কাজে একে অন্যের সহযোগিতা কর" বলে পরস্পরের সাহায্য করার আদেশ করেছে, তখন গণস্বার্থে সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান করা, সুদবিহীন সাহায্য সংস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন, যাতে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়, তাহলে সমষ্টিগতভাবে সকলেই উপকৃত হতে সক্ষম হবে।

আজকাল বহু মুসলিম রাষ্ট্র ইসলাম প্রবর্তনে এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য না করে ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে কারবার করতে আরম্ভ করেছে। এখন প্রশ্ন হলো যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্টি ইসলামসম্মত? মিসরের আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আলিম শায়খ আলী আল খফীফ এর উত্তর দিয়েছেন নিম্নরূপ ঃ

ব্যাংকে আমানতকৃত মালের যে লভ্যাংশ দেওয়া হয় তা সম্বন্ধে আলোচনা করে মোতামেরে আলমে ইসলামীর দ্বিতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হলো— তা গ্রহণ করা হারাম। অতঃপর প্রশ্ন করা হলো, তবে কি ব্যাংক প্রদত্ত লভ্যাংশ নেয়া ছেড়ে দেবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ

"আমার মত এই যে, যখন এ সকল লভ্যাংশ ছেড়ে দিলে তা শত্রুর শক্তিতে আরো শক্তি যোগায় এবং এর উৎপীড়ন আরও বেড়ে যায়, এমতাবস্থায় ব্যাংক হতে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে কিন্তু তা গ্রহীতা নিজের ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করবে না বরং তা জনহিতকর কার্যে ব্যবহার করবে। কেননা তা মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক প্রকার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

মূল্য বৃদ্ধির মানসে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আটকে রাখা

যে ইহ্‌তিকার ইসলাম অবৈধ করেছে, তাহ্‌লো খাদ্যবস্তু বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আটকে রাখা এবং বিক্রি না করে মূল্য বৃদ্ধি করা। পরে যখন মানুষের অস্থিরতা বেড়ে যায় তখন সে সব দ্রব্য এত উচ্চমূল্যে বিক্রি করা যা তাদের প্রতি কষ্টের কারণ হয়। এরূপ করা হারাম বা অবৈধ তা এমন বিক্রির পর্যায়ভুক্ত নয় যা আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন।

সমাজের উপর ইহ্‌তিকারের অশুভ প্রভাব অনেক। এর দ্বারা মালে কম দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। যারা জমা করে রাখে তারা তাদের এ কাজের দ্বারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাল তাদের অনিচ্ছায় নিজের কাছে নিয়ে আসে। আর তারা এটাকে বাজারের ব্যবসায়ের চাল মনে করে। ফলে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করে জমা করে রাখতে আরম্ভ করে। আর সুলভ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির আশংকায় প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য খরিদ করে রাখতে শুরু করে। এ সময় অভাবগ্রস্ত লোকেরা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না করে ধনবান হওয়ার চেষ্টা করার দিক থেকে এ সকল লোক আর সুদখোর লোকেরা একইরূপ হয়ে থাকে। তাছাড়া মুহতাকির বা পাপ হিসাবে আল্লাহ্‌র কাছে অত্যধিক পাপী সাব্যস্ত হবে দুই কারণে ঃ

প্রথমত, খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য জমা করে রাখায় সাধারণ লোকের জন্য অধিক কষ্টদায়ক হয়, লোককে না দিয়ে টাকা-পয়সা জমা করে।

দ্বিতীয়ত, যারা লোকের খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আটকিয়ে রাখে তারা সকল লোককেই বিপদে ফেলে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যারা ইহ্‌তিকার করে তাদের পরিণাম অতি মন্দ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মালের বরকত ছিনিয়ে নেন। আর তাদেরকে অতি জঘন্য রোগে আক্রমণ করে। আর এমন পাপী যে, তারা আল্লাহ্‌র রাস্তা হতে ভ্রষ্ট। ইহ্‌তিকারকারীদের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالافلاس او بجذام -

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের খাদ্য আটকিয়ে রাখে আল্লাহ্ তাকে অভাব-অনটন ও 'জুযাম' (কুষ্ঠ) ব্যাধি দ্বারা শাস্তি দেবেন।"[১]

من احتكر طعاما فهو خاطئ -

"যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধিকল্পে খাদ্যবস্তু জমা করে রাখে সে পাপী।"[২]

১. ইমাম আহমাদ।
২. মুসলিম, আবূ দাউদ।

www.pathagar.com

من احتكر طعاما اربعين ليلة فدبرى من الله وبرى الله منه -

"যে ব্যক্তি ৪০ দিন খাদ্যদ্রব্য আটকিয়ে রাখে সে আল্লাহ্ হতে সম্পর্কহীন। আল্লাহ্ও তার সাথে সম্পর্ক রাখেন না।"[১]

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون -

"সরবরাহকারী সৌভাগ্যপ্রাপ্ত আর মজুদদার অভিশপ্ত।" তদুপরি যারা ইহ্তিকার করে তারা আল্লাহ্র রহমত হতে বঞ্চিত, কেননা সে লোকের উপর রহম করে না। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لا يرحم الله من لايرحم الناس -

"যে লোকের প্রতি রহম করে না তার প্রতি আল্লাহ্ দয়া দেখাবেন না।"[২]

১. ইমাম আহমাদ।

২. বুখারী শরীফ।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

আত্মম্ভরিতা

- আত্মম্ভরিতার অর্থ
- নিয়ামতের না-শুকরী
- ধনমত্ততা ও প্রাচুর্য জাতি-ধ্বংসের কারণ
- অপব্যয় ও অপচয়
- অহংকার
- পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা

www.pathagar.com

আত্মম্ভরিতার অর্থ

আরবীতে البطر। মানে التبختر। –যার আভিধানিক অর্থ আত্মম্ভরিতা। কারো কারো মতে অর্থ আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের উপর উচ্ছৃংখল হওয়া, তার শোকর আদায় না করা। যেমন বলা হয় ঃ وبطر النعمة بطرا। –"নিয়ামতের শোকর করলো না।"

আল্লাহ্ তা'আলা এ আত্মম্ভরিতার ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে তার পরিণাম ফল যে কত মন্দ তা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ ـ

"কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের জন্য মদমত্ত ছিল। এগুলো তো তাদের ঘরবাড়ি। তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।"

— সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৫৮

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, যারা আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করেছে তাদের উপর তিনি আযাব নাযিল করেছেন এবং তাদের বাসস্থান ধ্বংস সাধন এমনভাবে করেছেন যে, পরে তা আর বাসোপযোগী হয়নি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত তার মালিকও আর কেউ রয়নি।

আত্মম্ভরিতা সতর্কীকরণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, যাতে মানুষের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়ে তারা তা ত্যাগ করে সঠিক পথ অবলম্বন করে।

আত্মম্ভরিতারকে ফল হিসাবে দেখা দেয় নিয়ামতের না-শুকরী, ধন-মত্ততা, অমিতব্যয়িতা, অহংকার ও ফাসাদ। আর ব্যাপকভাবে জাতির সর্বনাশ ও ধ্বংস ডেকে আনে। এ অধ্যায়ে আমরা এগুলোর প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

নিয়ামতের না-শুকরী

ভয়ভীতি ঃ ১৯৬৫ সনে লেবাননে ভয়ভীতি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

মৃত্যুভয়, হামলাকারী এবং মজলুমদের চিৎকারের ভয়, শত্রুদের হামলার ভয়, লুটপাট ও ছিনতাইকারীদের ভয়, গুম, হত্যা, শাস্তি ইত্যাদির ভয়।

লাখ লাখ লোক হত্যা করা হয় এবং অনেকে আহত হয়, ব্যবসায় কেন্দ্র এবং বহু বাড়িঘরকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ভয়ের জন্য মানুষের ক্ষুধার সমস্যা দেখা দেয়। জীবিকা অর্জনের জন্য যারা বাইরে যেতে চেয়েছিল তারা ঘর হতে বের হতে সক্ষম না হওয়ায় কেউ তো বাজারে খাদ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে যেতে অক্ষম ছিল। কেউ নিজেদের জীবিকার জন্য চাকরি বাকরি ইত্যাদি কর্মস্থলে যেতে অপারক ছিল। বা সে সব জ্বালিয়ে

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছিল, এতে সকলের জন্য জীবিকান্বেষণ এক সমস্যা হয়ে দেখা দিল। শান্তি স্থাপন না হওয়ায় প্রত্যেকে নিজেদের ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলো। লোক দিনের পর দিন রুটির দোকানের সম্মুখে ভিড় জমাতে আরম্ভ করলো যেন অন্তত আজকের জন্য কিছু রুটি সংগ্রহ করে জীবন রক্ষা করতে পারে। কিন্তু রুটিওয়ালা যানবাহনের অভাবে লাকড়ি, আটা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে না পারায় রুটির দোকান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। এভাবে তরিতরকারি, ফলমূল একস্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করতে অক্ষম হয়ে গ্রামাঞ্চল হতে এ সকল দ্রব্য বাহনের অভাবে শহরাঞ্চলে আনা-নেয়া করার পথ বন্ধ হয়ে গেল।

যে ক্ষুধা এবং ভয়ভীতি লেবাননবাসী সহ্য করেছে এবং বিশ্বযুদ্ধে বা গৃহযুদ্ধে অন্য লোকেরা ভোগ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কুরআনুল করীম ভয়ভীতি ও ক্ষুধার প্রকৃত কারণ বর্ণনা করে বলেছে ঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ـ

"আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেথায় আসতো সবদিক হতে তার প্রচুর জীবন উপকরণ; অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করলো; ফলে তারা যা করতো তজ্জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।" —সূরা নাহল ঃ আয়াত ১১২

চিন্তা করুন, এ আয়াতে কুরআনুল করীম কি বলেছে ? বলা হয়েছে, যে বস্তিতে ভয়ভীতি ও ক্ষুধার যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়েছিল ঐ দেশের জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান হতে খাদ্যশস্য আসতো।

এ কথাটা লেবাননের জন্য কি সুন্দর সামঞ্জস্য রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা এ দেশবাসীকে একটি সুন্দর দেশ দান করেছেন। বিস্তীর্ণ এলাকায় তারা স্বভাব সুন্দর জীবন-যাপন করতো আর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে স্থলপথে, জলপথে এবং আকাশপথে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতো। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র এ নিয়ামতের উপযুক্ত সম্মান দেখায়নি। তারা এও বুঝতে পারেনি যে, তাদেরকে কিভাবে রক্ষা করা হয়েছে। পরে তাদের উপর পরীক্ষার হস্ত প্রসারিত হলো এবং তারা আপসে হানাহানি আরম্ভ করলো। এ ভয়ভীতি এবং ক্ষুধার যন্ত্রণা হতে কেউই রক্ষা পায়নি।

অতএব যে ক্ষুধা ও ভয়ের শিকার হলো লেবানন বা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি, কুরআনের ভাষায় তার একমাত্র কারণ আল্লাহ্‌র নিয়ামতের না-শুকরী।

www.pathagar.com

সুতরাং যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে যে, এ ধরায় এক সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, তিনি লোকদেরকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বের নিয়ামত দান করেছেন এবং অন্যান্য নিয়ামত দান করেছেন, সে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের না-শোকর বান্দা।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের শোকর আদায় করে না বরং আল্লাহ্‌র দানকে অস্বীকার করে সেও নিয়ামতের না-শোকর বান্দা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করে আর আল্লাহ্‌র দেওয়া নিয়ামতকে পাপ কাজে ব্যবহার করে সে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের না-শোকর বান্দা। আর যে ব্যক্তি নিজের উপর আল্লাহ্‌র নিয়ামতের বাহুল্য খরচ করে আর ব্যক্তিগত সুখ লুটতে থাকে আর তা হতে পড়শী, দেশবাসীকে বঞ্চিত করে সেও নিয়ামতের না-শোকর বান্দা। আর যে ব্যক্তি অতি মুনাফার আশায় খাদ্যদ্রব্য জমা করে অন্যদের বঞ্চিত করে সেও আল্লাহ্‌র না-শোকর বান্দা। আর যে ব্যক্তি কোন ফাসাদ সৃষ্টি করে বা ফাসাদ দমনে অগ্রসর হয় না, সেও না-শোকর বান্দা।

কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের না-শোকর করে তারা জাতির একটি ক্ষুদ্র দল তবে কেন আমরা দেখতে পাই সমস্ত জাতিই ভয়ভীতি ও ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে ?

কুরআনুল করীম এ প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ করেছে ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّاتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

"তোমরা এমন ফিৎনাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমদের মধ্যে যারা জালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি দারুণ কঠোর।" —সূরা আনফাল ঃ আয়াত ২৫

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমে এমন একটি শহরের উদাহরণ বর্ণনা করেছেন, যে দেশের অধিবাসীদের দ্বারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের না-শোকরীর দরুন তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল। সে দেশটি ছিল ইয়ামনের সাবা নামক শহর। এ শহরটি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। শহরের চারদিকে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। বাঁধের দরুন সেখানকার সুমিষ্ট পানি শহরের ডানে ও বামের বাগান ও ক্ষেতকে শস্য শ্যামল করে তুলতো, ফলমূলের ছিল প্রাচুর্য। এত কিছু সুন্দর ব্যবস্থার পর শহরবাসীদেরকে বলা হলো ঃ

كُلُوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ـ

"তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত জীবিকা ভোগ কর, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এ স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের প্রতিপালক।"

www.pathagar.com

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার এ নিয়ামতের শোকর হতে বিমুখতা এবং না-শোকরী আর তাদের আত্মম্ভরিতার দরুন সেই বাঁধ ভেঙে পানির প্লাবন দেখা দিল এবং তাদের সকল বাগান ধ্বংস করে দিল। আল্লাহ্ তা'আলা সে বাঁধের বদৌলতে তাদের শহরকে ফলমূলে ভরে রেখেছিলেন। তাকে উজাড় করে দিলেন এবং সে সুমিষ্ট ফলের বদলে জংলি জাতের টক ফল দিলেন। আর এমন কতকগুলি গাছ তথায় জন্ম নিল যাতে কোন ফল হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاءٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ كُلُوْا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ - فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجَازِىْ اِلَّا الْكَفُوْرُ -

> "সাবাবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন, দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে। ওদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত জীবিকা ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এ স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের প্রতিপালক। পরে ওরা আদেশ অমান্য করলো, ফলে আমি ওদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙা বন্যা এবং ওদের উদ্যান দুটিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটি উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় বিষাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু ফুলগাছ। আমি ওদেরকে শাস্তি দিলাম ওদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য, আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কাউকে শাস্তি দেই না।"

—সূরা সাবা ঃ আয়াত ১৫-১৭

ধনমত্ততা ও প্রাচুর্য ধ্বংসের কারণ

আরবীতে الترف। মানে التنعم। অর্থাৎ ধনবান হওয়া আর 'মুতরিফ' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ধনপ্রাপ্ত হয়ে অত্যধিক অহংকার–গর্ব করে। আর কেউ বলেছে 'মুতরিফ' ঐ ব্যক্তি যে ধনের প্রাচুর্যে বিভোর হয়ে পার্থিব ভোগবিলাস ও স্ফূর্তিতে ডুবে যায়। الترف। বা ধনের প্রাচুর্যে অহংকার প্রদর্শন করা ইসলামের দৃষ্টিতে মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা মুতরিফদেরকে জুলম ও পাপের দ্বারা অভিযুক্ত করেছেন। আর তাদেরকে ইহজগত ও পরজগতে আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছেন।

মানব সমাজে তিরফ বা ধনমত্ততার অনিষ্টকারিতা অপরিসীম। রোম, পারস্য ইত্যাদি শক্তিগুলোর বিলুপ্ততার কারণ তা-ই পরিদৃষ্ট হয়। অনুরূপ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনের মূলেও এটাই। আর উন্দুলুসের ধ্বংসের মূলেও দেখা যাবে যে, এর প্রধান কারণই ছিল এ ঐশ্বর্যমত্ততা।

www.pathagar.com

কোন জাতি যখন ধনৈশ্বর্যে ও শক্তিতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে, তখন সে মনে করে প্রতিবেশী শক্তিগুলির হামলা হতে সে নিরাপদ হয়ে গেল। অতএব সে ঐ ধন ও ঐশ্বর্যের ভোগবিলাসে গা ঢেলে দেয় আর তা তাকে দুর্বল ও অকর্মণ্য করে ফেলে। আর তারা আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এতে জাতি তাদের শক্তির উৎস হারিয়ে ফেলে। তখন প্রতিবেশী শক্তি তাদের উপর হামলা চালায় এবং তাদের উপরে প্রতিপত্তি লাভ করে। আর সে জাতিকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে ফেলে আর সে জাতির জনগণ লজ্জা ও দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয়।

আর যেরূপ ঐশ্বর্যমত্ততা মানুষের জাতীয় দিক থেকে বিরাট ক্ষতি সাধন করে যেমন নির্দিষ্ট গুটিকতক লোকের মধ্যে সকল লোকের ধন একত্রীভূত হয়ে পড়ে, তদ্রূপ তার বিশেষ ভাব উৎপন্ন করে যারা এ সকল ধন হতে বঞ্চিত রয়েছে। কারণ একদিকে তারা দেখতে পায় এর প্রাসাদ ও শানশওকত আর অন্যদিকে তাদের এ অবস্থা তখন এতদুভয়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় আর এর কুফল সমগ্র জাতিই ভুগতে থাকে।

আর কুরআনুল করীম সম্বন্ধে বলা হয় যে, সে ধনৈশ্বর্য মত্ততায় মানুষকে প্রলুব্ধ করে যার ফলে ঐ ব্যক্তির উপর কুফল ফলতে আরম্ভ করে। পরিশেষে তা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيْرًا ـ

"আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন এর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি কিন্তু ওরা সেখানে অসৎকর্ম করে। অতঃপর তাদের প্রতি ধ্বংসের নির্দেশ ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।"
—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ১৬

অর্থাৎ পাপের দরুন আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তিকে ধ্বংস করতে মনস্থ করে তখন তাদেরকে হঠাৎ আযাবে পতিত করেন না বরং ঐ এলাকার ধনবানদেরকে আল্লাহ্র আদেশাবলী মান্য করার প্রতি আহ্বান করেন। এবং ঐ সকল পাপানুষ্ঠান হতে ফিরে আসতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা এ কথার প্রতি কর্ণপাত করে না বরং তারা তাদের সেই হঠকারিতার উপর আরও হঠকারিতায় লিপ্ত হয় এবং হারাম কাজ আরও জোরেশোরে করতে আরম্ভ করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করতে আরম্ভ করেন।

ধনী লোকেরা তাদের ধনাঢ্যতা দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তারা এমন সব আইন প্রণয়ন করে যাতে তাদের এ ধন-সম্পদ চিরস্থায়ী হতে পারে। এজন্যই তারা প্রতিটি সংস্কারমূলক আহ্বানের বিরোধিতা করে। কেননা এতে তাদের কোন কোন সম্পদহানির আশংকা রয়েছে।

www.pathagar.com

বাস্তব সত্য এটাই যা কুরআনুল করীম বলেছে যে, ধনমত্ত লোকেরা প্রায়শ রাসূলুল্লাহ্‌র আহ্বানের বিপরীত উপলব্ধি করে থাকে। কেননা রিসালাতে এলাহী ধনমত্ততা এবং ফাসাদের বিপরীত, আর ঐ সকল ভ্রান্ত পার্থক্যবাদেরও বিপরীত যা তারা গড়ে রেখেছে। অতএব ঐ সকর ধনমত্ত ব্যক্তি সর্বদা তাদের অজ্ঞতার অন্ধকারে পড়ে নবীর শিক্ষা হতে দূরে থাকে। যেন আল্লাহ্‌র শাস্তিই তাদের গন্তব্যস্থল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَكَذَا لِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَاءَكُمْ قَالُوْ اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ - فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ -

"এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী ছিল তারা বলতো, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী। প্রত্যেক সতর্ককারী বলতো, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যার অনুসারী পেয়েছ আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি তবু কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে ? প্রত্যুত্তরে তারা বলতো, তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। অতঃপর আমি তাদেরকে কর্মের প্রতিফল দিলাম। দেখ মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে।" —সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত ২৩-২৫

ধনমত্ততা জুলুমের পর্যায়ভুক্ত। কেননা ধনীগণ কর্তৃক তাদের সম্পদ অপকর্মে ব্যয় করা এবং খেলতামাশায় উড়িয়ে দেওয়া, গরীবদের প্রতি, বঞ্চিতদের প্রতি এবং সর্বসাধারণের প্রতি অত্যাচারের পর্যায়ভুক্ত। আর জনসাধারণের মধ্যে জুলুম ও অত্যাচার প্রসার লাভ করলে বুঝতে হবে তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব অবধারিত।

ধনমত্ততায় লিপ্ত হওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা যে অত্যাচারী জাতিকে ধ্বংস করেছেন তা নিম্ন আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ فَلَمَّا اَحَسُّوْا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ لاَتَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْا اِلٰى مَااُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُوْنَ -

www.pathagar.com

"আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যার অধিবাসীরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী। এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি। অতঃপর যখন ওরা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো, তখন ওরা জনপদ হতে পলায়ন করতে লাগল। তাদেরকে বলা হয়েছিল পলায়ন করো না এবং ফিরে আস তোমাদের ভোগসম্ভারের কাছে ও তোমাদের আবাসগৃহে যাতে এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।"

—সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১১-১৩

কখনও কুরআনুল করীম সকল প্রকার পাপের উৎস ধনমত্ত লোকদের অন্যায়-অত্যাচার বর্ণনা করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوْلُوْ بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْأَرْضِ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ - وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ -

"তোমাদের পূর্ব যুগে আমি যাদেরকে রক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করতো। সীমালঙ্ঘনকারিগণ যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেত তারই অনুসরণ করতো এবং ওরা ছিল অপরাধী। অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়। যখন এর অধিবাসীরা শুদ্ধাচারী।" —সূরা হুদ ঃ আয়াত ১১৬-১১৭

অর্থাৎ ঐ সকল জাতির মধ্যে একদল জ্ঞানী নেক্‌কার লোক থাকা প্রয়োজন ছিল যারা তাদের জাতির অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতো। তাদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক মু'মিন ছিল তাদের সত্যকেও কেউ গ্রহণ করতো না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নবীর সাথে তাদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। তাদের অধিকাংশই ছিল এমন অত্যাচারী যারা পার্থিব ঐ শর্তে মত্ত হয়ে ভোগবিলাসের মোহে পাপানুষ্ঠানে মত্ত ছিল। তাই তারা আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়লো। তা না হলে আল্লাহ্‌র নিয়ম নয় যে, কোন জাতিকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন যদি তারা ন্যায়নিষ্ঠার উপর থাকে।

আর এ কার্যে মত্ত যেমন পার্থিব জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে তদ্রূপ পারত্রিক জীবনেও আল্লাহ্‌র আযাবকে অবধারিত করে। কেননা এরূপ লোক অন্যায় ও পাপে লিপ্ত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশাবলী মান্য করা হতে বহু দূরে অবস্থান করে, আর এই ধনমত্ততার জন্য তারা আখিরাতকে অস্বীকার করে থাকে এবং পরকালের বিচারকে অবিশ্বাস করে। কেননা তার উপর বিশ্বাস থাকলে তাদের জলুস থাকে না। এ অন্যায় আচরণে বাধা সৃষ্টি হয়, অথচ তারা তাদের এ অন্যায় পাপ ও জলুসের মধ্যে পরিবর্তন দেখতে রাযী নয়।

যেমন সূরা ওয়াকিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে ডান দিক-ওয়ালাদের উল্লেখ করে পরে 'অসিহাবু শিমাল' বাম দিক-ওয়ালাদের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ وَّظِلٍ مِنْ يَّحْمُوْمٍ لاَ بَارِدٍ وَلاَكَرِيْمٍ - اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ - وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ أَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا أَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ - اَوَ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ -

"যারা বাম দিকে থাকবে কত হতভাগ্য তারা। তারা থাকবে জাহান্নামে, যেথায় থাকবে উত্তপ্ত বায়ু ও উত্তপ্ত পানি, কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়া, যা শীতল নয় আরামদায়কও নয়। পার্থিব জীবনে ওরা মগ্ন ছিল বিলাসিতায়। এবং অনমনীয়ভাবে লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপ কর্মে। তারা বলতো আমরা মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হবো ? এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও ? বল, আমাদের পূর্বপুরুষ ও পরবর্তিগণ সকলকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়।"

—সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৪১-৫০

এখানে কুরআনুল করীম ধনমত্ততাকে বিচার দিবসের অবিশ্বাসের সাথে একত্র করেছে। কেননা এ সকল লোক যাদের একান্ত কামনাই হলো পার্থিব ভোগ-বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। তারা মৃত্যু পরবর্তী অবস্থাকে কোন রকমেই বিশ্বাস করতে চায় না।

আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন এ সকল ভোগবিলাস ও মত্ততা হতে বহু দূরে ছিল আর এটাই আমাদের জন্য উত্তম নমুনা! তাঁর এক সাহাবী বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম তিনি একখানা চাটাইর উপর শায়িত রয়েছেন, আর তাঁর পার্শ্বদেশে তার চিহ্ন অংকিত রয়েছে আর তার শির মুবারকের নিচে একটি এমন বালিশ রয়েছে যা চামড়া নির্মিত এবং ভেতরে খেজুর ভুসি ভর্তি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় জাতিকে ঐশ্বর্যমত্ততার প্রদর্শনী করতে নিষেধ করতেন, যেমন তিনি তাদেরকে রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলেন ঃ

من لبس الحرير فى الدنيا فلن يلبسه فى الاخرة -

"যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে সে ব্যক্তি পরজগতে তা পরতে পারবে না।"[১]

যেমন তিনি তার জাতিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পান ভোজন করতে নিষেধ করেছেন। হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ

---

১. বুখারী শরীফ।

www.pathagar.com

نهانا النبى صلّى الله عليه وسلم ان نَشرب فى انية الذهب والفضة وان نأكل فيها ـ وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه ـ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন আমরা যেন স্বর্ণ-রৌপ্য পাত্রে পান না করি এবং না আহার করি। আর তিনি নিষেধ করেছেন, রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে এবং তাতে বসতে।"[১]

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

الذى يشرب فى اناء الفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم ـ

"যে ব্যক্তি রোপ্য নির্মিত পাত্রে পান করবে সে যেন তার উদরে দোযখের অগ্নি ঢালছে।"[৩]

আর তখন এ সকল ঐশ্বর্যশালী লোকের অভ্যাস ছিল তারা আত্মগৌরব প্রকাশার্থে একে অপরকে আমন্ত্রণ করতো এবং এ ব্যাপারে অযাচিত অর্থ ব্যয় করতো আর পত্রের মাধ্যমে গর্বভরে আমন্ত্রণ জানাতো, যাতে গরীবদেরকে আমন্ত্রণ না করে শুধু ধনীদেরকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইসলাম সেসব যিয়াফতকে তার অনিষ্টকারিতার দরুন নিষেধ করেছে।

অপব্যয় ও অপচয়

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء ـ

"ঐ নিমন্ত্রণ ও যিয়াফত অতি মন্দ, যাতে গরীবদেরকে ছেড়ে শুধু ধনীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।"[৩]

ধনমত্ততার বিশেষ দিক হলো নিষ্প্রয়োজনে ধনসম্পদের ব্যয়। যদ্দরুন প্রকৃত হকদার বঞ্চিত হয়। অতএব অপব্যয় দ্বারা অসন্তোষ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আর অসন্তোষের ফলে নানারূপ অপকর্ম মাথাচাড়া দেয়।

ইসলামের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির মাল জাতির সম্পদ, প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ্ তা'আলার সম্পদ যা তিনি মানুষকে দান করেছেন আমানত হিসাবে যেন সে তা নিজের এবং জাতির হিতে খরচ করে। কুরআনুল করীম পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছে ঃ

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰكُمْ ـ

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা হতে তোমরা তোমাদেরকে দান কর।" —সূরা নূর ঃ ৩৩

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ـ

---

১. বুখারী শরীফ।
২. বুখারী শরীফ।
৩. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

"আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর।" —সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ৭

অতএব ধনবান ব্যক্তিদের শরীয়ত-নির্দেশিত পথ ব্যতীত মালসম্পদ অপব্যয় করা জাতির প্রতি জুলুম করার সমতুল্য। কেননা মালসম্পদ জীবন ধারণের উপকরণ। জাতির শক্তির বিকাশ স্থল। এ মাল দ্বারাই বহু বেকার লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। এর দ্বারা যমীনে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা যায় এবং তা দ্বারা জাতি এমন সব হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে সক্ষম হয় যা দ্বারা শত্রুদেরকে দমন করতে সক্ষম হয় এবং এতে নানা প্রকার জনহিতকর কাজ সম্পন্ন হতে পারে। এ জন্যই ইসলাম শাসকবৃন্দকে লোকের অপব্যয়ের প্রতি কঠোর দৃষ্টি দিতে বলে যেন তারা জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করতে সক্ষম হয়।

কুরআনুল করীম এ সকল অপব্যয়কারীকে নির্বোধ জ্ঞানশূন্য বলে আখ্যায়িত করেছে এবং তাদের মাল বন্ধ করে রাখতে বলেছে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ـ

"তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ্ তোমাদের উপজীবিকা করেছেন তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না। —সূরা নিসা ঃ আয়াত ৫

এ আয়াতে অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞার প্রতি দুটি স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে।

প্রথমত, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা أَمْوَالَكُمْ শব্দ ব্যবহার করেছেন যেন সকলের দৃষ্টি এদিকে ধাবিত হয় যে, নির্বোধের মাল বাস্তব পক্ষে জাতিরই মাল।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ـ

"অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য মাল সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা জীবন-যাপনের জন্য তা ব্যবহার কর।" অতএব তার রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য এবং নির্বোধের হাতে তা অর্পণ করা নিষিদ্ধ।

কিন্তু এ অপব্যয় আজকাল আমাদের ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে যার পরিণাম অতীব ভয়াবহ। ধনী সম্প্রদায়ের কোন না কোন অপব্যয়ীর খবর প্রায়ই আমরা খবরের কাগজ মারফত জানতে পারি। তন্মধ্যে লেবানন হতে প্রকাশিত 'নাহার' পত্রিকার ১৩/১২/১৯৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

"এক ব্যক্তি মিলিয়ন ডলার এক রাত্রের মধ্যে ব্যয় করেছে। অপর তিন ব্যক্তি ৫ দিনের মধ্যে এক সাথে মিলিয়ন ডলারের অধিক ব্যয় করেছে। তদুপরি মজার ব্যাপার হলো যে, তারা সকলেই আরবের ধনী লোকদের অন্যতম।

কাহিন্ সম্পাদক মুরিস জায় কর গ্রান্ড হোটেলে বললেন, আমরা এখানে ২১ বছর অতিবাহিত করেছি এবং এ সময়ে বহু অপব্যয়ীকে দেখেছি। কিন্তু ঐ সকল অপব্যয়ীর

www.pathagar.com

মধ্যে আরবদের মত জুয়াবাজী ও অপব্যয় করতে আর কাউকেও দেখিনি। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয় না হলে আমরা এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারতাম যা আমাদের আরব সমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু তা বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। পাঠকের অবগতির জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

থাকলো মধ্যবিত্ত সমাজ। তাদের মধ্যেও অপব্যয়ের প্রথা প্রচলিত রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে শুধু প্রাসাদ নির্মাণে অর্থ ব্যয় করে থাকে তাও হারাম সুদে কর্জ নিয়ে। আমাদের সামাজিক প্রথা এমন হয়ে পড়েছে যাতে জাতীয় সম্পদ উজাড় করে দেওয়াকেই যোগ্যতা মনে করা হয়ে থাকে।

প্রত্যেক ব্যক্তি—যে বিবাহ করার ইচ্ছা করে বা নতুন বাড়ি তৈরি করার ইচ্ছা করে সে নিজেকে বহু খরচের সম্মুখীন দেখে। কারণ পাত্রী-পক্ষ যে সকল দ্রব্যের শর্ত করে তা পূরণ করার ক্ষমতা তার থাকে না। আর অনেক স্ত্রী প্রতিবেশীদের আত্মীয়-স্বজনের বা জ্ঞানশূন্য লোকদের দেখাদেখি তাদের স্বামীদের কাছে এ প্রথা চালু রাখার দাবি করার দরুন জাতীয় বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। কেননা যখন এ সকল স্বামী-স্ত্রীর চাহিদা পূরণের জন্য সম্পদ সঞ্চয়ে অস্থির হয়ে পড়ে তখন হালাল-হারাম বিচার না করে জুয়া, ঘুষ, চুরি ইত্যাদি দ্বারা মাল সঞ্চয় করতে প্রয়াস পায়। এর ফলে সে ব্যক্তি জেল, জরিমানা, চাকরিচ্যুত হতে বাধ্য হয়। এতে নেমে আসে তার জীবনে চিরস্থায়ী অধঃপতন। সকল ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলাম অপব্যয় করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَتُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

"আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অমিতাচার করবে না। তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না।" —সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩১

ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال ، واضاعة المال، وكثرة السؤال ـ

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তিনটি বস্তু না-পছন্দ করেন। (১) অনর্থক এবং বাজে কথা বলা, (২) নিষ্প্রয়োজনে মাল নষ্ট করা (৩) অত্যধিক প্রশ্ন করা।"

—বুখারী শরীফ

ইসলাম অপব্যয়কে পাপ সাব্যস্ত করে। কারণ তা কুফর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিয়ামতের না-শোকরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এ ব্যাপারে কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ـ

যারা অপব্যয় করবে তারা শয়তানের ভাই। এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। —সূরা ইসরা ঃ আয়াত ২৭

www.pathagar.com

এ সকল আয়াত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেছে যে অপব্যয়ীরা শয়তানের ভ্রাতৃবৃন্দ অর্থাৎ তাদের মত বা তাদের স্বভাবজাত, আর শয়তান তার প্রভু আল্লাহ্র নাফরমান। সুতরাং প্রমাণিত হলো অপব্যয়ীও তার প্রভু আল্লাহ্র না-শোকর বান্দা। অপব্যয়ীর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আর বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

অহংকার

অহংকার কবীরা গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত। সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে ইরশাদ করেছেন ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ -

"পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে দেব। —সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪৬

اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ -

"যারা গর্ব করে তিনি তাদেরকে ভালবাসেন না।' —সূরা নাহল ঃ আয়াত ২৩

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ -

"এভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর মেরে দেন।" —সূরা মু'মিন বা গাফির ঃ আয়াত ৩৫

অহংকার বা গর্বের বাহ্যিক নিদর্শন অনেক। প্রধানত নিজকে বড় মনে করা, অন্যকে ছোট নীচ মনে করা, সত্যের অনুগামী না হওয়া ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অহংকারের নিদর্শনাবলীর মধ্যে সত্যের প্রতি উদাসীনতাকেও বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

الكبر بطر الحق وغمط الناس -

"সত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন এবং লোকদেরকে নিকৃষ্ট মনে করাই অহংকার।"

এখানে অন্যের প্রতি অস্বীকৃতি এবং লোকদেরকে হীন মনে করাকেই বোঝান হয়েছে। অহংকারের কারণ হলো মানুষ যখন অন্যের তুলনায় নিজকে উত্তম মনে করে তার বিদ্যাবুদ্ধি, আমল, বংশ, ধনসম্পদ, সম্মান, প্রতিপত্তি, শক্তি, অধিক অনুসারী বা সৌন্দর্যের কারণে।

আর সৌন্দর্যের কারণে অহংকার অধিকাংশ স্থলে নারীদের মধ্যেই অধিক হয়ে থাকে।

অহংকার একটি সামাজিক ব্যাধি। কেননা এর অনিষ্টকারিতা অগণিত।

অহংকার এমন আত্মম্ভরিতা যা আমাদেরকে অন্যের প্রতি মুহব্বত ও ভালবাসা পোষণ হতে ফিরিয়ে রাখে। এবং জাতির খেদমত করতে দেয় না। আর তা

www.pathagar.com

জনসাধারণের মধ্যে হিংসা-কলহ বৃদ্ধি করে। অতএব নিজকে বড় মনে করা এ
অন্যদেরকে তার তুলনায় হীন মনে করা এক অতি মন্দ স্বভাব যা অহংকারীর প্র
মানুষের কুধারণা উৎপন্ন করে।

অহংকার অহংকারীর জন্য এক ধ্বংসাত্মক কাজ, কেননা মানুষ নিজেকে অন্যে
তুলনায় বড় মনে করা হতেই এর উৎপত্তি। আর যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে
অপরের কোন উপদেশই গ্রহণ করে না। বরং নিজের ইচ্ছামত চলে। তা-ই তা
ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

মানুষের অহংকার শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সাথে অহংকারের দিকে নিয়ে যায়। ত
এতেই প্রকৃত ধ্বংস সাব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইবলিস যখন আদমের সাথে অহংকার করে
এবং হিংসা করলো এই বলে যে, انا خير منه। 'আমি তাহা হতে উত্তম।' এ হিং
শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সাথে অহংকারে প্রবৃত্ত করলো। অতঃপর সে আল্লাহ্‌র আদেশে
বিরোধিতা করলো আর তাতে সে ধ্বংসে পতিত হলো। আর এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আ
ইবলিসকে বেহেশত হতে বিতাড়িত করতে গিয়ে বললেন ঃ

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَايَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا - فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ
الصَّاغِرِيْنَ -

"তিনি বললেন, এই স্থান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে
হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।"

—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) অহংকার বর্জন করার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়ে তার কঠিন পা
উল্লেখ করে বলেন ঃ

بينما رجل ممن كان قبلكم يجرازاره من الخيلاء خسف به فهو
يتجلجل فى الارض الى يوم القيامة -

"যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে লটকিয়ে দেয় এবং এটা
সে হালকা মনে করে কিয়ামত পর্যন্ত ভূমিতে ধসতে থাকবে।" —বুখারী শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ان الله لاينظر الى من يجرازاره بطرا لايدخل الجنة من كان فى
قلبه مثقال ذرة من كبر قيل يا رسول الله انّ الرجل يحب ان يكون
ثوبه حسنا ونعله حسنا - قال ان الله جميل يحب الجمال - الكبر بطر
الحق وغمط الناس -

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় লুঙ্গি-পাজামা ইত্যাদি লটকিয়ে চলে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। আর যার অন্তরে এক রেণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে বেহেশতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে না। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! মানুষ তো চায় তার কাপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হলো সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং লোকদেরকে হীন জ্ঞান করা।" —মুসলিম শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ

لايزال الرجل يتكبرو يذهب بنفسه حتى يكتب فى الجبارين فيصيبه ما اصابهم -

"কোন ব্যক্তি সর্বদা অহংকার করতে থাকে এবং গর্বিত থাকে অবশেষে সে অহংকারীদের মধ্যে লিখিত হয়। অতঃপর তাদের যে শাস্তি হয়েছিল তারও তা হয়।" —মুসলিম শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ

من تعظم فى نفسه واختال فى مشيته القى الله وهو عليه غضبان -

"যে ব্যক্তি নিজেকে গর্বিত মনে করে এবং গর্বভরে চলে সে আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত।"[১]

অত্র হাদীসের পোষকতায় আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

"পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে ভালবাসেন না।" —সূরা লুকমান ঃ আয়াত ১৮

আর অহংকারের প্রতিকার হলো মানুষ নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করবে এবং স্বীয় সৃষ্টির ব্যাপারে গবেষণা করে দেখবে। প্রথমত, সে মাটি হতে সৃষ্টি হয়েছে অতঃপর কিরূপে সে বীর্য হতে রূপান্তরিত হলো। অতঃপর পার্থিব নির্দিষ্ট কয়দিনের জীবন পূর্ণ করার পর মৃত্যুবরণ করবে এবং তাকে দাফন করা হবে সেখানে সে কেমন পূতিগন্ধময় আবর্জনায় পরিণত হবে। যার অবস্থা প্রাথমিক ও শেষাংশে এরূপ— তার জন্য কি অহংকার করা শোভা পায়? কুরআনুল করীম মানুষকে তার প্রকৃত সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করতে আহবান করে এবং এ ব্যাপারে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করে বলে ঃ

---

১. ইমাম আহমদ। যারা রাস্তায় অতি দ্রুতগতিতে সুসজ্জিত গাড়ি চালায় এবং গর্ব সহকারে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নানা প্রকারের উদ্ভট ধ্বনি সম্বলিত ভেঁপু বাজায় তারাও আল্লাহ্র ক্রোধের উপযুক্ত।

www.pathagar.com

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَىِّ شَيْئٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ - ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ - ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ -

"মানুষ ধ্বংস হউক, সে কত অকৃতজ্ঞ। তিনি তাকে কী হতে সৃষ্টি করেছেন ? শুক্র হতে তিনি একে সৃষ্টি করেছেন। পরে তার বিকাশ সাধন করেন। অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন। তৎপর তার মৃত্যু ঘটান ও তাকে সমাহিত করেন।"

—সূরা আবাসা ঃ আয়াত ১৭-২১

কোন মুসলমান ধনকুবের 'মুহাল্লাব'কে দেখলো সে তার অতি মূল্যবান জোব্বা পরিধান করে অপূর্ব ভঙ্গিতে গর্বভরে চলছে। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি যে চালচলন গ্রহণ করেছ এরূপ গর্বভরে চলা আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূল পছন্দ করেন না। 'মুহাল্লাব' বললো, তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি ? এ ব্যক্তি বললো ঃ হ্যাঁ আমি তোমাকে বিলক্ষণ চিনতে পেরেছি, তোমার প্রথম অবস্থা হলো অপবিত্র বীর্য আর তোমার অন্তিম অবস্থা হলো পূতিময় গন্ধযুক্ত মৃতদেহ আর তুমি এ অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে কতকগুলি অপবিত্র বস্তু বহন করে চলেছো। শুনে মুহাল্লাব লজ্জিত হলো এবং এরূপ গর্বভরে চলা পরিত্যাগ করলো।

আহনাফ বলেছেন ঃ "আদম সন্তান গর্বভরে চলে দেখে আমার আশ্চর্য অনুভূত হয়। যে মূত্রনালী দিয়ে দু'বার নির্গত হয়েছে।" (অর্থাৎ একবার তার পিতার মূত্রনালী দিয়ে আর একবার তার মাতার মূত্রদ্বার দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে)।

অতএব মানুষ যখন নিজকে চিনতে পারবে এবং তার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করবে তাহলে তা তার অহংকার দূরীকরণে যথেষ্ট। এ জন্যই কুরআন মানুষের দৃষ্টিকে বারবার এদিকে আকৃষ্ট করছে যেমন ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً -

"পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না। এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।"

—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৩৭

পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা

ইসলামের অন্যতম কাজ কলুষমুক্ত সমাজ সৃষ্টি করা আর দেশে ফাসাদের সুবিচার করা। এজন্য ফাসাদকে কবীরা গুনাহ্ বা মহাপাপের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। আর এর প্রতি ভয় দেখান হয়েছে। এই ফাসাদ দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌র আযাব ডেকে আনে। আর আল্লাহ্‌র রহমত হতে দূরে সরিয়ে দেয়। কুরআনুল করীমে সেসব জাতির কথা

www.pathagar.com

ব্যক্ত করা হয়েছে যারা ফাসাদ সৃষ্টির দরুন আল্লাহ্‌র আযাবের উপযুক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ـ

"এবং তথায় অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।" —সূরা ফজর ঃ আয়াত ১২-১৩

অধিকাংশ সময় মানুষের মধ্যে যে দুর্ভোগ ও অশান্তি নেমে আসে, তার একমাত্র কারণ হলো তাদের মধ্যে ফাসাদের বিস্তৃতি। এ কথার উল্লেখ করেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِىْ النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ـ

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান হয়, যেন ওরা সৎপথে ফিরে আসে।" —সূরা রূম ঃ আয়াত ৪১

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ জলেস্থলে যে সকল ফাসাদ ও দুর্ভোগ প্রকাশ পাচ্ছে তা শুধু মানুষের কৃতপাপ ও অন্যায় কর্মের ফল। অতএব এ শুধু তাদের কোন কোন কর্মের ফল যা তারা ভুগছে যেন তারা পাপ হতে ফিরে আসে। কুরআনুল করীম মাদইয়ান শহরের উল্লেখ করেছে, যেখানে ফাসাদ বিস্তার লাভ করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হিদায়েতের জন্য শোয়াইব (আ)-কে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথা অমান্য করলো। তার পরিণতি এ হলো যে, আল্লাহ্ তাদের ভীষণ ভূকম্পন দ্বারা ধ্বংস করলেন। তাদের বাসস্থানগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَارْجُوْا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ ـ

"আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, "তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না।" কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করলো। অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো। ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। —সূরা আনকাবূত ঃ আয়াত ৩৬-৩৭

www.pathagar.com

আমরা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের শাস্তির উল্লেখ করলাম। আল্লাহ্ তা'আলা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে লানতও করেছেন। আর লানত অর্থ রহমত হতে সরিয়ে দেওয়া।

কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ـ

"যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিশাপ এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।"
—সূরা রা'দ ঃ আয়াত ২৫

ফাসাদের মধ্যে যা জাতির প্রতি অধিক ক্ষতিকর তা হলো সেসব ফাসাদ যা শাসক ও নেতৃস্থানীয় দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। তারা তাদের কোন কোন শাসন প্রণালীকে তাদের উদ্দেশ্য ও রোজগার এবং লালসা চরিতার্থের উসিলা বানিয়ে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَافِىْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ـ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ ـ

"মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যারা পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথাবার্তায় তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্ ফাসাদ পছন্দ করেন না।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২০৪-২০৫

কুরআনুল করীম বলছে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সমাজে তাদের ইখলাস এবং মধুর বাক্য, সত্য ও ন্যায়ের সাহায্যে এবং মর্যাদার দ্বারা। এর দ্বারা তারা লোকদেরকে ধোঁকা দেয়, আর তার সত্যবাদিতার উপর আল্লাহ্‌র শপথ দ্বারা প্রমাণ সৃষ্টি করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে অত্যন্ত ঝগড়াটে, লোকের শত্রু। কেননা সেসব করে শুধু লোকদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। এমন করে অতি নিকৃষ্ট লোকেরা ক্ষমতা দখল করে আর তার কার্যই হয় পৃথিবীতে ফাসাদ বিস্তার করার কারণ। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সে যে প্রকারই হউক না কেন। অতএব ফাসাদ বিস্তার লাভ করে এবং তা জাতির প্রত্যেককে অশান্ত করে। ফলে হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ লোক ধ্বংস হয়, আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাতির শস্য ক্ষেত্র।

www.pathagar.com

অতঃপর কুরআনুল করীম ঐ ব্যক্তির উক্তি বর্ণনা করে বলেছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ -

"যখন তাকে বলা হয়, তমি আল্লাহ্কে ভয় কর। তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২০৬

যখন কোন ব্যক্তি কোন ভাঁলি কাজে আদিষ্ট হয় বা তাকে কোন মন্দ কার্য হতে বিরত রাখা হয়, তখন হঠাৎ সে রাগান্বিত হয়ে পড়ে। আর অহংকার অবলম্বন করে। কেননা সে তো তার ফাসাদে লিপ্ত। সে আল্লাহ্কে ভয় করে না, সে সত্যের উপর নিজেকে অগ্রাধিকার দান করে। কিন্তু কিয়ামত দিবসে তার ঠিকানা হবে দোযখ। আর তা আখিরাতে আযাবের স্থান কতই না নিকৃষ্ট। ইসলাম সর্বদা তার অনুসারীদেরকে ফাসাদ বা জনগণের মধ্যে অশান্তি বিস্তারের ভয় দেখিয়েছে। এবং বলেছে যে, যারা মানুষের মধ্যে শান্তি ও শৃংখলা সৃষ্টি করে তারা আল্লাহ্র রহমতের অতি নিকটবর্তী। কুরআনুল করীম ইরশাদ করেছে ঃ

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ -

"দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটাবে না, তাকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।

—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৫৬

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, যারা ফিতনা ও ফাসাদ দূর করে এবং উত্তম কার্য সম্পাদন করে এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করে, তারাই পৃথিবীতে প্রতিনিধি হওয়ার উপযুক্ত। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পর তারাই শাসন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

اِنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ -

ফাসাদ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ইসলাম উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ জন্য ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। পরে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

অপরাধসমূহ

- নিরপরাধীকে হত্যা করা মহাপাপ
- ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি
- চুরির শাস্তি
- ছিনতাই, ডাকাতি ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা
- অত্যাচারী বিদ্রোহীর ও অশান্তি সৃষ্টিকারীর শাস্তি, মুরতাদ হওয়ার ও ইসলাম ত্যাগ করার শাস্তি
- সুরা পানের শাস্তি

www.pathagar.com

ইসলাম শান্তিকামী ধর্ম

ইসলামী শরীয়ত সর্বদা সমাজ ব্যবস্থাকে একটি সুসংহত বুনিয়াদের উপর রাখতে চায়। এবং প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে শান্তির উপকরণ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এ জন্য সে অপরাধ দমনের উত্তম পন্থার ব্যবস্থা করে। যারা নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টিকারী তাদের হাতকে নিষ্কর্ম করে তাদের হাত হতে অন্যান্য লোককে নিরাপত্তা দান করতে আগ্রহী।

ইসলামী শরীয়ত প্রতিটি অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে তার অপকারিতা হতে জাতিকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। আর মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে তারা যেন এ সকল শাস্তি বিধানে কোন রকম শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। এবং তাদের প্রতি যেন আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন না করে। যে সকল অপবাদ হতে নানা রকম অপরাধের উৎপত্তি হতে পারে, কুরআনুল করীম সেসব অপরাধের জন্য বিশেষ শাস্তির বিধান করেছে। সে সব পাপের শাস্তির বিধান করেছে যে সকল পাপের দ্বারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, যার ফলে জাতীয় জীবনে বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ ধরনের ছয়টি অপরাধের কথা কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে। তা হলো ঃ (১) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা (২) চুরি করা (৩) ডাকাতি করা (৪) ফাসাদ সৃষ্টি করা (৫) ব্যভিচার করা (৬) মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এবং (৭) বিদ্রোহ করা। এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও দু'টি অপরাধের কথা বর্ণনা করেছেন, তা হলো ঃ ইসলাম ত্যাগ করা আর মদ্য পান করা।

আমরা ব্যভিচার ও অপরাধের শাস্তির বিষয় পূর্বে বর্ণনা করেছি। এখানে অবশিষ্ট বিষয়গুলোর বর্ণনা করা হবে। আমরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, যে সকল অপরাধের শাস্তি কুরআনুল করীমে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে হদ্দ (বা অপবাদ বলা হবে), এটা কবীরা গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত। এ সকল অপরাধ প্রবণতা ও ফাসাদ যা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে বিশেষত লেবাননে আমাদেরকে সর্বসমক্ষে বলতে বাধ্য করেছে যে, এ সকল ফিৎনা ও ফাসাদের মূলোৎপাটন তখনই সম্ভব, যখন আমরা ইসলামী শরীয়তকে ধারণ করবো। তার অপরাধী ও ফাসাদকারীদের জন্য শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আর তার বদৌলতে ঐ দেশ পৃথিবীর বড় বড় শক্তির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, যেখানে নিরাপত্তা বিরাজ করছে। কোন কোন পাশ্চাত্য জাতি, যারা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে তারা ব্যতীত আর কেউই তাদের সমকক্ষ হতে পারে না।

নিরপরাধীকে হত্যা করা মহাপাপ

ইচ্ছাকৃত হত্যাই অতি ভয়ংকর পাপ যা শান্তি বিঘ্নিত করে। এটা এমন পাপ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যার হিসাব বা বিচার প্রথম করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

ان اول ما يحكم بين العباد فى الدماء ـ

"প্রথমত বান্দাদের মধ্যে যে বিষয় ফয়সালা করা হবে তা হলো রক্তপাত সম্বন্ধে, অর্থাৎ হত্যা।" —বুখারী, মুসলিম

ইসলাম মানুষের আত্মার অপসারণ অর্থাৎ মৃত্যু ঘটানকে গুরুত্বদান করেছে, তাই একজন মানুষ হত্যাকে সকল মনুষ্য হত্যার পর্যায় রেখেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

"নরহত্যা অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো।"

—সূরা আল মায়িদা ঃ আয়াত ৩২

মানুষ সম্বন্ধে আল্লাহ্র নির্ধারিত এ দৃষ্টিভঙ্গি অপরাপর সকল প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনকে ছাড়িয়ে গেছে। অতএব অন্যায়ভাবে কোন একটি প্রাণকে হত্যা করা তা যে ধর্মেই হউক না কেন বা যে রঙেরই হউক সকল মনুষ্য গোষ্ঠীকে হত্যা করার সমতুল্য। আর কোন প্রাণকে ডুবে মরা, পুড়ে মরা, ভুকে মরা এবং রোগে মরার বিপদ হতে বাঁচিয়ে তোলা পূর্ণ মানব গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে তোলার সমপর্যায়ভুক্ত। এ বর্ণনায় চিকিৎসাধীন শরীর সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে এবং তার মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। আর চিকিৎসকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, রোগীর জন্য উৎসর্গিত হতে আর মনুষ্য প্রাণকে মৃত্যুর হাত হতে উদ্ধার করার জন্য সাধ্যাতীত চেষ্টা করতে।

মনুষ্য আত্মা বা প্রাণ সম্বন্ধে ইসলামের এ ধারণা বা ইঙ্গিত তার অনুসারীদেরকে মানুষের প্রতি সম্মান দেখাতে প্রলুব্ধ করেছে, আর কোন ব্যক্তির জন্যই তা অবমাননা ও তার প্রতি অন্যায় আচরণ প্রদর্শনের কোন অবকাশ থাকল না।

ইসলাম বলে, কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কবীরা গুনাহ্ বা মহাপাপ, যার কর্তা কিয়ামতে অনন্ত শাস্তির উপযুক্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ـ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ـ

"এবং আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তারা তাকে হত্যা করে না, এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলি করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বর্ধিত করা হবে। এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় চিরকাল থাকবে।"—সূরা আল-ফুরকান ঃ আয়াত ৬৮-৬৯

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

وقتل النفس التى حرم الله الابالحق -

"তোমরা ধ্বংস সাধনকারী সব বস্তুকে পরিহার কর। আর তার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ "ঐ নির্দোষ প্রাণকে বধ করা যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন।"

ইসলাম সেসব লোক হতে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে, যারা নিরপরাধ নির্দোষ কোন লোককে হত্যা করতে উদ্যত হয় যদিও তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها يؤجد من مسيرة اربعين عاما -

"যে ব্যক্তি সন্ধি স্থাপনকারী কোন লোককে হত্যা করবে সে ব্যক্তি বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বছর দূরের পথ হতে পাওয়া যাবে।"

—বুখারী ও মুসলিম শরীফ

সন্ধি স্থাপনকারীরা হলো ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক, যারা মুসলমানদের সাথে শান্তিতে বসবাস করার অংগীকারে আবদ্ধ হয়েছে।

যে সব ইহুদী এবং খৃস্টান মুসলমানদের দেশে বসবাস করে তাদেরকে যিম্মি বলা হয়। কেননা তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহ্র রাসূলের জিম্মাদারী রয়েছে। তাদের উপরও কোনরূপ আক্রমণ চলবে না। যদি তারা যে শর্তে যিম্মি হয়েছে, ঐ শর্ত রক্ষা করে এবং.মুসলমানদের উপর কোন প্রকার আক্রমণ না করে তবে আমরা তাদের প্রতি ঐ আন্তরিকতা প্রদর্শন করবো, যে আন্তরিকতা আমরা নিজেদের এবং স্বীয় পরিবারের প্রতি প্রদর্শন করে থাকি। যারা তাদের প্রতি আক্রমণ করে তাদের পাপ বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من قتل قتيلا من اهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما -

"যে ব্যক্তি যিম্মিদের মধ্যে কাউকে হত্যা করে সে ব্যক্তি বেহেশতের সুগন্ধ প্রাপ্ত হবে না, যার সুগন্ধ চল্লিশ বছর দূরবর্তী স্থান হতেও প্রাপ্ত হবে।"

ইসলাম একজন মু'মিন ব্যক্তির হত্যাকারীকে কিয়ামতে কঠিন শাস্তির ভয় দেখায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا -

www.pathagar.com

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। তথায় সে স্থায়ী হবে। এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন। তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন। —সূরা নিসা ঃ আয়াত ৯৩

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের হত্যার জন্য আয়াতে যে চারটি শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন বা করেছেন তার যেকোন একটির কথা শুনলেও শরীর শিউরে ওঠে, অতএব হত্যাকারীকে যে চারটি শাস্তি দেওয়া হবে তার কি অবস্থা হবে। ঐ চারটি শাস্তি হলো ঃ (১) দোযখে চিরকাল অবস্থান (২) আল্লাহ্র গযবে পতিত হওয়া (৩) অতঃপর আল্লাহ্র লা'নত (৪) সর্বশেষ তার জন্য কঠিন আযাব নির্ধারণ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করেন যে, মুসলমান কোন মু'মিনের সাথে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হলে সে মিল্লাতে ইসলাম হতে বহিষ্কৃত হয়ে কাফিরদের দলে শামিল হয়ে পড়ে, তিনি বলেন ঃ

من حمل علينا السلاح فليس منا -

"যে আমাদের মু'মিনদের উপর হাতিয়ার উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[১]

তিনি আরো বলেন ঃ

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر -

"মু'মিনকে গালি দেওয়া ফিসক আর তাকে হত্যা করা কুফর।"[২]

যেমন তিনি মুসলমান এবং তার অন্য মুসলিম ভ্রাতার মধ্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

اذا التقى المسلمان بسيفهما فقتل احدهما صاحبه فالقاتل والمقتول فى النار - قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه -

"যখন কোন মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে তলোয়ার দ্বারা মুখোমুখি হয় এবং একজন অপরজনকে হত্যা করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোযখী। প্রশ্ন করা হলো এতে বুঝলাম হত্যাকারী বলে সে দোযখী কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন দোযখী হবে? তিনি বললেন, সেও যেহেতু ঐ ব্যক্তিকে হত্যার জন্য প্রস্তুত ছিল।"[৩]

পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার এবং আল্লাহ্র কাছে তার পাপের কাঠিন্য সম্বন্ধে এটা পরিষ্কার বর্ণনা।

---

১. বুখারী ও মুসলিম।
২. বুখারী ও মুসলিম।
৩. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

আত্মহত্যার পাপ

ইসলাম আত্মহত্যার পরিণতি সম্বন্ধে সজাগ করে। কেননা তা দ্বারা আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব বা শাস্তি কিয়ামতে ভোগ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا - ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا - ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا -

"যে ব্যক্তি পাহাড় হতে নিজেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করেছে, সে ব্যক্তি দোযখের অগ্নিতে নিজেকে নিক্ষেপ করলো, আর তাতে সে চিরকাল থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে, সে ব্যক্তি এমন হবে যে, তার হাতে বিষ থাকবে এবং দোযখের অগ্নিতে সর্বদা বিষ পান করতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে আত্মহত্যা করে, দোযখে তার হাতে ঐ ধারাল অস্ত্র থাকবে আর সে তার পেটে তা দ্বারা সর্বদা আঘাত করতে থাকবে।"[১]

ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি

ইসলাম ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি বর্ণনা করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ الاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا -

"আল্লাহ্ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দান করেছি কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।" —সূরা আল-ইসরা ঃ আয়াত ৩৩

হত্যাকারীর শাস্তি বিধান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ - وَالاُنْثٰى بِالاُنْثٰى - فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ

---

১. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

"হে বিশ্বাসীগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীত'দাস ও নারীর বদলে নারী; কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই জীবন রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"—সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত ১৭৮-১৭৯

নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন সম্প্রদায়ের উপর যে কিসাস লওয়া অত্যাবশ্যকীয় করেছেন, তা হলো ইচ্ছাকৃত হত্যার ব্যাপারে স্বভাবত তার পরিবর্তন। একেও হত্যা করা হবে। ইসলাম নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের জন্য এ অধিকার দিয়েছে। অতএব ইসলামী বিধান মতে হত্যাকারীকে প্রথমত নিহত ব্যক্তির ওলী বা অভিভাবকদের সম্মুখে পেশ করা হবে, তারা তাদের নিহত ব্যক্তির কিসাস গ্রহণ করবে, কেননা এ ক্ষেত্রে তারা নিহত ব্যক্তির স্থলবর্তী। অতঃপর নিহত ব্যক্তির ওলীগণ শাসনকর্তার কাছে হত্যাকারীকে হত্যার আবেদন করবে অথবা তার কাছ হতে রক্ত পণ আদায় করে তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করবে; এ তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। পাত্র ও অবস্থা ভেদে তারা সে ব্যবস্থা নিবে। যদি তারা হত্যার আদেশ করে, তবে তাদের এ সিদ্ধান্ত হত্যাকারীর জন্য হবে বিচার এবং উপযুক্ত। আর যদি তারা রক্তপণ দিয়ে ক্ষমা করে দেয় তবে তা হবে রহমত এবং ইহসান।

কিসাসের এ বিধান হলো হত্যাকারীর জন্য পার্থিব শাস্তি এবং নিহত ব্যক্তির ওলীদের হক। শাসক এটা জারি করলে অন্যের জন্যও তা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।

মূলত ইসলামী শরীয়ত অন্যায় ও পাপের মূলোৎপাটন করতে চায়, তাই ইচ্ছাকৃত হত্যার হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওলীদের হাওয়ালা করে। নিহত ব্যক্তির ওলীদের ইচ্ছানুযায়ী হত্যাকারী হতে কিসাস প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন। কেননা অন্য লোককে হত্যা করা হতে লোকদেরকে যে বিষয় প্রায়শ ফিরিয়ে রাখে তা হলো তাদের জীবিত থাকার প্রতি লালসা এবং যাকে হত্যা করবে তার পরিবর্তে তাকে হত্যা করার ভয়। অতএব কিসাসই তাদের জীবন রক্ষা করলো। আরও ঐ সকল লোকের জীবন রক্ষা করলো, যারা তাদের হত্যার কথা মনে মনে চিন্তা করছিল। এটাই আল্লাহ তা'আলার এ আয়াতের সারমর্ম।

www.pathagar.com

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

"হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৯

এ সবকিছুই ইচ্ছাকৃত হত্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে কিন্তু ভুলবশত হত্যা হলে তার জন্য রক্তপণ এবং অন্য আহকাম রয়েছে যা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

চুরির শাস্তি

ইসলাম চুরির প্রতিকার ও প্রতিবিধানে মানবতার স্বার্থে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছে যাতে সে অন্যের গুপ্ত বস্তুর প্রতি লালায়িত না হয়। যেমন ইসলাম অর্থোপার্জনে অক্ষম এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণের জামিন হয়ে তা ধনী ব্যক্তিদের থেকে শাসকের মাধ্যমে তাদেরকে পৌঁছায়। যাকে যাকাত বলা হয়ে থাকে। এর দ্বারা ইসলাম সমাজের প্রত্যেক মানুষের সামগ্রিক চাহিদা পূরণ করেছে। অতএব কোন ব্যক্তির জন্যই অন্য লোকের মালের দিকে অবাঞ্ছিত সীমালংঘন করা উচিত নয়। অতএব যে ব্যক্তি এ সকল ব্যবস্থা অস্বীকার করে, অন্য লোকের মালের দিকে সীমালঙ্ঘন করে সে ব্যক্তি।

যে ব্যক্তি শাসকের পক্ষ হতে চুরির শাস্তির উপযুক্ত হবে, সে শাস্তি আল্লাহ্ নির্ধারিত করে বলেছেন ঃ

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

"পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্ত ছেদন কর। তা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

—সূরা আল মায়িদা ঃ আয়াত ৩৮

ইসলামী বিধান তথা চোরের হাতকাটার আইন জারি না করা পর্যন্ত চুরির পাপের মূলোৎপাটন সম্ভব নয়। আমরা যখন আমাদের বর্তমান সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই নানা ধরনের চুরির পাপসমূহ্ নানাভাবে বিস্তার লাভ করে আছে। চুরির অপরাধের কেস কোর্টে এত অধিকসংখ্যক উপস্থিত হয় যে, বিচারককে চোরের বিচারে যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিচারের জন্য কোর্ট সময়ের অপেক্ষায় ঝুলে থাকে।

এ জন্য দায়ী কে ? দায়ী হলো বর্তমান প্রচলিত আইন। কেননা চোর চুরি করতে সাহস করে, যদি সে কোন সময় ধরাও পড়ে তাহলেও তার শাস্তি হবে বড় জোর অল্প কয়েক মাস বা কয়েক বছরের জেল। এ শাস্তি ইতিমধ্যে সে যে মাল জমা করেছে তার তুলনায় নগণ্য। সে জেল হতে বের হয়ে অতি আরামে কাটিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

আরও দেখা গেছে, প্রায়শ চোর একবার জেল থেকে মুক্ত হলে পুনঃ চুরি আরম্ভ করে এবং জনসাধারণ আবার এদের অত্যাচারে অশান্তি ভোগ করে। বৈরুত হতে প্রচারিত ৩/৫/৭৪ ইং-এর 'আন্‌নাহার' পত্রিকার পাঠক অবগত আছেন যে, সে পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে, "গতকাল মালপত্র, গহনা ইত্যাদি আর অন্যান্য মাল যেমন টেলিফোন, রেডিও এবং যন্ত্রপাতি যা চুরি হয়েছে— অনুমান করা হয়েছে যে, তার মূল্য ৩০০ হাজার জিরাত (ঐ দেশের মুদ্রা)। আর ঐ চোর এ সকল মালপত্র জুয়াবাজিতে ব্যয় করেছে।

আর এই অভিযুক্ত ব্যক্তি একমাস পূর্বে জেলখানা হতে বেরিয়ে এসেছে। ইতিপূর্বে সে আরও কয়েকবার জেল ভোগ করেছিল।

এ তো দৈনিক কাগজের সংবাদের খবর, এভাবে সর্বদা হচ্ছে।

আর ইসলামী বিধান চোরের প্রতি প্রয়োগ করলে অর্থাৎ হাত কর্তন দ্বারা চৌর্য কার্যের শাস্তি বিধান করলে অপরাধী ভয় পাবে, চুরি পরিত্যাগ করবে। এ শাস্তি বছরে মাত্র কয়েকজনের উপর প্রয়োগ করলেই মানুষের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হবে এবং যে চুরি করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতো তার সে আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হবে। আমরা যদি এ শাস্তি বিচার সাপেক্ষে প্রয়োগ করি তাহলে মানুষ বিশ্ববিস্তৃত চুরির অপরাধ হতে নিস্তার পেতে পার।

চৌর্যবৃত্তির শাস্তির যে বিধান এ যুগে প্রচলিত রয়েছে তা শান্তি স্থাপনে এবং চৌর্যবৃত্তি দমনে নিষ্ক্রিয় প্রমাণিত হয়েছে। অতএব আমরা এখন ইসলামী বিধান প্রয়োগ করে তা পরীক্ষা করতে পারি। কেননা বর্তমান যুগের ব্যাধির জন্য তা-ই একমাত্র অমোঘ ঔষধ।

কোন কোন ইসলামী সরকার তাদের দেশে এ সকল শাস্তির বিধান করেছে, এতে তাদের দেশে চৌর্যকার্যের মূলোৎপাটন হয়ে জনগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছে।

চুরির শাস্তির বিধানে সাম্য

ইসলাম শাস্তির এ আদেশকে ধনী, দরিদ্র, বিশিষ্ট ও সাধারণ নির্বিশেষে সকল লোকের জন্য সমভাবে প্রয়োগ করেছে। অতএব যে ব্যক্তিই চুরি করবে সে সমাজের যে স্তরের লোকই হোক না কেন, তার হস্ত কর্তিত হবে।

বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে বনী মখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করে। যখন তার চুরি প্রমাণিত হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার হস্ত কর্তনের আদেশ দান করলেন। বনু মখযুম গোত্রের লোকেরা তাদের বংশের একজন নেতৃস্থানীয় লোকের স্ত্রীর হস্ত কর্তন করতে লজ্জাবোধ করলো। অবশেষে তারা হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা)-কে, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন— এ মহিলার ব্যাপারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য ঠিক করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সে মহিলার ক্ষমার ব্যাপারে আলাপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উত্তর

www.pathagar.com

ছিল এই যে, "তুমি কি আল্লাহ্র শাস্তি বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছো ?" অতঃপর তিনি মুসলমানদের ডাকলেন এবং তাদের মজলিসে বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন ঃ

ايّها النّاس! إنّما اهلك من قبلكم انّهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذى نفسى بيده لو ان فاطمة (اى بنت النبى ص) فعلت ذلك لقطعت يدها ـ

"হে লোকসকল! তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে ধ্বংস করেছে এ কথা যে, তারা শাস্তি বিধান প্রয়োগ করতো তাদের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উপর; আর তাদের কোন শরীফ লোক অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দিত। ঐ আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, যদি (নবী দুহিতা) ফাতেমাও তা করতো তাহলে নিশ্চয়ই তারও হস্তদ্বয় কর্তিত হতো। —বুখারী শরীফ

চুরির শাস্তি বিধানে ইসলামের সতর্কতা

ইসলামী শরীয়ত নিম্নলিখিত শর্ত-সাপেক্ষে চুরির শাস্তি বিধানে কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করেছে।

(১) চুরিকৃত বস্তু মূল্যবান হওয়া উচিত। অর্থাৎ তা এমন বস্তু হবে মনুষ্য জীবন ধারণে যা প্রয়োজন হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময় পরিমাণ নির্ধারিত ছিল দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদূর্ধ্ব। বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ অথবা তদুর্ধ্বের জন্য হস্ত কর্তন করা হবে।

(২) চুরি রক্ষিত বস্তুতে হওয়া আবশ্যক। অতএব বিনষ্ট বা পরিত্যক্ত মাল যা সর্বসাধারণের চলাচল পথে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত পড়ে থাকে, এবং সে খেজুর যা এমন গাছে রয়েছে যাকে দেয়াল ইত্যাদি দ্বারা ঘেরাও দেয়া হয়নি, বা এমন জন্তু যাকে কোন রাখাল ব্যতীত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি মালের জন্য হস্ত কর্তন করা হবে না। কিন্তু এ সকল মালের চোরকে শাস্তি দেওয়া হবে। এবং চুরিকৃত মাল এবং জরিমানা আদায় করা হবে। অনুরূপভাবে 'মুখ যা গ্রহণ করেছে' যেমন গাছ হতে একটি ফল নিয়ে তখন খেয়ে ফেললো তা হতে কিছু নিয়ে গেল না, তাতেও হস্ত কর্তন করা হবে না। যদি কেউ না খেয়ে নিয়ে যায় তবে তাকে শাস্তির সাথে দ্বিগুণ মূল্য আদায় করা হবে।

(৩) বিচারকের কাছে উপস্থিত করার পূর্বে চোর ধৃত হওয়ার পর মালের মালিক চোরকে ক্ষমা করে দিতে পারে, ক্ষমা করাও এক প্রকার শাস্তি। কিন্তু বিচারকের কাছে উপস্থিত করার পর ক্ষমা করার ক্ষমতা থাকবে না।

(৪) আর কোন ব্যক্তি যদি ক্ষুধার যন্ত্রণার দরুন চুরি করে থাকে তবে তার প্রতি চুরির শাস্তিও প্রযোজ্য হবে না। কেননা, খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) দুর্ভিক্ষের বছর কোন চোরকেই চুরির শাস্তি দেন নাই। কেননা তা ছিল ক্ষুধার বছর।

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়তের ফকীহগণ যখন চুরির কথা বলেন, তখন তা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে ছোট চুরি। যেমন, কেউ হামলা ব্যতীত চুপি চুপি কারো কোন মাল নিয়ে গেল। আর যখন তারা বড় চুরির সম্বন্ধে কথা বলেন যেমন অস্ত্রশস্ত্রসহ ঘরে হামলা চালান বা গুদামে বা যেখানে টাকা-পয়সা রক্ষিত হয়, বা পথে আক্রমণ করে বসে আর মাল ছিনিয়ে নেয়, ছিনতাই করে বা গাড়ি বা মোটর সাইকেল ইত্যাদি ছিনিয়ে নিয়ে গেল— এমনভাবে যার প্রতিবাদ করারও সুযোগ থাকে না। এ সকল ব্যাপারে শাস্তির বিভিন্নতা হবে। আর তখন এটা চুরি না হয়ে হবে ডাকাতি ও ছিনতাই-রাহাজানি। ইসলাম এর জন্য আরও কঠিন শাস্তির বিধান করেছে। কেননা তার অপকারিতা সাধারণকেও স্পর্শ করে। এ সম্বন্ধেই আমরা এখন আলোচনা করবো।

ছিনতাই, ডাকাতি ও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা

যে সমাজ অত্যাচারী, দোষী ও অপরাধীদের সহায়তা করে, আর এদের জন্য কঠিন শাস্তি হওয়ার বিরোধিতা করে, সে সমাজ নিজের ধ্বংস নিজে ডেকে আনে।

কেউ কেউ মনে করে দীন ওয়াজ-নসীহতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ওয়াজ সে সব ব্যক্তির কোন উপকারে আসে না যারা শয়তানের কাছে নিজেদেরকে বিক্রি করে ফেলেছে। আর ঐ সকল লোককেও ওয়াজ কোন উপকার দর্শায় না যে লোকের অন্তর আল্লাহ্‌র ভয়শূন্য হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্‌র ভয়ভীতি হারিয়ে বসেছে।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, ইসলাম অত্যাচারী অপরাধী দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের এবং ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের এমন আদর্শ শাস্তির বিধান পেশ করেছে যাতে সমাজ তাদের অনিষ্টকারিতা ও অপকারিতা হতে নিষ্কলুষ ও নিরাপদ থাকতে সক্ষম হয়। তা হলো কুরআনুল করীমের ভাষায় ঃ

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

"যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশ বিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" —সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩৩

আয়াতে বর্ণিত "আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করে" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের এতদুভয়ের আদেশ আমান্য করা বা আদেশের বিরোধিতা করা, আর জনগণের প্রাপ্য

www.pathagar.com

সম্বন্ধে সীমালংঘন করা। অপর আয়াতাংশ—"আর আল্লাহ্র জমীনে ফাসাদ বিস্তার করে" সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার ও ফেৎনা-ফাসাদের শামিল করে। যেমন ১৯৭৫ সালে লেবাননে সংঘটিত হয়েছিল যে, নির্দোষ পথচারীকে গুম করে ফেলতো, তাদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দিত বা হত্যা করতো ইত্যাদি বহু প্রকার অন্যায়-অত্যাচার প্রকাশ পেয়েছিল।

এ সকল অপরাধীর শাস্তি নিম্নবর্ণিত শাস্তিসমূহের যেকোনটি হতে পারে।

(১) হত্যা করা; যদি সাব্যস্ত হয় যে হত্যার মতো অন্যায় করেছে।

(২) হত্যার সাথে শূলী দেওয়া—যদি তারা হত্যা করার সাথে সাথে মালও ছিনিয়ে নিয়ে থাকে। আর তাদের শূলী এরূপ হবে যে, তাদেরকে একটি উচ্চ ঘরের উপর উঠান হবে যাতে লোক তাকে দেখতে পায় এবং তার ব্যাপার প্রকাশ হয়ে যায়। অধিকাংশ উলামার কাছে এটা করা হবে হত্যার পর। আর কেউ বলেছেন, তাদের প্রথমে এরূপ শূলে দেওয়া হবে পরে শূলবিদ্ধ অবস্থায় হত্যা করা হবে।

(৩) তাদের হস্ত ও পদ কর্তন করা। এভাবে যে, ডান হাত, বাম পা বা ডান পা, বাম হাত এ শাস্তিই হবে, যদি তারা শুধু মাল ছিনিয়ে নিয়ে থাকে।

(৪) ছেলে আবদ্ধ করে রাখা, যদি তারা হত্যা না করে থাকে, মালও ছিনিয়ে না নিয়ে থাকে, শুধু ভয় দেখিয়ে থাকে।

কুরআনুল করীমের অত্র আয়াতে যে সকল শাস্তির উল্লেখ রয়েছে তা শাস্তিদাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বিচারকের জন্য অনুমতি রয়েছে— সে আয়াতে বর্ণিত শাস্তির যেটি অপরাধীর অপরাধের তুলনায় সামঞ্জস্যশীল হয় তা প্রয়োগ করতে পারে। সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে হত্যা করবে বা ইচ্ছা করলে হস্তপদ কর্তন করবে বা শূলে উত্তোলন করবে বা জেলে আবদ্ধ করবে।

আমরা এখন কুরআনুল করীমের সে আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, যে আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ সকল শাস্তি বিধানের হিকমত বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেনঃ

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

"এ সকল শাস্তি তাদের জন্য অপমানকর যা তাদেরকে পৃথিবীতে ভুগতে হবে।"
—সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩৩

আর এতে ঐ সকল লোকের জন্য ভীতির উপকরণ রয়েছে যাদের অন্তরে এ সকল পাপজনক শাস্তির প্রতি আগ্রহ জন্মে। তদুপরি এদের জন্য আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি, তা হলো দোযখ বা অগ্নির শাস্তি।

ইসলাম সব পাপিষ্ঠ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং তাদের মনের উদ্বেগ দূর করতে চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

আমি মনে মনে চিন্তা করি—যদি লেবানন সরকার এসব লুটেরা ও ডাকাতের প্রতি ইসলাম প্রবর্তিত শাস্তি জারি করতো অর্থাৎ হত্যা ও শূলদণ্ড দিত, তাহলে এসব অপরাধীর জন্য তা অতিরঞ্জিত হতো না। এবং মুসলমানগণও এসব অপরাধীর জন্য এ কঠিন শাস্তির প্রবর্তনে বাধা দান করতো না। কেননা এতে তো তাদের ধর্মেরই প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আর যে ব্যক্তি এতে বাধা সৃষ্টি করে সে তো কাফির।

কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ -

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।" —সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৪

খৃস্টানদের সম্পর্কে বলা যায়, যদি তুমি তাদেরকে এ অপরাধের জন্য এ শাস্তি সাব্যস্ত করণের কথা বল, তাহলে তারাও এতে বাধার সৃষ্টি করবে না। কেননা তারাও মুসলমানদের ন্যায় লুট, ছিনতাই, ডাকাতি, ঘরবাড়ি জালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি অপরাধের ব্যাপারে অতিষ্ঠ।

অত্যাচারী, বিদ্রোহী ও অশান্তি সৃষ্টিকারীর শাস্তি

'মু'জামুল লুগাত' নামক আরবী অভিধান গ্রন্থে البغى শব্দের অর্থ করা হয়েছে বিশৃংখলা সৃষ্টির ইচ্ছা করা, আরবীতে বলা হয় فلان يبغى على الناس যখন তাদের উপর জুলুম হয় বা তাদের কষ্ট দিতে চায়। আর البغى শব্দের অর্থ অহংকার ও অত্যাচার করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

এই البغى বা অত্যাচারী গুনাহ্সমূহের অন্তর্গত। যার ভয় আল্লাহ্ আমাদেরকে দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ -

"বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্র শরীক করা, যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেননি। এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা, যে সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নেই।" —সূরা আল-আ'রাফ ঃ আয়াত ৩৩

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। —সূরা নাহল ঃ আয়াত ৯০

কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে, মানুষ যখন সম্পদশালী হয় তখন তারা পৃথিবীতে ফাসাদ বা অত্যাচার করে।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ -

"আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করতো।
—সূরা শূরা ঃ আয়াত ২৭

এটা মানুষ স্বভাবের একটি গুণ। এমন বহু লোক যারা দরিদ্রতা কাটিয়ে সম্পদশালী হয়েছে তাদের সাথে যারা কিছুদিন চলাফেরা করেছে তারা বুঝতে সক্ষম হবে যে, তাদের ব্যবহার একদম পাল্টে গেছে। এক সময় যারা বিনয় ও নম্র ব্যবহার করতো, তাদের স্বভাবে এখন জুলুম, অত্যাচার ও অহংকার পরিলক্ষিত হচ্ছে।

হযরত মূসা (আ)-এর সময়কার কারূন সম্পদশালী হওয়ার দরুন সে যে অত্যাচার করতো তা প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُوْلِى الْقُوَّةِ -

"কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি জুলুম করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম ধনভাণ্ডার। যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না। আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না।" —সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৭৬

কারূনের জাতি তাকে নসীহত করেছিলো, সে তাদের এ নসীহতে কর্ণপাত করে নি। বরং সে তার অহংকারে অটল ছিল। তার ফল যা হয়েছিল তা কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ -

"অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করলাম। তার সপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে, আল্লাহ্‌র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষার সক্ষম ছিল না।" —সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৮১

www.pathagar.com

ফাসাদ যেরূপ ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে দেখা যায়, তদ্রূপ তা দল বা সমষ্টির মধ্যেও দেখা যেত। অতএব 'ফিআতে বাগিয়াহ' বা অবাধ্য দল বলতে ঐ দলকেই বোঝাবে যে দল সুশাসক নেতার আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেছে। দু'দল মু'মিনের আত্মকলহে লিপ্ত এবং একদল কর্তৃক অন্যদলের উপর অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ـ

"বিশ্বাসীদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।"

—সূরা আল-হুজুরাত ঃ আয়াত ৯

অতএব অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে ততক্ষণই যুদ্ধ করা হবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করে।

উপরে যা কিছু বর্ণিত হলো তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, والبغى অর্থ পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা, লোকের উপর জুলুম করা এবং তাদের উপর অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করা। আর তা ব্যক্তিগতভাবেও হয়ে থাকে যেরূপ সমষ্টিগতভাবেও হয়ে থাকে, যেমন একদলের উপর অন্য দলের সীমালংঘন। ইসলাম একে কঠিনভাবে হারাম করেছে, কেননা এতে অপরের উপর দুঃখকষ্ট আরোপ করা হয়েছে যেরূপ রয়েছে জাতীয় ফাসাদ।

মুরতাদ হওয়ার (ইসলাম ত্যাগ করার) শাস্তি

কোন মুসলমানের ইসলাম ত্যাগ করা কবীরা গুনাহ বা মহাপাপের অন্তর্গত। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম পরিত্যাগকারীকে ভয় দেখিয়েছেন এবং কিয়ামতে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় দুনিয়ায় তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই অগ্নিবাসী, তথায় তারা স্থায়ী হবে।" —সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত ২১৭

www.pathagar.com

ইসলাম মুরতাদ ব্যক্তির শাস্তির বিধান করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

من بدل دينه فاقتلوه -

"যে ব্যক্তি স্বীয় দীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।" —বুখারী শরীফ

ধর্মত্যাগীদের জন্য ইসলাম এ রকম কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, কেননা সে ব্যক্তি এক জঘন্য কাজের দিকে পা বাড়াচ্ছে। মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্য ইসলাম বিশ্বাস ও উপাসনালয়ের যথেষ্ট স্বাধীনতা দান করেছে এবং এ সকল ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা আবশ্যকীয় করেছে। আর মুসলমানদের জন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তাদের জন্যও তা রয়েছে। আর মুসলমানদের জন্য যে সকল শাস্তির বিধান রয়েছে তাদের জন্যও সে রকম বিধান রয়েছে।

এমতাবস্থায় ইসলামত্যাগীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডাদেশের এই কারণ ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, তা এমন এক কঠিন পাপ যার শাস্তি অন্য সকল রাজকীয় আইনে রয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে তার উপর এ সকল আইন-কানুন অবলম্বন করা অবশ্যকর্তব্য।

আর ধর্মত্যাগী ব্যক্তি যখন ইসলাম ত্যাগ করার কথা প্রকাশ করে, তখন সে প্রকারান্তরে ইসলামের অপমান করে এবং যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সেই শত্রুদের সাথে মিলিত হয়। আর এ নিয়ম ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইয়াহুদীরাও গ্রহণ করেছিল।

তারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতো। অতঃপর কিছু দিন পর ত্যাগের কথা প্রকাশ করতো। তারা এরূপে লোকদের ইসলাম গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করতো। তারা একে অপরকে বলতো, আমরা প্রথমে ইসলামের প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রকাশ করবো অতঃপর আমরা তার প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণভাব প্রকাশ করবো তাহলে লোক আমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে। তারা মনে করবে আমরা ইসলামে এমন কিছু দেখেছি যা আমরা ঘৃণা করি, তাহলে যারা এখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই তারা আর ইসলাম গ্রহণ করবে না। আর যারা ঈমান এনেছে তারাও ফিরে যাবে। এভাবে তারা কেউ কেউ বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ইসলাম হতে বিমুখ হতো। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ - اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

"কিতাবিদের একদল বললো, ঈমানদারদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে দিনের প্রারম্ভে তাতে বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান কর, হয়তো তারা ফিরতে পারে।" —সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ৭২

www.pathagar.com

আয়াতের মর্মার্থ হলো ঃ ইয়াহুদীদের একদল লোক বলে ঃ যে কুরআন মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিল হয়েছে, তোমরা দিনের প্রারম্ভে তার উপর ঈমান আনয়ন কর, আর দিনের শেষাংশে তা অস্বীকার কর, তোমরা এর দ্বারা মু'মিনদেরকে ফেৎনায় ফেলতে সক্ষম হবে এবং হয়ত তার ফলে তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করবে।

ইমাম মুহাম্মদ আবদুহু বলেন ঃ "আয়াতে ইয়াহুদীদের মানুষকে ইসলামের পথ হতে বিরত রাখার যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে তা লোকদেরকে ইসলাম স্বভাবের একটা স্বাভাবিক নীতির উপর ভিত্তিশীল। তা হচ্ছে হকের সেই চরিত্র যে, যে ব্যক্তি একবার তা বুঝেছে সে কখনো হক বিমুখ হবে না। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধর্মত্যাগীদের জন্য যে হত্যার আদেশ দিয়েছেন, তা শুধু ঐ সকল লোককে ভয় দেখানোর জন্য যারা মানুষকে ধর্মত্যাগের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যা সন্দেহে নিপতিত করে। কোন সময় কেউ বলে ঃ কোন লোক তো অন্য লোকের প্ররোচনা ব্যতীত ইসলাম ত্যাগ করে। তার উত্তরে বলা হবে, এ সকল লোক ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, প্রকৃতপক্ষে সত্য ধর্ম মনে করে তারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। যখন তারা দেখল যে, তাদের সেই স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে না তখন তারা নিরুপায় হয়েই ধর্ম ত্যাগ করে।"

কোন মুসলমান স্বীয় ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ অবগতির পর এবং স্বাদ উপলব্ধির পর, শত্রুদের সকল প্রকার প্ররোচনা সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পর ধর্ম ত্যাগ করেছে এমন কাউকেও পাওয়া যাবে না।

সুরা পানের শাস্তি

জ্ঞান ইসলামী আহকাম জারি হওয়ার ভিত্তি। এ জ্ঞান দ্বারা মানুষ ভালমন্দ পার্থক্য করতে পারে এবং উত্তম ও নিকৃষ্ট জ্ঞানের তারতম্য বিধানে সক্ষম হতে পারে।

আর সুরা বা মদ এই জ্ঞানের শত্রু। কারণ এ সুরা জ্ঞান বিলুপ্ত করে দেয়। আর সুরা যে ব্যক্তির জ্ঞানকে বিলোপ করে সে ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে সে সমাজের উপর তার মন্দ কার্যাবলীর প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

অধিকাংশ ফাসাদ ও পাপ এ সুরা পানের দ্বারা বা তার ফলে বিস্তার লাভ করে। এজন্যই ইসলামী শরীয়ত সুরাপায়ীর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যাতে সুরার সকল প্রকার অনিষ্টকারিতা হতে সমাজকে রক্ষা করা যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুরাপায়ীকে দোররা এবং জুতা দ্বারা চল্লিশটি আঘাত করেছেন বলে বর্ণিত আছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) চল্লিশটি আঘাত করেছেন, হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে আশিটি আঘাত করেছেন, আর হযরত আলী (রা) কোন সময় চল্লিশ আর কোন সময় আশিটি আঘাত করেছেন। উলামায়ে কিরামের কেউ কেউ বলেন, আশিটি আঘাত করাই ওয়াজিব। তাদের কেউ বলেন, চল্লিশটি আঘাতই

www.pathagar.com

ওয়াজিব। যখন সুরাপায়ীর সংখ্যা অত্যধিক হয় বা লোক সুরার প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়ে পড়ে তখন ইমাম প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত আঘাতের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু যদি সুরাপায়ীর সংখ্যা কমতে থাকে বা সুরা পানে তত আসক্ত না হয় তাহলে চল্লিশ ঘা দিয়েই যথেষ্ট করতে পারেন।[১]

আর সুরাপায়ীর শাস্তি বিধানের জন্য শর্ত হলো সুরাপায়ী মুসলমান বালেগ সজ্ঞান হওয়া। যিম্মীর উপর এ শাস্তি বিধান করা যাবে না। কেননা তারা সুরাকে হালাল মনে করে।

আর এ শাস্তি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য বা সুরাপায়ীর স্বীকৃতি প্রয়োজন। তা কয়েকটি শর্তসাপেক্ষ যা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

মুসীবতের বর্ণনা

- মুসীবত সহজীকরণ
- মুসীবতে ধৈর্যধারণ

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসীবত সহজীকরণ

[মুসীবত ও তার পাপসমূহ ❑ ইসলামে মুসীবতের অর্থ ❑ মুসীবতের জন্য মানুষের সওয়াব প্রাপ্তি ❑ মানুষ আল্লাহ্র সত্তাধীন আর তিনিই আশ্রয়স্থল ❑ মুসীবত আল্লাহ্র পক্ষ হতে নির্ধারিত ❑ আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ ❑ পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তি]

মুসীবত সম্পর্কীয় পাপসমূহ

দেখা যায় কোন কোন লোক মুসীবতে আপতিত হলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরী আরম্ভ করে। আল্লাহ্র আদেশের সমালোচনা শুরু করে, আর নিজেদের ধ্বংসের জন্য দু'আ করে এবং সকল প্রকার রহমত ও নিয়ামতকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করে। তারা মনে করে, মুসীবত তাদের জন্য প্রতিটি মন্দ ও অন্যায়কে আর প্রতিটি পাপকে হালাল করে দেয়। যেসব লোক ঈমানের হাতিয়ার দ্বারা সজ্জিত নয় সেসব লোকের উপর মুসীবত একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তখন উক্ত মুসীবত শরীরকে রোগাক্রান্ত করে অথবা তার জ্ঞানকে বিকৃত করে ফেলে। আর অনেক সময় তো জীবন ধারণই তার জন্য কঠিন হয়ে যায়।

আর অনেক সময় মুসীবত আপতিত হয়ে দুর্বল ঈমানের লোককে কবীরা গুনাহ্ বা বড় পাপে লিপ্ত হতে বাধ্য করে।

যে সব লোক তাদের স্রষ্টার সাথে কুফরী করে, আর মুসীবত অবতীর্ণ হলে স্রষ্টার আদেশের সমালোচনা করে তাদের ঈমানকে বাহ্যিক ঈমান বলা যায়, যা তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে নাই। এবং তাদের ইবাদত শুধু পার্থিব উপকারিতার জন্যই হয়ে থাকে। এ সকল লোক ধর্মের গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি এবং তাদের পরওয়ারদিগারের সাথে মিলনকে উপলব্ধি করতে পারেনি আর আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তাঁর সওয়াব লাভেও সক্ষম হয়নি।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উল্লেখ করে ইরশাদ করেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرُ اِطْمَأَنَّ بِهٖ - وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ -

www.pathagar.com

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে। তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহলোক ও পরলোকে। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।"

—সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ১১

মোট কথা, এমন অনেক লোক আছে, যারা ধর্মের ব্যাপারে দোদুল্যমান বিশ্বাস রাখে। সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি যা কামনা করে তা যদি প্রাপ্ত হয়, তখন এর উপর সন্তুষ্ট থাকে, শান্তি অনুভব করে। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কোন মুসীবত বা তাদের কোন ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি বা প্রাণের উপর কোন কষ্ট দেন তখন কুফরীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর রাযী থাকার আরাম হতে বঞ্চিত হয়, যেমন তারা পরকালের নিয়ামত হতে বঞ্চিত হয় বা আল্লাহ্ তা'আলা অটল ধৈর্যশীল মু'মিন বান্দাদের জন্য ওয়াদা করেছেন।

ইসলামে মুসীবতের অর্থ

ইসলামে মুসীবতের এক বিশেষ অর্থ রয়েছে। তা হলো মুসীবত সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের নিদর্শন নয়। যেমন নিয়ামতও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়ামত এবং মুসীবত, ভাল ও মন্দ অবস্থা সম্পন্ন মু'মিনের উপর অবতীর্ণ করেন, তার অবস্থা এবং কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করার জন্য। এতে তার ঈমানের যথার্থতা এবং ইসলাম স্বীকার ও অস্বীকারের অবস্থা পরিস্ফুট হয়ে দেখা দেয়।

তার উল্লেখ করেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ -

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা 'আমরা বিশ্বাস করি' একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে ? আল্লাহ্ তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।" —সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ২–৩

মানুষ কি ধারণা করে রেখেছে যে, সে 'আমি ঈমান আনয়ন করেছি' বললেই তাকে আল্লাহ্ নৈকট্য দান করবেন আর তাকে পরীক্ষা করা হবে না, যাতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। এ অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَّاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ -

"আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা পুনরাগত হবে।" —সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৩৫

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا المؤمن ان اصابته سرّاء شكر فكان خير اله وان اصابته ضرّاء صبر فكان خيرا له ـ

"মু'মিনের ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ হয় যে, তার প্রত্যেক কাজই উত্তম, আর মু'মিন ব্যতীত অন্য কারও এ অবস্থা হয় না। যদি তার কোন অমঙ্গল দেখা দেয়। তখন সে শোকর করে তা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর যদি তার কোন অমঙ্গল দেখা দেয় তখন সে সবর করে তা তার জন্য মঙ্গলময় হয়।" —মুসলিম শরীফ

আর কোন সময় মুসীবত গুনাহগারের জন্য এক প্রকার শাস্তিরূপে দেখা দেয় যেন সে তার পাপ পরিত্যাগ করে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগ দেয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ـ

"তোমাদের পূর্বেও বহু জতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর তাদেরকে অর্থ সংকট ও দুঃখ-দারিদ্র্য দ্বারা জড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়।"

—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ৪২

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মদ! আমি আপনার পূর্বে বহু সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু সে সব জাতি তাদের নির্দেশমতো হিদায়েত গ্রহণ করে নাই। অতএব আমি তাদেরকে নানা প্রকার বিপদ মুসীবত দ্বারা শাস্তি দান করেছি। তাদের উপর এমন মুসীবত নাযিল হয়েছে যা তাদের দেহের ক্ষতি সাধন করেছে যেন তাদের বোধোদয় হয় এবং তারা ফিরে আসে আল্লাহ্র দিকে।

মুসীবতের প্রতিদান

ইসলাম মুসীবতকে আত্মার উন্নতির এক ধাপ এবং মু'মিনের পাপ মুক্তির একটি উসিলা এবং আর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সওয়াব প্রাপ্তির একটা উপাদান করেছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে, যা মুসলমানকে মুসীবতের সামনে দৃঢ়পদ থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যাতে সে তার প্রভুর পক্ষ হতে সওয়াব প্রাপ্ত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مايصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا ولاهم ولاحزن ـ ولا اذى ـ ولاغم حتى الشوكة يشاكها الاكفر الله بها من خطاياه ـ

"মুসলমানের যে মুশকিল, মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, চিন্তাভাবনা —যে কোন প্রকার কষ্টদায়ক বস্তু এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিঁধে তদ্দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন।" —বুখারী শরীফ

তিনি আরো বলেন ঃ

مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة - من يرد الله به خير ايصب منه -

"পুরুষ অথবা নারী মু'মিনের উপর যে বালা-মুসীবত বা তার ছেলে-মেয়ে, ধন-দৌলত ইত্যাদির উপর যে মুসীবত উপস্থিত হয় তা সহ্য করতে করতে এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মিলিত হয় যে, তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" —বুখারী শরীফ

আল্লাহ্ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন, আল্লাহ্র পক্ষ হতে তার উপর মুসীবত অবতীর্ণ হয়।

একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! কোন্ ব্যক্তির উপর অত্যধিক মুসীবত আপতিত হয় ?" তিনি বললেন ঃ নবীগণের উপর, অতঃপর তৎসদৃশ লোকের উপর, অতঃপর লোক তার দীনের পরিমাণ বালা-মুসীবতে পতিত হয়। যদি তার দীন মজবুত হয় তবে তার উপর কঠিন বালা-মুসীবত অবতীর্ণ হয়। আর যদি তার দীন হালকা হয় তবে তার উপর হালকা বালা-মুসীবত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর মুসীবত তাকে এমন করে দেয় যে, সে পৃথিবীতে বিচরণ করে পাপশূন্যাবস্থায়।" —তিরমিযী শরীফ

যে ব্যক্তি তার চক্ষুদ্বয় হারিয়ে তৎপ্রতি সবর করে তার সওয়াবের উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ان الله عز وجل قال اذ ابتليت عبدى بحبيبيه (اى عينيه) فصبر عوضته منهما الجنة -

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "যখন আমি আমার বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করি অর্থাৎ দু'চক্ষু দ্বারা, যদি সে সবর করে আমি তৎপরিবর্তে তাকে বেহেশত দান করি।" —বুখারী শরীফ

যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) যে মহিলার সন্তান ইন্তিকাল করেছে, সেই সবরকারিণী মাতার সওয়াবের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد الاكانوا لها حجبا من النار فقالت امرأة واثنين ؟ فانه مات لى اثنان - فقال رسول الله واثنين -

www.pathagar.com

"এমন কোন নারী নাই যার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে, তারা তার জন্য দোযখের অগ্নি হতে রক্ষাকারী না হবে। তখন এক নারী বলে উঠল— ইয়া রাসূলাল্লাহ! যার দু'টি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে ? কেননা আমার দু'টি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। তখন তিনি বললেন, যার দু'টি সন্তান মরেছে তারও।"

—বুখারী শরীফ

মুসীবতে ধৈর্যধারণকারীদের সওয়াবের উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ -

"আমি তোমাদের ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের স্বল্পতা দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করবো। তুমি ধৈর্যশীলগণকে শুভ সংবাদ দাও। তারাই ধৈর্যশীল যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহ্রই এবং আমরা নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের কাছ হতে আশীর্বাদ ও দু'আ বর্ষিত হয় আর এরাই সৎপথে পরিচালিত।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫৫–১৫৭

মুসীবতে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে আল্লাহ্ এ আয়াতে তিনটি সুসংবাদ দান করেছেন ঃ

প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সালাত। সালাত আল্লাহ্র পক্ষে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য আল্লাহ্র ক্ষমা।

দ্বিতীয়ত, রহমত। তা হলো মুসীবতে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী।

তৃতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তারাই পথপ্রাপ্ত লোক অর্থাৎ ঐ পথ যা অনুসরণ করা ওয়াজিব, তারা সে পথেই রয়েছে।

মানুষের মালিকানা আল্লাহ্ তা'আলার আর তিনিই আশ্রয়স্থল

আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি বাক্য শিক্ষাদান করেছেন যা আমরা মুসীবতের সময় বারবার বলে থাকি, তা হলো আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

"তারা এমন লোক যখন তাদের কোন মুসীবত উপস্থিত হয় তখন তারা বলে ঃ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র জন্য, আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"

—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫৬

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَا من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله به - انا لله وانا اليه راجعون - اللّهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها الا اجره الله فى مصيبته واخلف له خيرا منها -

"কোন মুসলমানের কোন প্রকার মুসীবত দেখা দেয় তখন যদি সে আল্লাহ্ যা শিক্ষাদান করেছেন অর্থাৎ إنا للّه وانا اليه راجعون - اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها "বলে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে এ মুসীবতে সওয়াব দান করবেন এবং প্রতিদানে আরও উত্তম বস্তু দান করবেন।"

"আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহ্র স্বত্বাধীন, আর নিশ্চয়ই আমাদেরকে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" —মুসলিম শরীফ

যখন কোন ব্যক্তি এর গূঢ়তত্ত্বের উপর ঈমান আনয়ন করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে, তখন পৃথিবীর সকল মুসীবত তার জন্য সহজ হয়ে পড়ে। বাক্যটি দু'টি বিষয়ের সমষ্টি।

প্রথম বিষয় হলো ঃ প্রত্যেক লোক এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, তার ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্ তা'আলার স্বত্বাধীন, আল্লাহ্ তা'আলা এ সকল বস্তু মানুষের কাছে আমানত বা ধারস্বরূপ রেখেছেন। অতঃপর যদি আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন একটি বস্তু নিয়ে নেন, তখন বুঝতে হবে তিনি তার আমানত নিয়ে নিচ্ছেন। এ অর্থে কোন কবি বলেন ঃ

وما المال والاهلون الا ودائع * ولا بد يوما ان ترد الودائع -

"তোমার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি আমানত ব্যতীত আর কিছুই নয় আর তোমাকে একদিন না একদিন এ আমানত ফেরত দিতেই হবে।"

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ঃ আজ হোক কাল হোক একদিন না একদিন নিশ্চয়ই মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর কিয়ামতের দিন এ দুনিয়ার সকল কিছু পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাযির হতে হবে। আর সেদিন সে নিতান্ত একাকী আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হবে, যেমন একাকী তাকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তখন তার কোন ধনসম্পদ, পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন কিছুই ছিল না।' কিন্তু সেদিন সে নেক ও বদ আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে মানুষের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ করেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ -

"তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ যেমন তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছ।" —সূরা আল-আন'আম ঃ আয়াত ৯৪

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد - يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله -

"তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির সাথে কবর পর্যন্ত গমন করবে। অতঃপর দু'টি বস্তু প্রত্যাবর্তন করবে আর একটি তার সাথে থেকে যাবে। মৃত ব্যক্তির পিছনে তার পরিবারের লোকজন, তার ধন এবং তার আমল গমন করবে। কবর স্থান হতে তার পরিবারের লোক এবং ধন ফেরত আসবে কিন্তু তার আমল তার সাথী হয়ে থেকে যাবে।" —বুখারী ও মুসলিম শরীফ

মুসীবত আল্লাহ্র পক্ষ হতে নির্ধারিত

আর যে বস্তুটি মুসীবতকে সহজ করে দেবে মুসলমানদের উপর তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারিত হওয়ার অবগতি। কারণ তাকে রোধ করার মত ক্ষমতা তার নাই। এ অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا - اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ - لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ -

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ হয়। আল্লাহ্র পক্ষে তা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ ভালবাসেন না ঔদ্ধত্য ও অহংকারীদেরকে।" —সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ২২-২৩

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পৃথিবীতে আমাদের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ফসলাদির ক্ষতি এবং আমাদের শারীরিক রোগ-ব্যাধি, অভাব-অনটন, মৃত্যু ইত্যাদি যেসব মুসীবত দেখা দেয়, এসব মুসীবতই মানব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্র জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল এবং লওহে মাহফুযে লিখিত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এরূপ

www.pathagar.com

করা অত্যন্ত সহজ। কারণ তাঁর জ্ঞান প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এসব জানিয়ে দিয়েছেন এজন্য যে, আমাদের উপর যে মুসীবত আপতিত হয়েছে তার জন্য অত্যধিক মনঃক্ষুণ্ন না হই। আর যেসব পার্থিব নিয়ামত আমরা পাইনি তার জন্য দুঃখ না করি। আর কোন নিয়ামত পেলে যেন এত খুশিতে ফুলে না উঠি যা আমাদেরকে বিপথগামী করে দেয়। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ -

"আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন।"

—সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ১১

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একদল মুফাসসির বলেছেন ঃ 'মু'মিন যদি কোন সময় কোন মুসীবতের সম্মুখীন হয়, তখন সে এ মুসীবতকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে আগত মনে করে তার উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং তা মেনে নেয়।'

এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك -

"জেনে রাখ, তোমার যে মুসীবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে তা কোনক্রমেই তোমার কাছে না পৌঁছে উপায় ছিল না। আর যে যে মুসীবত তোমার সম্মুখীন হয় নাই তা তোমার কাছে আসার ছিল না।" —ইবনে মাজাহ

অতএব যখন মুসীবত আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিতই রয়েছে, তখন দুঃখকষ্ট ও মুসীবত মানুষের জন্য আসান হয়ে যায়। কেননা পৃথিবীতে আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তার জ্ঞানের বাইরে কিছুই হচ্ছে না।

জীবন সীমাবদ্ধ

যে সকল বস্তু মানুষের জন্য মুসীবতকে সহজ করে দেয়, তন্মধ্যে একটা হলো তার এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, জীবন সীমাবদ্ধ কয়েকদিনের মাত্র। আর প্রত্যেকের জীবন আল্লাহ্ তা'আলার হস্তে। যে এ কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে সে নিশ্চয়ই তার সকল কাজ আল্লাহ্ তা'আলার উপর সোপর্দ করে দেবে এবং তার পরিবার-পরিজন বা সন্তান-সন্ততির মৃত্যুর মুসীবতকে সহজভাবে গ্রহণ করে নেবে। জীবনের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلاَيُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ -

"কারো পরমায়ু বৃদ্ধি হলে অথবা তার পরমায়ু হ্রাস পেলে তাতো হয় সংরক্ষিত ফলক অনুসারে।" —সূরা ফাতির ঃ আয়াত ১১

www.pathagar.com

আরো ইরশাদ করেছে ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

"আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না যেহেতু তার মেয়াদ অবধারিত।" —সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১৪৫

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لاَيَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ ـ

"প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।" — সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩৪

পার্থিব ভোগবিলাস পরিত্যাগ করা

যেসব বস্তু মুসীবতকে সহজ করে দেয় তন্মধ্যে একটি হলো ঃ পার্থিব ভোগবিলাস পরিত্যাগ করে পারলৌকিক জীবনের প্রতি মনোনিবেশ করা। পৃথিবীকে আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষার স্থল করেছেন। এখানে কোন আরাম-আয়েশ এমন পাওয়া যাবে না যা কোন না কোন দুঃখ মিশ্রিত হবে না। পৃথিবীতে যে বস্তুকেই অতি উত্তম বলে ধারণা করা হয় কিন্তু দেখা যায় তা মরীচিকা সদৃশ। আর তার আকাশচুম্বি প্রাসাদরাজি যদিও দেখতে অত্যধিক সুশোভিত মনে হয় কিন্তু তা অতীব ক্ষণস্থায়ী।

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের জন্য পৃথিবীর গূঢ় রহস্য বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقٰى ـ

"বল, পার্থিব ভোগ সামান্য আর যে সাবধানী তার জন্য পরকালই উত্তম।"

—সূরা নিসা ঃ আয়াত ৭৭

অতএব পার্থিব ভোগবিলাস অতি ন্যায্য বলে প্রমাণিত হলো, আর পরহিযগারদের জন্য পরকালের সওয়াব অতি উত্তম এবং উৎকৃষ্ট। সুতরাং যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে নিজকে বা তদীয় সন্তান-সন্ততি মালদৌলতকে কোন মুসীবতের সম্মুখীন দেখে তার আফসোস করা উচিত না। কেননা পরকালে মুত্তাকীদের জন্য যে নিয়ামত রয়েছে তা প্রতিটি মুসীবতকে সহজ করে দেয়।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমার উভয় কাঁধের উপর হস্ত স্থাপন করে বলেছেন ঃ

كن فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل ـ

"তুমি পৃথিবীতে এমন অবস্থায় থাক যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথিক।"

—বুখারী শরীফ, ইবনে মাজাহ

পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না। তাকে বাসস্থান-স্বরূপ গ্রহণ করো না। আর বহুদিন পৃথিবীতে থাকবে বলে ধারণা করো না। কেননা তা ধোঁকা বই আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে,এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললো ঃ

يا رسول الله ! دلنى على عمل اذا انا عملته احبنى الله واحبنى الناس فقال رسول الله ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد مافى ايدى الناس يحبوك -

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যদি আমি তা করি তা হলে যেন আল্লাহ্ আমাকে ভালবাসেন এবং লোক আমাকে ভালবাসে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, পার্থিব ভোগবিলাস পরিত্যাগ কর, তা হলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকের কাছে যা আছে তার লালসা পরিত্যাগ ক'র তাহলে লোক তোমাকে ভালবাসবে।" —ইবনে মাজাহ

লোক কিরূপে পার্থিব ভোগবিলাস পরিত্যাগ করবে ? অথচ তারা যদি কিছু সময়ের জন্য তোমাকে হাসায় তবে বহুক্ষণ তোমাকে কাঁদাবে। যদি একদিন তোমাকে শান্তি দেয় তবে বহুকাল ও বছর তোমাকে অশান্তিতে ফেলবে। যদি কিছুদিনের জন্য তোমাকে দান করে তবে বহুদিন তোমাকে তা হতে বঞ্চিত রাখবে। আর পৃথিবীতে মানুষের কোন খুশি কখনও দেখা দেয় তবে তার বহুগুণ দুঃখ তার ভোগ করতে হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, প্রত্যেক খুশির পিছনে দুঃখ রয়েছে, যে ঘর খুশিতে ভরে যায় তা দুঃখেও ভরে যায়।

ইবনে সীরীন বলেন, "যে ব্যক্তি হাসে অতঃপর তার পেছনে কান্না রয়েছে।"

অন্য একজন বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার কামনার বস্তুর শেষ সীমায় উপনীত হয় অতঃপর তার উচিত সে যেন অপেক্ষা করে ঐ বস্তুর যা সে কামনা করে না।

হযরত আলী (রা) ইবনে আবূ তালিব বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব ভোগবিলাস বর্জন করবে তার জন্য মুসীবত সহজ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে সে নেক কাজে ধাবিত হয়।

ইবনে আবীদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, হাসান ইবনে সাকান আমাকে এ কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন ঃ

حياتك الهم مقرونة * فما تقطع العيش الابهم -

لذازات دنياك مسمومة * فما تأكل الشهد الاّ بسم -

اذا تم امر بدا نقصه * توقع زوالا اذا قيل تم -

"তোমার জীবনটি দুঃখকষ্টের সাথে মিলিত। অতএব তুমি জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হবে না দুঃখ-চিন্তা ব্যতীত। পার্থিব আরাম-আয়েশের মধ্যে বিষ মিশ্রিত রয়েছে। যেমন তুমি যে মধু পান কর তাতেও বিষ রয়েছে। যখন কোন বস্তু

www.pathagar.com

পূর্ণত্ব লাভ করে তখন তা কমতে আরম্ভ করে। অতএব যখন বলা হয় পূর্ণ হয়েছে, তখন তুমি তার অবসানের অপেক্ষা করতে থাক।"

আর এক কবি বলেন ঃ

حكم المنية فى البرية جارى * ماهذه الدنيا بدار قرار۔

بينايرى الانسان فيها مخبرا * حتى يرى خبرا من الاخبار ۔

طبعت على كدر وانت ترى دها * صفوا من الاقذار والاكدار ۔

"পৃথিবীতে মৃত্যুর আদেশ প্রচলিত রয়েছে। এ পৃথিবী চিরস্থায়ী বা শ্বাশত নয়। পৃথিবীতে মানুষকে সংবাদদাতা এই মর্মে সংবাদ দেয় যে, পৃথিবী কণ্টকাকীর্ণ ও আবর্জনাযুক্ত, আর তুমি সন্ধান করছো কণ্টক ও আবর্জনামুক্ত পৃথিবী।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসীবতে ধৈর্যধারণ

[ধৈর্যধারণে দৃঢ়তা ❑ দুঃখ-কষ্টকে উপকারী মনে করা ❑ আল্লাহ্র ফয়সালায় সন্তুষ্টি ❑ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে নিজেকে সামলে নেয়া ❑ মৃতের জন্য মর্সিয়া ক্রন্দন হারাম করা]

ধৈর্যধারণে দৃঢ়তা

এখানে এমন কতকগুলি বিষয় রয়েছে যা মুসীবতে ধৈর্যধারণকে সহজ করে দেয়। তার মধ্যে ধৈর্যধারণের ইচ্ছা, এটাই অমোঘ ঔষধ। মুসীবতে ধৈর্যধারণ করা মানুষের উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অন্যতম। তা মানুষকে বহু অনুত্তম কাজ হতে নিবৃত্ত রাখে। তা প্রবৃত্তির সেসব শক্তির অন্যতম যা দ্বারা মানুষ স্বীয় অবস্থাকে শুধরে নিতে পারে। আর ধৈর্যধারণ শুধু মুসীবতে সীমাবদ্ধ নয়। হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ ধৈর্যধারণ তিন প্রকার। (১) মুসীবতে ধৈর্যধারণ (২) ইবাদতে ধৈর্যধারণ (৩) পাপে ধৈর্যধারণ।

অতএব মানুষ ধৈর্যধারণ করে এবং মনে করে যে, তার মুসীবতে ধৈর্যধারণ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য। তখন সে তার সওয়াব প্রাপ্ত হয়। আর যদি সে ধৈর্যধারণ না করে অধৈর্য হয়, তবে সে পাপী হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যধারণকারীদের উত্তম বিনিময়ের অঙ্গীকার করে ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

"ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।" —সূরা যুমার ঃ আয়াত ১০

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, তিনি পথপ্রদর্শন ও সাহায্য নিয়ে তাদের ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ـ

'হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫৩

www.pathagar.com

অতএব ধৈর্যধারিগণ আল্লাহ্ তা'আলার এমন সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন যা পৃথিবী ও পরলোকের উৎকৃষ্ট বস্তু এবং যা শুধু নবীগণের জন্য নিকৃষ্ট। যেমন আল্লাহ্ কোন নবী সম্বন্ধে বলেন ঃ

اِنِّى مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى -

"আমি তোমাদের উভয়ের সাথে রয়েছি, শুনছি এবং দেখছি।" আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন কোন বান্দাকে মুসীবতে ফেলে তার ধৈর্যের পরীক্ষা করেন। যেমন ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ -

"আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদের এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।"
—সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ৩১

বর্ণিত আছে— একবার রাসূলুল্লাহ (সা) দেখলেন, এক মহিলা কবরের কাছে বসে কাঁদছে। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর।" ঐ রমণী বললো ঃ তুমি যাও, তুমি আমার মতো মুসীবতে পতিত হওনি। অথচ সে যার সাথে কথা বলছে তিনি যে রাসূল তা সে জানতো না। যখন তাকে বলা হলো ঃ আরে ইনি যে রাসূলুল্লাহ (সা)। তখন সে রমণী তাঁর কাছে গেল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো। সে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা), আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ধৈর্যধারণ প্রথম মুসীবতেই হয়ে থাকে।" —বুখারী শরীফ

তার কারণ হলো ঃ হঠাৎ মুসীবত অবতীর্ণ হলে তা সহ্য করা দুষ্কর হয়ে পড়ে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। কেননা মুসীবতের প্রথমাবস্থায় ধৈর্যধারণ করা অতিশয় কঠিন, আর কিছুদিন দুঃখ-কষ্টে মুসীবত সহজ হয়ে পড়ে।

বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, তার এক ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে লোকটিকে বলে দিলেন, তুমি গিয়ে তাকে সংবাদ দাও ঃ যা আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই ছিল, আর আমাদের যা দান করেন তাও তাঁরই আর প্রত্যেক বস্তুর জন্যই তাঁর কাছে এক নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। তাকে বলে দাও সে যেন সওয়াবের নিয়তে ধৈর্যধারণ করে।
—বুখারী শরীফ

এসব আদেশ প্রণিধানযোগ্য। যে ব্যক্তি এ সবের গূঢ় অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করবে তার জন্য মুসীবত সহ্য হয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

তিনি যে বলেছেন ঃ

ان الله ما اخذ ۔

"যা আল্লাহ্ নিয়ে গেছেন তা তারই ছিল।"

এ কথার অর্থ হলো সমস্ত জগৎই তাঁর স্বত্বাধীন। যদি তিনি একটি প্রাণকে মৃত্যুদান করলেন, তবে তিনি তার নিজস্ব সত্তায়ই হস্তক্ষেপ করেছেন যা তোমাদের কাছে ছিল।

আর তিনি যে বলেছেন ঃ "আমাদেরকে যা দান করেন তাও তাঁরই।" একথার অর্থ হলো, তিনি তোমাদেরকে যা দান করেছেন, তা তার স্বত্বাধিকার হতে বেরিয়ে যায়নি, তাই তাতেও তিনি যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

আর তিনি যে বলেছেন ঃ "প্রত্যেক বস্তুর জন্যই তার কাছে এক নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।" এ কথার অর্থ হলো আল্লাহ্র বিধি বিধানের কোন পরিবর্তন নাই। যা যথাসময় সম্পন্ন হবে, তা কিছুক্ষণ পূর্বে বা পরে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি এক নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে রেখেছেন। সে সময় মানুষের যা হওয়ার তা হবে।

সর্বশেষে তাঁর এ বাণী অনুধাবন করুন। তিনি বলেছেন, "তাকে বলে দাও, সে যেন সওয়াবের নিয়তে ধৈর্যধারণ করে।" কেননা মানুষ যখন তার কোন প্রিয়জনের প্রাণ বিয়োগে ধৈর্যধারণ করে আর তার পরিবর্তে তার প্রভুর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করে। তাই তার জন্য তার মুসীবতে উত্তম বিনিময়। এখানে অধৈর্য হওয়ায় কোনই লাভ নাই। কারণ আল্লাহ্র বিপদ ফিরিয়ে রাখা যায় না। কান্নাকাটি করায় কোন লাভ আনয়ন করতে পারে না। আর অস্থিরতা তার এ বিপদকে টলাতে পারে না। অতএব মুসীবতে ধৈর্যধারণ ব্যতীত অন্য কিছুতেই কোন ফলোদয় হয় না। হযরত শাফী (র)-এর এক সন্তানের ইন্তিকাল হলে তিনি এই বলে ধৈর্যধারণ করলেন ঃ

وما الدهر الا هكذا فاصطبرله * رزية مال اوفراق حبيب ۔

"সময়ের গতির আবর্তে এরূপই হয়ে থাকে। অতএব ধৈর্য ধর সম্পদ নষ্ট হোক অথবা বন্ধুর বিরহের সম্মুখীন হও।"

দুঃখকষ্টকে উপকারী মনে করা

বিপদকে ধৈর্যধারণের উপর যা সাহায্য করে তন্মধ্যে রয়েছে মুসীবত বা বিপদ সম্বন্ধে বিশ্বাস করা যে, এ পার্থিব দুঃখই পরকালে সুখের কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

حفت الجنة بالمكاره * وحفت النار بالشهوات ۔

"বেহেশ্ত দুঃখকষ্ট বেষ্টিত এবং দোযখ সুখ ও লালসার বস্তু দ্বারা বেষ্টিত।"

—মুসলিম ও তিরমিযী

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেছেন ঃ

الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر -

"পৃথিবী মু'মিনের জন্য কারাগার স্বরূপ, কাফিরদের জন্য বেহেশত সদৃশ।"
—মুসলিম ও তিরমিযী

অতএব মানুষ রোগ-শোকের কষ্ট, নিঃস্বতার দুঃখ এবং প্রিয়জন বিয়োগের যন্ত্রণায় যে কষ্ট সহ্য করে, তার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে তাকে নিয়ামত দান করবেন। আর তা তখনই হবে যখন মানুষ মুসীবতে ধৈর্যধারণ করে আর এর দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে।

আল্লাহ্‌র ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

যে সমস্ত বস্তু মু'মিনের ঈমানকে আরও দৃঢ় করে তন্মধ্যে রয়েছে, যখন সে ধৈর্যধারণ করবে এবং তার মুসীবতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে এ আশায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু বিনিময়ে দান করবেন। আর তার এ মুসীবতের বিনিময়ে দান করেন।

মানুষের মনে রাখা উচিত যে, তার নির্দিষ্ট মুসীবত কিছুতেই টলবার নয়। অতএব যে ব্যক্তি তার উপর সন্তুষ্ট থাকে সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হবে। আর যে তার জন্য অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ان عظم الجزاء من عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضى ومن سخط فله السخط -

"মুসীবত যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও তত অধিক হবে, আর আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তবে তাকে পরীক্ষা করেন মুসীবতের মাধ্যমে। অতএব যে সন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, আর যে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি।" —তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ্

অতএব মুসীবতে কার্যকর ঔষধই হলো আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট, আল্লাহ্ যা ভালবাসেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভালবাসার নিদর্শনই হলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও আদেশের প্রতি অনুগত থাকা।

অতএব যদি মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তির মনে অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে বা কুফর উৎপাদন করে তাহলেও সে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি মুসীবত তার মনে হা-হুতাশ ও অধৈর্য উৎপন্ন করে, ওয়াজিব পরিত্যাগ করার প্রতি অথবা হারাম কার্য সম্পাদনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে; তাহলে সে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.pathagar.com

কেননা, হা-হুতাশ বা অধৈর্য মুসীবতকে দূর করতে পারে না বরং আরো বৃদ্ধি করে দেয়।

আর যদি মুসীবত তার অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি বিরূপ ভাব এবং তার হিকমতের প্রতি বৈরীভাব উৎপন্ন না করে তাহলে ঐ ব্যক্তি ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আল্লাহ্‌র ঐ সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে শামিল হবে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

والله يحب الصابرين -

"আল্লাহ্ ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।"

আর যদি মুসীবত সে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর উৎপাদন করে তাহলে সে ব্যক্তি সে সব শোকরগুজার ও প্রশংসাকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের জন্য অফুরন্ত সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ

اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون نعم - فيقول قبضتم فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدى - فيقولون حمدك واسترجع - فيقول الله عز وجل، ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد -

"যখন কোন ব্যক্তির সন্তান মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্ তার ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে মৃত্যুদান করেছ ? তারা বলে হ্যাঁ। তিনি আবার বলেন, তোমরা কি তার অন্তরের ফল ছিনিয়ে এনেছ ? তারা বলে হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলেন, এতে আমার বান্দা কি বললো ? তারা বলে, তোমার শোকর করেছে এবং ইন্নালিল্লাহও বলেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার জন্য বেহেশতে একখানা ঘর তৈরী কর এবং নাম রাখ বায়তুল হাম্‌দ।"

—তিরমিযী শরীফ

যদি মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তির মনে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও আল্লাহ্‌র প্রতি আগ্রহ সম্পন্ন করে তখন ঐ ব্যক্তি নৈকট্যপ্রাপ্ত খালেস বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من احب لقاء الله احب الله لقاءه -

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য কামনা করে আল্লাহ্‌ও তার সান্নিধ্য কামনা করেন।"

—মুসলিম ও নাসাঈ

www.pathagar.com

অতএব মানুষের অত্যধিক ভয় করা উচিত যেন মুসীবতের সময় এমন কোন কথা মুখ হতে নিঃসৃত না হয় যা তার বিনিময় ও সওয়াবকে দূর করে দেয়, আর যা তার রবেরও অসন্তুষ্টির কারণ হয় যা জুলুমের অন্তর্গত হয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অতিশয় ন্যায়বিচারক, তিনি কারও প্রতি জুলুম করেন না। এবং এমন সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী যিনি কখনও ভুলেন না। এমন হাকিম যা তিনি কোন হিকমত ব্যতিরেকে কোন কাজই করেন না। সেই পরম শক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা যা তিনি দান করেন তাও তাঁরই স্বত্বাধিকারে আর যা তিনি নিয়ে যান তাও তাঁরই। তিনি থাকবেন তার কোন জওয়াবদিহি করতে হয় না। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন আর তিনি তাঁর বান্দার উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ - وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ -

"আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ পৌঁছালে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নাই। আর তিনি তোমার কল্যাণ করলে তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। তিনি আপন দাসদের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা।"

—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১৭-১৮

কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে

কোন কোন লোক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে এত অস্থির হয়ে পড়ে যে, রোগের বিলম্বের কারণে বা কাঠিন্যের দরুন সে মৃত্যু কামনা করতে আরম্ভ করে। নিম্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার হিকমত বর্ণনা করে বলেন ঃ

لايتمنين احدكم الموت لضر اصابه - فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ماكانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي -

"তোমাদের কেউ যেন মুসীবতে পড়ে মৃত্যু কামনা না করে। তাকে কিছু বলতেই যদি হয় তবে শুধু বলবে, আল্লাহ্ যতদিন জীবিত থাকা মঙ্গলজনক হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখ, আর যখন মৃত্যু মঙ্গলজনক হয় তখন আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত কর।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অসিয়তের মধ্যে রোগীর অস্থিরতা ও দুঃখের চিকিৎসা বর্ণনা করা হয়েছে, আর এতে আল্লাহ্র আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। যাতে রোগীর রোগের লাঘব হয় এবং রোগ যন্ত্রণা তার জন্য সহজ হয়ে পড়ে যা আল্লাহ্র আদেশক্রমে রোগমুক্তির সাহায্য করে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোগীর জন্য মৃত্যু কামনা নিষেধ করে আল্লাহ্র সাহায্য লাভের আশা রাখার দরজা খুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

لايتمنى احدكم الموت - اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله ان يستعتب -

"তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে, কেননা যদি সে ব্যক্তি নেককার হয় তবে হয়ত সে আরও নেকী অর্জন করতে সক্ষম হবে আর যদি ঐ ব্যক্তি গুনাহ্গার হয় তবে সে তওবা করে ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য হবে।" —বুখারী শরীফ

হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যু কামনা না করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, সে লোক যদি নেককার হয় তবে সে ব্যক্তি আরও নেকী বর্ধিত করার সময় পাবে, আর যদি গুন্নাহ্গার হয় তবে তার জীবনে হয়ত সে তওবা করার সুযোগ পাবে এবং মৃত্যুর পূর্বে তার আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশের সময় হবে।

বহু লোক আছে, যারা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে কখনও অস্থির হয়ে পড়ে এবং রোগদানের উপর নানা রকম ঘৃণার কথা মুখে আনে, রোগের এ কষ্ট তাদেরকে নেক কাজের প্রতি মনোনিবেশে বাধা দেয়। এবং অসিয়ত বিমুখ থাকে, নেক কাজ করার মনোবৃত্তি হারিয়ে ফেলে বা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া হতে বিরত থাকে। আর অনেক গুনাহ্গার আছে যারা পাপ হতে তওবা করে না বা তার কাছে যেসব আমানত রয়েছে তা আদায় করে না বা তার দেনা আছে, তা সে পরিশোধ করে না বা যে যাকাত তার যিম্মায় রয়েছে তা আদায় করে না বা সে কারো উপর কোন প্রকার জুলুম করেছে তার বিনিময় আদায় করে না সে কেবল পৃথিবী হতে বিদায় হওয়ার চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, এ ব্যতীত তার আর কোন খেয়াল থাকে না। এ সবের কারণ তার দুর্বল ঈমান। অতএব মু'মিনের উচিত এ সকল ব্যাপারের সমাধান করা আর এ মুসীবত যেন তাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে আদেশ করেছেন সে সব ওয়াজিব কর্তব্য কর্ম সমাধা করতে বাধা দেয়। কঠিন রোগের মুসীবতে যারা আক্রান্ত তাদের সাবধান হওয়া উচিত, তারা যেন এ মুসীবত হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আত্মহত্যা না করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

من قتل نفسه بشيئ فى الدنيا عذب به يوم القيامه -

"যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন কিছু দ্বারা নিজেকে হত্যা করে তাকে কিয়ামতের দিন তা দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে।" —বুখারী শরীফ

বহু রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যাদেরকে চিকিৎসকগণ রোগমুক্তি হতে নিরাশ করেছে, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহে রোগমুক্তি লাভ করে নতুন জীবন লাভ করেছে। অতএব মু'মিনের সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের উপর আশা রাখা উচিত এবং নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنَ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ -

"আল্লাহ্র আশিস হতে কেউই নিরাশ হয় না, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায় ব্যতীত।" —সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৮৭

কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির যেসব কাজ করা উচিত তন্মধ্যে রয়েছে রোগ যন্ত্রণার কারণে চিৎকার ও আহ্ উহ্ করার পরিবর্তে আল্লাহ্র যিকির ও ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি করা যেন শান্তচিত্তে স্বীয় প্রভুর সাথে মিলিত হতে পারে আর সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِى -

"হে শান্ত আত্মা! তোমার প্রভুর সন্নিধ্যে চল এমন অবস্থায় যে, তুমি তার উপর সন্তুষ্ট আর তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, আমার বান্দাদের সাথে মিলিত হয়ে আমার বেহেশতে প্রবেশ কর।"

যেমন একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির উচিত সে প্রভুর সাথে মিলনের পথে যেন আল্লাহ্র উপর উত্তম ধারণা পোষণ করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لايموت احدكم الا وهو يحسن الظن بالله -

"আল্লাহ্র প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা ব্যতীত যেন কেউ মৃত্যুবরণ না করে।"
—আবূ দাঊদ শরীফ

নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখা

আর তার উচিত নিজকে নিয়ন্ত্রণ করে মুসীবতের সম্মুখীন হওয়া আর এ কথায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখা যে, এ মুসীবত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারিত। তা হলে তার প্রাণের উপর মুসীবত সহজ হবে। কিন্তু একদল লোক রয়েছে তারা মুসীবতে হৈহল্লা ও মাতম করে।

সহীহ্ বুখারীতে যা বর্ণিত আছে তার অর্থ কি ? হযরত আবূ তালহা (রা)-এর এক সন্তান কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো, এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হয়। অথচ তখন তার পিতা বাড়িতে ছিলেন না। যখন তার মাতা দেখলেন তার মৃত্যু হয়েছে তার জন্য ঘরের একদিকে বিছানা করে দিলেন। আর তাকে এমনভাবে রেখে দিলেন যাতে তার মৃত্যু লুক্কায়িত থাকে। যখন তার পিতা ঘরে আগমন করলেন তখন তার বিবিকে বললো,

www.pathagar.com

ছেলের অবস্থা কি ? তিনি বললেন, সে ভালই আছে, আশা করি আরামেই আছে। শুনে আবূ তালহা (রা) মনে করলেন, ছেলে হয়ত ভাল হয়ে গেছে, রোগমুক্ত হয়েছে। অতঃপর তার সম্মুখে খাদ্য আনা হলে তিনি আহার করলেন, তারপর সে মহিলা সাজ সজ্জা করলেন এবং আবূ তালহা (রা) তার সাথে সহবাস করলেন। এভাবে রাত কেটে গেল। সকালে তিনি গোসল করলেন। যখন তিনি বাইরে কাজে গমনের ইচ্ছা করলেন তখন তার স্ত্রী তাকে সংবাদ দিল যে ছেলে ইন্তিকাল করেছে। এক বর্ণনায় আছে, তার স্ত্রী তাঁকে বললেন, কেউ যদি কারো কাছে আমানত রাখে, কিছুদিন পর যদি ঐ আমানত চায় তাহলে কি সে ব্যক্তি নিষেধ করতে পারে, না প্রত্যর্পণ করবে ? আবূ তালহা (রা) বললেন, না, সে তা প্রত্যর্পণ করতে কোন প্রকার ইতস্তত করতে পারে না। তখন স্ত্রী বললো, তোমার ছেলেকে তাই মনে কর। তখন স্ত্রীর প্রতি এ ব্যাপারে তিনি রাগান্বিত হলেন। তিনি একথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বলতে গমন করলেন। শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্মিত হেসে বললেন ঃ

بارك الله فى غابر ليلتكما -

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে গত দিনের রাতে বরকত দান করুন।"

সেই রাতে আবূ তালহা (রা)-এর এক সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, যিনি কুরআনুল করীমের ভাল ক্বারী ছিলেন। বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগের লোকদের একজনের একটা সন্তান মৃত্যুবরণ করলো। বন্ধুবান্ধব এসে দেখলো তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। অতঃপর একজন লোক এসে বললো ঃ হে অমুক! যদি আপনি ও আপনার পুত্র জেলখানায় থাকেন, এমতাবস্থায় যদি আপনার পূর্বে আপনার পুত্র জেলখানা হতে নিষ্কৃতি লাভ করে তবে কি আপনি সন্তুষ্ট হবেন না? তিনি বললেন, আপনার পুত্র আপনার পূর্বেই পার্থিব জেলখানা হতে নিস্তার পেয়েছে। শুনে তিনি অতীব সন্তুষ্ট হলেন, বললেন, আপনি উত্তম সান্ত্বনাই দিলেন। বর্ণিত আছে, সফর অবস্থায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে তার ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়লেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করলেন আর বললেন, "আল্লাহ্ যা আদেশ করেছেন আমি তাই করলাম।" আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

واستعينوا بالصبر والصلوة -

"তোমরা ধৈর্য ও নামায দ্বারা সাহায্য কামনা কর।"

মৃতের জন্য মর্সিয়া ক্রন্দন

আমরা উপরে বর্ণনা করেছি যে, মু'মিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট থাকবে আর মুসীবতে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করবে এবং কোন অন্যায় কাজ করবে না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে, এ যুগে বহু লোক মুসীবতের সময় এমন

www.pathagar.com

সব কাজ করে যা শরীয়তের বিপরীত আর ধৈর্যধারণের বিপরীত কাজ করতে অভ্যস্ত, যা আল্লাহ্র আদেশে সন্তুষ্ট থাকার পরিপন্থী। যেমন তারা কাপড় ছিঁড়তে আরম্ভ করে। মুখ ও গাল আঁচড়াতে থাকে, মাথার চুল উপড়াতে আরম্ভ করে, হাতের উপর হাত মারতে থাকে আর চিৎকার করে। এ সব কাজই ইসলাম হারাম করেছে আর এ সবকে শক্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية -

"যারা বস্ত্রছেদন করে, গাল-মুখ আঁচড়ায় এবং জাহিলিয়া যুগের দু'আ করে তারা আমাদে দলভুক্ত নয়।" —বুখারী শরীফ

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসীবতে উচ্চ শব্দে ক্রন্দন ও চিৎকার করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্রন্দনকারিণী ও শ্রবণকারিণী উভয়ের উপর অভিসম্পাত করেছেন। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অভিসম্পাত করেছেন, সে সব স্ত্রীলোককে যারা মুসীবতে চেহারা আঁচড়ায় এবং বস্ত্র ছেঁড়ে এবং মৃত্যু কামনা করে। —ইবনে মাজাহ

আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

الميت يعذب فى قبره بما نيح عليه -

"যেসব মৃত ব্যক্তির উপর ক্রন্দন ও মাতম করা হয় সে সকল মৃতকে কবরে আযাব দেওয়া হয়।"

এ হাদীসের মর্মানুযায়ী কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন আর কেউ বলেছেন এ হাদীস ঃ وَلَاتَزِرُوَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী দ্বারা মনসুখ হয়েছে।

অত্র হাদীসের এরূপ তাফসীরও করা যায় যে, মৃত ব্যক্তি কবরে তার পরিবারের কান্না ও মাতম দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকে, অথবা যাদের এভাবে মৃতের উপর মাতম করার এ নিয়মের জন্য অথবা কান্নার আদেশ দিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে আযাব দেওয়া হবে। অথবা যে ব্যক্তি জানে যে, তার পরিবারে এভাবে মাতম করা হবে অথচ সে নিষেধ করে যায় নাই।

আর অবৈধ কান্না অতি উচ্চৈঃস্বরে হয়ে থাকে, তা না হলে সাধারণভাবে কান্না বৈধ। বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) তদীয় পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত হলে তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরে ওঠে। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হে ইবনে আউফ! এটা রহমত।

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি বললেন, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয় আর অন্তর চিন্তিত হয় আর আল্লাহ্ যাতে অসন্তুষ্ট হন আমি তা বলছি না। আমি বলছি, হে ইবরাহীম, তোমার বিরহে আমরা দুঃখিত।" —বুখারী শরীফ

"বর্ণিত আছে, একবার তাঁর কাছে তাঁর কোন কন্যার ছেলের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হলে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হলো, তখন সাদ (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি ? তিনি বললেন, এটা রহমত যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহিম বান্দাকে ভালবাসেন।" —বুখারী শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ان اللّه لا يعذب بدمع العين وّلا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - واشار الى لسانه - او يرحم - وان الميت يعذب ببكاء اهله عليه -

"চক্ষু অশ্রুসিক্ত হলে বা অন্তর দুঃখিত বিগলিত হলে আল্লাহ্ শাস্তি দেন না কিন্তু তিনি শাস্তি দেন এ দ্বারা এ কথা বলে তিনি জিহ্বার প্রতি ইঙ্গিত করলেন অথবা রহম করেন। মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের তার প্রতি ক্রন্দনের দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়।" —বুখারী শরীফ

মৃত্যুর সম্মুখীন হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মৃত ব্যক্তির পরিবারস্থ লোকদের জানা উচিত যে, তারা যদি মাতম ও কান্নাকাটি, মাথায় ও গালে আঁচড়ানো এবং বস্ত্র ছেঁড়ার পরিবর্তে ধৈর্য, মুসীবতের জন্য আল্লাহ্র রহমত লাভ, দু'আ, ক্ষমা প্রার্থনা, কুরআন তিলাওয়াত, সদকা দান করে তা তাদের জন্য অতি উত্তম হবে। এ দ্বারা তাদের উত্তম বিনিময় লাভ হবে এবং মৃত ব্যক্তিরও সওয়াব লাভ হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

يقول اللّه تعالى - مالعبدى المؤمن عندى جزاء اذا قبضت صفيّه من اهل الدينا ثم احتسبه الا الجنة -

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি যদি কোন ব্যক্তির প্রিয়জনকে মৃত্যু দান করি তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য আমার কাছে বেহেশত ব্যতীত আর কিছু প্রতিদান নাই যদি ধৈর্যধারণ করে।" —বুখারী শরীফ

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

ইবাদতবিমুখতায় আমাদের পাপ

- ইবাদতের অর্থ
- নামায
- যাকাত
- রোযা
- হজ্জ

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইবাদতের অর্থ

[আল্লাহ্‌র ইবাদত পরিত্যাগকারীর জন্য কবীরা গুনাহ ❑ ইবাদতের আভিধানিক অর্থ ❑ ইবাদতের প্রকারভেদ]

আল্লাহ্‌র ইবাদত পরিত্যাগকারীর জন্য মহাপাপ

স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত হতে মানুষের বিমুখ হওয়া ঐ মহাপাপসমূহের অন্তর্গত যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কঠোরভাবে সতর্ক করে বলেছেন যে, পরকালে তাদের কঠিন শাস্তি হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادِ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ـ

"যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" —সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৬০

মানুষ যখন হতে পৃথিবীর বুকে অস্তিত্ব লাভ করেছে তখন হতেই স্বীয় প্রভুর ইবাদত তার জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কেননা তার প্রতি অগণিত নিয়ামত বর্ষণ করেছেন আর তার দুর্বলতায় তাকে সাহায্য দান করেছেন। আর তাকে হিদায়েত দান করেছেন ফলে সে নির্বিঘ্নে বসবাস করছে আর আল্লাহ্‌র গযবের পথ হতে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ্ এ নিয়ামত উল্লেখ করে কুরআনুল করীমে প্রত্যেক মানুষকে তার প্রভু পরওয়ারদিগারের ইবাদতের প্রতি এই বলে আহ্বান করছে ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সে প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে

www.pathagar.com

পার। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনেশুনে কাউকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাবে না।"

—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২১-২২

রাসূলগণ সকলেই প্রথমত লোকদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেছেন। তাই কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنَ ـ

"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাঁর প্রতি এ প্রত্যাদেশ ব্যতীত, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই।' সুতরাং আমারই ইবাদাত কর।"

—সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ২৫

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে বলেছেন ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاتِيَكَ الْيَقِيْنَ ـ

"তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।"

—সূরা হিজর ঃ আয়াত ৯৯

এখানে واليقين শব্দের অর্থ 'মৃত্যু' কেননা তা নিশ্চিত সত্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে বলেন, "বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক কি তা জান?" তিনি বলেন, "আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলই ভাল অবগত আছেন।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তা হলো বান্দা প্রভুর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকেও শরীক করবে না।" আবার বললেন, "তমি কি জান আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক কি?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলই সমধিক অবগত।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তা হলো তাদেরকে শাস্তি না দেওয়া।" —বুখারী শরীফ

কিন্তু ইবাদত কি আর ইবাদতের অর্থই বা কি? এর সীমা কত? এ ব্যাপারে 'উলামাদের মতবিরোধ রয়েছে। নিম্নে তা বর্ণিত হলো ঃ

আভিধানিক অর্থে ইবাদত

অভিধানে ইবাদতের অর্থ অনুসরণ, বিনয়, নীচুতা আর ইবাদত বিনয়ের এক প্রকার বিশেষ। এ ইবাদতের উপযুক্ত নিয়ামতদাতা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন আর কেউ হতে পারে না।

www.pathagar.com

আবুল আলা মওদূদী (র) বলেন ঃ "ইবাদতের মৌলিক অর্থ হলো মানুষ এক সত্তার ধারণা করবে যার সার্বভৌমত্ব রয়েছে। অতঃপর তার স্বাধীনতার নিচে নিজকে খর্ব করে দেবে আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তাঁর আদেশের বিরোধিতা ত্যাগ করবে এবং সর্বাবস্থায় তাঁর আদেশানুবর্তী থাকবে। আর প্রকৃত বান্দার কর্তব্যই হলো তাঁর প্রভুর আদেশানুবর্তী হওয়া, তাঁর আদেশ প্রতিপালনে তৎপর থাকা এবং সর্বদা তাঁর অনুসরণের চিন্তায় থাকা।"

উস্তাদ মওদূদী এর সঙ্গে আর একটি নতুন মৌলিক বিষয় সংযোজন করেছেন। তা হলো এই যে, আল্লাহ্‌র নিয়ামত, সাহায্য ও ইহসানের প্রতি বিনম্রতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর দাসত্বকে অন্তর দিয়ে মেনে নেয়া। আর আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও কাজগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করাই এর বহিঃপ্রকাশ।

শায়খ মুহম্মদ 'আবুদ্‌দুহ বলেন ঃ "ইবাদত হলো অন্তরের অনুভূতির দ্বারা চরম পর্যায়ে বিনম্রতার সাথে উপাস্যকে এমনভাবে বড় মনে করা যে তার উদ্দেশ্য আর কেউ বুঝতে পারে না। আর তাঁকে এমনভাবে বিশ্বাস করা যে, তার এই মনোভাব যেন কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয়। এবং ঐ সমস্ত অপরাধ তুলে ধরায় যারা সে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে আর এ বিষয়ে তিনি ভালভাবে জানেন।"

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ "ইবাদতের মূল অর্থ হলো নিজকে তুচ্ছ মনে করা কিন্তু ইবাদত হলো আদিষ্ট কাজ পালন করা যাতে তুচ্ছতা ও ভালবাসা প্রকাশ পায়। আর এটাই হলো আল্লাহ্‌র জন্য সর্বাধিক ভালবাসা প্রকাশার্থে সর্বাধিক হীনতা প্রকাশ।"

তিনি আরও বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কারোর সাথে হিংসা রেখে তার জন্য বিনয় প্রকাশ করে তাহলে সে আবিদ হতে পারবে না। যদিও সে কিছু কিছু ভালবাসে কিন্তু সে তার জন্য বিনয় প্রকাশ করে না তবে সে আবিদ হতে পারবে না।"

উপরোক্ত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হলো যে, 'ইবাদতের দু'টি দিক রয়েছে। (১) আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং রাসূলগণ যে সমস্ত কাজ বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান করেছেন, যেমন আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম এগুলোকে বিনম্রতার সাথে আল্লাহ্‌র জন্যে বাস্তবে রূপ দেয়ার নিমিত্তে নিজের প্রতি অত্যাবশ্যকীয় করে নেয়া। (২) আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে অন্তরের ভালবাসা রেখে বাধ্যতামূলক কাজগুলো বাস্তবায়ন করা এবং এও জেনে রাখা যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ভালবাসা পাওয়ার মতো উপযুক্ত আর কেউ নেই। তিনিই সম্মান ও ইহ্‌সানের একমাত্র অধিকারী।

www.pathagar.com

ইবাদত কেন করতে হয় এবং কিরূপে করতে হয়

প্রথম কাজ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা পালনে বাহ্যিকভাবে এবং গোপনে, কাজে ও কথায় বিনম্রতার সাথে আল্লাহ্র জন্য তা বাস্তবায়ন করার নামই ইবাদত।

বাহ্যিক কাজসমূহ

বাহ্যিক কাজ বলতে সেসব রুকনকে বোঝায় যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি। ইবাদতের অর্থে এগুলোকেই বোঝায়। আর যে সমস্ত কাজে আল্লাহ্র অনুসরণ ও বিভিন্ন রকমের ইবাদত বোঝায় যেমন যিকরুল্লাহ্[১] তিলাওয়াতে কুরআন, দু'আ, ইস্তিগফার, তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তাহ্মীদ ইত্যাদি।

বাহ্যিক ইবাদতের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত।

উত্তম ব্যবহার

আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, পিতামাতাকে বড় মনে করা, আত্মীয়তা বজায় রাখা, অনাথ, মিসকিন ও মুসাফিরদের প্রতি ইহ্সান করা, ভাল কাজের নির্দেশ, খারাপ কাজ হতে বিরত রাখা, উত্তম চরিত্র গঠনে আল্লাহ্ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে গঠন করা।

গোপনীয় ইবাদত বলতে আল্লাহ্ভীতি, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন, ইখলাস, তাঁর নির্দেশের উপর ধৈর্য এবং তাঁর মীমাংসার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কাজ ঃ ইবাদত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র জন্যই চরম ভালবাসা ও তুচ্ছতা। আর এটাই মানুষকে অন্যান্য দেবদেবীর জন্য বিনয় প্রকাশ ও 'ইবাদাত হতে মুক্তি দান করে। এটাই মানুষের অন্তরে মাবুদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য ভাব উদয় করে দেয়, আর মানুষ এজন্য চেষ্টা করতে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে থাকে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা মা'বুদ না হন তবে মানুষ বিভিন্ন প্রকার মা'বুদের ইবাদত করতে গিয়ে ফিৎনার সৃষ্টি করবে তখন সে বিভিন্ন প্রকার অহেতুক ধোঁকার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যে আল্লাহ্র ইবাদতে অহংকার করবে সেই অন্য মাবুদের ইবাদত করতে পারে। মানুষ সর্বদাই এটা কামনা করে। আর প্রত্যেক ইচ্ছার পেছনে ঈপ্সিত একটি বস্তু অবশ্যই রয়েছে। সে ব্যক্তির মাবুদ আল্লাহ্ হবেন, তার ঈপ্সিত বস্তু তার ভালবাসা হবে না, সে তো অহংকার করবেই। তখন তার ইপ্সিত বস্তু অবশ্যই অন্য মাবুদ হবে যাকে সে ভালবাসে। তাকে এ রকম ভালবাসার কারণে সে তারই বান্দা হয়ে যাবে। এ জন্যেই তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে ধনসম্পত্তি, মূর্তি, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, দেবদেবী, নবী ও সালেহীনদের কবর, ফেরেশতা এবং নবীগণকে মা'বুদ হিসাবে গ্রহণ করে ইবাদত করবে।"

---

১. আল্লাহ্র ধ্যান– স্মরণ; আল্লাহ্র যিক্র।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সালাত বা নামায

[পাঁচ ওয়াক্ত নামায ❑ নামায পরিত্যাগ করা মহাপাপ ❑ নামায পাপের কাফফারা ❑ নামায কল্যাণের পথ ❑ নামায এবং শোক্‌রের ফযীলত ❑ নামায এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত ❑ নামায এবং কুরআন ❑ আঁকড়ে ধরা নামায এবং মুসীবত সহজ হওয়া]

পাঁচ ওয়াক্ত নামায

ইসলাম যে ইবাদতের প্রতি আহ্বান করে তার প্রকৃত প্রকাশ হয়ে থাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে, 'তা আত্মিক অন্তর্ধান', মু'মিন তার মাধ্যমে পৃথিবী হতে তার প্রভুর দিকে ধাবিত হয়।

একজন মুসলমান বায়তুল্লাহ্ শরীফকে সম্মুখে রেখে তার নামায আরম্ভ করে, বলে 'আল্লাহু আকবর'। একটি কথার মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। কেননা পৃথিবীতে বড় বলতে যত কিছুই রয়েছে তার উপর আল্লাহ্ হলেন সর্বাপেক্ষা বড়। অতঃপর নামাযী ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে সূরা ফাতিহা পড়ে এবং বলে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

"সকল প্রশংসাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি অতীব রহমতওয়ালা, অতিশয় দয়াবান।"

এখানে সে প্রভুর রহমত এবং নিয়ামত স্মরণ করে তাঁর প্রশংসাসূচক গুণগান করে। তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র মহব্বতের অভিব্যক্তি যেহেতু তিনি মানুষের অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। অতএব তিনি রহমান ও রহীম। এর দ্বারা তার অন্তর শান্তি অনুভব করে আর তার ভয় দূরীভূত হয়, যেমন মূর্তিপূজকরা করে থাকে। তারা প্রতিমাকে মনে করে তাদের কোন কোনটি লোকের উপকার বা অপকার করতে সক্ষম। তারা ভয় করে যেন এর রোষ তার উপর পতিত না হয়।

অতঃপর নামায তাকে আল্লাহ্‌র একত্ব শিক্ষাদান করে যখন সে আল্লাহ্‌র সাথে এ মুনাজাত করে যে,

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

www.pathagar.com

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।"

অতএব কোন ব্যক্তি বিশেষের বা কোন কামনা-বাসনার বা কোন শয়তানের ইবাদত করি না। অতঃপর সে আল্লাহ্র কাছে হিদায়েত কামনা করে বলে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ -

"হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর, যে পথ তুমি তোমার প্রিয়জনকে দেখিয়েছ। যারা পথভ্রষ্ট অভিশপ্ত, তাদের পথ নয়।"

এখানে নামাযীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে সে যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদর্শিত সরল পথ ধরে অগ্রসর হয়, ভ্রষ্ট পথকে পরিত্যাগ করে। তারপর নামাযী আল্লাহ্ তা'আলার কালাম কুরআনুল করীম হতে কোন সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করে যাতে তার জন্য রয়েছে সরল পথের নির্দেশ। অতঃপর নামাযী নত মস্তক হয়ে রুকূ করে যাতে তার পৃষ্ঠ সোজা হয়ে যায় এবং সে হাঁটুদ্বয়কে হস্তদ্বয় দ্বারা ধারণ পূর্বক বলে ঃ سبحان ربى العظيم "আমি আমার উন্নত প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করে দাঁড়ায় এবং বলে ঃ سمع الله لمن حمده - ربنا ولك الحمد.'যে আল্লাহ্র প্রশংসা করে তিনি তা শ্রবণ করেন, আল্লাহ্ তোমার জন্যই যত প্রকার স্তুতি ও প্রশংসা।' অতঃপর নামাযী তাঁর ললাট মাটির উপর স্থাপন করে সিজদায় পতিত হয় এবং বলে سبحان ربى على 'আমি আমার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করছি।'

অতঃপর নামাযী তার মস্তক উত্তোলন করে বসে আবার সে প্রথম বারের মতো পুনরায় সিজদায় পতিত হয়। আর ইসলামের দৃষ্টিতে সিজদা হলো আল্লাহ্র সাথে নিকটতম অবস্থা। এসব মিলে নামাযের এক অংশ পূর্ণ হলো। একে রাক'আত বলা হয়। তারপর নামাযী অনুরূপ পূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। তাহলো ফজরের নামাযে দু'রাক'আত, যোহর, আসর ও ইশার নামাযে চার রাক'আত, আর মাগরিবে তিন রাক'আত। এখানে নামাযের সংক্ষিপ্ত অবস্থাই বর্ণনা করা হলো। অন্যান্য কাজ ও শর্তসমূহ কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বর্জন করলাম।

নামায পরিত্যাগ করা মহাপাপ

নামায ত্যাগ করা সেসব মহাপাপের অন্তর্গত, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দান করবেন। কিয়ামতের দিন দোযখীদেরকে শাস্তির কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তারা যে উত্তর দিবে তা কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرْ؟ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ -

"এবং বলবে তোমাদেরকে কিসে সাকারে নিক্ষেপ করেছে ? তারা বলবে, আমরা সালাত কায়েম করতাম না। আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না।"

—সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ আয়াত ৪২-৪৪

নামাযের মর্যাদা সম্বন্ধে কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ـ

"অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীনের সম্পর্কে ভাই।" —সূরা তাওবা ঃ আয়াত ১১

কোন কোন আলিম এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, নামায ত্যাগ করা, যাকাত না দেওয়া কুফর। অতএব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব কুফর হতে তওবা করা ব্যতীত এবং নামায কায়েম এবং যাকাত আদায় করা ব্যতীত সাব্যস্ত হতে পারে না।

নামাযের মর্যাদা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

بين الرجل وبين الكفر ترك الصلوة ـ

"একজন লোকের মধ্যে আর কুফরের মধ্যে ব্যবধান শুধু নামায পরিত্যাগ করা।"

—মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী

তিনি আরো বলেন ঃ

ان العهد الذى بيننا وبينهم الصلوة ـ فمن تركها فقد كفر ـ

"আমাদের এবং তাদের মধ্যে অঙ্গীকার হলো নামায, অতএব যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করে সে কুফরী করলো।" —নাসাঈ শরীফ

জুম'আর নামায ত্যাগ করার পাপ সম্পর্কে সেসব রেওয়ায়েত রয়েছে তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ঃ

ينتهين اقوام عن ودعهم اى تركهم الجمعة او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ـ

"লোক জুম'আর নামায পরিত্যাগ করা হতে বিরত থাকবে, না হয় আল্লাহ্ তাদের অন্তঃকরণে মোহর মেরে দেবেন অতঃপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

—মুসলিম

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ

من ترك ثلاث جمع تها ونا طبع على قلبه ـ

"যে ব্যক্তি তিন জুম'আ অগ্রাহ্য করে পরিত্যাগ করবে তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হবে। —আহমাদ ও সুনান-ই-আরবা'আ

www.pathagar.com

নামাযে গুনাহ্ মাফ হয়

মুসলমান ভুল করে বসে অথবা কোন পাপ করে বসে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় নামায আদায় করার জন্য তখন নামায তার জন্য তওবা হয় এবং তার পাপসমূহকে মিটিয়ে দেয়।

মানুষ যখন বহুদিন যাবত পাপে লিপ্ত থাকে, পাপ পরিত্যাগ না করে তখন তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়, সে আপন প্রতিপালক আল্লাহ্ হতে দূরে সরে পড়ে আর তা তাকে আরও পাপে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। এমনিভাবে তার মৃত্যু এসে পড়ে আর তখন সে অধঃপতিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ জন্যই মুসলমানের জন্য তার প্রত্যেক নামাযই তওবায় পরিগণিত হয় এবং আল্লাহ্র ক্ষমার দ্বার খুলে দেয়। কুরআনুল করীমে এ দিকেই ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ - اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ - ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ -

"সালাত কায়েম করবে দিবসের দুই প্রান্ত ভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।" —সূরা হুদ ঃ আয়াত ১১৪

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে; এক ব্যক্তি একজন নারীকে চুমু খেল, তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আগমন করে তাঁকে ঘটনা বললো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কি শুধু আমার জন্যই ?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لجميع امتى كلهم -

"আমার সকল উম্মতের জন্যই।" এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شئ؟ قالوا لايبقى من درنه شئ - قال فكذلك الصلواة الخمس يمحو الله بهن الخطايا -

"তোমরা কি মনে কর ? যদি তোমাদের কারো দ্বারে একটি নহর থাকে আর ঐ ব্যক্তি দৈনিক তাতে পাঁচবার গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে ? উপস্থিত লোকেরা আরয করলো তাহলে তার কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও তদ্রূপ। আল্লাহ্ তা'আলা তার কল্যাণে পাপসমূহ দূর করে দেন।" —বুখারী ও মুসলিম

নামায কল্যাণের পথ

যে মুসলমান সময়মত নামায আদায় করে তার আত্মা সর্বদা জাগ্রত থাকে। সে তার প্রতিটি ঘণ্টার গতিবিধি সম্বন্ধে সতর্ক। সে মনে করে তার খুশির শক্তি সম্বন্ধে

www.pathagar.com

তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, সে এ শক্তি কি কাজে ব্যয় করেছিল। আর তার জীবনের দিনগুলিকে কি কাজে ব্যয় করেছে। আর মানুষ যে মন্দ কাজে ব্যাপৃত হয় যাতে তার জীবন এমন কাজে অতিবাহিত হয় যাতে তার কোন কাজ সাধিত হয় না। আর জীবনের কয়েকটি দিনকে এমনভাবে অতিবাহিত করে সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না যে, তার এ মূল্যবান সময় কিভাবে নষ্ট হচ্ছে। এভাবে তার জীবন ধ্বংস হয়।

অতএব নামাযে এবং তার ক্রমিক সময়গুলি পর্যায়ক্রম পরিবর্তনের মধ্যে তার জন্য সংকট রয়েছে যে, সময় সীমাবদ্ধ এবং তা হতে উপকৃত হওয়া এক সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এ সময়কে বিফলে অতিবাহিত করা অনুচিত। এজন্যই নামাযের দিকে আস, কল্যাণের দিকে আস, বাক্য-দ্বয়কে আযানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে সকল খেল-তামাশায় মানুষ স্বীয় অমূল্য সময়কে অতিবাহিত করে দেয় তা প্রধানত দুই প্রকার (১) জুয়া (২) সুরা। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টি বিষয় সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন ঃ এ দু'টি নামায হতে বিরত রাখে, যে নামায মানুষকে তার প্রবৃত্তির উপর পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করে। তার সময়ের মূল্য সম্বন্ধে তাকে সজাগ করে যেন এ সময় এমন কাজে ব্যয় না করে যাতে তার কোন লাভ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ -

নামায এবং শোকরের ফযীলত

নামায প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের শোক্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযে রাত্রি জাগরণ করতেন যাতে তাঁর পা মুবারক ভারী হয়ে পড়তো, তাঁর এ কষ্ট দেখে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি এত কষ্ট সহ্য করছেন কেন অথচ আপনার সমস্ত পাপই তো আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন ? তখন তিনি বলেছেন ঃ "আমি কি আল্লাহ্র শোকরগুযার বান্দা হবো না ?"

এজন্যই মুসলমান তার নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে থাকে যার শুরুতেই রয়েছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

"বিশ্ব ভূমণ্ডলের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা।"

যেমন মুসলমান নামাযে রুকু হতে দাঁড়িয়ে বলে ঃ

سمع الله لمن حمده - ربنالك الحمد -

যাতে নামাযী তাঁর স্রষ্টার ওয়াজিব শোক্র আদায় করে। যখন মানুষ ওয়াজের শোকর আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তার এ অভ্যাস ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে, সমাজের

www.pathagar.com

অন্যান্য ব্যাপারে। পিতামাতার শোকর বা অন্যান্য মুরুব্বির শোকর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন ঃ

من لم يشكر الناس لم يشكر الله ـ

"যে মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ্‌র শোকরও আদায় করে না।"
—তিরিমিযী

শোকর উন্নত চরিত্রের মূল। কেননা এতে পরস্পর ভালবাসা ও প্রীতি বিস্তার লাভ করে এবং উত্তম কার্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। মানুষ প্রায়শ নেক কাজ করে তকদীরের উপর ভরসা করে এবং নেক কাজের উপর শোকর করে, আর যদি শোকরই না থাকে তাহলে কাজই লোপ পেতে থাকবে।

নামায ও আল্লাহ্‌র ইবাদত

নামায এভাবে প্রবৃত্তির পরিপোষক, কেননা সে মুসলমানকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আদেশ, সিজদা পালনে রুকূ লাগিয়ে দেয়, এবং এভাবে দৈনিক কয়েকবার করে, তখন তার অন্তর আল্লাহ্‌র ফরয কার্যাবলী আদায় করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের আদেশানুবর্তী মানুষের সৌভাগ্যের পথ। আর নামায এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশানুবর্তী হওয়া একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

"অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত।
—সূরা মুজাদালা ঃ আয়াত ১৩

নামায ও কুরআন

নামায মুসলমানকে কুরআনুল করীমের সাথে মিলিয়ে দেয় এবং কুরআনকে সর্বদা আঁকড়ে ধরতে বলে। কেননা নামাযী তার নামাযের প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তার সাধ্যানুযায়ী কুরআনুল করীম পাঠ করে। আর এ কুরআন পাঠ আল্লাহ্ তা'আলার কোন না কোন আদেশ-নিষেধ সম্বলিত হবে অথবা পরকাল স্মরণ করিয়ে দেবে বা পরকালে কার্যারলীর হিসাব-নিকাশ, স্রষ্টার মর্যাদা এবং তাঁর শক্তি এবং মর্যাদাবোধ, মানুষের অন্তরে একাগ্রতা সৃষ্টি করে এবং তার আদেশাবলীর অন্যথা করতে ভয়ভীতির সঞ্চার করে। অতএব কোন অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে অন্তর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

নামাযে একদিকে কুরআনুল করীম পাঠ অন্যদিকে আল্লাহ্‌র আদেশের বিরোধিতার নিষেধাজ্ঞার দিকে ইঙ্গিত করেই কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ـ

"তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে। আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন।" —সূরা 'আনকাবুত ঃ আয়াত ৪৫

অনেক মুসলমান কোন একটি ছোট সূরাই প্রত্যেক নামাযে পড়ে এবং তার অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে না, তা তাদের অজ্ঞতার ফল। কেননা, কুরআনুল করীম একটি বিশাল দিগন্ত। এখানে মুসলমানের সদা বিচরণ অপরিহার্য। আর নামায পাঠে তার কোন কোন আয়াত মুখস্থ করে রাখা দরকার—এখানেই মুক্তি। একটি ছোট সূরার উপর নামাযে যথেষ্ট মনে করা এবং তার প্রতি লক্ষ্য না করা নামাযীকে আল্লাহ্‌র সাথে মুনাজাতের স্বাদ উপলব্ধি না করার কারণ কিন্তু প্রতিবারে নতুন ও অত্যধিক পরিমাণে কুরআন পাঠ করার সাথে সাথে অর্থ ও তফসীরের প্রতি লক্ষ্য করায় সর্বদা নতুন আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাতের স্বাদ উপলব্ধি হতে থাকে। কোন কোন লোকের নামাযে আলস্য ও অন্যমনস্কতা দেখা দেয়ার কারণ হলো—নামাযের এ রূহ্ সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযে কুরআনুল করীম তিলাওয়াতে নতুনত্ব আনয়ন করতেন। কোন সময় তিনি লম্বা সূরা পাঠ করতেন, কোন সময় মধ্যম ধরনের সূরা পাঠ করতেন আর কোন সময় ছোট ছোট সূরা পাঠ করতেন। বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলমানের ন্যায় নির্দিষ্ট ছোট সূরার উপর শেষ করতের না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযে যে সকল সূরা পাঠ করতেন তন্মধ্যে রয়েছে ঃ সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, ওয়াল্লাইলি ইযা ইয়াগশা, অদ্দাহর, তূর, ওয়াস সামায়ে ওয়াতত্বারেক, ওয়াসসামায়ে যাতিল বুরুজ, সিজদাহ্, ওয়াল মুরসালাতে উরফান, আ'রাফ, আন'আম, আলে ইমরান, আশ্‌শাম্‌স ও ওয়াদ্‌দুহা, কাফ ওয়াল কুরআনিল মজীদ, আররূম, অদ্দুখান, আল-গাশিয়াহ্, সোয়াদ, 'আলাক, ইনশিকাক, মুয়াযাতান, কুলহুয়াল্লাহু আহাদ, ওয়াত্ত্বীন ওয়াযযাইতুন, ইযা যূলযিলাত ইত্যাদি।

নামাযী যখন একা নামায পড়ে তখন সে তার খুশিমত ছোট, বড় ও মাঝারি সূরা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি নামাযে ইমামতি করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কিরাআত ছোট করতে আদেশ দিতেন, তিনি বলতেন ঃ

www.pathagar.com

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مِنفرين فايكم ماصلى بالناس فليو جزفان فيهم الكبير والضعيف وذو الحاجة ـ

"হে লোকসব! তোমাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা কিরাআত লম্বা করতে চায় না। অতএব যে ব্যক্তি নামাযে ইমামতি করে সে যেন নামাযে কিরাআত ছোট করে, কেননা নামাযীদের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং কাজে অভ্যস্ত লোক রয়েছে।"

—বুখারী ও মুসলিম

নামায এবং মুসীবত সহজীকরণ

নামায মানুষের অন্তরে শক্তি দান করে। অস্থিরতার সময় নামাযে মানুষ স্বীয় স্রষ্টার সমীপে দোয়া করে, যার হাতে মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তির মুসীবত দূর করার ক্ষমতা রয়েছে। নামাযী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং হিদায়েত কামনা করে—এতে তার অন্তর শান্তি পায়, মুসীবতে শক্তি প্রাপ্ত হয়। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে নামাযে মুসীবত লাঘব কল্পে এ দু'আ করতে বলেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ـ

"হে বিশ্বাসিগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫৩

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাকাত

[যাকাতের মূল্য ঃ যাকাত জমা করা ❑ যাকাত যে দেয় না তার জন্য মহাপাপ ❑ যাকাত পরিত্যাগকারীর শাস্তি ❑ যাকাত রাষ্ট্রীয় কর নয় ❑ অমুসলিমদের বেলায় যাকাত ❑ যাকাতের খাত ❑ বায়তুল মুসলিমীন গঠনের আবশ্যকতা]

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এ যুগে সামাজিক নিরাপত্তা এক সমস্যার সম্মুখীন। এটা শ্রেণীগত সমস্যার ফল এবং ঐ সকল সামাজিক সমস্যার ফল যা শিল্প ধনতন্ত্র হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। অথচ ইসলামে যার অবস্থা ভিন্ন ধরনের, চৌদ্দশ বছর পূর্বে ইসলাম তার সমাধান করেছে, যেমন দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের ফয়সালা স্বরূপ এ সকল প্রয়োজনের গোলামি হতে ধর্মের নামে যাকাতের মাধ্যমে মানুষকে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে।

কি পরিমাণ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ, ব্যবসা-সামগ্রী, উৎপন্ন শস্য দ্রব্য ও জীবজন্তু ইত্যাদির মালিকের যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব।

মুসলমানের মালিকানাধীনে যে স্বর্ণ, রৌপ্য, ধনসম্পদ, ব্যবসাসামগ্রী, পশুসম্পদ ইত্যাদি রয়েছে তার শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায় করাকে যাকাতের মূল্য বলে।

উপরোক্ত দ্রব্যদির মধ্যে হিসাব পূর্ণ হলে এবং যাকাতদাতা সমস্ত যাকাতের মালের মালিক হলে তার প্রতি যাকাত ওয়াজিব হবে।

স্বর্ণের যাকাতের পরিমাণ হিসাব হলো 'বিশ মিসকাল' অর্থাৎ ইংরেজি মাপে যা ১২$\frac{১}{৮}$ এর কিছু বেশি।

যে ব্যক্তির কাছে এ পরিমাণ মাল থাকবে এবং প্রয়োজনাদি মিটানোর পর বাকি সম্পদ পুরো একবছর অতিবাহিত হলে তার ওপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

ক্ষেত্রের ফসল ও ফলের যাকাত হলো শতকরা দশ ভাগ– যদি সেচের পানি ছাড়া তা বৃষ্টির পানিতে ফসল উৎপন্ন হয় এবং পানির মূল্য আদায় করতে না হয়। আর যদি

www.pathagar.com

যন্ত্র দ্বারা সেচের পানিতে ফসল উৎপাদিত হয় এবং যখনই ভূমি শুকিয়ে যায় তখন ফসল কাটা হয় তাহলে শতকরা পাঁচ ভাগ যাকাত আদায় করতে হয়।

উপরের শর্তোল্লেখ ব্যতীত এক নজরে যাকাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায়, তা হলে এ বিষয়ের বই দেখতে পারেন।

যাকাত জমা করা ঃ যাকাত জমা করা আল্লাহ্র বাণী অনুযায়ী রাষ্ট্রনায়ক অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যাকাত উসুল করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -

"তাদের সম্পদ হতে 'সাদকা' গ্রহণ করবে, তা দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করবে।"
—সূরা তাওবা ঃ আয়াত ১০৩

ফকীহগণ এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি যাকাত না দিয়ে মারা যাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে ঋণ থেকে যাবে। পরে তার উত্তরাধিকারী এবং অসিয়তকৃত ব্যক্তিগণ তা আদায় করে দিবে।

অনেক মুসলমানের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, কিভাবে শরীয়তের ব্যাপারে উত্তরাধিকারী, বিবাহ ও তালাকের ফয়সালা প্রদান করে। যেমন লেবাননের মুসলিমগণ। তারা যাকাত আদায় এবং তা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করার ব্যাপারে মীমাংসা করে না। তারা কি ইসলাম ধর্মের কিছু কিছু আদেশ পালন করবে আর কিছু কিছু আদেশ অমান্য করবে? যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا -

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৫

যাকাত অনাদায় ও উপযুক্ত খাতে ব্যয় না করা ইসলাম হতে পৃথক হওয়ার দিকে ধাবিত করে এবং তা ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন করে। আর যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতার নিকটবর্তী হওয়া যায়। আর যে উন্নতির স্তরগুলোর অনুসরণ করে না, কষ্টদায়ক ও রঞ্জিতাবস্থায় জীবনাতিবাহিত করে সে অপরাধ ও ধ্বংসের চিহ্নের মতো হয়ে যায়।

যে যাকাত দেয় না তার জন্য মহাপাপ

আল্লাহ্ তা'আলা আদেশসূচক বাণী দ্বারা নামাযের সাথে মিলিত-ভাবে প্রকাশ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

www.pathagar.com

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ -

"তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১১০

আর কুরআনুল করীমে যাকাত পরিত্যাগকারীকে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ -

"দুর্ভোগ অংশীবাদীদের[১] জন্য, যারা যাকাত প্রদান করে না।"

—সূরা ফুসসিলাত ঃ আয়াত ৬-৭

আর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে চার মাসের এজন্যে অবকাশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা তওবা, নামায আদায়, যাকাত প্রদান ইত্যাদির দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াতকে কবূল করে।

আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্পর্কে কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর শিরকবাদীদের[২] যেখানে পাবে হত্যা করবে। তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

—সূরা তাওবা ঃ আয়াত ৫

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা

১. যারা শিরকে লিপ্ত। যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে।
২. মুশরিকদেরকে।

www.pathagar.com

দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে সে দিন বলা হবে, এগুলো তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে।

—সূরা তাওবা ঃ আয়াত ৩৪ – ৩৫

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমাকারীকে কিয়ামতের দিবসে অচিরেই দোযখের আযাব প্রদান করবেন বলে বর্ণনা করেছেন। তারা যাকাত আদায় না করে জমা করা অপরাধে ঐগুলো কিয়ামতের দিবসে দোযখের অগ্নিতে উত্তপ্ত করে তাদের শরীরের বেশি অনুভূতিশীল স্থান কপাল, পার্শ্বদেশ, পিঠে সেঁক দেয়া হবে যাতে আযাবে বেশি পরিমাণে ভুগতে পারে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন আর সে তার যাকাত আদায় করল না। কিয়ামতের দিন তার জন্যে দুটি দাঁত যুক্ত বিষধর সাপ ছেড়ে দেওয়া হবে। এ সাপ কিয়ামতের দিন তাকে গলার হারের মতো জড়িয়ে রাখবে। অতঃপর সে তার উভয় চোয়ালে জড়িয়ে বলবে, আমি তোমার সম্পদ আমি তোমার সঞ্চিত অর্থ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিম্নলিখিত আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -

"এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গল এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলার বেড়ি হবে। আসমান ও জমীনের স্বত্বাধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।" —সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১৮০

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করেন ঃ

ما خالطت الصدقة مالا الا اهلكته -

"যাকাত আদায়কৃত মাল তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে ঃ সাদকা মালের সাথে মিলিত হলে তা ধ্বংস হয়ে যাবে।" —বুখারী শরীফ

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন আলিম বলেছেন, "মালের প্রতি যাকাতে ওয়াজিব হলে তা যদি আদায় করা না হয় তবে হারাম হালালকে ধ্বংস করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, যাকাত অনাদায় শাস্তিপ্রাপ্ত দলের দিকে ধাবিত করে।

www.pathagar.com

وما منع قوم الزكاة الا ابتلاهم الله بالسنين ـ

"কোন সম্প্রদায় যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে তো আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অভাবের বিপদে নির্লিপ্ত করেছে।" —ত্ববরানী, হাকীম, বায়হাকী

যাকাত পরিত্যাগকারীর শাস্তি

যখন কোন মুসলিম অথবা মুসলিম সম্প্রদায় যাকাতের ফরযিয়াতকে স্বীকার করে না এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করে তবে সে মুরতাদ বা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগকারী বলে বিবেচিত হয়। আর তার প্রতি মুরতাদের হুকুমই বর্তাবে। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-হাদীস-ইজমাতে অসংখ্য প্রমাণ উল্লেখ রয়েছে।

আর যদি কোন মুসলমান সম্প্রদায় যাকাতের ফরযিয়াতকে স্বীকার করে কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, অথবা যাকাতকে হালকা মনে করে অথবা যাকাত গোপন করে রাখে তাহলে ইসলামী সরকার জোরপূর্বক তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাপ্য যাকাতের মাল গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে শাস্তি দিবে।

এ নীতিগুলো তখনই অনুসৃত হবে যখন ইসলামী সরকারের অধীনে যাকাত আদায় করা হবে। আবার যদি সরকারের জোরজবরদস্তি করার সামর্থ্য থাকে ইসলামী সরকারকে অনুসরণ না করে তাহলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

কেননা ইসলাম ধর্মে যাকাত আদায় করা ফরয করা হয়েছে এবং তা আদায়কে অনুসরণের প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

আর এ কারণেই আবূ বকর (রা)-এর মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকে ব্যাখ্যা করা হয় যে, যখন তারা নামায আদায় করায় রাযী ছিল কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। আর হযরত উমর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন। তখন হযরত আবূ বকর তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! যে ব্যক্তি নামায এবং যাকাতকে পৃথক করে দিবে তার বিরুদ্ধে আমি অবশ্য যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহ্র শপথ! যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি গরদানের যাকাত দিত সে যদি তা আমাকে দিতে অস্বীকার করে তাহলে এই অস্বীকৃতির জন্য আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।

অতঃপর হযরত উমর (রা) সন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর (রা)-এর অন্তর যুদ্ধের জন্য খুলে দিয়েছেন, আর আমি বুঝতে পারলাম তিনি সত্য পথে রয়েছেন। অতঃপর বিশিষ্ট সাহাবাগণ এ ব্যাপারে একমত হয়ে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং যাকাত আদায়ে জোর জবরদস্তি করেন।

সম্ভবত হযরত আবূ বকর (রা)-এর শাসনকালই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্র যে যুগে অসহায়, দুর্বল এবং মিসকিনদের দাবি আদায়ের ব্যাপারে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এটাই যাকাত পরিত্যাগকারীদের প্রতি হুকুম। ইসলামী সমাজে এমন কোন দল নেই যারা

www.pathagar.com

আনুষঙ্গিক ফরযসমূহ আদায় ব্যতীত ইসলামের দাবি করে। আর এই সমস্ত গুরত্বপূর্ণ অবশ্যকরণীয় কার্যের মধ্যে যাকাতের শেয়ারগুলোর অধীনে বঞ্চিত স্তরটিই যথেষ্ট।

সম্প্রতি আমরা এমন লোক দেখি না যারা ইসলামের দাবি করে অথচ যাকাত আদায় করে না এবং সম্পদের দ্বিগুণ বৃদ্ধির দিকটিত বঞ্চিত স্তরটিকে তারা বেশি গুরুত্ব মনে করে এবং ইসলামী সমাজ জীবনে তারা সম্ভাব্য আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয়। জাহিলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে বেশি দিন হয়নি। ধনবান ব্যক্তিরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ইসলামী সমাজ জীবনে পুঁজিবাদী হিসাবে জীবন যাপন করত এবং দরিদ্র ও দুর্বল ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতি ওয়াজিবকৃত যাকাত আদায় করত না। যার ফলে তাদের পাশেই এমন এক অসহায় স্তরের লোক বাস করত যারা সর্বদাই বেদনা ও যাতনা ভোগ করত। অতঃপর যুগের আবর্তনে বিশ্বে বিভিন্ন দলের আবির্ভাব ঘটে। তার কারণে যে দীনকে ক্ষতির হাত হতে রক্ষা করতে গিয়ে মূলধনের উপর জুলুম করেছে। আর এই ভ্রান্ত চিন্তাধারা আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, যার পরিপ্রেক্ষিতে উম্মতের মাঝে বিভিন্ন দলের উদ্ভব ঘটে– যারা বিভিন্ন রকমের ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করেছে।

এখন বিচারকের দৃষ্টিতে যাকাত আদায়ের সমস্যা সমাধানের দিক এবং ইসলাম যেভাবে ধনাঢ্যদের প্রতি যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে তা ইসলামের প্রতি ভ্রান্ত অপবাদের অপসারণ ও বঞ্চিতদের জন্য যথেষ্ট।

বাস্তবিকপক্ষে ইসলাম যাকাত ফরয করে যে উপকার করেছে তা হলো দরিদ্রের সাহায্য করা। ইসলামী সমাজ জীবনে সংস্কারের মধ্যে বিভ্রান্ত মতবাদের অপসারণের কোন প্রয়োজন নেই।

আর মুসলমানদের উচিত বঞ্চিত লোকদের সার্বিক সংস্কার করা এবং মূল সমস্যাগুলোকে দীন হতে দূরীভূত করা।

যাকাত রাষ্ট্রীয়করণ

কেউ কেউ দাবি করেন যে, যাকাত আদায় মুসলিমদের জন্য জুলুমের মধ্যে গণ্য। কেননা তারা তো রাষ্ট্রের কর আদায় করে আর কর যাকাতের স্থলাভিষিক্ত।

এ ভ্রান্ত মতবাদের অপনোদনে আমরা বলব যে, যাকাত হলো রাষ্ট্রীয় কর হতে ভিন্ন। কেননা কর আদায় করা হয় রাষ্ট্রের জনসাধারণের নিরাপত্তা ও চাকরিভুক্ত লোকদের বেতন আদায়ের জন্য। যদিও তা সামান্য একটা অংশ বঞ্চিত স্তরের লোকদের জন্য ব্যয় করা হয়। কিন্তু তা দ্বারা তাদের সামান্যতম অভাবও মিটে না।

আর কায়রো ইসলামী গবেষণা বোর্ড যাকাত এবং করের পার্থক্য করে একটা ফতোয়া বের করেছে। তা হলো এই যে, যাকাত কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী বিশিষ্ট কয়েকটি খাতে ব্যয় করা হয়। (আমরা এ বিষয়ে কুরআনুল করীমের আয়াত ব্যাখ্যাসহ

www.pathagar.com

আলোচনা করব)। যেমন যাকাতের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে আলাদা বায়তুল মাল রয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানগণ সরকারী করের সঙ্গে সে যাকাত আদায় করে, তার পরিমাণ সমাজতান্ত্রিক সমাজের সম্পদ বা পাশ্চাত্যের আদায়কৃত করের তুলনায় অনেক কম।

এর দ্বারা এটাই জানা গেল যে, ধনী ব্যক্তিরা যখন দরিদ্র হয়ে পড়ে তখন তারা যাকাত দ্বারা উপকৃত হয়। কেননা ধনী ব্যক্তি তার দরিদ্র ভাইয়ের জীবনের এবং তার সন্তান-সন্ততির জীবন যাপনে যে বিপদ ও দারিদ্র আপতিত হয়, তা দূরীভূত করার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

অমুসলিমদের বেলায় যাকাত

কারো কারো প্রশ্ন, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের হুকুম কি ? তার উত্তরে আল্লামা মুহাম্মদ আবূ যুহরা (র) বলেন, "যাকাত প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ব্যতীত অপর কারোর প্রতি ওয়াজিব নয়। সুতরাং অমুসলিমদের প্রতি যাকাত ওয়াজিব নয়, অবশ্য শিয়াদের মত ভিন্ন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের অভাব মোচন করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কল্যাণ সার্বজনীন। কোন বিশেষ গোত্রের জন্য তা নির্দিষ্ট নয়। কেননা এটা আল্লাহ্ তা'আলার করুণা। আর আল্লাহ্র করুণা সার্বজনীন। হযরত উমর (রা) অমুসলিমদের প্রতি জিযিয়ার মাল ব্যয় করতেন। আর বর্তমানে যেহেতু জিযিয়া ফরয নয় সুতরাং এখন যাকাত ব্যতীত আর কিছুই ফরয নয়। সাম্য নীতির প্রতি দৃষ্টি রেখে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর যা তাদের থেকে নেয়া হয় তাই তাদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে প্রত্যেক ঐশী ধর্মে এবং আমাদের প্রতিবেশী ঐশীধর্মের অনুসারী অমুসলিমদের জন্য যাকাত একটা সার্বজনীন শরীয়তের রুকন।" —ইসলামী গবেষণা একাডেমীর ২য় সম্মেলন।

যাকাতের খাত

নিম্ন বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের খাতের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

"সাদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্র

www.pathagar.com

পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য। এটাই আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” —সূরা তওবা ঃ আয়াত ৬০

ফকীর ও মিসকীন

ফকীর হলো মূলত যার কাছে কোন মাল নেই। অথবা এ পরিমাণ মাল রয়েছে যা তার জন্য যথেষ্ট নহে অথবা নিসাব পরিমাণ মালের কম সম্পদের মালিক।

আর মিসকীন হলো সম্বলহীন, যে ফকীর হতে বেশি অভাবী। সে তার জীবিকার্জনের জন্য ভিক্ষার হাত বাড়াতে বেশি মুখাপেক্ষী।

ইসলামী শরীয়ত অন্য কোন নির্দিষ্ট মাধ্যম নির্ধারণ করেনি যার মাধ্যমে ইসলামী সরকার ফকীর ও মিসকীনদের যাকাতের হক আদায় করতে পারেন। শুধু এটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের অভাব যেন ঠিকভাবে পূর্ণ হয়।

যাকাতের একটা অংশ ফকীর, আশ্রয়হীন, দুর্বল, অনাথদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণের কাজে ব্যয় জায়েয আছে।

ইবনু আবেদীন বলেন ঃ

“ফকীরদের শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে যা ব্যয় করা হয় তা যেন তাদের জন্য খরচ করা হলো।” —ইবনু আবেদীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৪

আর উত্তম পন্থা হিসাবে যাকাতের মাল সরাইখানা ও মিসকিনদের পুনর্বাসন খাতে ব্যয় করা যায়। তার চেয়ে আরও বেশি ভাল হয় যদি যাকাতের সম্পদ দ্বারা ফকীরদের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে দেওয়া যায়। তার মাধ্যমে তারা নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করে জীবিকার্জন করতে পারে।

যাকাত বিভাগের কর্মচারী

যারা যাকাত উসূল করে, যাকাতের মাল গণনা করে, সরকারের নির্দেশে অভাবী ব্যক্তিদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি উপযোগী তাদেরকে নির্বাচন করে, এবং তাদের মধ্যে যাকাতের সম্পদ বণ্টন কার্য সম্পন্ন করে তাদেরকে ‘আমিল’ বলে। যাকাত কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য মজুরি রয়েছে। সুতরাং ‘আমিল’ কাজ শেষে মজুরি গ্রহণ করবে।

‘মুয়াল্লিফাতিল কুলুব’ (চিত্তবিজয়ের জন্য)

মুয়াল্লিফাতিল কুলুব হলো সে সমস্ত ব্যক্তি যারা ইসলামী পথে জীবিকার্জন করতে চায়। তারা মুসলিম অথবা অমুসলিম হোক বিপদে আপতিত হওয়ার ভয় রয়েছে, তাদের জন্য ইসলাম যাকাতের একটি অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

বলা হয়, হযরত উমর (রা) মুয়াল্লিফাতিল কুলুবদের অংশটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা‘আলা ইসলামকে সম্মানিত ও তাদের থেকে

www.pathagar.com

মুখাপেক্ষীহীন করেছেন। তিনি তাঁর যুগে দলীলের পুরোপুরি শর্ত পাননি বলে তাদেরকে যাকাতের মাল দেওয়া বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের জন্য একটা অংশ দেওয়া অবশ্যকরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা অনেকেরই মুসলমান হওয়ার কারণে পরিবার-পরিজন ত্যাগ করতে হয়। এবং তার সমস্ত কাজ হতে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। তাই বায়তুলমাল হতে যাকাতের একটা অংশ তাদের দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। যাতে তাদের ঈমান মজবুত হয় ও ধর্মে কোন ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি না হয়।

দ্বিতীয়ত উদাহরণ হলো, এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক মানুষ ইসলামের পতাকা তলে আশ্রয় নিচ্ছে। তাদের শিক্ষা ও আশ্রয়ের জন্য ধনসম্পদের খুব প্রয়োজন। তাই তাদের অন্তরকে ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য যাকাতের সম্পদ হতে একটা অংশ ব্যয় করা অবশ্যকর্তব্য।

মানুষের হৃদয়কে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে একটা কথা হলো যে, যাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে তাদের অন্তরে মুনাফিকীও থাকতে পারে সে সম্পর্কে সবাই অজ্ঞ। এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করে দখেতে হবে যে, কার ইসলামের প্রতি বেশি হৃদ্যতা ও ইসলামের জন্য প্রচেষ্টা রয়েছে, তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্য যাকাতের মাল বন্টন করতে হবে।

দাসমুক্তির জন্য

দাসত্ব প্রথা বিশ্ব হতে প্রায় বিলুপ্তির পথে। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেউ যুদ্ধবন্দী হলে তাকে যাকাতের সম্পদের একটা অংশ দিয়ে মুক্ত করা হতো। ইতিহাস ইসলামী প্রাথমিক যুগ হতে এখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেনি।

ঋণ ভারাক্রান্ত

তারা হলো এমন ব্যক্তি যারা হারাম পথে ব্যয় না করে বা অপব্যয় না করে বা বোকামির দণ্ড না দিয়ে অন্য কোন কারণে ঋণী হয়ে পড়েছে।

সৎ উপায়ে আহরণকারী যে ব্যক্তি ঋণী হয়ে পড়েছে ইসলাম তার ঋণ আদায়ে নির্দেশ প্রদান করেছে। এজন্যেই এটাকে পূর্বে ও পরে এই নামের প্রচলন ছিল বলে তাকেও এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন আমরা যদি আমাদের পূর্ববর্তী রোমানদের শাসনতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই যে, তাদের সময়ে ঋণী ব্যক্তি ঋণদাতার দাসত্বাধীনে বন্দী হয়ে থাকার প্রথা প্রচলিত ছিল।

আর ইসলামে নির্দেশ হলো, ইসলামী রাষ্ট্র অভাবগ্রস্তদের ঋণ যাকাতের মাল থেকে আদায় করে দেবে। আর এতেই রয়েছে সামাজিক দায়িত্ব পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করা, যার নিদর্শন নেই। এবং 'করজে হাসানা'র প্রতি উৎসাহিত করা। কেননা

www.pathagar.com

সম্পদশালী ব্যক্তি যদি জানতে পারে যে, তার সম্পদ কখনও নষ্ট হবে না তাহলে সে অভাবগ্রস্ত ঋণী ব্যক্তিকে কর্জ দেবে।

আল্লাহ্র পথে জিহাদে

অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা। আর অন্য অর্থে বলা যায় যে, সৈন্যদের জন্য যুদ্ধের উপকরণাদি এবং সর্ব প্রকার অস্ত্র সরঞ্জামের জন্য ব্যয় করা। বর্তমানে আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এ খাতে ব্যয় করাই বেশি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ছিনতাইকারী শত্রু কোন স্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে এবং রাষ্ট্রের ধনসম্পদের প্রতি লোভী শত্রুদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের শক্তি অর্জনের জন্য যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ হবে, আল্লাহ্র দীনকে স্যাহায্য, কালেমা সুউচ্চ করা এবং শত্রুদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র হতে হটানো এবং মুসলমানদের সম্পদের জন্য এবং মসজিদে আকসা মুক্তির জন্য, ফিলিস্তিন ও তার প্রতিবেশীদের অধিকৃত এলাকা স্বাধীন করার জন্য যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা ওয়াজিব।

আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন সৈনিক হয়ে বা চিন্তা নিয়োগ করে। বা সমবেতভাবে বা একত্রিত হয়ে বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাহায্য করে অথবা রাজনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে।

যে মুসলিম যুবকবৃন্দের লক্ষ্য থাকবে খাঁটি ইসলাম কায়েম করা, তাদের আকীদা হতে কুফরী ও রাস্তাকে কণ্টকমুক্ত করাই হলো আল্লাহ্র পথে জিহাদ।

ইসলামী সংবাদত্রের মাধ্যম, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে আল্লাহ্র বাণীকে সমুচ্চ করার জন্য, ইসলামী শিক্ষার জন্য, সত্যকে সাহায্য করার জন্য এবং ভ্রান্ত ধারণা সন্দেহকে ইসলাম হতে দূরীভূত করার জন্য গোমরাহীকে ধ্বংস করা; আর এটাই হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্।

ইবনু সাবিল

এটা হলো ঐ মুসাফির ব্যক্তি যে বাড়ি হতে অনেক দূরে সফরে বের হওয়ার সমস্ত সরঞ্জামাদি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার কাছে এমন সম্বল নেই যদ্দ্বারা সে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তাই তাকে অবস্থা বুঝে যাকাতের মাল দেওয়া হয়ে থাকে।

ইবনু সাবিল বলতে মুহাজির, বিভিন্ন কারণে বিতাড়িত ব্যক্তিগণ, যেমন রাজনৈতিক কারণে যারা কাফিরদের দেশ হতে বিতাড়িত হয়েছে অথবা যুদ্ধের ও ইসলামের পক্ষে বিদ্রোহ করার কারণে যারা দারুল ইসলামে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন—তারাও ইবনু সাবিলের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দরিদ্র ছাত্র যাদের ব্যয়ভার পরিবারের পক্ষ হতে বন্ধ হয়ে গেছে তারাও ইবনু সাবিলের মধ্যে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

মুসলমানদের জন্যে বায়তুলমাল গঠনের আবশ্যকতা

এটা আনন্দের বিষয় যে, লেবাননের কতিপয় বিশ্বস্ত মুসলমানের দায়িত্বে লেবাননের মুসলমানদের 'বায়তুলমাল সংস্থা' নামক একটি সংস্থা খোলা হয়। যার উদ্দেশ্য হলো সুশৃংখলভাবে যাকাত আদায় করা। আর এই প্রকল্পের সাথে আরও জনকল্যাণমূলক ৪৫টি সংগঠন যোগ দিয়েছে। আর তাতে যাকাতের গুরুত্ব ও সংগঠনের প্রয়োজনীয় কর্মের একটি তালিকাও প্রদান করেছেন। যা এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হিসাব-নিকাশ করার পর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, শতকরা পাঁচ ভাগ লেবাননবাসী পঁচাশি ভাগ জাতীয় সম্পদের মালিক; বাইশ ভাগ মধ্যবিত্ত লোক ছয় দশমিক পাঁচ ভাগ সম্পদের মালিক; তিয়াত্তর ভাগ লোক আট দশমিক পাঁচ ভাগ জাতীয় সম্পদের মালিক। অর্থাৎ তারা খুব অভাব-অনটন ও কষ্টদায়ক দরিদ্রতার মাঝে রয়েছে।

যেমন নব্বই ভাগ লোক যাঞ্চাকারী বিতাড়িত শিশু যারা মুসলিম সন্তান। লেবাননের চতুর্দিকে প্রায় ৪০৫টি 'সামাজিক ফাউন্ডেশন' পাওয়া যায়, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে, যার মালিক ইসলামী দলগুলোর প্রায় ষাটটি ফাউন্ডেশন। লেবাননের মুসলমানদের থেকে উসূলকৃত ফরয যাকাতের পরিমাণ হলো প্রায় একশ মিলিয়ন লিটার। যা দরিদ্রদের অভাব মোচনের জন্য ব্যয়িত হয়।

যাকাত আদায়ে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা হলো শরীয়তের আঠারো নং ধারা যা সমস্ত গোত্রের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। আর যারা এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে তাদের মধ্যে ইয়াহূদ জাতি অন্যতম। তাহলে মুসলমানগণ কেন তা হতে উপকৃত হতে পারেবে না?

লেবাননের গির্জার জন্যে যা নির্ধারিত তা যদি আদায় করা না হয়, তা হলে তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। আর ইয়াহূদীরা তাদের সম্পদের ২.৫% মাল 'আরিখা' নামক ফান্ডে জমা রাখে। এতদ্ব্যতীত কেউ বিবাহ, তালাক এবং অংশীদার হবে না, যে এই ফান্ডে নির্ধারিত সম্পদ জমা রাখবে। এরূপভাবে ২.৫% বিবাহের জন্য নির্ধারণ করা হয়।

মুসলমানদের বায়তুলমাল সংস্থা প্রকল্পটির সহায়তা করা প্রতিটি মুসলমানের প্রতি ওয়াজিব, কারণ তা ইসলামেরই একটি রুকনের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যা ছাড়া কারো ইসলাম শুদ্ধ নয়। আর এটি এমন রুকন যার কল্যাণ মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত ও সার্বজনীন।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সিয়াম সাধনা

[রোযা পরিত্যাগকারীর জন্য কবীরা গুনাহ ❑ রোযা ও তাকওয়া ❑ রোযা এবং পুণ্য ❑ রোযা এবং ধৈর্য ❑ রোযা আত্মার শক্তি ❑ রোযা ও মানবের সুস্থতা]

সিয়াম (রোযার)-এর সংজ্ঞা

ইসলামের সিয়াম বলতে বোঝায় একজন সুস্থ বালেগ ও সজ্ঞান মুসলিমের পুরো রমযান মাস নিয়তসহ ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা।

রোযা পরিত্যাগকারীর জন্য কবীরা গুনাহ্

আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতির প্রতি যেমন রোযা ফরয করেছিলেন তদ্রূপ মুসলমানদের প্রতিও রোযা ফরয করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ!তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।"

—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৩

নবী করীম (সা) বর্ণনা করেছেন, রোযা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। নিম্নবর্ণিত হাদীসে তিনি রোযা পরিত্যাগকারীর কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

من افطريوما من رمضان غير رخصة ولامرض لم يقضه صوم الدهر كله وان صامه -

"যে ব্যক্তি রমযান মাসের একটি রোযা কোন ওজর এবং রোগ ব্যতীত পরিত্যাগ করবে, যুগ যুগ ধরে রোযা রাখলেও আর সেই রোযার পূরক হবে না।"

–তিরমিযী

www.pathagar.com

রোযা ও তাকওয়া

ইসলাম ধর্মে রোযা হলো আল্লাহ্ ভীতির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

'তাকওয়া' বলা হয় আল্লাহর ক্রোধাগ্নি ও আযাবের কারণসমূহ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাকে। আর তা আল্লাহ্র আদেশ পালন ও নিষিদ্ধ বস্তু হতে বিরত থেকে বাস্তবায়ন করা যায়। এবং প্রবৃত্তি ও গুনাহসমূহে নিপতিত হতে নিজেকে রক্ষা করা এবং সচ্চরিত্রের দোষত্রুটি হতে নিজেকে পবিত্র রাখা। রোযাদার তার প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী অভ্যাস বা স্বভাবে, খানাপিনায় অভ্যাস, দৈহিক অভ্যাস হতে আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থে দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রোযাদার এই ব্রত পালনে খুবই সংকটের সম্মুখীন হয়। আর রোযাদার স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থে পূর্ণ রমযান মাস নিজের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে কষ্টের বোঝা মাথায় নিতে দ্বিধা করে না। যদি তার এ কথার প্রতি বিশ্বাস না থাকত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর এই ভার অর্পণ করেছেন তাহলে কখনও সে প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখার ধৈর্য অর্জন করতে পারত না। এও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রবৃত্তির সঙ্গে জিহাদ, খাস আল্লাহ্র জন্যই ধ্যান-ধারণার শক্তি ব্যয় এবং প্রতিটি নিষিদ্ধ স্থানে আল্লাহ্কে দেখতে পাওয়া ইত্যাদি ধৈর্য ধারণের পথকে সুগম করে দেয়।

যেমন ক্ষতিকারক জিনিসের দিকে ঝুঁকে পড়া হতে কুপ্রবৃত্তির প্রতি জয়ী থাকার শক্তি রোযাদার অর্জন করতে পারে।

একমাত্র রোযাই আল্লাহ্র অনুসরণে অন্তরকে বাধ্য করতে পারে এবং কুপ্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধ কাজ হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। এটাই রোযাদারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ফল, যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেছেন ঃ

الصيام جنة ـ فاذا كان صوم احدكم فلايرفث ولايجهل فان شاتمه احد اوقاتله فليقل انى صائم انى صائم ـ

"রোযা ঢালস্বরূপ। যখন কেউ রোযা রাখবে সে যেন অশ্লীল কথা, মূর্খতার কাজ, যেমন ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয়, অথবা হত্যা করে তাহলে সে বলবে আমি রোযাদার আমি রোযাদার।" –বুখারী

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه ـ

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা, ঠাট্টা-বিদ্রূপের ন্যায় অনুরূপ কোন কাজ— মূর্খতার কাজ পরিত্যাগ না করে তাহলে আল্লাহ্‌র জন্য খাদ্য পানীয় পরিত্যাগ করা কোনই প্রয়োজন নেই।" –বুখারী

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী হতে এটাই বোঝা যায় যে, রোযার অর্থ ক্ষুৎপিপাসা নয়, বরং কুপ্রবৃত্তি দমন, ক্রোধাগ্নি নির্বাপন, নফসে আম্মারাকে আল্লাহ্‌র অনুসরণে বাধ্য করার নাম হলো রোযা। যদি রোযাদার এগুলোর কোন একটি গুণই অর্জন করতে না পারে তবে তার রোযায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই এবং তিনি এমন রোযা কবূল করেন না। রোযা এমন একটি ইবাদত যা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য অন্তরে ইখলাস বা বিশুদ্ধতা অর্জিত হয়। কেননা তা স্রষ্টার ও সৃষ্টির মাঝে আমানত স্বরূপ, এটা এমন গোপনীয় ব্যাপার সে বিষয়ে এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। এজন্যই রোযার প্রতিদান অনেক বড় ও বেশি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলা হতে বর্ণনা করেন ঃ

كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لى وانا اجزى به ـ

"আদম সন্তানের সমস্ত কাজ তার জন্যেই কিন্তু রোযা হলো আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব।" —বুখারী

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন ঃ

فى الجنة ثمانية ابواب فيها باب يسمى الريان لايدخله الا الصائمون ـ

"জান্নাতে আটটি দরজা রয়েছে, একটি দরজার নাম হলো রাঈয়ান। রোযাদার ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।" —বুখারী

রোযা এবং পুণ্য

রোযা পুণ্য এবং ইহ্সানের দিকে পথ প্রদর্শন করে। ধনী রোযাদার ব্যক্তি রোযার মাধ্যমেই দরিদ্রের সর্বকালীন ক্ষুৎপিপাসার দুঃখ ও বেদনা অনুভব করতে পারে। তাই তার অন্তর বিগলিত হয়ে যায় এবং তার প্রতি ইহ্সান বা দয়া প্রদর্শন করে। এ জন্যে রুগ্নতা, বার্ধক্য ইত্যাদি কারণে অসামর্থ্য ব্যক্তির জন্য কাফফারা হলো, যে কয়দিন সে রোযা না রাখবে সে কয়দিন কোন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াবে। আবার রমযান শেষে ফকীরদের জন্য সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব করা হয়েছে। কেননা সেই সময় অন্তর (ভাল কাজে) তাড়াতাড়ি সাড়া দেয় এবং আদেশ পালনের জন্য অতি নিকটবর্তী হয়।

রোযা এমন একটি বাধ্যতামূলক নিয়ম যা সর্বস্তরের জাতির মাঝে সাম্য সৃষ্টি করে দেয় এবং ইসলামী সমাজের ঐক্য প্রকাশ পায়। সবাই একসাথে ক্ষুৎপিপাসার ব্যথা অনুভব করে। আর সম্মিলিত ব্যথা দ্বারা দয়া বৃদ্ধি পায়। আর দয়া হতে ন্যায়পরায়ণতা অর্জিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখ করা যায় যে, ধনী রোযাদার ব্যক্তি দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারে।

www.pathagar.com

রোযা ও ধৈর্য

রমযান মানুষের আত্মিক শক্তিকে সাজিয়ে তুলে। জীবনে চলার পথে চারিত্রিক এবং আত্মিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু রমযান মাস আমাদেরকে যে শক্তি দ্বারা সাহায্য করে তা কোন্ প্রকার শক্তি ?

সার্বিক দিক থেকে এটা ধৈর্য, কেননা মুসলমান এই রমযান মাসেই ক্ষুৎপিপাসা নিবারণে ধৈর্য ধারণ করে। এবং দিবালোকে প্রবৃত্তি অভ্যাস-জনিত বহু কাজ পরিত্যাগ করে। সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে ধৈর্য ধারণ করে। অন্তরের কামনীয় বস্তু, প্রবৃত্তি ও অভ্যাসজনিত বিভিন্ন কাজ পরিত্যাগ করে। স্বেচ্ছায় ধৈর্য ধারণ করা বাধ্যতামূলক। মানুষ তার অন্তরের মালিক এবং এই পার্থিব জীবনে কষ্টের প্রতি ধৈর্য ধারণে বেশি শক্তিশালী। আর ধৈর্য হবে তার অন্তরের সৃষ্টিগতভাবে একটা গুণ।

রোযা আত্মার শক্তি

ধৈর্যের একটা দিক হলো রোযা আত্মাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, উজ্জ্বলতা এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সাহায্য করে। এজন্যে মানুষ ফেরেশ্‌তা স্বভাবসম্পন্ন হয়ে থাকে। আলোকিত অন্তর, উন্নত চরিত্র, ইবাদতে স্বাদ গ্রহণ, দুর্বল আত্মার চেতনা এবং ইবাদতে স্বাদ অনুভব করে। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দান করেছেন। ইরশাদ করেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّى فَانِّى قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ -

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক। এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক। যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।" — সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৬

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ধারাগুলো সুশৃংখলভাবে ক্রমানুসারে সুসজ্জিতভাবে আয়াতে সাজানোটাই মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, যখন সে রোযার অনুসারী হবে তখনই সে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলতে পারবে।

কুরআনুল করীমে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলার ইচ্ছা করলেন, তখন তাকে এই উচ্চ আসনের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ ত্রিশদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি আল্লাহ্‌র বক্তব্য শ্রবণ করার উপযুক্ত বলে গণ্য হলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্বীয় আলোকরশ্মি সহ্য করার মতো শক্তি প্রদান করলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ৩০ উর্ধ্বে আরো ১০টি রোযা করতে নির্দেশ দিলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

www.pathagar.com

وَوَاعَدْنَا مُوْسٰى ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ـ

"স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করি এবং আরো দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পুর্ণ হয়।"

—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪২

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে স্বীয় নূরে আলোকিত করে কোন মাধ্যম ব্যতীত কথাবার্তা বললেন ঃ যেমন কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قَالَ يَا مُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِىْ وَبِكَلَامِىْ فَخُذْمَا اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ ـ

"তিনি বললেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।" — সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪৪

এখন রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর কুরআন অবতরণের সম্পর্কে উল্লেখ করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ـ

"মানুষের হিদায়েতের নিমিত্তে রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করেছি।"

—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৫

এ জন্যেই রমযান মাস হলো কুরআন তিলাওয়াতের মাস। এটা এমন ইবাদতের মাস যার মাধ্যমে মানুষ স্বীয় অন্তরকে অশ্লীল কথাবার্তা এবং খারাপ কাজ হতে নিজকে পবিত্র করতে পারে এবং তার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ক্ষমা অর্জন করতে পারে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه ـ

"যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমানের সাথে ও পুণ্যের আশায় রাত্রি জাগরণ করে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" —বুখারী, মুসলিম

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই রাত্রি জাগরণ ছিল এগার রাকাত, কারো কারো মতে ২০ রাকাত নামায ও বিতরের নামায ইশার পর অথবা ফজরের নামাযের পূর্বে তারাবী নামে অভিহিত এই নামাযের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করতেন। বিশুদ্ধ রোযা এমন একটি কেন্দ্র যা মানুষের চরিত্র এবং ব্যবহারের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এর মাধ্যমেই পাপ হতে পবিত্র হওয়া যায়। আল্লাহ্র অনুসরণ ও নৈকট্য লাভ করা যায়। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر -

"পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক জুম'আ হতে অন্য জুম'আ, এক রমযান হতে অন্য রমযান পর্যন্ত সময়ে কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকলে এগুলো তার জন্যে কাফফারা স্বরূপ হবে। —মুসলিম, ইমাম আহমদ

এটাই রোযার বৈশিষ্ট্য। ঐ সমস্ত ব্যক্তি কোথায়? যারা প্রকাশ্য ইবাদতের মাধ্যমে ক্ষুৎপিপাসার যাতনা সহ্য করে না, রোযাকে ফাসাক করে এবং এর বৈশিষ্ট্যকে বাতিল করে দেয়, তাদের চরিত্রে রোযা কোনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না।

ঐ সমস্ত ব্যক্তি কোথায়, যারা রোযা রাখে কিন্তু নামায পড়ে না, যাকাত আদায় করে না, যেন সে একথা ভুলে গেছে যে, ইসলাম ধর্মের স্তম্ভগুলো সমষ্টিগত জিনিস যা টুকরা করা যায় না?

ঐ সমস্ত ব্যক্তি কোথায়, যারা ইসলামের দিকে আহ্বান করে অথচ রমযান মাসে প্রকাশ্যে খানাপিনা করছে, সাধারণ মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত হানছে এবং ইসলামের নিদর্শনের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। তারা কাজের মাধ্যমে ইসলামের সাথে হিংসা করছে। তারা ইসলাম হতে অনেক দূরে।

রোযা ও স্বাস্থ্য

ফ্রান্সের মেডিক্যাল কলেজের হজমী রোগ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুস্তফা হাফারকে রোযা মানুষের শরীরে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ উত্তর প্রদান করেন।

আধুনিক শিক্ষা গবেষণায় রোযার উপকারিতা সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেছেন। এমনকি অনেক জ্ঞানী লোক ও ডাক্তার, যেমন প্রফেসর ডিলার (Delore) রোযা রাখার জন্য পরামর্শ দান করেছেন। তিনি আরও উপদেশ দেন, "রোযা এমন রোগের ঔষধ যে রোগ বয়োজ্যেষ্ঠ ও যুবক ব্যক্তিদের হয়ে থাকে।"

রোযা স্বাস্থ্য রক্ষার্থে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্রাম, রোগকে জ্বালিয়ে দেওয়া ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করাতে অনেক সাহায্য করে থাকে। তদ্রূপ অভ্যাসগত অনেক কাজ সুশৃঙ্খল ও সুচারুভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। এটা জানা আবশ্যক যে, সামাজিক জীবন যাপনে লিপ্ত থাকা, খানাপিনার ব্যাপারে হজম শক্তিকে ক্রিয়াশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যা সর্বদাই শরীরের হজম কাজে লিপ্ত থাকত তা থেকে বিরত থাকা প্রবৃত্তির প্রতি এক বিরাট ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

তদ্রূপ কর্মরত অনেক ধৈর্যশীল ব্যক্তি যারা শরীরকে নাড়াচাড়া না করে তাদের শরীরের স্তরে স্তরে চর্বি বেঁধে যায় অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবহমান রক্ত শুকিয়ে মানুষকে অত্যল্পকালে বার্ধক্যে পৌঁছিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

রোযায় চর্বিমুক্তি হওয়া ঃ নেশারোগ, মাথা, মগজ, চোখ, অন্তর ইত্যাদির রোগ সারিয়ে তুলে।

তদ্রূপ রোযা কলিজার রোগ, পাণ্ডুরোগ, শরীরের চর্বি ও তৈলাক্ততা কমাতে অনেক সাহায্য করে।

এভাবে রোযা মানুষকে চর্মরোগ থেকেও বাঁচিয়ে তুলে- যেমন একজিমা, খোস পাঁচড়া ইত্যাদি।

রোযা পেটের পীড়া দমনেও বেশ সহায়ক। কেননা বেশ কিছুদিন একই নিয়মে পেট খালি রাখার কারণে দিনের বেলায় পেটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একটু বিশ্রাম নিতে পারে। যার কারণে ভবিষ্যতে পেটের পীড়া থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

এ তো গেল মানব শরীরের সুস্থতা সম্পর্কে আলোচনা। অবশ্য রুগ্নের হুকুম স্বতন্ত্র। রোগীর প্রতি দৃষ্টি রেখেছে ইসলাম। এজন্যে কোন রোগী রমযান মাসে রোযা রাখতে না পারলে তার জন্যে অন্য মাসে রোযা রাখার অনুমতি প্রদান করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ـ

"তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়া— একজন অভাবগ্রস্তকে অন্নদান করা।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৪

অতঃপর ডাঃ মুস্তফা হিফার যেসব রোগে রোযা রাখলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে সেরূপ কয়েকটি রোগের উল্লেখ করেছেন ঃ

১. مرض السكرى ডায়াবেটিক রোগ, এ রোগে কিছুক্ষণ পরপর রোগীকে আহার গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

২. قصور الكلى হলি ব্লাডার পিত্তথলির ব্যথা। এ রোগে অতি মাত্রায় পানি পান করতে হয়।

৩. পেটে ক্ষত থাকলে- এতে দীর্ঘক্ষণ আহার গ্রহণ না করলে রোগীর জীবন নাশের আশংকা রয়েছে।

৪. রক্তচাপ, হার্টের ব্যথা, শিশুকে স্তন্যদান ইত্যাদি।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হজ্জ পর্ব

[হজ্জ পরিত্যাগকারীর পাপ ❑ বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের কাহিনী ❑ হজ্জের কাজ ও আরকান-আহকাম ❑ হজ্জের পার্থিব লাভ ❑ আল্লাহ্র নিদর্শনের সম্মান]

হজ্জ পরিত্যাগকারীর পাপ

শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জ হলো নির্দিষ্ট সময়ে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফের বায়তুল্লাহ্ গমন। এটা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

بنى الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله - وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان -

"ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত, সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল, নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা; বায়তুল্লাহ্য় হজ্জব্রত পালন করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।"

—বুখারী, মুসলিম

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিসম্পন্ন, সামর্থ্যবান মুসলমান নরনারীর উপর জীবনে একবার হজ্জ ফরয করেছেন। কুরআনুল করীম ও হাদীসে যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে বহু আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। হজ্জ জীবনে একবার করা ফরয, যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا - فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبى حتى قالها ثلاثا - فقال النبى لوقلت نعم لوجبت ولما استطعتم -

"হে লোক সকল! তোমাদের হজ্জ ফরয করা হয়েছে সুতরাং তোমরা হজ্জ কর।" এক ব্যক্তি বলল ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)'! এটা কি প্রতি বছর ?' রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুপ থাকলেন। এরূপ সে তিনবার বললে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "যদি আমি

www.pathagar.com

হ্যাঁ বলতাম তবে (প্রতি বছরের জন্য) ওয়াজিব হতো, যা আদায় করতে তোমরা সামর্থ্য রাখতে না।" —মুসলিম শরীফ

আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ -

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে (মক্কা) যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্যকর্তব্য। এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।" —সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ৯৭

আয়াতের প্রথমাংশ থেকে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির প্রতি বায়তুল্লাহ্ হজ্জ করা ফরয। শেষাংশে হজ্জ পরিত্যাগকারীকে ভীষণভাবে শাসানো হয়েছে।

পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত। এতে বোঝা যায় যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন না করলে তাকে এরূপ করা হবে অথবা সে ব্যক্তি এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ

فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ -

যারা সামর্থ্যবান ব্যক্তি হজ্জ না করলে তার জন্য রয়েছে অপমান, অপদস্থতা ও অসন্তুষ্টি। এ আয়াত দ্বারা এ কথাই বোঝা যায়।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের ইতিহাস

বায়তুল্লাহ্ বা কা'বা শরীফ নির্মিত হয় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীমের দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত হাজেরা যাকে হাদীয়া স্বরূপ তাঁর প্রথমা স্ত্রী হযরত সারাকে প্রদান করা হয়েছিল। তারই ঔরসে হযরত ইসমাঈল (আ)-কে প্রদান করেন। অতঃপর যখন উভয় স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় তখন সারা স্বামীকে বলেন, হাজেরা ও ইসমাঈলকে তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। অতঃপর ইবরাহীম (আ) হযরত হাজেরা ও ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে স্বীয় জন্মভূমি ছেড়ে শাম দেশে চলে যান এবং যেখানে কা'বা নির্মিত হয়েছে, সেখানে হযরত ইসমাঈল ও হাজেরাকে রেখে চলে আসেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّى اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ -

www.pathagar.com

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের কাছে। হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করি। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" —সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ৩৭

আল্লাহ্‌র বাণী عند بيتك الحرم তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, ঐ স্থানটাই যে পবিত্র এবং এর নামই যে বায়তুল্লাহ তা হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পেরেছিলেন। আর ঐ স্থানে তাঁকে রেখে আসার উদ্দেশ্য ছিল নামায আদায় করা, আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। তাই বোঝা যাচ্ছে যে, এই স্থানটির পবিত্রতা সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ) অবগত ছিলেন।

যখন হযরত ইসমাঈল (আ) যৌবনে পদার্পণ করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা মানবকুলের ইবাদত, যিকির ও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি যে নিয়ামত প্রদান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে সেই পবিত্র স্থানের চতুর্দিকে নামাযের স্থান নির্মাণের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

"স্মরণ কর। যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলছিলেন তখন তাঁরা বলছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত করিও। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়মপদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১২৭-১২৮

পবিত্র কুরআনুল করীম আমাদেরকে এটাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) কা'বার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে ঐ স্থান সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ بَوَّانَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَاتُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدُ -

www.pathagar.com

"এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সে গৃহের স্থান, তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কোন শরীক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাদের জন্য, যারা তওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সিজ্‌দা করে।"—সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ২৬

হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) ঐ ভিত্তি স্থাপন করেছেন এ কথার অর্থ এটাই হতে পারে যে, বায়তুল্লাহ্ পর্দা দ্বারা ঢাকা ছিল। তাঁরা উভয়ে তা সরিয়ে প্রকাশ করে দেন। অতঃপর তারা এটাকে পুনঃ নির্মাণ করেন। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বায়তুল্লাহ্ পূর্ব হতেই ছিল। যেমন সম্ভাবনা রয়েছে একে নতুন করে নির্মাণ করার।

হাজর-ই-আসওয়াদ

কা'বা নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম হযরত ইসমাঈল (আ)-এর কাছে এমন একটি পাথর চাইলেন যা মানবের নিদর্শনের জন্য রাখা হবে এবং সেখান থেকেই মানুষ তওয়াফ শুরু করবে। অতঃপর ইসমাঈল (আ) একটা বিশেষ ধরনের পাথর নিয়ে আসলেন। কিন্তু তা কোন্ পাথর ? বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হতে একটি পাথর হযরত ইসমাঈল (আ)-কে দান করেন, যা পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্য কা'বা ঘর নির্মাণের সময় তা স্থাপন করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى ادم -

"দুধের চেয়েও একটি শুভ্র পাথর বেহেশত হতে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীতে তা আদম সন্তানের পাপের কারণে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।" —তিরমিযী

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তওয়াফের সময় তা চুম্বন করতেন। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে বেহেশতের নিদর্শন দেখেছিলেন।

অথবা আরব পিতা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) হাত দ্বারা ধরে বহন করে নিয়ে যথাস্থানে রেখেছিলেন বলে চুম্বন করতেন।

মুসলমানগণ কৃষ্ণ পাথরের ইবাদত করে না বরং তারা তার মর্যাদানুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করে। আর মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুসরণার্থে একে চুম্বন করে।[১] আর রাসূল (সা)-কে অনুসরণ করতে তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার করেছে পাপ থেকে বিরত থাকার জন্যও।

---

১. কৃষ্ণ পাথর চুম্বন করা ফরয নয় যে, তা চুম্বন না করলে হজ্জ আদায় হবে না বরং এটা সুন্নত। হাজীগণ লোকের ভীড় কম হলে এবং সম্ভব হলে তা চুম্বন করবে। যদি লোক সমাবেশ বেশি হয় এবং পাথর পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব না হয় তবে হাতের স্পর্শ অথবা ইংগিত অথবা লাঠির স্পর্শই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

মুসলিম নেতা হযরত উমর (রা) কৃষ্ণ পাথর চুম্বন করতেন আর বলতেন, আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই আমি অবগত আছি যে, তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। তুমি কোন ক্ষতিও করতে পারবে না, উপকারও করতে পারবে না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তবে আমি কখনও তোমাকে চুম্বন করতাম না।

কা'বাই মানবের জন্য সর্বপ্রথম ইবাদতের স্থান। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ـ

"মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়,[১] (মক্কায়) তা বরকতময় ও বিশ্ব জগতের দিশারী। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম এবং যে কেউ সেথায় প্রবেশ করে সে নিরাপদ।"

—সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯৬

আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘরকে পবিত্র ঘর বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং এর অনুসরণে দ্বিগুণ পুণ্য হবে। যেমন তা বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক স্বরূপ। যে ব্যক্তি হজ্জব্রত পালনার্থে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এতে প্রবেশ করবে সে পরকালের নরকাগ্নি হতে এবং ইহলোকের শাস্তি হতে নিরাপদ থাকবে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ ফরয হয়। ইবরাহীম (আ)-এর মৃত্যুর পর তদীয় তনয় হযরত ইসমাঈল (আ) তার অনুসরণ করেন। অনেক যুগ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় মানুষ হজ্জের মাঝে বহু শিরক জাতীয় খারাপ কাজ যেমন মূর্তি উপাসনা, উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ ইত্যাদি ঢুকিয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুয়ত পাওয়ার পর হজ্জ হতে শিরক ও বিদআত দূরীভূত করেন।

হজ্জের আমল ও রুকনসমূহ

হজ্জের কাজ ১০টি— (১) সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করা (দৌড়ান) (২) মিকাত হতে ইহরাম বাঁধা (৩) কা'বা প্রদক্ষিণ করা (৪) আরাফায় অবস্থান করা (৫) মুযদালিফায় রাত যাপন করা (৬) মিনায় রাত যাপন করা (৭) কংকর নিক্ষেপ করা (৮) হাদী (কুরবানীর জন্তু) যবেহ করা (৯) মাথা মুণ্ডানো (১০) বিদায়ী তওয়াফ করা।

উপরোক্ত আমলগুলো রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নতের মাঝে বিভিন্নভাবে আদায় হয়।

---

১. বাক্কা بكة একই জিনিসের দুটি নাম। বাক্কা এজন্যেই বলা হয় যে, এখানে লোকের সমাগম বেশি হয়। আর মক্কা এ জন্যেই বলা হয় যে, এখানে আসলে লোকের গুনাহ্ দূর হয়। আর কেউ কেউ বলেছেন পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে লোক জমা হয় বলে মক্কা বলা হয়।

www.pathagar.com

আরকান ঃ (১) ইহ্‌রাম বাঁধা (২) সাফা ও মারওয়ায় সা'য়ী করা (৩) আরাফায় অবস্থান করা (৪) বিদায়ী তওয়াফ করা। এসব আরকানের ইবাদত হিসেবে অনেক রহস্য ও গুরুত্ব রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

ইহ্‌রাম ঃ হজ্জের প্রথম রুকন হলো ইহরাম বাঁধা। শরীয়তের পরিভাষায় ইহ্‌রাম অর্থ হজ্জে প্রবিষ্ট হওয়া। হাজীদের জন্যে ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে, যাকে মীকাত বলা হয়। ইহরাম ব্যতীত হাজীগণ সে স্থান অতিক্রম করতে পারবে না। মীকাত দু'প্রকার— যামানী ও মকানী। যামানী মীকাত হলো শাওয়াল মাসের পয়লা তারিখ হতে ঈদুল আযহার দিনের ফজর পর্যন্ত আর দিকের পার্থক্যের কারণে মকানী মীকাতও পার্থক্য হবে। মিসর, সিরিয়া, লেবানন এবং প্রাচ্যদের মীকাত হলো যাহকাহ শহর। ইরাকী ও সমগ্র পাশ্চাত্যদের জন্য মীকাত হলো যাতি ইরাক।[১]

মুসলমানগণ যখন হজ্জের নিয়তে মীকাতে পৌঁছবে তখন তারা সেলাইকৃত পোশাক যেমন জামা, লুঙ্গী, পায়জামা, পাগড়ি, জুব্বা ইত্যাদি খুলে ফেলে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করবে। তাদের জন্য মোজা পরিধান করাও নিষিদ্ধ কিন্তু যদি জুতা না পায় তবে মোজা পরিধান বৈধ হবে। তবে দু' টাখনুর নিচের অংশ ঢেকে ফেলতে হবে। তদ্রূপ কোন সুগন্ধি ব্যবহার তা কাপড়ে বা শরীরে হোক, নখ কাটা স্ত্রীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা যেমন চুম্বন করা, সহবাস করা ইত্যাদিও হারাম।

তদ্রূপ কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ইহ্‌রাম হতে বের হওয়া এবং সা'য়ী ও দাসদের সাথে বচসা করাও হারাম।

স্থলভাগের শিকারী শিকার করা বা যবেহ করাও হারাম তবে দরিয়ার শিকারী শিকার করা বৈধ।

পর্যবেক্ষণকারিগণ হজ্জের ইহরামের মধ্যে হারাম কাজগুলোকে তিনটি রহস্যের ভিত্তিতে দেখতে পায়।

১. সাম্য

হাজীদের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করতে, রূপচর্চা বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে, আতর ব্যবহার করতে, মাথায় চুল রাখলে মানুষের প্রতি সাম্যতার লক্ষ্যে ইসলাম এগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কেননা কাপড় মানুষের মর্যাদা প্রকাশ করে দেয়। এর দ্বারাই একজনকে অপরজন হতে আকৃতির দিক থেকে পৃথক করা যায়। এজন্যই হজ্জব্রতে সাম্যতার ব্যবস্থা করা হয়েছে যার লক্ষ্য হলো শুধু ইবাদত। ইসলাম চায়, ধনী দরিদ্র ও নিঃস্বদের আলামতসমূহ মিটিয়ে দিতে। •

---

১. বিমান ও জলজাহাজের যাত্রীগণ বিমান বন্দরে ও জাহাজঘাট হতেই ইহ্‌রামের কাপড় পরিধান করবে। মদীনাবাসীদের মীকাত হলো জুলহুলাইফা, ইয়ামনদের 'ইয়ালামলাম', নজদবাসীদের কারনুল মানাজেল।

www.pathagar.com

এজন্যেই আমরা হাজীদেরকে দেখি মীনাতে, আরাফাতে ইহ্রামের কাপড় ব্যতীত সমস্ত কাপড় খুলে এক সমাবেশে ভীড় জমাতে। আল্লাহ্র নিদর্শনের একত্বতা ঘোষণা করতে, বিনয়াবনত নম্রভাবে রহমতের আশায় আল্লাহ্কে আহবান করতে দেখতে পাই। মুসলিমদের মধ্যে এই যে সাম্য, পোশাক পরিচ্ছদে নিদর্শনে একত্বের অনুসরণে সার্বিক দিক থেকে এটা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২. শান্তি

নিজেদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম মুহরিমের উপর কয়েকটি কাজ হারাম করেছে। যেমন ঝগড়া-ফাসাদ করা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يَاُولِى الْاَلْبَابِ ـ

"এই হজ্জ হয় সুবিদিত মাসে। অতঃপর যে কেউ এই মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়র ব্যবস্থা করিও। আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৭

ইসলাম মুহরিমের প্রতি স্থলভাগের শিকার মুবাহ ও অমুবাহ নির্বিশেষে সবই হারাম করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ـ

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য এবং তোমরা যতক্ষণ ইহ্রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। ভয় কর আল্লাহ্কে যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।"—সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯৬

ইসলাম এটাই যথেষ্ট করেনি বরং আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের বায়তুল হারামে পৌঁছলে নিম্নে বর্ণিত দোয়া দ্বারা ইসলাম উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে ঃ

اللّٰهم انت السلام ومنك السلام ـ فحينا ربنا بالسلام ـ اللّٰهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وزد من حجه او اعتمره تكريما وتشريفا ـ

www.pathagar.com

৩. তাকওয়া

মুহরিমের প্রতি স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা এবং আনুষঙ্গিক পার্থিব ভোগবিলাস ফাসিকী কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়া, এগুলোকে ইসলাম হারাম করেছে।

হজ্জের প্রতি লক্ষ্য রেখেই, পার্থিব জীবনের দোষক্রটিমূলক কাজ এবং কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত রাখার জন্য এবং অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতি প্রতিষ্ঠিত এবং পুণ্যের আশা সঞ্চারিত করার জন্য ঐগুলোকে হারাম করেছে, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يَا اُولِى الْاَلْبَابِ ـ

"তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়র ব্যবস্থা করিও, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৭

ফরয হজ্জের লক্ষ্য হলো ইসলামের দিকে আহ্বান করা

অন্তরের সঙ্গে জিহাদ তথা সংযমশীলতার জন্যে হজ্জ একটি বাস্তব ট্রেনিং যার উপর ভিত্তি করে মানুষ উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। আত্মা আল্লাহ্‌র প্রেমে ও ভালবাসায় পূর্ণ হতে হজ্জ বিশেষভাবে সাহায্য করে। আর গলদেশে আল্লাহ্‌র যিকর চলতে থাকে। হজ্জের নিদর্শনাবলীর কাছে দাঁড়িয়ে ইহরামের শুরু থেকে নিম্নে বর্ণিত দু'আটি পড়ার জন্য রাসূল (সা) সুন্নত করে দিয়েছেন।

لبيك اللّهم لبيك لا شريك لك لبيك ـ ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ـ

সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করা

এটা হজ্জ আরকানের মধ্য হতে একটা রুকন। সা'য়ী (শ্রম) বলতে হাঁটার চেয়ে একটু বেশি এবং দৌঁড়ের চেয়ে একটু ধীর গতিতে তাড়াতাড়ি চলা।

সাফা ও মারওয়ায় সা'য়ী করার নিয়ম হলো ঃ সাফা হতে সা'য়ী শুরু করে মারওয়াতে এসে সাত চক্করে শেষ করা।

এই দুটি পাহাড়ের মাঝে সর্বপ্রথম যে সা'য়ী করেছিলেন তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাতা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী হযরত হাজেরা। তিনি তাঁর পিপাসার্ত ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্য পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পিপাসা যখন তীব্র রূপ ধারণ করেছিল তখন যমযম কূপ প্রবাহিত করেছেন। সাফা ও মারওয়ার সা'য়ীর দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে বিপদ থেকে

www.pathagar.com

মুক্তি, পাপ হতে ক্ষমা রয়েছে। কেননা এই স্থানেই হযরত হাজেরা ও তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) হতে আল্লাহ্ তা'আলা বিপদ-মুসীবত দূরীভূত করেছিলেন।

আরাফাত ময়দানে

এটাও হজ্জের অন্যতম রুকন যা ব্যতীত হজ্জ পরিপূর্ণ হয় না। যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখের সূর্যোদয় হতে কুরবানীর দিনের ফজর পর্যন্ত সময়টুকুতে আরাফায় অবস্থান করতে হয়।

এই স্থানেই হাজীগণ বিনয় এবং নম্রতার সাথে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন। আরাফাতের দু'আ ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

خير الدعاء يوم عرفة -

"আরাফাতের দু'আই হলো উত্তম দু'আ।" —তিরমিযী

এই স্থানে মু'মিনদের পুণ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আরাফার দিন ব্যতীত আল্লাহ্র কাছে উত্তম দিন আর নেই। এই দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে অবতরণ করে বলেন, ধূলিবালি মাখানো অবস্থায়, মাথায় আলুথালু চুল নিয়ে প্রখর রোদে, দূর-দূরান্তর হতে আমার করুণার আশায় আমার বান্দারা আগমন করেছে, তারা তো আমার শাস্তি দেখেনি। আরাফার দিন যত লোক নরকাগ্নি হতে মুক্তিলাভ করে অন্য কোনদিন তা পারে না। —ইবনে মাজাহ

আরাফার ময়দানে দুনিয়াত্যাগী আবেদ ব্যতীত চক্ষু আর কিছু দেখতে পায় না। পাপিগণ এই দিনে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায়, মু'মিনগণ আল্লাহ্কে ভয় করে, মুসুল্লীগণ রুকূ করে, চক্ষু অশ্রুবর্ষণ করে। তখন আরাফার মাঠ যেন পবিত্র স্থানে পরিণত হয়, যেখানে পাপরাশি ধুয়েমুছে শেষ হয়ে যায়।

কা'বা প্রদক্ষিণ

হজ্জের রুকনসমূহের মধ্য হতে কা'বার চতুর্দিক তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ কব্রা অন্যতম রুকন। এর দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহ্র একনিষ্ঠ একচ্ছত্র দাসত্ব করাই বোঝা যায়। এবং মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র একত্ব ঘোষণা করেন। পৃথিবীর সকল মুসলমান নামাযে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ে। আর দলবদ্ধভাবে সকল মু'মিন প্রদক্ষিণ করে আল্লাহ্র কাবাগৃহ।

তওয়াফ হলো আল্লাহ্র এবং বান্দার মাঝে প্রেমের এবং দৃঢ় সম্পর্কের প্রকাশ্য নিদর্শন। প্রেমিক সর্বদাই তার প্রেমিকার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আশান্বিত থাকে। আর কা'বাই হলো বায়তুল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدُ -

"আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাদের জন্য; যারা তওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সিজদা করে।" —সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ২৬

www.pathagar.com

হজ্জ করায় পার্থিব লাভ

ইসলামে ইবাদত শুধু ইবাদতের উদ্দেশ্যেই করা হয়। কিন্তু তা পার্থিব লাভ অর্জনে নিষেধ করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে দীন ও দুনিয়া একটা আর একটার পরিপূরক। হজ্জের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ -

হজ্জব্রত যেমন আত্মিক ইবাদত তদ্রূপ প্রতি বছর একটি করে নতুন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা মুসলমানদের ঐক্য, ভালবাসা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে সহায়ক হয়। আর আল্লাহ্র নিদর্শনের কাছে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন জাতি এসে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র কাছে শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যতিরেকে মানুষ এভাবে আর একত্রিত হয় না।

হজ্জের মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনীতি বিভিন্ন প্রকার একতা অর্জিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে জ্ঞানীগুণী, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদসহ প্রায় এক লক্ষ মুসলমান আগমন করে এবং হজ্জের সময় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জ্ঞানীগুণীগণ ইসলামের ব্যাপারে পরামর্শ ও আলোচনা করেন। যেমন শরীয়তে হুকুম-আহকাম কিভাবে বাস্তবায়িত করা হবে, শিল্প সংস্কৃতির ও কৃষি কাজে উন্নতি কিভাবে হবে, শত্রুদেরকে কিভাবে হটাতে হবে ইত্যাদি।

ইসলামী ধনী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি কর্তব্য ইসলামী দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতা করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ترى المؤمنين فى تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى -

"মু'মিনগণ পরস্পর দয়া ও করুণা প্রদর্শনের ব্যাপারে তুমি তাদেরকে দেখবে যেন তারা একটা শরীর; যখন শরীরের একাংশ রুগ্ন হয়ে পড়ে তখন তার সারা দেহেই তা অনুভূত হয়।" —বুখারী শরীফ

হজ্জ এমন একটি ইবাদত যা মুসলমান জাতির মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় করে দেয় এবং পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার আহবান জানায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রগুলো পরস্পর পরস্পরের দায়িত্ব আদায়ে উৎসাহিত হয়।

আল্লাহ্র নিদর্শনের সম্মান

আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জের মধ্যে কতকগুলো কাজ নির্দিষ্ট করেছেন যেগুলো আদায়ে অধিক পুণ্য হয় এবং আল্লাহ্র রহমত অবতীর্ণ হয়। মু'মিনদের জন্য হজ্জের এই কাজগুলোকে ইবাদত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং এগুলোর সম্মান তাকওয়ার চিহ্ন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং এগুলোকে شعائر শাআয়ীর বলে অভিহিত করেছেন ঃ

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ـ

"এবং কেউ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে তা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া সঞ্জাত।" —সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৩২

হজ্জের সময় হজ্জের নিদর্শনসমূহের কাছে গিয়ে অবস্থান করলে এর ইতিহাস ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর কা'বার নির্মাতা হযরত ইবরাহীম ও তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং নির্মাণের পর আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর। এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত করিও। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও, তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" —সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১২৮

ইসলামের শুরু হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইবাদতের জন্য কা'বা প্রদক্ষিণ করে মু'মিনগণ ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-কে অনুসরণ করছে। আর আল্লাহ্র সাথে আমাদের ওয়াদা ছিল এই দীনকে আঁকড়ে থাকা। আর ইবরাহীম (আ) তিনিই আমাদেরকে মুসলমান বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ـ

"এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছিলেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য।" —সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৭৮

সাফা ও মারওয়ায় সা'য়ী করা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের একটা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়ার সা'য়ী আল্লাহর্ নিদর্শন।"

কেননা এই স্থানে হযরত হাজেরা (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল যখন পিপাসার্ত হন তখন পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি আল্লাহ্র কাছে পানি চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা যমযম কূপ

www.pathagar.com

উত্থিত করে দেন। এর দ্বারা মু'মিনদের কাছে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন এই পার্থিব জগতে বিভিন্ন রকমের বালা-মুসীবত দ্বারা পরীক্ষা করেন, তখন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় এবং করুণা চায়।

হজ্জে গিয়ে কুরবানী করা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

"এবং উষ্ট্রকে করেছি আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্যতম। তোমাদের জন্য এতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম লও। যখন এরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে। এভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" —সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৩৬

এসব যবেহর প্রাণীকে হাদঈ هدى -ও বলা হয়ে থাকে। এগুলোর যবেহর মধ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত নির্দেশ পালন ও হাজীদের সচ্ছলতা ও গরীবদের প্রতিদানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে।

আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থে এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রকাশ ও প্রচারের জন্য হাজীগণ সাধ্যানুযায়ী তাদের নিজেদের পক্ষ হতে কুরবানী করে থাকে। আমাদের কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক ইসমাঈলকে কুরবানী করাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে স্বপ্নরূপ ঐশীবাণী এসেছিল স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে যবেহ করার জন্য। তাই ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র আদেশ বাস্তবায়নে ইসমাঈলকে কুরবানী করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قَالَ يَا بُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّى اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ـ

"তখন ইবরাহীম বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কি বল?"—সূরা সাফফাত ঃ আয়াত ১০২

তারপর ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্‌র উদ্দেশে উৎসর্গ হওয়ার জন্য বলেছিলেন ঃ

يَا اَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ـ

www.pathagar.com

"সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।" —সূরা সাফফাত ঃ আয়াত ১০২

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ইখলাসের জন্য এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করলেন। ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলা একটি দুম্বা আনয়ন করে যবেহ্ করার নির্দেশ দিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা এই কঠিন পরীক্ষা হতে উভয়কে মুক্তি দিলেন।

ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী হতে মুক্তি দেওয়ার কারণে মুসলমানগণ হজ্জের দিনে কুরবানী করে হজ্জের নিদর্শন স্মরণ করে এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর ইসমাঈল (আ)-এর মুক্তির কারণেই তাঁর বংশ বরকতময় হলো আর সে বংশ হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন।

হাদ্য়ি নামে যে পশু যবেহ্ করা হয় তা দু'প্রকার (১) মুস্তাহাব যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হাজীগণ নফল হিসাবে করে থাকে। অন্যটি (২) ওয়াজিব।

যে হাজী হজ্জ ও উমরার নিয়ত একত্রে করে তার ওপর এই হাদ্য়ি ওয়াজিব। মুতামাত্তি-র উপরও হাদ্য়ি ওয়াজিব। যিনি প্রথমে উমরা করেন, হালাল হয়ে পুনরায় মীকাত হতে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ আদায় করেন তাকে মুতামাত্তি বলা হয়। তার প্রতিও হাদ্য়ি ওয়াজিব, যে হজ্জের ওয়াজিবগুলির কোন একটি বাদ দিয়েছে অথবা ইহরাম অবস্থায় কোন হারাম কাজ করেছে।

নিষ্ঠাই হজ্জের মূলভিত্তি

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

اللّهم حجة لارياء فيها ولا سمعة -

"তিনি যখন বিদায় হজ্জ আদায় করেন তখন আরাফার দিকে ফিরে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! এটা এমন একটি হজ্জ যার মধ্যে লোক দেখানো বা শুনানোর মতো কিছু নেই।" —বুখারী ঃ হজ্জ অধ্যায়

যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ নিয়তে বিশুদ্ধভাবে হজ্জ সম্পাদন করেছে তার পুণ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة -

"এক উমরা হতে অন্য উমরা সবটুকুর কাফফারা হবে। মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়।" —বুখারী

من حج هذا البيت فلم يرفث لم يفسق رجع كيوم ولدته امه -

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি কোন অশ্লীল কাজ বা কোন খারাপ কাজ না করে এই কা'বায় হজ্জ করবে সে যেন সদ্যোজাত শিশু।" —বুখারী

হজ্জ নামক ইবাদতটি যদি অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যা মুসলমানগণ নিজের নাম প্রসিদ্ধ করার জন্য ইচ্ছা করে যে, তাকে হাজী বলে ডাকা হোক— তাহলে তার এই হজ্জ নামক ইবাদতটি দ্বারা কোন লাভই হবে না।

ফরয হজ্জের মধ্যে বড় অপরাধ বা গুনাহ হলো, যা আজকাল লেবাননের হাজীগণ অনুসরণ করে থাকে, কেননা এতে অর্থের অপচয় ঘটে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا -

"যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" —সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ২৭

ঐ সমস্ত কাজ যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না এবং যা হজ্জের বরকতকে দূরীভূত করে দেয় এবং হজ্জের উদ্দেশ্যকেই বিনষ্ট করে দেয়, হজ্জকারীকে পাপী বানিয়ে দেয়। যেন সে ইসলামের ফরয হজ্জ আদায় করতে গিয়ে পাপ কাজ করল। যে ব্যক্তি হজ্জের বিষায়াদি সম্পর্কে জানে না এ সব কাজ তাকে ইসলাম হতে দূরে সরিয়ে দেয়। অতঃপর খারাপ কাজ ও বিদআতগুলোকে প্রতিরোধ করে, ধ্বংস করে দেওয়া দরকার। কেননা এ ধরনের কাজের দ্বারা ইসলামেরই বদনাম করে থাকে।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআনুল করীম।
২. আল-মু'জাম-আল মুফাহ্‌রাস লি আলফাযি কুরআনুল কারীম।
৩. তাফসীর আল ফখর-আররাজী।
৪. তাফসীর রুহুল মা'আনী লিল আলুসী।
৫. আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন লিল কুরতাবী।
৬. তাফসীর আলমানার লি শাইখ রশীদ রিযা।
৭. তাফসীরু ফি যিলালিল কুরআন লি উসতাজ সাইয়্যিদ কুতুব।
৮. সহীহ্ আবী আবদিল্লাহ্ আল বুখারী বিশারহিল কিরমানী।
৯. সহীহ্ মুসলিম— বিশারহিন্নবাবী।
১০. সুনানি আবূ দাউদ।
১১. সুনানি আননাসায়ী।
১২. সুনানি ইবনে মাজা।
১৩. সুনানি আত্ তিরমিযী।
১৪. মুসনাদ ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল।
১৫. মুজাল্লাতুল আযহার ওয়া তাসদুরুহা মাসইয়াখাতুল আযহার।
১৬. মুজাল্লাতুল ওয়া ইয়ুল ইসলামী তযারাতুল আউকাফ আশ্‌শুয়ূনুল ইসলামিয়া, আল-কুয়েত।
১৭. আল-যাওয়াজিরু আন ইক্‌তিরাফিল কাবাইরি তালিফু আবিল আব্বাস আহ্মাদ বিন হাজর।
১৮. কিস্‌সাতুল হাযারাতি তালীফুউল দিওরান্ত তারজামাতু আল উসতায মুহাম্মদ বদ্রান, আদ্দাকতুর যাকি নাজীব মাহ্মুদ।
১৯. আল 'আকীদাতুল ইসলামিয়া উসুসাহা উসতাজ ইউসুফ আল কারযাভী।
২০. তাসলিয়াতু আহলিল মাসাইবি-লিল ইমাম আবী আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আল মুম্বাজী আল হাম্বলী।
২১. উসুসুস্ সিহ্হাত আল হায়াত লিদ্দাকতুর আবদুর রাযযাক আশ্ শাহরিস্তানী।
২২. আল ইনসানু অসিহাতুন্নাফসিয়্যাতু লিদ্দাকতুর মুস্তফা ফাহমী।

ইফাবা—২০০৪—২০০৫—প্র/৫৮৯৭ (উ)—৫২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত
ইসলামী আইন ও ফিকাহ্ শাস্ত্র বিষয়ক কয়েকটি বই

বইয়ের নাম	লেখক/ অনুবাদক/সম্পাদক	পৃষ্ঠা	মূল্য
ফাতাওয়া ও মাসাইল (১ম ও ২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৪১২	২৪০.০০
ফাতাওয়া ও মাসাইল (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৪৬২	২১০.০০
ফাতাওয়া ও মাসাইল (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৩০২	১৪০.০০
ফাতাওয়া ও মাসাইল (৫ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৪৩২	২২৫.০০
ফাতাওয়া ও মাসাইল (৬ষ্ঠ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৫৭৬	২৩০.০০
আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)	আল্লামা বুরহান উদ্দীন মারগানানী	৩৭৯	২০০.০০
আল-হিদায়া (২য় খণ্ড)	আল্লামা বুরহান উদ্দীন মারগানানী	৫৫৬	১৭০.০০
আল-হিদায়া (৩য় খণ্ড)	আল্লামা বুরহান উদ্দীন মারগানানী	৬৬৩	৩১৫.০০
আল-হিদায়া (৪র্থ খণ্ড)	আল্লামা বুরহান উদ্দীন মারগানানী	৫৯৮	২৬৮.০০
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৬৩৮	২৪০.০০
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৭২০	২৭৪.০০
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৬৪৬	২৩০.০০
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৮৫৬	৩২০.০০
ইসলামী আইন	এ.এ. ফৈজী	৩৯০	৫০.০০
আল ফিকহুল আকবর	ইমাম আবূ হানীফা (র)	৯৬	৩২.০০
ইসলামের দণ্ডবিধি	গাজী শামসুর রহমান	৭০৪	১৮৯.০০
বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (১ম খণ্ড ১ম ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	৮১৬	২৫৫.০০
বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (২য় খণ্ড ২য় ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	১০০৮	২৭২.০০
বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৭৭৪	২৪৫.০০
ইসলামে বাণিজ্য আইন	এ.বি.এম. হুসাইন	৬৪	২৫.০০
ইসলামী শাসনের স্বরূপ	শেখ ফজলুর রহমান	৬৪	১৪.০০
মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন	মোঃ আবুল বাশার	২৮৮	৩৫.০০
মসজিদের বিধানাবলী	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	১১৪	৪০.০০
ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	হোসনে আরা মারিয়াহ	৯৬	১৯.০০
Thoughts on Islamic Law and Justice	Zain-ul-Abedin	৫২	৫.০০
Islamic Law	Ghazi Shamsur Rahman	৭১৮	৯০.০০

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ

আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ